Contents

রসূলের স. যুগে

নারী স্বাধীনতা

(২য় খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি)

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

www.amarboi.org

Contents

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

দ্বিতীয় খন্ড

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الثانى

কুরআনুল করীম এবং সহী বুখারী ও মুসলিমের সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার বিস্তারিত ও বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্

অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
(বি আই আই টি)

www.amarboi.org

تحرير المرأة فى عصر الرسالة

الجزء الثانى

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ্

অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি)
১৪৫ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯১১৪৭১৬, ৯১৩৮৩৬৭, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬
E-mail: biit_org@yahoo.com
biit89_info@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০২ ইং/১৪২৩ হিঃ

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN-984-8203-30-3

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রক ঃ আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

কম্পোজ ঃ তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মূল্য

অফসেট	ঃ	৩০০ টাকা
সাদা	ঃ	২৫০ টাকা

"Rasuler s. Juge Nari Shadhinata 2nd Part" is a Bengali translation of *"The Tahrirul Mar'ah Fi Asrir Risalah"* by Abdul Halim Abu Shuqqah, translated by Maulana Muhammad Mozammel Hoque, edited by Abdul Mannan Talib and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 145 Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh. Phone : 9114716, 9138367, Fax : 880-2-9114716, E-mail: biit_org@yahoo.com, biit89_info@yahoo.com, 1st edition : November 2002. Price : White Tk. 250.00, Offset Tk. 300.00, US $: 15

www.amarboi.org

প্রসংগ কথা

ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র স্বীকৃত। কিন্তু এই অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র ব্যক্তিকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়নি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র যেমন গুরুত্বপুর্ণ তেমনি ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পৃক্ততাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নামায ব্যক্তির ওপর ফরয করা হয়েছে কিন্তু জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়াকে জরুরী গণ্য করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্নক্ষেত্রে ইসলামে ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতা একটি সর্বসম্মত বিষয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে ব্যক্তিকে সমাজের বুকে বিলীন হয়ে যেতে হবে। বরং ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষেত্র নির্ধারিত আছে। সেখানে তাকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার সামাজিক ক্ষেত্রেও তার দায়িত্ব নির্ধারিত আছে। সেগুলিও তাকে পালন করতে হবে। অর্থাৎ দায়িত্ব ব্যক্তির, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ও সমাজিক ক্ষেত্রে। এজন্য ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য কিয়ামতে আল্লাহর সামনে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে হাজির হতে এবং জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ ও নারী দুটি পৃথক সত্তা এবং দুটি পৃথক অস্তিত্ব। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুজনকে পরস্পরের পরিপূরক করে তৈরি করেছেন। এখানে কেবল একজনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যজনের গুরুত্বহীন তা নয়। বরং উভয়ের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য উভয়কেই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে সমানভাবে। যদি একজনের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যজনের অধীনস্থ হতো তাহলে তার জবাবদিহির পাল্লা কিছুটা হালকা হতো। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ ধরনের কোনো ইংগিত দেয়া হয়নি। তবে তারা তাদের প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাবে। 'লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস্আহা' অর্থাৎ ব্যক্তির সামর্থের বাইরে কোনো কিছু আল্লাহ তার ওপর চাপিয়ে দেবেন না।' নারী তার সামর্থ অনুযায়ী এবং পুরুষ তার সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে যাবে। একদিকে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আবার অন্যদিকে তারা পরস্পরের পরিপূরক। এভাবে তাদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও পারস্পরিক বন্ধনের একটি সিলসিলা গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধন এ সিলসিলার একটি প্রধান ও মুল অংশ। কিন্তু কেবলমাত্র এরি মধ্যে তাদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন সীমাবদ্ধ থাকেনি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক দায়িত্ব, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে এই বন্ধনের বাইরেও হতে পারে, তাদের পালন করতে হবে। যেমন জ্ঞান অন্বেষণ, ভালো কাজ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান, আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো, আল্লাহর পথে জিহাদ, পেশাগত কাজ, রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, নিষ্কলুষ বিনোদন, ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই এসব কাজে অংশ নিতে হবে।

এভাবে সমাজে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে তাদের ওপর আরোপিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে সমাজের সুষ্ঠু পরিগঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে এবং এজন্য আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করাও সহজ হবে।

এজন্য একটি মুসলিম সমাজে মুসলমান নারী ও পুরুষরা কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তারই আলোচনা 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' গ্রন্থের এই ২য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন অনিবার্য কারণে গ্রন্থটি ক্রমিক সংখ্যানুসারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বরং এর ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১ম খণ্ড প্রকাশিত হবার ৭ বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে ২য় খণ্ড। ৪র্থ খণ্ডটি যন্ত্রস্থ আছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের এখনো অনুবাদ চলছে। মিসরের খ্যাতনামা পণ্ডিত, গবেষক ও লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহর ২০ বছরের সাধনার ফসল প্রায় ৩ হাজার পৃষ্ঠার এ অসাধারণ গ্রন্থটি। মূল গ্রন্থটির প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত সমগ্র গ্রন্থটির প্রকাশনার পর লেখক তাঁর মহান রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। গ্রন্থটি মুসলিম বিশ্বে নারীদের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের বিধানের আওতায় অবস্থান করে ইসলামী সমাজ গঠন ও বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা ও প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলায় এর ৩য় ও ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের যে অংশটি সমাজের বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে চান আবার ইসলামী শরীয়তের সীমানার মধ্যেও অবস্থান করতে চান তাদের জন্য গ্রন্থটি নতুন পথের দিশা দেয়। আবার যারা শরীয়তের সীমানাকে অস্বাভাবিক, অসহনীয় মনে করে তা এড়িয়ে চলতে চাইতেন তারাও দেখেন শরীয়ত তাদের ওপর দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করেনি। বরং আল কুরআন ও বুখারী-মুসলিমের সহী হাদীসের মাধ্যমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতি-সম্মত পথের সন্ধান পান। এই ২য় খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর যেমন তাদের সংশয় আরো বেশি দূরীভূত হবে তেমনি ১ম ও ৩য় খণ্ড পাঠের পর কিছু পাঠকের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তাও আশা করি দূর হয়ে যাবে।

রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ আধুনিক মুসলিম সমাজ পুনরগঠনে মুসলিম নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখবে। এমন এক সময় লেখক গ্রন্থটি রচনা করেন যখন পাশ্চাত্যবাদ মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করেছে। মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষিত অংশটি পাশ্চাত্য জীবন ধারা ও সমাজ দর্শনের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে যে নতুন চিন্তার দুয়ার খুলে দিয়েছেন তা সামাজিক পুনরগঠনে অনেক সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ লেখক ও অনুবাদকবৃন্দকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন।

আবুদল মান্নান তালিব

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রে অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক ও চলমান নারী আন্দোলন দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ রচিত 'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বি, আই, আই, টি পাঠকের হাতে এর দ্বিতীয় ও ৪র্থ খণ্ড তুলে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা আশা করি এর চতুর্থ খণ্ডটিও অচিরেই প্রকাশিত হবে।

এই বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণশিল্পীসহ সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম
মহাসচিব
বি আই আই টি

Interactive Link Add by

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত

ভূমিকা ১৭

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ ২৯

এক. জীবনকে সহজ করা ২৯

দুই. নারী ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও বিকাশ ৩৩

তিন. জ্ঞান অন্বেষণ ৪০

চার. ভালো কাজ ৪৩

পাঁচ. ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান ৪৭

ছয়. আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো, এ বিষয়ে হাদীস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত ৪৮

সাত. আল্লাহর পথে জিহাদ ৫০

আট. পেশাগত কাজ ৫২

নয়. রাজনৈতিক তৎপরতা ৫৩

দশ. বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা ৫৫

এগার. নিষ্কলুষ বিনোদন এবং ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ ৫৮

শেষ কথা ৬৬

ভূমিকা ও প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৭২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের নিয়মাবলী ৮১

প্রসংগ কথা ৮১

যেসব কার্যকারণ নারী-পুরুষের সাক্ষাত ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সাহায্য করে ৮১

পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম কানুন ৮৬

মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ম কানুন ১০১

পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের নিয়ম-বিধির অবর্তমানে করণীয় কি? ১০৩

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১০৫

www.amarboi.org

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন নবী-রসূলের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত ১১৩
নূহ আলাইহিস সালামের যুগে ১১৩
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ১১৪
ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে ১১৯
মূসা আলাইহিস সালামের যুগে ১২১
দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে ১২৩
সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে ১২৩
বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন যুগে ১২৪
তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৩১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে দেখা করতেন ১৩৫
জ্ঞানের ক্ষেত্রে ১৩৫
বিয়ের অনুষ্ঠানে ১৩৫
বিবাহ ভোজে ১৩৬
শুভেচ্ছা ও সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে ১৩৬
দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ১৩৭
রোগীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ১৩৮
ফতোয়া জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ১৩৯
আপ্যায়নের ক্ষেত্রে ১৩৯
ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে ১৪০
যুদ্ধক্ষেত্রে ১৪০
হিজাব ফরয হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা ১৪৫
এক. তাদের রসূলের (স) মজলিসকে অনুসরণ করা এবং কোন কোন সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করা ১৪৫
দুই. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গিনী হওয়া ১৫০
তিন. রসূল (স) তাঁর স্ত্রীদের একজনকে হাবশীদের খেলাধুলা দেখিয়েছিলেন ১৫১
চার. সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা ১৫১
পাঁচ. লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে যেতো ১৫৬
ছয়. তাঁরা মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিতেন ১৬০
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৬৭

www.amarboi.org

Contents

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা ১৭৫
প্রাসংগিক ১৭৫
নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সালাম ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ১৭৭
মসজিদ কেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত ১৮০
জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পরস্পর সাক্ষাত ও অংশগ্রহণ ২০৯
হজ্জ পালনকালে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ ২২১
জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ও পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২২৪
আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজে পরস্পর সাক্ষাত ২২৯
সেবা ও আনুকূল্য গ্রহণ ও দানের ক্ষেত্রে পরস্পর সাক্ষাত ২৩৪
স্বামী বা স্ত্রী সন্ধান ও প্রস্তাব দান এবং আকদের সময় পরস্পর সাক্ষাত ২৩৮
বিবাহ ভোজে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ ও পরস্পর সাক্ষাত ২৪৫
অবস্থা অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করার সময় দেখা-সাক্ষাত ২৫৮
বেড়াতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাত ২৫৮
বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত ২৬৩
সম্মান প্রদর্শন ও অভিনন্দন জানানোর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭০
দোয়া ও বরকত কামনার জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭১
মেহমানদারী ও আপ্যায়নের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৭৩
নারী ও পুরুষেরা পরস্পরকে উপহার প্রদান ২৭৮
সুস্বপ্নের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮০
অসুস্থ ও রোগীদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮২
একই বাসগৃহে বসবাস ২৮৫
পানাহারের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৮৯
সফর ব্যাপদেশে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৯২
মৃত্যু সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ২৯৭
শাসক বা কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩০৪
সুপারিশের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩০৮
সাক্ষ্যদান, বিচারকার্য সম্পাদন ও শাস্তি কার্যকর করার সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১০
মুবাহালায় অংশগ্রহণের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১৭
বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ৩১৮
বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরস্পর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত ৩২২
মুসলিম পুরুষদের অমুসলিম মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ৩২৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৩৩

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাবলী ৩৬৭
নারীর পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় আধুনিক সামাজিক দিক ৩৭৫
আমাদের যুগে নারীর পেশাগত কাজে শরীয়তের নিদের্শনা ৩৭৭
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪০৬

সপ্তম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ঘটনাবলী ৪১৩
নারীর সামাজিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক ৪২৩
আধুনিক সামাজিক তৎপরতার সংজ্ঞা এবং সেখানে নারীর ভূমিকা ৪২৪
আমাদের যুগে নারীর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত কতিপয় দিক-নিদের্শনা ৪২৬
সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪৪১

অষ্টম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাবলী ৪৪৯
নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক ৪৭৭
আমাদের যুগে নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় শরয়ী দিক-নির্দেশনা ৪৮০
পেশাগত কাজে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি মত ৪৯৬
সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ ৪৯৬
অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪৯৭

www.amarboi.org

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

দ্বিতীয় খন্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الثاني

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিকা

সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা সাক্ষাতের নিয়মাবলী।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন নবী-রসূলদের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্ম তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ ঃ হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে জীবনের সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাক্ষাত।

হিজাব ফরয হওয়ার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ ঃ পেশাগত কাজে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণের পক্ষে শরীয়ত সমর্থিত ঘটনাবলী।

সপ্তম অনুচ্ছেদ ঃ সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা।

অষ্টম অনুচ্ছেদ ঃ রাজনৈতিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা।

ভূমিকা

পৃথিবীকে সুন্দর ও পূর্ণাংগরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মুসলিম নারী পুরুষের অংশীদার। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম যথার্থই বলেছেন, النساء شقائق الرجال "নারী পুরুষের সম অংশীদার।" তাই সংযম ও অধ্যবসায়ের সাথে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। যেহেতু জীবনের ক্ষেত্রসমূহ পুরুষের উপস্থিতি মুক্ত নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে তাই যতক্ষণ নারী শরীয়তের বিধি-বিধানের মধ্যে অবস্থান করবে ততক্ষণ শরীয়ত পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনা। শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন থেকে নারী ও পুরুষ পরস্পর দেখা সাক্ষাত করতে পারে, মত বিনিময় করতে পারে এবং অনেক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতাও করতে পারে। এই সাক্ষাত হবে মর্যাদাজনক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে। এতে কোন লৌকিকতা, জটিলতা বা স্পর্শকাতরতা থাকবেনা। নারীর স্বাধীন কর্ম তৎপরতা, সমাজ জীবনে তার অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার অপরিহার্য সাক্ষাতের বিষয়টি শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এভাবে কল্যাণ লাভের ব্যাপারে যে সুবিধা ও সহযোগিতা হয় তাও তিনি জানেন। আবার বহু ক্ষেত্রে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়াও এর মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা আছে তাও তিনি জানেন। নারীর এই স্বাধীন কর্মতৎপরতা পরিবার ও সন্তানের প্রতি তার যে প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করেনা, বরং তার ব্যক্তিত্বের পরিপক্কতা অর্জনে সাহায্য করে। এভাবে তাকে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণাংগরূপে পালন করতে সক্ষম করে তোলে এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনে আরো যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা পালন করার জন্য তাকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে। মুসলিম সমাজের সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের (তা স্বতঃস্ফূর্ত হোক বা কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হোক) একটা সাধারণ ক্ষেত্র রয়েছে।

সাধারণ ক্ষেত্রসমূহ

মসজিদ ঃ মসজিদে ফরয নামায, জানাযার নামায এবং 'কাসূফ' বা সূর্য গ্রহণের নামায অনুষ্ঠিত হয়।

ইলম ও আলেমদের মজলিস ঃ তা মসজিদে হোক, ঈদের মাঠে হোক বা আলেমদের নিজেদের বাড়িতে হোক।

কাবা ঘর ঃ যে ঘরকে আল্লাহ হজ্জ ও উমরাহর বিধানসমূহ পালনের জন্য সম্মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছেন।

ঈদের উৎসব অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্র ঃ এটা ঈদের মাঠে ঈদের নামায আদায়ের জন্য হোক বা মসজিদের অংগনে হাবশীদের খেলাধূলা দেখার বিষয়ে হোক। এ ক্ষেত্রে

www.amarboi.org

মেয়েরা পুরুষের সাথে নামায আদায় করবে, তাকবীর বলবে এবং কল্যাণের কাজে ও মুসলমানদের সাথে দোয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

বিচার ক্ষেত্রে (মসজিদে হোক বা মসজিদের বাইরে হোক) ঃ স্বামী-স্ত্রী অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় এবং এ বিষয়ে উভয়কে জন সমক্ষে 'লিআন' করতে অর্থাৎ পরস্পরকে অভিশাপ দিতে হয়।

জানাযা সম্পর্কিত কর্মকান্ড ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশ, সমবেদনা জানানো, জানাযা আদায় এবং মৃতকে অনুসরণের জন্য কবরস্তান পর্যন্ত না গিয়ে তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে যাওয়া।

জিহাদের ময়দান ঃ জিহাদের ময়দানে নারীরা পুরুষদের পেছনে কাফেলা বা সেনা ছাউনিতে অবস্থান করে এবং খাবার প্রস্তুত করে। তাছাড়া পিপাসার্তদের পানি পান করায়, আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করে এবং যুদ্ধ শেষে মৃত ও আহতদের স্থানান্তরিত করে।

মুবাহালার সময় ঃ যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের প্রতিনিধিদলের সাথে মুবাহালা করার সংকল্প করেছিলেন।

বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ

বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বলা যায়, অনেক সময় পুরষকে নারীর সাথে সাক্ষাত করতে হয় এবং অনেক সময় বাড়িতে সাক্ষাতের সময়, মেহমানদারীর সময়, সহানুভূতি ও সহযোগিতা অথবা সুপারিশ কামনা, উপহার প্রদান, রোগীর শুশ্রূষা অথবা শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপনের সময় কথাবার্তা বলতে হয়। আবার অনেক সময় বাড়ির বাইরেও ফতোয়া চাওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া, কল্যাণকর বিষয় উপস্থাপন করা, কোন বিয়ে বা শ্রমের কাজ অথবা রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সময় পুরুষকে নারীর সাথে সাক্ষাত করতে ও কথাবার্তা বলতে হয়।

শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীনে নারী ও পুরুষের সাক্ষাতকে আমরা প্রচলিত কথায় 'শরীয়ত সম্মত' মেলামেশা বলতে পারি। এর বৈধতা সুস্পষ্ট। অর্থাৎ নারীর জীবন যাপন হবে অর্থপূর্ণ, কর্মময়, পবিত্র ও কল্যাণকর। অর্থহীন, আলস্যপূর্ণ, কলুষিত ও অকল্যাণকর জীবনের ধারা তারা বহন করে চলবেনা। পুরুষের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতের অনিবার্য পরিণাম হবে এই ধরনের জীবন। এভাবে যে সব দেখা-সাক্ষাত নারী-পুরুষের মধ্যে কামভাব সৃষ্টির সহায়ক এবং আনন্দ উপভোগের কারণ হয় তা বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অর্থপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত দেখা-সাক্ষাত যা জীবনকে সহজ করে বা উদ্দেশ্যপূর্ণ দেখা সাক্ষাত, যা কল্যাণ নিশ্চিত করে বা পেশ করে তার বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ইসলামী জীবন বিধানে যখন মেয়েদের ক্ষেত্রভেদে পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান এবং তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত উভয়ই শরয়ী বিধান সম্মত তখন অর্থপূর্ণ, কল্যাণকর ও কর্মময় জীবনই নির্ধারণ করবে কোন সময় ও অবস্থায় পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান এবং কোন সময় ও অবস্থায় পুরুষের

সাথে দেখা-সাক্ষাত নারীর জন্য উত্তম। অর্থাৎ পুরুষের সাথে সাক্ষাত করে ও তার সাহচর্যে এসে শুধু আনন্দ উপভোগই মুসলিম নারীর উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ শরীয়তে তা নিষিদ্ধ। এর দ্বারা নারীর উদ্দেশ্য হবে কল্যাণকর ও কর্মময় জীবন যাপন। সেজন্য পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে কিংবা দূরে অবস্থানেরও প্রয়োজন হতে পারে।

বিভিন্ন কাজে পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত মানব জীবনের চিরাচরিত নিয়ম-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অতি প্রাচীনকাল থেকে এটা পুরোপুরি বিয়ের নিয়ম-বিধানের মতই মানব সমাজের প্রয়োজনীয় নিয়ম-বিধান হিসেবে চলে আসছে। নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পৃথিবীকে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবে এই নিয়ম-বিধান কার্যকর করা ছাড়া জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বলিষ্ঠ গতিময়তা সৃষ্টি হতে পারে না। সমস্ত নবী-রসূলের জীবন ও কর্ম এ নীতিকেই সমর্থন করে। তারপর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন এবং কর্মেও তাঁদের নিয়ম-প্রণালীর প্রতিফলন ঘটেছে। বরং মহানবীর (স) জীবন ও কর্ম এই নীতির দিগন্তকে আরো প্রসারিত্ব করেছে, যাতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন রচনা করা হয়েছে। এই নিয়ম-নীতিকে অচল করে দেয়ার জন্য নয়, বরং পুতঃপবিত্র জীবন যেন সামান্যতম বিকৃত না হয়েও তার পথে চলতে পারে সেজন্য।

এভাবে মুসলিম নারী আল্লাহর হিদায়াতের আলোকে তার জীবনের কর্মতৎপরতা পরিচালনা করতো। এখানে আমরা কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত যেসব প্রমাণ পেশ করবো তা এই হিদায়াতের বাস্তব উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া মুসলিম নারী সমস্ত নবী-রসূলের যুগে বাস্তব জীবনে যা চর্চা ও প্রয়োগ করেছে তার সবগুলো উদাহরণ যদি একত্রিত করা হয় তাহলেও তা আল্লাহর হিদায়াতের বাস্তব প্রয়োগের কতিপয় দৃষ্টান্তের অধিক হবে না। আমাদের যুগ তথা সর্বকালের জন্য এ হিদায়াতের বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপক ক্ষেত্র পড়ে আছে। পরিবর্তনশীল যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত অসংখ্য বাস্তব নমুনা আল্লাহর হিদায়াতের মধ্যে নিহিত আছে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিপূর্বে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু এখানে পুনরুল্লেখ করতে চাই। কারণ তার মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

যদি শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, নারীর মুখমন্ডল উন্মুক্ত রাখা শরীয়ত সম্মত এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীনে পুরুষের উপস্থিতিতে সামাজিক কাজকর্মে তার অংশগ্রহণও শরীয়ত সম্মত, তাহলে তা প্রতিষ্ঠার আহ্বান হিদায়াত গ্রহণের প্রতিই আহবান। আল্লাহর হিদায়াত এসেছে মানব-জীবনের জটিলতা ও সংকীর্ণতা দূর করতে। মহান আল্লাহ বলেনঃ وما جعل عليكم فى الدين من حرج
"আল্লাহ তোমাদের জন্য দীন ইসলামে কোন জটিলতা ও সংকীর্ণতা রাখেননি।"

এখানে দুটি শ্রেণীর প্রতি এ আহবান জানানো হয়েছে ঃ

প্রথম শ্রেণীঃ শরীয়তের বিধি-বিধান যতই অনুসরণ করা হোক না কেন এবং যত বড় প্রয়োজনই দেখা দিক না কেন তারা নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখা এবং সব রকমের মেলামেশা হারাম মনে করে। আমি তাদেরকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এবং যেসব বিষয়ে হাদীস শরীফে সতর্ক করা হয়েছে সেসব বিষয়ে সতর্ক হতে আহ্বান জানাচ্ছি। "হালালকে হারাম হিসেবে গ্রহণকারী হারামকে হালাল হিসেবে গণ্যকারীর মত।" অর্থাৎ তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র শরীয়তের সীমা লংঘণকারী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর মুখমন্ডল খোলা রাখার এবং সমাজ-জীবনের কাজকর্মে অংশগ্রহণের নিয়ম মুসলমানদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ করেন। যাতে তাদের জীবন অর্থপূর্ণ ও কল্যাণময় হয় এবং নারীর সামনে সৎ ও মহত কাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর তা জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদান এবং দুর্বল স্বামীকে রোজগারে সাহায্য করা থেকে শুরু করে কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ কিংবা ইতিবাচক রাজনৈতিক তৎপরতাকে সমর্থন ও নেতিবাচক তৎপরতার মোকাবিলা পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রেই হতে পারে। এই শ্রেণীর সামনে আল্লাহ্‌র বিধানকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য আমার কাছে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তিনি একদিন কুফার একটি উন্মুক্ত স্থানে যোহরের নামায পড়লেন এবং মানুষের অভাব অভিযোগের বিষয় শোনার জন্য বসলেন। এভাবে আসরের সময় হয়ে গেল। তারপর তাঁর কাছে পানি আনা হলে তিনি তা পান করলেন, মুখমন্ডল, দুই হাত, মাথা ও দুই পা ধুলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই অবশিষ্ট পানি পান করলেন। এরপর বললেন ঃ মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করা পছন্দ করে না। কিন্তু আমি যা করলাম নবী (স) ও তাই করেছেন। (বুখারী)[৩]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হযরত আলী বর্ণিত এই হাদীসের কতিপয় কল্যাণকর দিক রয়েছে। আলেমগণ যদি দেখেন, মানুষ একটি বৈধ বিষয় পরিহার করে চলছে তাহলে তার যথার্থ দিকটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা তাদের কর্তব্য। কেননা এ ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে বিষয়টি হারাম বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। "যেখানে এ আশংকা রয়েছে সেখানে কেউ জানতে আগ্রহ প্রকাশ করুক বা না করুক সে সম্পর্কিত বিধান কি তা অবিলম্বে ঘোষণা করা কর্তব্য। আর যদি কেউ জানতে চায় তখন বিষয়টি জরুরী হয়ে পড়ে।"[৪]

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র শরীয়ত বা বিধানের বিরোধিতা করে এবং উলঙ্গপনা ও অনর্থক দেখা-সাক্ষাত করে আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি। কাজেই আল্লাহ্ যা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন তা গোপন রাখে এবং নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অন্যথায় আল্লাহ্‌র গযব ও অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে এবং পাশ্চাত্য সমাজ যা সব ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধির খপ্পরে পড়েছে তেমনি সামাজিক ব্যাধির খপ্পরে পড়তে হবে।

www.amarboi.org

আমি সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছি। যেহেতু ঐ নিয়ম-কানুনই সব রকম সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত নীতিমালা, তাই সেগুলো মেনে চললেই কেবল কাঙ্খিত পবিত্র ফলাফল লাভ করা যেতে পারে। তাই এই কথাগুলো বলার পর আমি বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীটির দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

যাতে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়

প্রথম থেকেই আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, পরিবারের তত্ত্বাবধানই নারীর মৌলিক প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নারীর স্বাধীনতা, তার কর্মতৎপরতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আমরা বার বার যে কথা বলেছি সে ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে তা সত্ত্বেও যাতে আমরা অগ্রসর হতে পারি সেজন্যই ঐসব যুক্তির অবতারণা। আমরা এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনটিই এমনি পরিত্যাগ করতে বা প্রাধান্য বিস্তারকারী ফিরিঙ্গিপনায় ভেসে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতে পারিনা। বরং সেগুলোকে আমরা আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করবো। অর্থাৎ শরীয়তের মূল বক্তব্য ও তার সুস্পষ্ট ইংগিতের আলোকে বিচার করবো। সেই সব অস্পষ্ট ইংগিতের আলোকে বিচার করবো না, স্বভাবতই মানুষ যা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ ঐসব বিষয়ের শরীয়ত সম্মত অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, নিয়ম-নীতি ও সীমারেখার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করবো। আমাদের ব্যবহৃত দুয়েকটি শব্দ বা কথা অন্য জাতির কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। শব্দ বা কথা আমাদের ভাষারই অংশ। অন্য জাতি তার একটি মনগড়া অর্থ করেছে বলে আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারি না। বরং প্রকৃত অর্থের দিকে ঐ সব শব্দকে ফিরিয়ে নেয়া এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং মিথ্যা সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ততক্ষণ সেই অর্থেই তা ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। অন্যথায় তা অন্য জাতির হাতের পুতুল হয়ে থাকবে।

পরিবারের তত্ত্বাবধানই নারীর প্রাথমিক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের এই বক্তব্যের কয়েকটি অর্থ হয়। নীচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

০ দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি যত ভিন্নই হোক না কেন পরিবারের তত্ত্বাবধানে নারীর যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি পুরুষেরও আছে। পরিবারের তত্ত্বাবধান নারীর প্রাথমিক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও তার যে আরো দায়িত্ব আছে তা অস্বীকার করা যায়না। পরিবারের পরিবেশ ও সমাজের প্রয়োজন ভিন্ন হলে ঐসব দায়িত্বও অবশ্য ভিন্ন হতে পারে। তবে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়ার ক্ষেত্রে নারী সব সময় প্রথমোক্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ অবশ্যই থাকবে অর্থাৎ তা অনিবার্য এমন দাবি ঠিক নয়। এসব বিরোধ হয় ভুল বুঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয় অথবা নারী বা

www.amarboi.org

পুরুষের দুর্বলতার কারণে উদ্ভূত হয় কিংবা পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের কারণে দেখা দেয় বা সামাজিক সংগঠনসমূহের অক্ষমতার কারণে জন্ম নেয়। এ আলোচনায় আমরা একদিকে যেমন এসব ভুল বুঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করবো, অন্যদিকে তেমনি অক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রতিবিধানের পন্থা নিরুপণেরও প্রচেষ্টা চালাবো। তাই আমরা কর্মজীবী মহিলাদেরকে কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রমাণের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালাবো। আর তা করবো একদিকে প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য তাতে কোন প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটিয়ে এবং অন্যদিকে আর সব দায়িত্ব ও কর্তব্য যে জীবন্ত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করে সে দিকটি বিচার করে। সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর যেমন প্রচেষ্টা চালানো দরকার তেমনি তাদের সাথে সামাজিক সংগঠনসমূহের ও নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানকারীদেরও প্রচেষ্টা চালানো দরকার। তাছাড়া সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির সমর্থনও প্রয়োজন। প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং অন্যান্য দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সবারই প্রচেষ্টা থাকা উচিত। চূড়ান্ত প্রচেষ্টা সত্বেও যখন এই উভয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে তখন প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহই অগ্রাধিকার লাভ করবে। তবে কম হলেও অন্য সব দায়িত্ব-কর্তব্যও যতটা সম্ভব পালন করবে। ঐসব দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কল্যাণ বয়ে আনে তা যাতে ধ্বংস ও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে না যায় সে জন্যই এটা করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মুসলিম সমাজের গঠন কখনো পূর্ণতা লাভ করতে, সভ্যতা ও শক্তির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে এবং كنتم خير امة اخرجت للناس "মানব সমাজের জন্য সর্বোত্তম জাতি হিসেবে তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে"- মহান আল্লাহর এই বাণীর যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না যদি আমরা সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে তার সুফল আহরণ করতে না পারি।

নারীদের ওপর প্রাধান্যের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক পুরুষের মনে আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ও বিকৃত উপলব্ধি বদ্ধমূল হয়ে আছে তার ফলে তারা পরিবার ও সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত হলেও নারীকে ঘরের বাইরে কোন দায়িত্ব পালন করতে দিতে সম্মত হবে না। তাদের সামনে শরীয়তের কিছু বিধি-বিধান তুলে ধরা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি বলে মনে করি না। (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অনুচ্ছেদে শ্রমজীবী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর মহিলাদের জন্য শরীয়তের দিক নির্দেশনা দেখুন।)

এই ভূমিকার সমাপ্তি টানার পূর্বে সহীহ আল বুখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনাম সমূহের মধ্য থেকে সামাজিক কাজকর্মে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কিছু সংখ্যক শিরোনাম এখানে তুলে ধরা কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি। সহীহ বুখারীর ঐসব ফিকহী সিদ্ধান্ত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ

www.amarboi.org

সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ইমাম বুখারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সহীহ বুখারীর যে সব অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন আলেমগণের মতে তার মধ্যে সত্যিই ফিকহী দূরদর্শিতা রয়েছে।

ইলম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক নারীদের উপদেশ ও শিক্ষাদান।

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কি আলাদা দিন নির্দিষ্ট করতে হবে?

সালাত অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে মেয়েদের ঘুমানো।

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের পেছনে মেয়েদের নামায পড়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সময় দ্রুত মেয়েদের ফিরে আসা।

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে মেয়েদের অনুমতি চাওয়া।

জুম'আ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী, শিশু ও অন্যান্য যারা জুম'আ পড়তে যায় তাদের কি গোসল করতে হবে?

দুই ঈদ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমুক্ত ও ঋতুবতী মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদের নসীহত করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন যদি মেয়েদের বড় চাদর না থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা।

সূর্যগ্রহণ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের একসাথে সূর্যগ্রহণের নামায পড়া।

নামাজের মধ্যে কোন কাজ করা অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হাত চাপড়িয়ে শব্দ করা।

জানাযা অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পুরুষ কর্তৃক নারীকে বলা ধৈর্য ধারণ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের জানাযার অনুগমন করা।

হজ্জ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী-পুরুষের একসাথে তাওয়াফ করা।

অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক পুরুষের বদলি হজ্জ করা।

সালাতুত তারাবীহ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ই'তিকাফ করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীদের ই'তিকাফ।

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের সময় স্বামীর সাথে স্ত্রীর সাক্ষাত করা।

www.amarboi.org

কেনাবেচা অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের সাথে কেনাবেচা।

সাক্ষ্যদান অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের সাক্ষ্যদান, মহান আল্লাহর বাণীঃ

فان لم يكونا رجلين فرجل وامرتان "যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষ্যদান করবে।"

অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধদানকারিনী নারীর সাক্ষ্যদান।

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের পরস্পরের ন্যায়পরায়নতার সাক্ষ্যদান।

জিহাদ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদতের মর্যাদা লাভের দোয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ঃ নৌ-সেনা হিসেবে নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের কোন একজনকে সাথে নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ এবং লড়াইয়ে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদের কাছে নারীদের মশক ভর্তি করে পানি বহন করে নেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে নারীদের আহতদেরকে সেবা করা।

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের যুদ্ধের ময়দান থেকে আহত ও নিহতদেরকে নিয়ে আসা।

অনুচ্ছেদ ঃ ভাইয়ের পেছনে নারীদের একই সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহন করা।

অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই পুড়িয়ে জখমে লাগানো এবং পিতার মুখমন্ডল হতে মহিলাদের রক্ত ধোয়া।

গণীমতের এক পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের কোন লোককে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করা।

তাফসীর অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ اذا جاءكم المؤمنات مها جرات

"যখন ঈমানদার মহিলারা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে।"

অনুচ্ছেদ ঃ "যখন ঈমানদার মহিলারা বাইয়াত গ্রহণের জন্য আপনার কাছে আসে।"

বিবাহ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার (মুসলিম) ভাইকে বলা, দেখে নাও আমার কোন স্ত্রীকে তুমি চাও।

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলারা সালেহ পুরুষের কাছে নিজেদেরকে পেশ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব মহিলা বিয়ের অনুষ্ঠানে ও বর কনের জন্য উপহার পাঠায় তাদের জন্য দোয়া করা।

www.amarboi.org

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের নববধূকে স্বামীর কাছে উপহার হিসেবে পাঠানো।

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও শিশুদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ নব বধূ স্বয়ং যদি তার বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরুষদের আপ্যায়নে অংশ নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া কেউ কোন মহিলার সাথে একাকী মিশবে না এবং যার স্বামী কাছে নেই এমন মহিলার কাছে যাতায়াত।

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে একাকী ডেকে নিয়ে কিছু বলা জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ হাবশী এবং তাদের মত অন্যদের প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত করা।

অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে বের হওয়া।

তালাক অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল মনে না করা সত্ত্বেও কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'এ আমার বোন' তাহলে তার কোন দোষ হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবীর (স) সুপারিশ।

অনুচ্ছেদ ঃ যিহার করা। মহান আল্লাহর বাণী

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها "যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক করছিল আল্লাহ তার কথা শুনেছেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে একে অপরকে অভিশাপ দেয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম উভয় লেআনকারীকে বলবেঃ যদি তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী হয়, সে কি তওবা করবে?

কিতাবুল মারদা বা রোগী অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের পুরুষ রোগীর সেবা করা।

কিতাবুত তিব বা চিকিৎসা অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষ কি একে অপরের সেবা করতে পারে?

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের পুরুষদের ঝাড়ফুঁক করা।

কিতাবুল আদাব বা আদব আখলাক অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ বিধবার জন্য পরিশ্রম করা।

কিতাবুল ইসতিযান বা অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের পরস্পরকে সালাম দেয়া।

কিতাবুল হুদূদ বা অপরাধ অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে রজম করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী বিবাহিতা মহিলাকে রজম করা।

অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত নারী-পুরুষকে বেত্রাঘাত করতে ও নির্বাসন দিতে হবে।

রক্তমূল্য বা দিয়াত অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা

www.amarboi.org

অনুচ্ছেদ ঃ আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরস্পর থেকে কিসাস গ্রহণ করা।

কিতাবুল আহকাম বা বিচার বিষয়ক অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার ও পরস্পরকে অভিশাপ দেয়ার ব্যবস্থা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের বাইয়াত গ্রহণ।

কিতাবুল ই'তিসাম বা কুরআন-হাদীস দৃঢ়ভাবে অনুসরণ সম্পর্কিত অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর শিক্ষানুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁর উম্মতের নারী-পুরুষদের শিক্ষাদান, নিজস্ব অভিমত বা কোনো উপমা দ্বারা নয়।

পুরুষের সাথে নারীর দেখা-সাক্ষাত ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত সহীহ্ আল বুখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনাম পেশ এখানেই শেষ হলো।

www.amarboi.org

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশ গ্রহণের কারণসমূহ

- জীবনকে সহজ করা
- নারী ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও বিকাশ
- জ্ঞান অন্বেষণ
- ভালো কাজ
- ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান
- আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো
- আল্লাহর পথে জিহাদ
- পেশাগত কাজ
- রাজনৈতিক তৎপরতা
- বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা
- নিষ্কলুষ বিনোদন এবং ভালো সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ
- শেষ কথা

www.amarboi.org

রসূলের যুগে সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের কারণসমূহ

সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের কারণ ও প্রয়োজনসমূহ কিতাব ও সুন্নাতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও অবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনায় পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কে যে সব উদাহরণ ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে কিতাব ও সুন্নাহর মূল বক্তব্য থেকে তা পাওয়া যায়। কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত এসব 'নস্' থেকে যেগুলো আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তা নিচে পেশ করা হলো ঃ

এক. জীবনকে সহজ করা

পবিত্র, কল্যাণময় ও কর্মতৎপর জীবন সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, যাতে তা থেমে না যায়, অচল হয়ে না পড়ে, যন্ত্রণা ও বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় এবং ঈমানদার নারী-পুরুষ আরামে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে। "হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে তিনি অধিক সহজটি গ্রহণ করতেন- যদি তা গোনাহর কাজ না হতো। গোনাহর কাজ হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

নারীদের সামনে কোন প্রশ্ন বা প্রয়োজন দেখা দিলে তারা তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করে জানার জন্য মাধ্যম হিসেবে স্বামী বা অন্য কোন 'মাহরাম' পুরুষের শরণাপন্ন না হয়ে নিজেরাই তাঁর কাছে আসতো। কারণ অনেক সময় একাজটি পুরুষের জন্য সহজ হতো না। অনেক সময় সহজে তারা তা গ্রহণ করতে পারতো না। অনেক সময় প্রত্যাখ্যান করতো। অনেক সময় বিলম্ব করতো। অনেক সময় প্রশ্ন ও তার জবাব ভালভাবে বুঝতে ও বর্ণনা করতে পারতো না। এ ধরনের বহুবিধ সম্ভাবনা থাকতো। তাই সহজ পথে প্রয়োজন পূরণের জন্য যার প্রয়োজন তিনি নিজেই অগ্রসর হতেন। এজন্য পুরুষ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবাদের সাথে দেখা করতে হলে তাও করতেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

"বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক মহিলা এসে বললো, আমি আমার মাকে সাদকা হিসেবে একটি ক্রীতদাসী দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী (স) বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার সদকার পুরস্কার লাভ করবে এবং উত্তরাধিকার হিসেবে ক্রীতদাসী তোমার কাছে ফিরে আসবে।" (মুসলিম)[২]

www.amarboi.org

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ না করেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো... ।"(বুখারী)[৩]

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত .....। তিনি আবু আমর ইবনে হাফ্স ইবনে মুগীরার স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আবু আমর তাঁকে সর্বশেষ তালাকটিও দিয়ে দিলে তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য ফতোয়া চাইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তিনি তাঁকে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে চলে যেতে আদেশ দিলেন।" (মুসলিম)[৪]

পুরুষরা নিজেরাই অনেক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে জানার জন্য স্ত্রীদের পরামর্শ দিতো। যেমন ঃ

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার স্ত্রী যায়নাব বলেন, ... আর যায়নাব আবদুল্লাহ ও তার নিজের পিতৃহীন সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। যায়নাব আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করো, আমি তোমার ও আমার পিতৃহীন সন্তানদের জন্য সদকার অর্থ ব্যয় করতে পারি কিনা? আবদুল্লাহ বললেন। তুমি নিজেই গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। তাই যায়নাব নবী (স) এর কাছে গেলেন ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

এ হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি আমাদেরকে বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থ বহির্ভূত একটি কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়, যার মধ্যে কিছু নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব রয়েছে। কাহিনীটি হলো, এক আনসারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য তার স্ত্রীকে পাঠান। আমরা মনে করি, বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর স্ত্রীর চেয়ে তিনিই বেশী উপযুক্ত ছিলেন। রসূলের জবাবকে যথেষ্ট মনে না করার কারণে তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর কাছে স্ত্রীকে পাঠান। স্বামী ও স্ত্রী কারো পক্ষ থেকে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তা সম্পন্ন হয়। আর একজন নারী কি করে প্রশ্ন করছে এবং প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছে অথচ তার স্বামী মুসাফির নয়, বরং নিজ বাসস্থানে অবস্থান করছে একথা ভেবে তিনি তাকে জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানাননি। কারণ তিনি মানুষের জন্য জীবনকে সহজ করতে আগ্রহী ছিলেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"আতা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এক আনসারী রোযা অবস্থায় তার স্ত্রীকে চুমু দেয়। এরপর সে তার স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (স) এর কাছে পাঠালে তিনি বললেন, আল্লাহর রসূলও এরূপ করেন। তার স্ত্রী তাকে একথা জানালে সে বললো, নবী (স) বেশ কিছু ব্যাপারে নিজের জন্য সহজ সুযোগ দিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে আবার বলো। সে নবী (স) এর কাছে ফিরে গিয়ে বললো, সে বলেছে যে, নবী (স) নিজের জন্য কিছু বিষয়ে সুবিধা

www.amarboi.org

দিয়েছেন। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু এবং আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জানি।" (আহমদ)[৬]

ইতিপূর্বে হযরত আয়েশার (রা) যে উক্তি উল্লেখিত হয়েছে তা কত বিস্ময়করভাবে সত্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জীবনের সব ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতি। তাই নারীর সাথে পুরুষের মেলামেশা (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সাক্ষাত ও আদান-প্রদান) যদি জীবনকে সহজ করার সহায়ক হয় এবং এ পথে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেতাম নবী (স) জীবনকে আবার সহজ করে দেবার জন্য শরীয়তের মূলের দিকে এগিয়ে গেছেন। পরবর্তী দুটি উদাহরণ থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম উদাহরণ

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। আবু হুযাইফার আজাদকৃত ক্রীতদাস সালেম আবু হুযাইফা ও তার পরিবার-পরিজনের সাথে তাদের বাড়িতেই থাকতো। সাহলা বিনতে সাহল নবী (স) এর কাছে এসে বললো, সালেম এখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে এবং পুরুষেরা যা বুঝে সেও তা বুঝে। অথচ সে আমাদের সামনে আসে। আমার মনে হয় আবু হুযাইফা এ ব্যাপারে কিছু মনে করে। নবী (স) বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও তাহলে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুযাইফার মনে যা আছে তাও বিদূরিত হয়ে যাবে। (অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সে বললো, সে তো একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ। আমি তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো? এতে রসূলুল্লাহ (স) মুচকি হেসে বললেন, আমি তো জানি সে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ।) পরে সে (সাহ্‌লা) ফিরে এসে বললো, আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি এবং আবু হুযাইফার মনে যা ছিল তাও বিদূরিত হয়েছে।" (মুসলিম)[৭]

"যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালামা আয়েশাকে বললেন, প্রায় প্রাপ্ত বয়স্ক ক্রীতদাস আপনার কাছে আসে। এভাবে আমার কাছে আসা আমি পছন্দ করিনা। আয়েশা (রা) বললেন, তোমার জন্য কি আল্লাহর রসূলের জীবন সর্বোত্তম আদর্শ নয়? আবু হুযাইফার স্ত্রী এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, সালেম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ। কিন্তু সে আমার সামনে আসে। আবু হুযাইফা এটাকে ভাল মনে করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাহলে সে তোমার কাছে আসতে পারবে।" (মুসলিম)[৮]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, (এ কাহিনী দ্বারা আবু দাউদের কাছে এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশার ভাইয়ের মেয়ে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত পছন্দ করতো বয়স্ক হলেও তাদেরকে পাঁচ চুমুক দুধ পান করানোর জন্য তিনি তার ভাইয়ের মেয়েদের আদেশ করতেন। যাতে তারা তাদের কাছে যাতায়াত ও দেখা-সাক্ষাত করতে পারে। এ হাদীসটির বর্ণনা পরম্পরা বিশুদ্ধ ...। তিনি আরো বলেছেন, ... তাবারী তার "তাহযীবুল আসার" গ্রন্থে 'মুসনাদে আলী'তে এ মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন এবং হাফসা থেকে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা

www.amarboi.org

করেছেন। তবে তা দ্বারা উম্মে সালামার নিম্নোক্ত বর্ণনার সার্বজনীনতা থেকে তা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে মাত্র ঃ "এভাবে দুধ পান করে কেউ দেখা সাক্ষাত করুক নবী (স) এর অন্য সব স্ত্রীরা তা মেনে নেননি।" (মুসলিম ও অন্যান্য)[৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, الرضاعة من المجاعة অর্থাৎ "ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে দুধপান দ্বারা দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।" হযরত আয়েশা নবী (স) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও নবী (স) এর স্ত্রীদের মধ্যে শুধু হযরত আয়েশাই এটি গ্রহণ করেছেন এবং অন্য স্ত্রীগণ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা) শুধুমাত্র দুধপান ও দুধপান দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যে ক্ষেত্রে ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে খাদ্য হিসেবে দুধপান করা হয় সে ক্ষেত্রে তা দুধপানের সময় সীমার মধ্যে হলে তবেই হারাম হওয়ার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যে ক্ষেত্রে শুধু দুধ পানের উদ্দেশ্য হবে সে ক্ষেত্রে মাহ্‌রাম বানানোর জন্য জায়েজ হবে। অনেক সময় সাধারণভাবে জায়েজ না হলেও প্রয়োজনের খাতিরে তা জায়েজ। এখানে এটিই উদ্দেশ্য।[১০]

দ্বিতীয় উদাহরণ

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগানে গিয়ে ফল সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করলো। (এ সময় তিনি ইদ্দত পালন করছিলেন) তিনি নবীর (স) কাছে গেলে নবী (স) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করো। তুমি সেগুলো দান করতে বা অন্য কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে পারবে।" (মুসলিম)[১১]

তাবারী কাতাদা থেকে এ দুটি উদাহরণের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাতাদা বলেছেন, নবী (স) বাইয়াতের সময় মেয়েদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা বিলাপ করে কান্নাকাটি করবেনা এবং পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলবেনা।" আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন, অনেক সময় আমাদের বাড়িতে অতিথি থাকে অথচ আমরা আমাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকি। নবী (স) বললেন, আমার কথার অর্থ তা নয়।[১২]

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য পুরুষদের সাথে অর্থপূর্ণ কথাবার্তা বলা যাবে না, আমার উদ্দেশ্য তা নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো চাটুকার ও তোষামুদে পুরুষদের দোষণীয় কথাবার্তা। আমাদের দেখতে হবে, নারীদের পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি দেখে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বুঝলেন বাড়িতে অতিথির আগমন হলে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তাই তিনি বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করলেন। কারণ তিনি জানতেন, আল্লাহর শরীয়ত সহজ ও সরল। আর জবাবে নবী (স) যা বললেন তাও সহজ ও কষ্ট লাঘবকারী।

www.amarboi.org

সহজতা ও সরলতার যে দিক নির্দেশনা নবী (স) দিয়েছেন সাহাবাগণ সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। একজন সম্মানিত সাহাবা তার স্ত্রীকে তার বিয়ের ওয়ালীমাতে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে দিয়েছেন। আর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর এ কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি যে পানীয় উপহার দিয়েছেন তা গ্রহণ করেছেন।

"সাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আবু উসায়েদ সায়েদী তার বিয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের দাওয়াত করলেন। একমাত্র তার স্ত্রী উম্মে উসায়েদ ছাড়া আর কেউ তাঁদের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করেনি।

(অন্য একটি হাদীসে আছে[১৩] সেই দিন তার স্ত্রী তাঁদের পরিবেশনকারিণী ছিল। সে তখন ছিল নব বধূ।) সে রাতে পাথরের একটি পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়া শেষ করলে সে তাঁকে উপহার হিসেবে তা পান করালো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪ক]

"তামীমুদ্দারী বর্ণনা করেছেন। কোন প্রয়োজনে আমর ইবনুল আস আলী ইবনে আবু তালেবের বাড়িতে আসলেন। কিন্তু তিনি আলীকে না পেয়ে ফিরে গেলেন এবং পরে আসলেন। এভাবে তিনি দুই বা তিনবার আসলেন কিন্তু আলীকে পেলেন না। এরপর হযরত আলী এসে তাকে বললেন ঃ আমার স্ত্রীর কাছে তোমার প্রয়োজন থাকলে তার সাথে দেখা করতে পারলে না? আমর বললেন ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।"[১৪খ]

আমর ইবনুল আসের কাজ দেখে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) কিভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং যা বলেছেন আমাদের তা ভেবে দেখতে হবে। তিনি তাকে বলেছেন, আমার স্ত্রীর কাছে প্রয়োজন থাকলে তার সাথে দেখা করতে পারলে না? এ থেকে আমরা যা জানতে পারি, তা হচ্ছে শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলার পরম আগ্রহ সত্ত্বেও কোন কিছু থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম বাড়াবাড়ি করতেন না। আল্লাহ তাদেরকে এমন একটা দীন বা জীবন-ব্যবস্থা দান করেছিলেন যা মানুষের প্রতিটি বিষয়কে সহজ করে দেয়। পুরুষের নারীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে দীন তাদের বাধা প্রদান করে না। বরং পর্দার আড়ালে থেকে বা স্বামী ও কোন মাহরামের মধ্যস্থতায় সে প্রয়োজন পূরণ করতে বলে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিক চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষার জন্য কতকগুলো অবশ্য পালনীয় নিয়ম-বিধি রচনা করে প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট মনে করে।

দুই. নারী ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও বিকাশ

সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত তাকে অনেক কল্যাণকর অংগনে উঠাবসা ও আদান প্রদানের সুযোগ দান করে। এর ফলে সে উচ্চ মর্যাদা ও নানাবিধ কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়। এ বিষয়টি অবশিষ্ট কারণগুলো অর্থাৎ জ্ঞানার্জন, সৎকাজ এবং আল্লাহর পথে জিহাদের পর্যালোচনার সময় ভালভাবেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন জীবন নারীকে এসব

www.amarboi.org

Contents

ক্ষেত্র, অভিজ্ঞতা ও মর্যাদার আসন থেকে নামিয়ে দেয়। সর্বোত্তম অবস্থায়ও তা তাকে শক্তিশালী ক্ষেত্রসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দুর্বলতম ক্ষেত্রসমূহে অবরুদ্ধ করে দেয়। তা তাকে সরাসরি বড় জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করে তার কোন ছাত্রের সামনে পেশ করে এবং তাকে বাধা দিয়ে উন্মুক্ত পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেয় এবং সীমিত পরীক্ষা ক্ষেত্রকে যথেষ্ট মনে করতে বাধ্য করে। তাই সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাত নারীর উন্নতি ও বিকাশের একটি উপায়। যোগ্য লোকদের সাহচর্যে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানীদের সাহচর্যে তার জ্ঞান সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় পারদর্শী ব্যক্তিদের সাহচর্যে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

একথা কেউ-ই অস্বীকার করবে না যে, নারী যখন সৎ ও যোগ্য নারীদের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশা করে তখন তার সততা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। যখন সে জ্ঞানবতী নারীদের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশা করে তখন তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং যখন সে সামাজিক ময়দানে তৎপর নারীদের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশা করে তখন তার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের সমাজে যেখানে পূর্ণমাত্রার যোগ্যতা, জ্ঞান ও কর্মনিপুণতা প্রায় সবটাই এককভাবে পুরুষদের করায়ত্ব সেখানে মেয়েদের যোগ্যতা, জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় কি? এর দ্বারা আমরা সেই সব মুষ্টিমেয় নারীর কথা বলছি না যাদের পারিবারিক পরিবেশ যোগ্যতা, জ্ঞান ও কর্মনিপুণতা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বরং আমরা সামগ্রিকভাবে গোটা নারী সমাজের কথা বলছি। এ ক্ষেত্রে উন্নত ও উৎকৃষ্ট পুরুষ সমাজের সাথে কিছু মেলামেশা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসব মেলামেশা ইবাদত ও চরিত্র গঠন অথবা জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড যে ক্ষেত্রে হোক না কেন সেখানে কথাবার্তা হতে হবে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তৎপরতা হতে হবে অর্থপূর্ণ ও সুফলদায়ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নারীদের মসজিদে গমনাগমনের কারণে এগুলো অন্তত সর্বনিম্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হতো। কারণ মসজিদে নববী ছিল নারী-পুরুষের জন্য সমানভাবে ইবাদত-বন্দেগী এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের আলোক বিচ্ছুরণ কেন্দ্র। নারী যদি কুরআন কিংবা ওয়াজ-নসীহত শুনতে অথবা কোন মাহফিল ও বক্তৃতার অনুষ্ঠানে হাজির হতে বা তাকওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা করতে ও ব্যক্তিগত পরিচিতির জন্য মুসলিম নারীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে চায়, তাহলে সে কল্যাণকর কাজই করতে চায়। এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়। এর সর্বোচ্চ পর্যায় মূর্ত ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁদের চারপাশের জীবন ও মানুষের সাথে যোগাযোগ ছাড়াও অহীর ধারক ও জ্ঞানের উৎস মহানবী (স) এর সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। এটা তাঁদেরকে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণে সাহায্য করেছিল। তাঁরা ছিলেন শিক্ষক, যাদের কাছে বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

www.amarboi.org

বর্তমানে আমাদের আলেম ও জ্ঞানীগুণীদের কর্তব্য হলো মেয়েদের ব্যাপারে তারা যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। নারীদের শিক্ষার বিষয়টি সাহাবাদের জন্য ফেলে না রেখে নবী (স) নিজেই তাদের শিক্ষা দিতে অগ্রসর হতেন। এ বিষয়ে সহী বুখারীতে বিখ্যাত তাবেয়ী আতার একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ "আপনি কি মনে করেন, ইমাম (নেতা) যখনই সুযোগ পাবেন নারীদের কাছে গিয়ে উপদেশ দেয়া তাঁর কর্তব্য? (অর্থাৎ ঈদের খুতবা শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতনে) তিনি বললেন, এটা তাঁদের কর্তব্য। কেন তাঁরা তা করেন না?" (বুখারী)[১৫]

একইভাবে আমাদের নারীদেরও কর্তব্য হলো, রসূলের যুগের ঈমানদার নারীদের নীতি অনুসরণ করা। তারা নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে নিজেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতেন। এ ব্যাপারে পিতা, স্বামী এমনকি রসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের কাছে জিজ্ঞেস করাও তারা যথেষ্ট মনে করতেন না। সাবিয়া নাম্নী এক মহিলা আবুস সানাবেল কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াকে যথেষ্ট মনে না করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে কি বিয়ে করতে পারবে? এ হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার এ বিষয়টিই উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসে সাবিয়ার নির্ভীকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ রয়েছে। আবুস সানাবেল তাকে যে ফতোয়া দিয়েছিল তাতে সে দ্বিধান্বিত ছিল। তাই বিষয়টি সম্পর্কে শরীয়ত প্রণেতার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানার জন্য সে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলো।[১৬] বরং বর্তমানে আমাদের নারীদের কর্তব্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করা। জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার জন্য তাদের একটা অংশকে চেষ্টা সাধনা করতে হবে। যাতে নারীদের মত পুরুষরাও তাদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করে।

যে সব মুসলিম নারী চিন্তাগত ও সামাজিক পরিপক্কতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন আমি এখানে তাদের উদাহরণ পেশ করছি। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের বদৌলতেই তাঁরা এ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

১. উম্মু সুলায়েম

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তার কাছে যেতেন

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উম্মু সুলায়েমের আশে পাশে কোথাও যেতেন তখনই তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিতেন।" (বুখারী)[১৭]

বিশেষ উপলক্ষ্যে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহার পাঠাতেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করে স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যা করলেন। আনাস বলেন, আমার মা উম্মু

www.amarboi.org

সুলায়েম হায়স (পনির, মাখন ও আঁটিমুক্ত খেজুর সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) তৈরী করে একটি পাথরের পাত্রে রাখলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে আনাস, এটা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলো, আমার মা আপনার জন্য এগুলো পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল, এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।"(মুসলিম)[১৮]

স্বামীর সাথে রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাদের আপ্যায়ন করেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন .... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মু সুলায়েম, তোমার কাছে কি আছে নিয়ে এসো। উম্মু সুলায়েম ঐ (একজনের মেহমানদারীর জন্য তৈরী করা) রুটি নিয়ে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সেগুলো ছোট ছোট টুকরা করা হলো। উম্মু সুলায়েম চামড়ার পাত্র নিংড়িয়ে কিছু একটা বের করে সেটা আচার হিসেবে পরিবেশন করলে সাবই তৃপ্তি সহকারে তা আহার করলেন। সেখানে সত্তর বা আশি জন মানুষ ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

নিজের সংগী-সাথী সহ প্রায়ই আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই যুদ্ধে যেতেন তখনই উম্মু সুলায়েম এবং আরো কিছু সংখ্যক আনসারী মহিলাকে সাথে নিতেন। তারা পানি পান করাতো এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা করতো।" (মুসলিম)[২০]

তাই এমন জ্ঞানবতী ও ধৈর্যশীলা মায়ের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয় যিনি সন্তান হারানোর পর এই বলে স্বামীকে প্রবোধ দিচ্ছেন ঃ "হে আবু তালহা! যদি কেউ তার জিনিস কোন গৃহবাসীকে ধার দেয় এবং তার পরে আবার তা ফিরিয়ে নেয় তাহলে কি তারা তাকে বাধা দিতে পারে? তিনি বললেন, না।' সে বললো, তোমার ছেলের ব্যাপারটাও সেরূপ মনে করো।" (মুসলিম)[২১]

ইমাম নববী বলেছেন, ধার দেয়ার এই উদাহরণ পেশ তার পূর্ণ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব, দৃঢ় ঈমান ও হৃদয়ের প্রশান্তির প্রমাণ।[২২] বুদ্ধিমত্তা, উত্তম তাওয়াক্কুল এবং উপস্থিত বুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ ছিলেন। কারণ আবু তালহা যখন তাঁকে বললেন, হে উম্মে সুলায়েম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজন সাথে নিয়ে আসছেন অথচ আমাদের ঘরে তাদের সবাইকে পরিবেশন করার মত খাদ্য নেই। তখন উম্মে সুলায়েম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল, সর্বাধিক অবগত।" (বুখারী) [২৩]

অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই যেঃ رأيتني دخلت الجنة فاذا انا بالرميصاء امراة ابى طلحة "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি বেহেশতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসা আমার সাথে আছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৪]

www.amarboi.org

২. আসমা বিনতে উমায়েস

পুরুষদের সাথে তাঁর হাবশায় ও মদীনায় হিজরতে অংশগ্রহণ

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমাদের সাথে যারা মদীনায় এসেছিলেন আসমা বিনতে উমায়েসও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হাবশায় হিজরতকারীদের সাথে (হাবশায়ও) হিজরত করেছিলেন ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

মদীনায় পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বহু সংখ্যক সাহাবার সাথে তাঁর সাক্ষাত

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আর আসমা বিনতে উমায়েস .... সাক্ষাতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার কাছে গেলেন। এই সময় উমরও হাফসার কাছে গেলেন। তখন আসমা হাফসার কাছেই ছিলেন। আসমাকে দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? হাফসা বললেন, আসমা বিনতে উমায়েস। উমর বললেন, হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা? সমুদ্র যাত্রাকারিণী আসমা? আসমা বললেন, হ্যাঁ। উমর বললেন, আমরা হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের থেকে অগ্রগামী। তাই তোমাদের চেয়ে আমরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য লাভের অধিক হকদার। তারপর নবী (স) আসলে আসমা বললেন, হে আল্লাহর নবী ঃ উমর এসব কথা বলেছেন। নবী (স) বললেন, তুমি তাকে কি বলেছো? তিনি বললেন, আমি তাকে অমুক অমুক কথা বলেছি। নবী (স) বললেন, তারা তোমাদের চেয়ে আমার নৈকট্য লাভের অধিক হকদার নয়। সে ও তার সংগী-সাথীরা একবার মাত্র হিজরত করেছে। কিন্তু তোমরা জাহাজে আরোহণকারীগণ দুইবার হিজরত করেছো। আসমা বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি, আবু মূসা ও জাহাজের আরোহীগণ এ হাদীসটি শুনতে দলে দলে আমার কাছে আসতেন.....।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। .... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা বিনতে উমায়েসকে বললেন, কি ব্যাপার, আমি আমার ভাইয়ের সন্তানদের শরীর দুর্বল ও হালকা পাতলা দেখছি কেন? তারা কি অভাবগ্রস্ত? আসমা বললেন, না। বরং খুব দ্রুত বদ নজর লেগে যায় তাদের। নবী (স) বললেন, আমি তাদেরকে ঝাড় ফুঁক করবো। আসমা বলেন, আমি তাদেরকে নবী (স) এর সামনে পেশ করলাম। তিনি বললেন, আমি তাদেরকে ঝাড় ফুঁক করছি।" (মুসলিম)[২৭]

জা'ফরের মত্যুর পর আবু বকরের স্ত্রী থাকাকালে তিনি পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করেছেন

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। .... বণী হাশেম গোত্রের একদল লোক আসমা বিনতে উমায়েসের সাথে সাক্ষাত করতে গেল। সেই সময় আবু বকর সিদ্দীক প্রবেশ করলেন। আসমা তখন আবু বকরের স্ত্রী ছিলেন।" (মুসলিম)[২৮]

www.amarboi.org

রোগ শয্যায় আবু বকরের পরিচর্যাকালে সাক্ষাত প্রার্থীদের আসমার সাথে সাক্ষাত

"তাবারানী কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু বকর অসুস্থ থাকাকালে আমরা তার কাছে গেলে আমি দুই হাতে উল্কি আঁকা এক সুন্দরী মহিলাকে আবু বকরের শরীর থেকে মাছি তাড়াতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আসমা বিনতে উমায়েস ...।"২৯

যে উমর ইবনুল খাত্তাবকে সব মানুষ ভয় করতো তাঁকে মোকাবিলা করার সময় আসমা ও তাঁর মধ্যে যে মজার ও অর্থপূর্ণ কথাবার্তা হয় সে সময় তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক সাহস দেখার পরও কি আমরা আশ্চর্য হবো?

"..... উমর বললেন, আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। তাই তোমাদের চেয়ে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী হকদার। একথা শুনে আসমা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ কখনো না। তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে খাবার দিতেন, অজ্ঞদের উপদেশ দিতেন। কিন্তু আমরা ছিলাম বহু দূরবর্তী বৈরী পরিবেশে হাবশায়। এবং তা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কারণে। আল্লাহর শপথ! তুমি যা বলেছো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা বলার আগে আমি খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করবো না। আমরা কষ্ট পেতাম ও ভীতির মধ্যে সেখানে থাকতাম। আমি এসব কথা রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে পেশ করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যা বলবো না, বিকৃত করে বলবো না এবং বাড়িয়েও বলবো না.......।" (বুখারী ও মুসলিম)৩০

৩. আসমা বিনতে আবু বকর

জীবনের প্রথম থেকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর অধিক দেখা-সাক্ষাত

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বুদ্ধি হওয়ার পরই আমি দেখেছি আমার পিতামাতা দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ করেন না। আর একটি দিনও এমন যায়নি যেদিন সকাল বিকাল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে আসেননি।" (বুখারী)৩১

পরিবারের প্রয়োজনে তিনি বাড়ির বাইরে কাজ করতেন এবং অনেক সময় পুরুষদের সাথে দেখা হতো

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবায়েরের জন্য যে ভূমিখন্ড বরাদ্দ করেছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় খেজুরের আঁটি বহন করে আনতাম। ভূমিখন্ডটি এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। একদিন আমি আঁটি মাথায় করে আসার পথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা হলো। একদল আনসার তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি

www.amarboi.org

আমাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নেয়ার জন্য আহবান জানালেন। কিন্তু পুরুষদের সাথে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম ...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

যখনই কোন বিষয় সামনে আসতো তখনই রসূলুল্লাহর (স) কাছে থেকে সে বিষয়ে ফতোয়া পেতে আগ্রহী হয়ে উঠতেন (যাতে শরীয়তের হুকুম সুস্পষ্ট হয়ে যায়)

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন তা ছাড়া আমার আর কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আমি কি তা থেকে দান করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দান করো। অর্থ-সম্পদ থলিতে বা বাক্সে বন্ধ করে রেখো না। তাহলে তোমার থেকে আল্লাহর করুণাও আটকিয়ে রাখা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩]

"আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার মা এক সময় আমার কাছে আসলেন। তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন। (তাঁর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে) সে বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম। আমি বললাম, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন। সুতরাং আমি কি আমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করো।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

তিনি মসজিদে জামায়াতের সাথে সূর্য গ্রহণের নামায পড়তে আগ্রহী ছিলেন এবং পুরুষদেরকে জিজ্ঞেস করতেন

"আসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন (সূর্য গ্রহণের নামাযের পর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন এবং কবরে মানুষকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। তিনি যখন তা বর্ণনা করলেন তখন মুসলমানগণ ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।[৩৫] ..... এতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ কথাটি বুঝতে বাধা প্রাপ্ত হলাম। তাদের চিৎকার থামলে আমি আমার কাছের এক ব্যক্তিকে (পুরুষ) বললাম আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার শেষাংশে কি বলেছেন? সে বললো, (তিনি বলেছেন) আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে প্রায় দাজ্জালের ফিতনার মতই ফিতনার সম্মুখীন হতে হবে।"[৩৬]

এসব দেখা-সাক্ষাতের ফলে চিন্তাগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়েছে, যা হযরত আসমাকে জ্ঞানগত কিছু বিষয় নিয়ে হযরত ইবনে উমরের সাথে বিতর্ক করতে সক্ষম করেছে। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস একটি বিষয়ে মতানৈক্যকারী একদল সাহাবাকে সুন্নাত সম্পর্কে জানার জন্য আসমার কাছে জিজ্ঞেস করার উপদেশ দিতেন।

"আসমা বিনতে আবু বকরের আজাদকৃত ক্রীতদাস আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আসমা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এই বলে পাঠালেন যে, আমি

www.amarboi.org

জানতে পেরেছি যে; কাপড়ে রেশমের নকশা করা, গাঢ় লাল জিন কভার ব্যবহার করা এবং পুরো রজব মাস রোযা রাখা, এই তিনটি জিনিস তুমি নিষেধ করে থাকো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে সে রজবের সারা মাস রোযা রাখাকে কেমন করে হারাম বলবে? (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বছরে হারাম পাঁচ দিন ছাড়া সারা বছর রোযা রাখতেন।) কাপড়ে রেশমের নকশা সম্পর্কে উল্লেখ করেছো? আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছি যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যাঁদের জন্য কল্যাণের কোন অংশ নেই তারাই রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করে। রেশমী সূতার নকশাও তার অন্তর্ভুক্ত বলে আমি আশংকা করছি। আর গাঢ় লাল জিন কভার সম্পর্কে বলছো? এইতো এটা হচ্ছে, আবদুল্লার জিন কভার। সেটা ছিল গাঢ় লাল। আমি ফিরে এসে আসমাকে জানালে তিনি পকেটে রেশমী কাপড়ের পট্টি লাগানো এবং সামনের ও পেছনের অংশ রেশমী সূতা দ্বারা সেলাই করা একখানা পারশ্যের তায়ালেসী জুববা বের করে বললেন, এটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুববা। তিনি আরো বললেন, এটি মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আয়েশার কাছে ছিল। তিনি ইনতিকাল করলে আমি তা আমার কাছে রেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পরিধান করতেন। আমরা রোগীদের রোগমুক্তির জন্য এটি ধুয়ে ব্যবহার করি.....।" (মুসলিম)৩৭

"মুসলিমুল কুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে মুতআতুল হাজ্জ (যারা এক সাথে হজ্জ ও উমরাহ উভয়টিই আদায় করে এবং এ দুয়ের মাঝে ইহরাম শেষ করে আবার ইহরাম বাঁধে) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবনুয যুবায়ের এরূপ করতে নিষেধ করতেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, ইনি ইবনুয যুবায়েরের মা। ইনি বর্ণনা করে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো। তিনি (মুসলিমুল কুরা) বলেন, আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন একজন মোটাসোটা অন্ধ মহিলা। তিনি জানালেন ঃ এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন ...।" (মুসলিম)৩৮

তিন. জ্ঞান অন্বেষণ

যে জ্ঞান দ্বারা পার্থিব জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং আখিরাত সৎকর্ম ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হয় আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই জ্ঞান অর্জন করা ফরয করে দিয়েছেন। মুসলিম নারী পুরুষের জন্য তাই এ ক্ষেত্রে একই বিধান দেয়া হয়েছে। মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য পৃথিবী আখিরাতের কর্মক্ষেত্র। সুতরাং তারা তাকে উত্তম ও পবিত্ররূপে গড়ে তুললে কিয়ামতের দিন সেজন্য পূর্ণাংগ পুরস্কার লাভ করবে। আইন প্রণেতা জ্ঞানার্জন করতে কিভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর সব উক্তিতে শুধু পুরুষকে সম্বোধন না করে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনকে যেমন সাধারণভাবে সম্বোধন করেছেন তা গভীর মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখতে হবে।

www.amarboi.org

"আনাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয।" (বায়হাকী)[৩৯]

"আবু দারদা থেকে বর্ণিত ....। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথে চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। জ্ঞান অন্বেষণকারী যা করেন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতারা তাদের জন্য ডানা বিস্তার করে দেয়।" (আহমদ)[৪০]

যে জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে এবং যে সুন্দর কার্যকর উপদেশ আমাদের হৃদয়-মনকে জাগ্রত করে তা অর্জন করা কি আলেমদের সাক্ষাত ও সাহচর্য ছাড়া সম্ভব? একারণে মহিলা সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভের অদম্য আকাংখা পোষণ করতেন, যাতে তারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎসের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। একইভাবে রসূলের (স) পুরুষ সাহাবা ও তাবেয়ীগণও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবী (স) এর স্ত্রীদের সাক্ষাত লাভের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্খিত থাকতেন। কারণ রসূলের তিরোধানের পর তাঁরাই ছিলেন জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধতম উৎসসমূহের অন্যতম। রসূলের (স) যুগই আমাদের জন্য স্থায়ী আদর্শ যুগ। তাই তা চিরদিন চালু থাকা প্রয়োজন। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানের জ্ঞানের এই সমুন্নত উৎসসমূহ থেকে জ্ঞানার্জনে আকাঙ্খিত থাকা উচিত। নারীদেরকে প্রখ্যাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়া উচিত নয়। কিংবা পুরুষদেরকেও প্রখ্যাত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ কোন মহিলা শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনে বাধা দেয়া উচিত হবে না।

নারীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে আলাদাভাবে বক্তৃতা শুনতে চাইতেন

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার বক্তব্য শোনার সুযোগ পুরুষরাই লাভ করছে। তাই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি বললেন, অমুক অমুক দিনে তোমরা সমবেত হও ...তারা সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে গেলেন ..।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

আমাদের মনে রাখতে হবে, পুরুষদের সাথে একই মজলিসে জ্ঞানার্জন করার ব্যবস্থা বর্জন করতে চাচ্ছিল বলে নারীরা একটি নির্দিষ্ট দিন দাবি করছিল, তা নয়। বরং এই একই মসজিদে পুরুষদের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তারা আরেকটু ব্যাপক ও বিস্তৃত সুযোগ লাভ করতে চাচ্ছিল। তাই ঐরূপ একটি দিন নির্দিষ্ট হওয়ার পরও তারা মসজিদ ও ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়েছে এবং পুরুষের সাথে মনোযোগসহকারে জ্ঞানের কথা ও উপদেশবাণী শুনেছে।

মহিলারা জ্ঞানের বিষয় নিয়ে পুরুষদের সাথে বিতর্ক করেছে

"উম্মুল ফযল বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। আরাফাত দিবসে একদল লোক তাদের সামনে নবী (স) এর রোযা রাখার বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলো। তাদের

www.amarboi.org

কেউ কেউ বললো, তিনি আজ রোযা রেখেছেন। আবার কেউ কেউ বললো, তিনি আজ রোযা রাখেননি। উম্মুল ফযল বলেন, আমি নবী (স) এর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালে তিনি তা পান করলেন। তিনি তখন তাঁর উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ..... (তার মধ্যে) জ্ঞানের বিষয় নিয়ে নারী ও পুরুষদের মধ্যে বিতর্কও একটি। ....[৪৩]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য উল্কি অংকনকারিণী ও উল্কি নকশা গ্রহণকারিণী, ভ্রূ, চুল বা পশম উৎপাটনকারিণী ও তা গ্রহণকারিণী এবং ঘষে ক্ষয় করে কৃত্রিম উপায়ে দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী ও তা গ্রহণকারিণীর প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি সাধনকারিণী। উম্মে ইয়াকূব নামে বনী আসাদ গোত্রের এক মহিলার কাছে একথা পৌঁছলে সে ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এরূপ এবং এরূপ লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, যার প্রতি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং যার প্রতি লা'নত বর্ষণের বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও আছে আমি তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করবো না কেন? উম্মে ইয়াকূব বললো, আমি গোটা কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা আমি পাইনি। ইবনে মাসউদ বললেন, তুমি যদি তা অধ্যায়ন করতে তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতে। তুমি কি সেখানে পড়নি,

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا "রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।" তখন সে বললো, হ্যাঁ। ইবনে মাসউদ বললেন, তিনি তো তা নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বললো, আমি মনে করি আপনার স্ত্রীও তা করে। তিনি বললেন তুমি গিয়ে দেখো। সে গিয়ে দেখলো। কিন্তু এরূপ কোন কিছুই দেখতে পেলোনা। ইবনে মাসউদ বললেন, সে (আমার স্ত্রী) যদি তাই করতো তাহলে আমি তাকে আমার সাথে রাখতাম না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

মুসলিম পুরুষেরা উম্মুল মুমিনীনদের মুখ থেকে শুনে জ্ঞানার্জন করতেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাহহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তিন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীদের কাছে আসলো ......।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

"সুমামা (অর্থাৎ ইবনে হাযিন আল কুশাইরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশার সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে পানিতে খেজুর কিংবা আঙুর গুলিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি একজন হাবশী দাসীকে ডেকে বললেন, একে জিজ্ঞেস করো। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'নাবীয' প্রস্তুত করতো ....।" (মুসলিম)[৪৬]

www.amarboi.org

"আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, একদল সৈন্য এই ঘরকে উদ্দেশ্য করে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ....।" (মুসলিম)[৪৭]

মতবিরোধের ফয়সালার জন্য পুরুষরা নারীদের কাছে যেতো

"তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম। যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুবতী মেয়েরা বায়তুল্লাহর 'তাওয়াফে বিদা' না করেই ফিরে যাবে বলে কি আপনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন? ইবনে আব্বাস তাঁকে বললেন, তা যদি না হয় তাহলে অমুক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এরূপ করতে আদেশ করেছিলেন কিনা? তাউস বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে আব্বাসের কাছে ফিরে আসলেন। তিনি বলছিলেন, আমি দেখছি আপনি সত্য ছাড়া আর কিছু বলেননি।" (মুসলিম)[৪৮]

"আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে আসলো। তখন আবু হুরাইরা তাঁর কাছে বসে ছিলেন। লোকটি বললো, স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে যে মহিলা সন্তান প্রসব করেছে তার সম্পর্কে আমাকে ফতওয়া দিন। ইবনে আব্বাস বললেন, তাকে দীর্ঘতর সময়টির ইদ্দত পালন করতে হবে। আমি বললাম, আল্লাহর বাণী واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

"গর্ভবতী মেয়েদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে।" আবু হুরাইরা বললেন, আমি আমার ভাতিজার (অর্থাৎ আবু সালামা) কথা সমর্থন করি। এতে ইবনে আব্বাস তাঁর খাদেম কুরাইবকে উম্মে সালামার কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন, সুবাইয়া আসলামিয়া যখন গর্ভবতী তখন তার স্বামী শহীদ হলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে সে সন্তান প্রসব করলে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। যারা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন আবুস সানাবেল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯]

চার. ভাল কাজ

পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষাত কিভাবে ভাল কাজে সাহায্য করতে পারে এখানে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের প্রয়োজন পূরণে তৎপর হতেন এমনকি তারা ক্রীতদাসী হলেও

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল যে তার প্রয়োজনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতো।" (বুখারী)[৫০]

"হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, সে তার প্রয়োজনে যেখানে ইচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যেতো।"[৫১]

www.amarboi.org

"আনাস থেকে বর্ণিত। এক মহিলার কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন, হে অমুকের মা, তুমি যে কোন পথে চাও আমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো। তাই কোন পথে তিনি তাকে একাকী সময় দিলেন এবং সে প্রয়োজন পূরণ করলো।" (মুসলিম)[৫২]

উম্মে শারীক তাঁর ঘর মেহমানদের জন্য উন্মুক্ত রাখতেন। রসূলুল্লাহ (স) এর মুহাজির সাহাবারা সেখানে থাকতেন। তা ছিল সৎকাজের জন্য সভাগৃহ।

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি উম্মে শারীকের কাছে চলে যাও। উম্মে শারীক ছিলেন একজন ধনাঢ্য আনসারী মহিলা। তিনি আল্লাহর পথে অঢেল খরচ করতেন। অতিথিরা তার কাছে যেতো। আমি বললাম, আমি অবশ্যই তা করবো। তিনি বললেন, না, তা করো না, কারণ তার কাছে বহু সংখ্যক অতিথির আনাগোনা হয়। অন্য একটি হাদীসে আছে [৫৩], তার কাছে প্রথম যুগের মুহাজিররা যাতায়াত করে থাকে....।" (মুসলিম)[৫৪]

উপকারপ্রার্থী দরিদ্র পুরুষ দেখলে আসমা বিনতে আবু বকর স্বাগত জানাতেন। তিনি তাকে প্রার্থিত কল্যাণ দানের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। বরং স্বামীকে আত্মমর্যাদা বোধের কারণে উত্তম ব্যবস্থার আশ্রয় নিতেন।

"আসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমার কাছে একজন লোক এসে বললোঃ হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন গরীব মানুষ। আমি আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে কেনাবেচা করতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিলেও যুবায়ের তা অস্বীকার করবে। শোনো, যুবায়েরের উপস্থিতিতে তুমি আমার কাছে চাইবে। তারপর সে এসে বললো, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন গরীব মানুষ। আমি আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে কেনাবেচা করতে চাই। আসমা বললেন, তুমি কি মদীনাতে আমার বাড়ি ছাড়া কোন বাড়ি পাওনি? যুবায়ের তখন আসমাকে বললেন, কি ব্যাপার! তুমি একজন গরীব মানুষকে কেনাবেচা করতে বাধা দিচ্ছ কেন? এরপর থেকে সে উপার্জনের জন্য কেনাবেচা করতো ...।" (মুসলিম)[৫৫]

এ ধরনের ন্যায় ও কল্যাণকর কাজকেই বর্তমান যুগে কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতা বলে অভিহিত করা হয়।

কল্যাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এগুলো যেমন পবিত্র সুন্নাতের কিছু নমুনা তেমনি অন্যদিকে পবিত্র কুরআনেরও কিছু নমুনা।

আল্লাহ বলেনঃ

ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و ابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انى لما انزلت الى من خير فقير. (سورة القصص ، الاية ٢٣- ٢٤)

www.amarboi.org

"যখন তিনি মাদায়েনের কূপের কাছে পৌঁছলেন তখন দেখলেন বহু লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে একটু দূরে দুটি মেয়ে তাদের পশুগুলোকে থামিয়ে রাখছে। মূসা ঐ মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অসুবিধা কি? তারা বললো ঃ এসব রাখাল তাদের পশুগুলোকে বের করে না নেয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারিনা। আর আমাদের পিতা একজন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি। একথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর একটি ছায়ার নীচে গিয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে রব! তুমি যে কল্যাণই আমার জন্য নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।" (আল-কাসাস ঃ ২৩ ও ২৪)

এখানে আমরা মূসা আলাইহিস সালামের ভূমিকা সম্পর্কে ভেবে দেখতে পারি। তিনি একজন বহিরাগত হিসেবে মাদায়েনে পদার্পণ করছেন। বহিরাগতরা সাধারণত নিজের দিকটা গোছাতেই ব্যস্ত থাকে, বিশেষত নতুন দেশের মেয়েদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম যেইমাত্র দেখলেন, একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে আর সেখানে মহিলা দুজন অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তখনই তিনি মহিলা দু'জনের জন্য তাঁর কর্তব্য উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি অগ্রসর হয়ে তাদের সম্বোধন করলেন। অথচ তিনি একজন টগবগে যৌবন উদ্দীপ্ত পুরুষ এবং তারা দুজনও তরুণ যুবতী। বহিরাগত এই লোকটি কিভাবে সেখানে প্রবেশ করলেন? কিভাবেই বা তিনি তারুণ্যে উদ্দীপ্ত দু'জন যুবতীকে সম্বোধন করতে সাহস পেলেন? অথচ তাদের স্বদেশীয়রা সেখানে উপস্থিত, তারা তাদের নিজেদের ও ঐ মেয়েদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিক অবগত। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের পৌরুষ ও মর্যাদাবোধ তাঁকে কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করলো। এ ক্ষেত্রে তিনি পুরুষ না তারুণ্যোদ্দীপ্ত দুজন মেয়ের কল্যাণ সাধন করছেন তা বিচার করেননি। এটা যে জীবনের ধর্ম। নারী ও পুরুষ এর মধ্যেই বেঁচে থাকে। নারী পুরুষ এখানে পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং কোন দ্বিধা-সংকোচ ও কৃত্রিমতা ছাড়া পরস্পরের কল্যাণ সাধন করে। তাই তাদের কি অসুবিধা তা মূসা আলাইহিস সালামও তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে কোন সংকোচ বোধ করেননি। তরুণীদ্বয়ও তাদের শহরে প্রথমবারের মত আগত একজন বিদেশী পুরুষের সাথে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেনি। বরং তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যে, এ রাখালরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছে না। কারণ তাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তারপর তারা বিদেশী নবাগত ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানালোনা। সবশেষে সেই বৃদ্ধ পিতার ভূমিকাও ভেবে দেখতে হবে, যিনি বিদেশী একজন যুবককে ডেকে আনার জন্য তাঁর যুবতী এক কন্যাকে পাঠালেন। হ্যাঁ, এতে কোন ক্ষতি নেই। লোকটির সৌজন্য ও মর্যাদাবোধের জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। সুতরাং তরুণীদের একজন লজ্জাবনতা হয়ে তাঁর কাছে আসলো। সে যে সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র এবং যে সব মেয়েরা হেলে দুলে নৃত্যের ভঙ্গিতে চলে এবং কুমতলবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগকে স্বাগত জানায় তাদের মত নয়। এ ভঙ্গিতে আসা থেকেই তার

www.amarboi.org

ইংগিত পাওয়া যায়। তবে জীবন অনেক সময় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত নারীদের জন্য পুরুষদের সাথে সাক্ষাত অনিবার্য করে তোলে। এখানে এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রথম সাক্ষাত ছিল কল্যাণ সাধনের জন্য এবং শেষ সাক্ষাত ছিল কল্যাণের জবাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য। আর সর্বাবস্থায়ই তা অর্থপূর্ণ ও কল্যাণময়। একদিকে যেমন বস্তুগত কল্যাণমূলক এসব দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যদিকে তেমনি অবস্তুগত কল্যাণমূলক দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আনন্দের মুহূর্তে সাদর সম্ভাষণ জানানো, রোগীদের দেখতে যাওয়া এবং বিপদের সময় শোক প্রকাশ ও সহানুভূতি জানানো। এগুলো সবই নেক কাজ। মহাজ্ঞানবান শরীয়ত প্রণেতা এসব কাজ করতে আহবান জানান এবং উৎসাহিত করেন। নারী ও পুরুষের সাক্ষাত ছাড়া কি এসব মহত অনুভূতির বিনিময় সম্ভব? ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার অজুহাতে আমরা এসব অনুভূতিকে অকেজো ও অবদমিত করে রাখবো কেন? আমরা মানুষকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করিয়ে দেবো এবং ফিতনা সম্পর্কে সাবধান করবো। এভাবে তারা ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার পরে এসব মহত অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেবো। এটাই কি যথেষ্ট নয়?

এখানে সুন্নাহ থেকে এ বিষয়ের কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপন

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু সালামার মৃত্যু হলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু সালামার মৃত্যু হয়েছে। তিনি বললেন, বলো, হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে মাফ করে দাও এবং তার উত্তম বিকল্প আমাকে দান করো। আল্লাহ আমাকে এমন বিকল্প দান করেছেন যিনি তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।" (মুসলিম)[৫৬]

মেহমানকে স্বাগত জানানো

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলেদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাঁর খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। এটা তাঁর খুব ভাল লাগলো। তিনি বলে উঠলেন, আরে হালা নাকি ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭]

সম্মান প্রদর্শন ও প্রশংসা জ্ঞাপন

"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে একদল শিশু ও নারীকে আসাতে দেখে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একথাটা তিনি তিনবার বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮]

আনুগত্য ও মর্যাদা ঘোষণা

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হিন্দ বিনতে উতবা নবী (স) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! গোটা পৃথিবীতে আপনার ঘরের

www.amarboi.org

অধিবাসীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার চেয়ে আর কোন ঘরের অধিবাসীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল না। কিন্তু আজ আমার কাছে সমগ্র পৃথিবীর ওপর আপনার ঘরের অধিবাসীদের চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কোন ঘরের অধিবাসী নেই। সে আরো বললো যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯]

রোগীদের দেখতে যাওয়া

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উম্মুস সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, উম্মুস সায়েব! তুমি কাঁপছো কেন? সে বললো, জ্বর হয়েছে। আল্লাহ যেন জ্বরের কল্যাণ না করেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, জ্বরকে গালি দিওনা। কারণ কামারের হাঁপরে যেমন লোহার মরিচা দূর করে জ্বরও তেমনি আদম সন্তানের গোনাহ নষ্ট করে।" (মুসলিম)[৬০]

পাঁচ. ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান

মহান আল্লাহ বলেনঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم •

"মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ দান করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (তাওবা ঃ ৭১)

এটাই ছিল প্রাথমিক যুগের মুমিন নারী-পুরুষের চরিত্র। প্রয়োজন দেখা দিলেই পুরুষরা নারীদের ভাল কাজে আদেশ করতো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতো।

রসূল (স) ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ

"আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছে। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য অবলম্বন করো ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম সংগী হযরত আবুবকর (রা) এর আদর্শ

"কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর (রা) যয়নাব বিনতুল মুহাজির নাম্নী আহসাম গোত্রের এক মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলেনা। তিনি বললেন, সে কথা বলে না কেন? সবাই বললো, সে নির্বাক থেকে হজ্জ

www.amarboi.org

সম্পাদন করার মানত করেছে। আবু বকর তাকে বললেন, তুমি কথা বলো। কারণ এরূপ করা হালাল নয়; এটা জাহেলী কাজ। সুতরাং সে কথা বলতে শুরু করলো ....।" (বুখারী)৬২

এ দুটি উদাহরণ হচ্ছে নারীদের ব্যাপারে পুরুষদের করণীয় সম্পর্কে। এখন দেখা যাক, ভাল কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ সম্পর্কে পুরুষদের ব্যাপারে নারীদের করণীয় কি হওয়া দরকার?

আরবের কোন এক গোত্রের একজন মহিলা তাদের ইমামের পোশাকে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করছেন এবং সবাইকে তা নিরসন করতে বলছেন

"আমর ইবনে সালাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ..... রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কে বেশী জানে সেই ইমামতি করবে। তারা খুঁজে দেখলো। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা লোক আর কেউ ছিল না। কারণ আমি কাফেলা সমূহের সাথে সাক্ষাত করতাম। সবাই আমাকে সামনে এগিয়ে দিলো। তখন আমার বয়স ছিল ছয় কিংবা সাত বছর। আমার পরিধানে একখানা নকশী চাদর। যখনই আমি সিজদায় যেতাম তখনই তা আমার শরীরে লেপটে যেতো। এ দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললো, তোমরা কি তোমাদের ইমামের নিতম্ব আমাদের চোখ থেকে আড়াল করবেনা? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরী করে দিল। ঐ জামা পেয়ে আমি যত আনন্দিত হয়েছিলাম তত আনন্দিত আর কিছুতেই হইনি .....।" (বুখারী)৬৩

বিশিষ্ট সাহাবা আবু দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা উচ্চ কণ্ঠে খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন

"যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজের পক্ষ থেকে উম্মু দারদার জন্য ব্যবহার্য কিছু বস্ত্র (চাদর, বালিশ, পর্দা ইত্যাদি) পাঠালেন। এরপর একদিন রাতে আবদুল মালেক উঠে তার খাদেমকে ডাকলেন। সে দেরী করলে তিনি তাকে তিরস্কার করলেন। সকাল বেলা উম্মু দারদা তাকে বললেন, আজ রাতে আমি শুনেছি, তুমি তোমার খাদেমকে ডেকে তিরস্কার করেছো। আমি আবু দারদাকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিরস্কারকারীরা কিয়ামতে শাফায়াতকারী বা সাক্ষী হতে পারবে না ......।" (মুসলিম)৬৪

ছয়. আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানানো, এ বিষয়ে হাদীস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত

"ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম ..... লোকজন তাঁর কাছে পিপাসার্ত হওয়ার কথা বললে তিনি যাত্রা বিরতি করে একজনকে ডাকলেন এবং তার সাথে আলীকেও ডেকে বললেন, তোমরা দুজন গিয়ে পানি তালাশ করে আনো। তারা

www.amarboi.org

এক মহিলার সাক্ষাত পেলেন। সে উটের পিঠে বড় দুটি মশক ভর্তি করে পানি নিয়ে যাচ্ছিল। তারা তাকে বললেন, আমাদের সাথে চলো। তারা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন ..... নবী (স) একটি পাত্র চেয়ে নিয়ে মশক দুটির মুখ থেকে পানি ঢাললেন। তারপর ঘোষণা দিয়ে লোকদের বলে দেয়া হলো ঃ তোমরা নিজেরা পান করো এবং অন্যদেরকেও পান করাও .... আর মহিলার পানি দিয়ে কি করা হচ্ছিল তা সে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল। ... আল্লাহর শপথ! তিনি মশক থেকে বিরত রাখলেন। আমাদের মনে হচ্ছিল যখন তিনি ঢালতে শুরু করেছিলেন তখনকার চেয়ে তা এখন অধিক পরিপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার জন্য (উপহার) সংগ্রহ কর। তারা তার জন্য খেজুর, আটা, ছাতু ইত্যাদি বিভিন্ন রকম খাবার জমা করে একটি কাপড়ে বেঁধে তাকে উটের পিঠে উঠিয়ে দিলো এবং কাপড়ে বাঁধা খাদ্যসমূহ তার সামনে রাখলো। নবী (স) তাকে বললেন, আমরা তোমার পানি একটুও হ্রাস করিনি। বরং মহান আল্লাহই আমাদের পান করিয়েছেন। মহিলা তার আপনজনদের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে অমুক, তোমার দেরী হওয়ার কারণ কি? সে বললো, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমার সাথে দুজন লোকের দেখা হলো। তারা আমাকে নিয়ে যে লোকটিকে বে-দীন বলা হয় তার কাছে গেল। সে এরূপ করলো। আল্লাহর শপথ! সে তার মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলি দেখিয়ে বললো, এ দুটি আঙ্গুলের মধ্য থেকে সে তাদের যাদু করলো। এই বলে সে আঙ্গুল দুটি আসমানের দিকে উত্তোলন করলো (এভাবে সে আসমান ও জমিন উভয়টিই বুঝাচ্ছিল)। জেনে রেখো, তিনি সত্যিই আল্লাহর রসূল। এরপর মুসলমানরা আশেপাশের মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতো। কিন্তু সেই মহিলার গোত্রের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ পরিচালনা করতো না। একদিন সে তার কওমকে বললো, আমি দেখছি, তারা ইচ্ছা করেই তোমাদেরকে এড়িয়ে চলছে। তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে না? তারা তার কথা মেনে নিয়ে সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো। আরেকটি বর্ণনায় [৬৫] বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেই মহিলার দ্বারা উক্ত কওমকে হিদায়াত দান করলেন। এভাবে মহিলা ও তার গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬]

এভাবে একদল মুসলিমের সাথে বাধ্যতামূলক সাক্ষাতের মাধ্যমেও একজন নারীর ইসলামের দিকে আহবানের কাজ সম্পাদিত হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা ছাড়াই হতে পারে। ওপরে বর্ণিত হাদীসে একজন মহিলা মুসলমানদের যে নৈতিক চরিত্র দেখতে পেয়েছে— যেমন ঃ কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই সে মুসলিম সৈনিকদের সাথে গিয়েছে। মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব, বাক-সংযম, নবী (স) এর প্রতি আনুগত্য এবং তার পানি ব্যবহার না করেও নানা রকম খাদ্যদ্রব্য উপহার দিয়ে তাকে সম্মান দেখানো— এসবই তাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তাছাড়া সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বিস্ময়কর মু'জিযা দেখেছে তাও তার মনে ইসলামের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় নিজ

www.amarboi.org

কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে সে একজন উত্তম দূতের ভূমিকা পালন করেছে। আর সেটি সাধিত হয়েছে সে যা দেখেছিল তা কওমের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে। আবার সেটিও ঘটেছিল কওমের নারী-পুরুষদের সাথে উদ্দেশ্যপূর্ণ সাক্ষাত দ্বারা। সুতরাং হাদীস বর্ণনাকারী সত্যিই বলেছেন যে, মহিলাটির দ্বারা আল্লাহ তাআলা ঐ কওমকে হিদায়াত দান করলেন।

অনুরূপভাবে বন্দী খুবাইবও যে কওম তাকে বন্দী করার পর হত্যার জন্য গোপন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই কওমের এক মহিলার সাথে অনিবার্য সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নিজের নিষ্কলূষ আচরণ ও মহান নৈতিক চরিত্র দ্বারা মহিলাটির মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়াও সে দেখেছিল তার মহত্ব ও মর্যাদা। আবার কখনো তার সাথে ইসলাম সম্পর্কে দু'একটি আলোচনাও হয়েছিল।

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন .... খুবাইব তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় থাকলেন। তারপর তারা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি গোপন অঙ্গের চুল কাটার জন্য হারেসের এক কন্যার নিকট্ থেকে একখানা ক্ষুর চাইলে সে তাকে তা দিয়ে দিল। হারেসের কন্যা বর্ণনা করেছে ঃ আমি আমার একটি শিশু সন্তান সম্পর্কে অসতর্ক হলে শিশুটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলো। তিনি তাকে কোলের ওপর বসিয়ে নিলেন। আমি যখন এ দৃশ্য দেখলাম তখন ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লাম। আমার চেহারায়ও সেই ভীতিভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তখন তার হাতে ছিল সেই ক্ষুরটি। সে আমাকে বললো, আমি তাকে হত্যা করবো তুমি কি সেই ভয়ে ভীত? ইনশাআল্লাহ, আমি কখনো তা করতে পারি না। হারেসের সেই কন্যা পরবর্তীকালে বলতো, খুবাইবের চেয়ে উত্তম বন্দী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি দেখেছি, তাঁর হাত লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা। আর সেই অবস্থায় তিনি আঙুরের ছড়া থেকে আঙুর খাচ্ছেন। তা আল্লাহর দেয়া রিযিক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ সে সময় মক্কায় কোন ফল ছিল না।" (বুখারী) ৬৭

সাত. আল্লাহর পথে জিহাদ

ঈমানদার নারীদের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে জিহাদে অংশগ্রহণ করা, জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযানসহ নবী (স) যে সব যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন তাতে বার বার মেয়েদের অংশগ্রহণ করা এবং তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা কি পুরুষ সৈনিকদের সাথে দেখা সাক্ষাত ছাড়া সম্ভব হতো? সহযোগিতার এই ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত ছিল তার কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

মশক সেলাই করা

"উমর থেকে বর্ণিত। .... উম্মে সালীত উত্তম চাদরখানা পাওয়ার অধিকারী। কারণ, ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি আমাদের জন্য মশকে পানি ভর্তি করে আনছিলেন...."(বুখারী)৬৮

www.amarboi.org

পিপাসার্তদের পানি পান করানো

"আনাস থেকে বর্ণিত। ... ওহোদ যুদ্ধের দিন আয়েশা ও উম্মে সুলাইম দ্রুতপদে মশক বহন করে আনছিলেন এবং লোকদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯]

খাদ্য প্রস্তুত করা

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁবুতে থেকে যেতাম এবং খাদ্য প্রস্তুত করতাম।" (মুসলিম)[৭০]

আহতদের চিকিৎসা

"আনাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধাভিযানে বের হতেন তখন উম্মে সুলাইম ও কতিপয় আনসার মহিলাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা করতো।"(মুসলিম)[৭১]

অসুস্থদের সেবাযত্ন করা

"হাফসা বিনতে সিরীন এক আনসারী মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার বোনের স্বামী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার বোন তার মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে তার সাথে ছিল। সে বর্ণনা করেছে, আমরা অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষা করতাম।" (বুখারী)[৭২ক]

মৃত ও আহতদের ফেরত পাঠানো

"রুবাইয়েত বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। .... আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম.... এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম... ।" (বুখারী)[৭২খ]

তাদের মধ্যেকার একজন মহিলা নিজেকে রক্ষার জন্য ছুরি সংগে নিয়েছিলেন

"আনাস থেকে বর্ণিত।.... হুনায়েন যুদ্ধের দিন উম্মে সুলাইম ছুরি সংগে নিয়েছিলেন।.... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এ ছুরি কি জন্য? তিনি বললেন, আমি এই ছুরি নিয়েছি এ জন্য যে, যদি কোন মুশরিক আমার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে আমি এ ছুরি দিয়ে তার পেট চিরে ফেলবো। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) হাসতে থাকলেন।" (মুসলিম)[৭৩]

এভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজেকে রক্ষার জন্য উম্মে সুলাইম ছুরি নিয়েছিলেন। ইবনে সা'দ তার গ্রন্থ তাবকাতে ইবনে সা'দে উল্লেখ করেছেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাস্ত হলে উম্মে আমারাহ অস্ত্র হাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব বলতেন, আমি ওহোদ যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, আমি ডানে ও বাঁয়ে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেছি সেদিকেই আমাকে রক্ষার জন্য উম্মে আমারাহকে লড়াই করতে দেখেছি।[৭৪] পরে আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলমানরা বিজয়ী হলে কিছু গণীমতও লাভ করে।

www.amarboi.org

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।.... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধাভিযানে যেতেন... এবং তাদেরকে গণীমতের অংশ দিতেন...।"[৭৫]

নারীদের একজন আল্লাহর পথে নৌ অভিযানে অংশগ্রহণ করে শাহাদত লাভের আকাংখা পোষণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তার সে আকাংখা পূরণ করে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক আল্লাহর পথে ভূমধ্যসাগরে নৌ-অভিযানে অংশ নেবে...। উম্মে হারাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, ... হে আল্লাহ! তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। মু'আবিয়ার নেতৃত্বে মুসলমানরা যখন সর্ব প্রথম নৌ-অভিযানে অংশ নেন তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাইদা ইবনে সামেতের সাথে সেই অভিযানে যাত্রা করেন। তারা অভিযান শেষে ফিরে এসে সিরিয়ায় অবতরণ করলে তার আরোহণের জন্য একটি পশু আনা হয়। পশুটি পিঠ থেকে তাকে ফেলে দিলে তিনি মারা যান।..." (বুখারী ও মুসলিম)[৭৬]

এভাবে তার সম্পর্কে আল্লাহর রসূলের এই বাণী সত্যে পরিণত হলো যে, "সওয়ারী পশু যদি আল্লাহর পথে জিহাদকারী কোন ব্যক্তিকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং তার ফলে তার মৃত্যু হয় তাহলে সে শহীদ।"[৭৭]

আট. পেশাগত কাজ

অভাবী স্বামীকে আর্থিক সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজে কিংবা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য অর্থোপার্জন অথবা আমাদের সমকালীন সমাজে নারীদের ওপর বর্তানো কিছু অত্যাবশ্যকীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া, যেমন ঃ মুমিন নারী ও তাদের কন্যাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষাত ও মেলামেশার অন্যতম কারণ। এসব অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে এমন সব পুরুষের সাথে কিছুটা আদান-প্রদান ও ওঠাবসা করতে হয় যারা হয় মেয়েদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিংবা তাদের স্বামী অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন। পেশাগত কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন তা আঞ্জাম দিতে গিয়ে যেন স্বামী ও সন্তানদের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। কারণ পরিবারের তত্ত্বাবধানই নারীর মৌলিক দায়িত্ব।

আমি এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পেশাগত কাজে নারীদের গৃহের বাইরে যাওয়ার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

নারীদের ফসলের ক্ষেতে কাজ করা

"জাবের থেকে বর্ণিত।... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মুবাশ্শির আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করে তাকে বললেন, কে এই খেজুর বাগান তৈরি করেছে। মুসলিম না কাফের? উম্মে মুবাশ্শির বললেন, মুসলিম তৈরি করেছে। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর কোন

www.amarboi.org

মানুষ, পশু বা অন্য কিছু তার ফল খায় তাহলে তাও তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (মুসলিম)[৭৮]

অপর একজন মহিলা পশু চারণের কাজ করতো

"সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেকের একটি মেয়ে সালা' পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাচ্ছিল। একটি বকরী আঘাতপ্রাপ্ত হলে সে সেটিকে পাথর দ্বারা জবাই করে। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (এর গোশত) খাও।" (বুখারী)[৭৯]

তৃতীয় আরেকজন মহিলা কুটির শিল্পের কাজ করতো

"সা'দ ইবনে সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে আসলো। সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, 'বুরদা' কি জানো? বলা হলো হ্যাঁ, প্রান্তভাগে নকশা করা বড় চাদর। সে (মহিলা) বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পরিধান করার জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। নবী (স) সাগ্রহে তার নিকট থেকে সেটি নিলেন। পরে তিনি তা পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন...।"(বুখারী)[৮০]

চতুর্থ আরেকজন মহিলা নার্সিং ও চিকিৎসার কাজ করেছেন

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় সা'দ আহত হলে... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটে থেকেই যাতে তার সেবা-যত্ন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তার জন্য মসজিদে তাঁবু খাটিয়ে দিলেন....।" (বুখারী)[৮১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবী (স) বলেছিলেন, তাকে (সা'দ) রুফাইদার তাঁবুতে রাখো, যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি।"[৮২]

নয়. রাজনৈতিক তৎপরতা

পরিবার-পরিজন ও শাসক গোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা এবং ঘোষণার পর তার ওপর টিকে থাকার জন্য যত্ন ও উদ্যোগ নেয়া কিংবা সে জন্য দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হওয়া কিংবা জন্মভূমি থেকে হিজরত করা আধুনিক কালের ব্যাখ্যা অনুসারে রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে গণ্য। মুসলিম নারী কর্তৃক এ ধরনের তৎপরতায় অংশগ্রহণের পেছনে থাকে এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাস যা তাকে এই নতুন দীনের সাহায্যের জন্য পুরুষের সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার আহ্বান জানায়।

পবিত্র সুন্নাতে এ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার যে চিত্র পেশ করা হয়েছে তার কয়েকটি হলো ঃ

www.amarboi.org

পুরুষদের সাথে নারীদের হাবশায় হিজরত

عن ابى موسى رضى الله عنه قال : وقد كان اسماء بنت عميس هاجرت الى النجاشى فيمن هاجر

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যারা হাবশায় নাজ্জাশীর কাছে হিজরত করেছিলেন আসমা বিনতে উমায়েসও ছিলেন তাদের একজন...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩]

পুরুষদের সাথে নারীদের মদীনায় হিজরত

"মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।... ঈমানদার মহিলারা হিজরত করে আসলেন। সেই সময় (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) যারা হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে এসেছিলেন উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সেই সময় প্রাপ্তবয়স্কা ও বিয়ের উপযুক্ত হয়েছিলেন। তার পরিবারের লোকজন নবী (স) এর কাছে এসে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানালে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেননি...।" (বুখারী)[৮৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن اولادهن ولاياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفرلهن الله ان الله غفور رحيم ۰ (سورة الممتحنة الاية ۱۲)

"হে নবী! ঈমানদার নারীগণ যখন তোমার কাছে বাইয়াতের জন্য আসে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন অপবাদ গড়ে নেবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (আল-মুমতাহেনা, আয়াত-১২)

এক মহিলার ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা

"কায়েস ইবনে হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ আবু বকর এক মহিলার কাছে গেলেন... সে বললো, জাহেলী যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর আমরা সরল সঠিক যে পথ লাভ করেছি কতদিন তার ওপর কায়েম থাকবো? তিনি বললেন,

www.amarboi.org

তোমাদের ইমামগণ (নেতাগণ) যতদিন তার ওপর কায়েম থাকবেন। সে জিজ্ঞেস করলো, ইমাম বলতে কি ধরনের লোকদের বুঝাতে চাচ্ছেন? হযরত আবু বকর বললেন, তোমার কওমে কি কোন সময় এমন নেতা ছিল না যাদের সব আদেশ তোমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হতো, যে কোন আদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ তোমরা তা মেনে নিতে ও কার্যকর করতে? সে বললো, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর বললেন, ব্যাস, তারাই মানুষের ইমাম।" (বুখারী)[৮৫]

এক নারী এক জালেম শাসকের মোকাবেলা করে

"আবু নাওফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... তারপর হাজ্জাজ গর্বিত ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়ে আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে প্রবেশ করে ... বললো, আমি আল্লাহর দুশমনের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি বলে আপনি মনে করেন (অর্থাৎ আসমার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে)? তিনি বললেন, আমি দেখছি তুমি তার দুনিয়া ধ্বংস করেছো কিন্তু সে তোমার আখেরাত বরবাদ করেছে। ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছিলেন যে, সাকীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন জালেম আছে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। (অর্থাৎ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকাফী) আর আমার মনে হয় সেই জালেম তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। আবু নাওফাল বলেন, এরপর হাজ্জাজ তাঁর সাথে কোন বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে উঠে চলে গেল।" (মুসলিম)[৮৬]

দশ. বিয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা

দেখা সাক্ষাত কিভাবে বিয়ের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

মূসা আলাইহিস সালাম দুই যুবতীর সাক্ষাত লাভ করলেন এবং তাদের একজনের সাথে আল্লাহ তাঁর বিয়ের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتا لانسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظلمين. قالت إحدهما يابت استئجره إن خير من استئجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

www.amarboi.org

ابنتي هتين على أن تأجرني ثمني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وماأريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصلحين ·

(سورة القصص : ٢٣-٢٧)

"যখন তিনি মাদায়েনের কূপের কাছে পৌঁছলেন তখন দেখলেন বহু লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে একটু দূরে দুজন মহিলা তাদের পশুগুলোকে থামিয়ে রাখছে। মূসা ঐ দুই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অসুবিধা কি? তারা বললো, এসব রাখাল তাদের পশুগুলোকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা একজন অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি। এ কথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন এবং তারপর একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন এবং বললেন, হে রব! তুমি যে কল্যাণই আমার জন্য নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। (কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই) তাদের একজন লজ্জাজড়িত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে এসে বললো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন, তিনি আপনাকে তার প্রতিদান দিতে চান। মূসা তার কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কাহিনী শুনালে তিনি বললেন, ভয় করো না, এখন তুমি জালেমদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো। দুই মহিলার একজন বললো, হে পিতা, তাকে শ্রমিক হিসেবে রাখুন। শ্রমিক হিসেবে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বাসী। তার পিতা (মূসাকে) বললো, তুমি আমার এখানে আট বছর কাজ করবে এই শর্তে আমি আমার এ দুই মেয়ের একজনের সাথে তোমাকে বিয়ে দিতে চাই। যদি দশ বছর পূরণ করো সেটি তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার প্রতি কঠোরতা আরোপ করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাকে সৎ মানুষ হিসেবেই পাবে।" (আল কাসাস, ২৩-২৭)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম জুয়াইরিয়াকে দেখে পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন

"নাফে' থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকস্মাত বনী মুসতালিক গোত্রের ওপর হামলা চালালেন। তখন তারা অসতর্ক ছিল। সে সময় তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে জলাশয়ে পানি পান করানো হচ্ছিল। তাদের মধ্যকার লড়াই করতে সক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হলো, ছোটদের বন্দী করা হলো এবং সেই দিনই তিনি জুয়াইরিয়াকে লাভ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭]

আবু দাউদের একটি বর্ণনায় আছে ঃ

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। জুয়াইরিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর কিতাবত বা দাসত্ব মুক্তির চুক্তি প্রার্থনা করলো......। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জন্য যদি এর চেয়ে উত্তম কিছু হয় তাহলে? সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! সেটি কি? তিনি বললেন, যদি আমি তোমার

www.amarboi.org

মুক্তির অর্থ পরিশোধ করি এবং তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করি। সে বললো, আমি তাতে সম্মত।"[৮৮]

সবাই সাফিয়াকে দেখে তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপযুক্ত বলে মনে করলে তিনি তাকে পছন্দ করলেন এবং বিয়ে করলেন

"আনাস থেকে বর্ণিত। ....এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! বনী কুরাইযা ও বনী নাযীরের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে দাহিয়ার অংশে দেয়া হয়েছে। সে তো আপনার ছাড়া আর কারো উপযুক্ত নয়। একটি বর্ণনায় আছে ঃ (নবী (স) এর কাছে সাফিয়ার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করা হলে)[৮৯] অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবাই তার প্রশংসা করে বলতে লাগলো আমরা বন্দীদের মধ্যে তার মতো আর কাউকে দেখিনি।)[৯০] তিনি বললেন, তাকে সহ দাহিয়াকে ডাকো। সে তাকে নিয়ে আসলে নবী (স) তাকে দেখলেন। তিনি বললেন, এর পরিবর্তে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য কোন বন্দিনীকে গ্রহণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবী (স) তাকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৯১]

এক মহিলা নিজেকে রসূলুল্লাহ (স) এর কাছে সোপর্দ করতে আসলে তিনি মনোযোগ সহকারে তাকে দেখলেন এবং কোন আগ্রহ দেখালেন না। পরে উপস্থিত একজন অগ্রসর হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলো

"সাহ্‌ল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে সোপর্দ করতে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন এবং আপাদমস্তক কয়েকবার দেখার পর মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখলো, তিনি তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়লো। রসূলের (স) সাহাবাদের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে দিয়ে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে বিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বললো, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে কিছুই নেই...... । তিনি বললেন, যাও, তোমার কাছে কুরআনের যে অংশ আছে তার বিনিময়ে তোমাকে তার মালিক বানিয়ে দিলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯২]

দুই ব্যক্তি সেজে গুজে থাকা সুরাইয়াকে দেখে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে যুবককে পছন্দ করলো

"সুরাইয়া বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। .... সে নেফাস থেকে পবিত্র হলে বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য সাজগোজ করে। আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক তার কাছে গিয়ে বললো, আমি দেখছি তুমি বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য সাজগোজ করছো এবং বিয়ের আকাংখা পোষণ করেছো।............বুখারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে,[৯৩] আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯৪]

www.amarboi.org

সে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালো কথাটির ব্যাখায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মুয়াত্তার একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন যুবক ও একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলে সে যুবকটিকেই বেছে নিলো।৯৫

সার কথা হলো, বিয়ে করতে আগ্রহী এবং স্ত্রীর ভরণ পোষণে সক্ষম কোন মুসলিম যদি সৎ ও যোগ্য স্ত্রী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে কোন নারীর সৌন্দর্য অবলোকন করে তাতে দোষের কিছু নিই। এ ভাবে যখনই সে তার কাংখিত বস্তুটি দেখতে পাবে তখনই তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করতে পারবে। এখানে অবস্থা ভিন্ন হলে আগ্রহী ব্যক্তির অবস্থাও ভিন্ন হবে। প্রস্তাবকারী তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানে কিংবা অন্যদের বাছাইয়ের ভিত্তিতে কোন নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং সে অনুসারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসবে। এই অবস্থাকে আমরা অনুসন্ধানকারীর অবস্থা বলতে চাই। অনুসন্ধানকারী অনেক সময় এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করতে পারে। আর নারীর মুখমন্ডল দেখার সাথে সাথে তার ব্যক্তিত্ব, নৈতিক চরিত্র এবং তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নেয়াতেও কোন দোষ নেই। এটা প্রয়োজন তার মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য। তবে শর্ত হচ্ছে, উদ্দেশ্য থাকবে বিয়ে করা এবং এক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া নারীর সাথে পুরুষের দেখা-সাক্ষাত অনেক সময় বিবাহে অনিচ্ছুক লোকদেরকে বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে এবং সত্বর বিবাহে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ বিবেক-বুদ্ধি ও মন যাতে সন্তুষ্ট হয় এমন বস্তু দৃষ্টিগোচর হলে তা পছন্দ হবেই। ভ্রান্ত রীতিনীতি অনেক সময় বিবাহে আগ্রহী নারী পুরুষের সামনে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উভয়ের দেখা সাক্ষাতের ফলে তা অতিক্রম করা সহজ হয়। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও জানা শোনার কারণে তাদের মধ্যে সত্বর বিয়ে করার প্রবণতা এখন সর্বজনবিদিত। একদিকে নিজেদেরকে পুতঃপবিত্র রাখার অদম্য আগ্রহ এবং অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী দাওয়াতের তৎপরতা পরিচালনাকালে ছেলে মেয়েদের পরস্পরের সীমিত দেখা-সাক্ষাতের কারণে মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামী সংগঠনগুলোর যুবকর্মীদের উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে।

এভাবে ইসলামী বিধানের পরিসীমায় সীমিত দেখা সাক্ষাত পবিত্র ও কল্যাণকর ফলই বয়ে আনে। সেই ফলটিই হলো বিয়ে। তবে এই বিধান লংঘিত হলে তা ব্যভিচারে রূপ নিতে পারে। ... আমরা এ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এগার. নিষ্কলুষ বিনোদন এবং ভাল সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ

বিনোদনকালে ঈমানদার নারীদের পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান করা একটি ইসলামী আচার। কারণ এটি একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের অর্থাৎ মেয়েদের বিনোদন, যেখানে তাদের একান্ত মানসিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান হয়। এখানে তারা পোশাক, সাজসজ্জা এবং চলনে ও বলনে বৈচিত্রের সমাহার ঘটায়। তবে আরো এক ধরনের বিনোদন আছে যেখানে নারী ও পুরুষের একত্রে সমাবেশ সম্ভব। এ ধরনের বিনোদনের

www.amarboi.org

দৃষ্টান্ত হলো ঈদের অনুষ্ঠানাদি, যেখানে নারী-পুরুষ ও শিশু (এমনকি কুমারী ও ঋতুবতী নারীরাও) "তাকবীর ও তাহলীল' উচ্চারণ করতে করতে হাজির হতে পারে। এর আরেকটি উদাহরণ নারীদের পুরুষদের খেলাধুলা উপভোগ করা, যে খেলাধুলা হবে মহত্ত্ব ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টিকারী এবং যেখানে কিঞ্চিত সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। হযরত আয়েশার হাবশীদের খেলাধুলা উপভোগ করার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল। হযরত আয়েশার খেলাধুলা উপভোগই এ ধরনের বিনোদন বৈধ হওয়ার দলীল। আর এর কারণ নারী ও পুরুষের অবস্থার ভিন্নতা। এ বিষয়ে ইবনে কুদামা হাম্বলী বলছেন, পুরুষের যেসব অংগ প্রত্যংগ ঢাকা অত্যাবশ্যকীয় নয় সেসব অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীর জন্য জায়েয। এ জন্য তিনি হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক হাবশীদের খেলাধুলা দেখা সম্পর্কিত হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।[৯৬ ও ৯৭]

ইবনে রশীদ আল হাফীদ এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

ان نظر الرجال الى النساء اغلظ من نظر النساء الى الرجال

"নারীর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করার চেয়ে পুরুষের নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা গভীর ও তীব্রতর।"[৯৮]

যে ধরনের বিনোদনে নারী ও পুরুষ একসাথে উপস্থিত থাকতে পারে তার তৃতীয় উদাহরণ হলো ছেলে ও মেয়ে উভয় শ্রেণীব শিশুদের খেলাধুলা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ঈদের অনুষ্ঠানে মেয়েরা পুরুষদের সাথে যেভাবে অংশগ্রহণ করতো সে সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ও শিরোনামগুলো একত্র করে সহীহ বুখারী যে ব্যাপক চিত্র নির্দেশ করেছেন তাও আমাদের দেখা দরকার। এটা এমন একটা দৃষ্টান্ত যার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বিষয় অনুমান করতে পারি।

অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ঈদগাহে গমন

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা যারা সাবালিকা ও সম্ভ্রমশীলা তাদের ঈদের নামাযের জন্য ঈদগায় যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। ..." (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯]

ঈদের সময় যদি কোন মহিলার বড় চাদর না থাকে

"হাফসা বিনতে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে (একটি বর্ণনায় আছে আমাদের সাবালিকা মেয়েদেরকে) ঈদের দিন বের হতে বাধা দিতাম।... কিন্তু উম্মে আতিয়া আগমন করলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি অমুক অমুক বিষয়ে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ,..। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ...... تخرج العواتق ذوات الخدور

"সাবালিকা ও সম্ভ্রমশীলা মহিলারাও বের হবে...।" (বুখারী)[১০০]

হাফেজ ইবনে হাজার عواتق শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ عواتق শব্দটি عاتق শব্দের বহুবচন। عاتق বলা হয় এমন মেয়েদেরকে যারা সাবালিকা হয়েছে অথবা

www.amarboi.org

সাবালিকা হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে অথবা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে অথবা যে তার পরিবারের কাছে অত্যন্ত সম্ভ্রমশীলা কিংবা যেসব মেয়েকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের পর সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার কারণে তারা ঐ সব সাবালিকা ও বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বাইরে বের হতে বাধা দিতো। তবে নবী (স) এর মহিলা সাহাবাগণ এরূপ মনে করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এ নির্দেশের যে কার্যকারিতা ছিল পরবর্তীকালেও তাই আছে বলে তারা মনে করতেন।[১০১]

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। ... তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো বড় চাদর না থাকার কারণে যদি বের না হই তাহলে কি কোন দোষ হবে? তিনি বললেন, তার বান্ধবী তাকে নিজের একটি চাদর (বা নিজের চাদরের একাংশ তাকে দেবে... ।"(বুখারী ও মুসলিম)[১০২]

হাফেজ ইবনে হাজার "তার বান্ধবী তাকে নিজের একটি চাদর দেবে" কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তার বাড়তি পোশাক তাকে ধার দেবে। এর আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে যে, একথার অর্থ হলো, নিজের পরিধেয় পোশাকে তাকে শরীক করবে।[১০৩] ... আরো বলা হয়েছে যে, অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় মেয়েদের ঈদগাহে যেতে হবে।' এমনকি এক চাদরে দুই জনার দেহ আবৃত করে হলেও...[১০৪])।

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদে হাজির হওয়া, মুসলমানদের দোয়ায় অংশগ্রহণ এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি.... সাবালিকা ও সম্ভ্রমশীলা অথবা (বলা হয়েছে) সাবালিকা, সম্ভ্রমশীলা ও ঋতুবতী মেয়েরা ঈদগাহে যাবে এবং নেক কাজ ও ঈমানদারদের দোয়ায় শরীক হবে। তবে ঋতুবতী মেয়েরা নামাযের স্থান থেকে দূরে অবস্থান করবে। হাফসা বলেন, আমি বললাম, ঋতুবতী মেয়েরাও ঈদগাহে যাবে? উম্মে আতিয়া বললেন, তারা কি আরাফাতের ময়দানে এবং অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হয় না?" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... এ থেকে প্রকাশ পায় যে, যুবতী ও ঋতুবতী মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়ার মাধ্যমে বিরাট সমাবেশ করার উদ্দেশ্য ইসলামের পরিচয় ও প্রতীক তুলে ধরা এবং নির্বিশেষে সবার কল্যাণ লাভ করা... এবং যুবতী হোক বা প্রৌঢ়া এবং সুশ্রী হোক বা কুৎসিত দর্শন সর্বশ্রেণীর মেয়েদের দুই ঈদের জামায়াতে হাজির হওয়া উত্তম।"[১০৬ক]

অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে তাশরীকে এবং আরাফাতে অবস্থানের দিন সকাল বেলা তাকবীর বলা

"হযরত উমর (রা) মিনায় অবস্থানকালে তাঁর তাঁবুতে তাকবীর পাঠ করতেন এবং মসজিদে অবস্থানকারীরা তা শুনতে পেতো। তারাও তাকবীর বলতো। তা শুনে

www.amarboi.org

বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলতো এবং তাতে গোটা মিনা প্রান্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠতো। ইবনে উমর ঐ দিনগুলোতে মিনায় অবস্থানকালে নামাযের পরে, বিছানায়, তাঁবুতে বসার ও চলার সময় তাকবীর বলতেন। মায়মূনা কুরবানীর দিন তাকবীর পড়তেন। মহিলারা আইয়ামে তাশরীকে মসজিদে পুরুষদের সাথে আবান ইবনে উসমান ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে তাকবীর পড়তো।" (বুখারী)১০৬খ

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো....। এমনকি ঋতুবতী মেয়েরাও ঈদগাহে যেতো এবং সবার পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে তাকবীর বলতো, দোয়া করতো এবং সেই দিনের কল্যাণ ও পবিত্রতা লাভের আকাংখা পোষণ করতো...।" (বুখারী ও মুসলিম)১০৭

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ঈদগাহে গমন

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন নবী (স) এর সাথে ঈদগাহে গেলাম। তিনি ঈদের নামায পড়ে বক্তৃতা করলেন এবং তারপর মেয়েদের সমাবেশে গিয়ে আবার বক্তৃতা করলেন...।(বুখারী)১০৮

হাফেজ ইবনে হাজার "অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ঈদগাহে গমন" কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ নামায না পড়লেও শিশুরা ঈদের দিনে ঈদগাহে যাবে। যায়ন ইবনে মুনীর বলেন, ইমাম বুখারী (রহ) অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে 'ঈদের নামায' কথাটির চেয়ে 'ঈদগাহ' কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যাতে যারা সেখানে নামাযের উদ্দেশ্যে আসে এবং যারা নামাযের উদ্দেশ্যে আসে না তারা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।১০৯ ইবনে বাতাল বলেছেন, নামাযের জন্য শিশুদের ঈদগাহে গমন কেবল তখনই বুঝাবে যখন শিশু নিজেকে খেলাধুলা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, নামায কি তা বুঝবে এবং যেসব কারণে নামায নষ্ট হয় তা থেকে নামাযকে রক্ষা করতে পারবে ...। এ বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। কারণ শিশুদের ঈদগাহে গমনের শরয়ী বিধান কেবল অধিক হারে ঈদগাহে জমায়েতের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার জন্য। আর এ কারণে ঋতুবতী মহিলাদের জন্যও তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং ঈদগাহে গমন প্রথমত তার জন্যই প্রযোজ্য যাকে নামায আদায় করতে হবে। তাই শিশুরা নামায পড়ুক বা না পড়ুক যে সব খেলাধুলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে তাদেরকে বিরত করার মতো লোক প্রয়োজন।...১১০

ঈদের দিনে ইমামের (নেতার) মহিলাদের সামনে বক্তৃতা করা

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামায পড়লেন। তিনি প্রথমে নামায পড়লেন তারপর খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে তিনি মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদের উপদেশ দিলেন। সে সময় তিনি বেলালের ওপর ভর দিয়ে ছিলেন। বেলাল তার কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন আর মহিলারা তার মধ্যে সাদাকার অর্থ ফেলছিল...। (বুখারী ও মুসলিম)১১১

www.amarboi.org

যুদ্ধাস্ত্র বা অনুরূপ কিছু নিয়ে খেলাধুলা করা

عن ابى هريرة قال : بينما الحبشة يلعبون عند النبى صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فاهوى الى الحصى فحصبهم بها فقال : دعهم يا عمر .

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাবশীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের বর্শা নিয়ে খেলছিল। এমন সময় উমর সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি ছোট ছোট পাথর তুলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। নবী (স) বললেন, উমর, তাদেরকে খেলতে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১২]

ঈদের দিন বর্শা ও ঢাল নিয়ে খেলা

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... সেটি ছিল ঈদের দিন। এ দিনটিতে সুদানীরা বর্শা ও ঢাল নিয়ে খেলতো। হয়তো আমি নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলাম কিংবা তিনিই (আমাকে) বলেছিলেন, তুমি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গন্ড তাঁর গন্ডের ওপর স্থাপন করা ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বনী আরফেদাহ! খেলা চালিয়ে যাও। এমনকি আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বললেন, তুমি কি তৃপ্ত? আমি বললাম হ্যাঁ। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[১১৩] খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট অল্প বয়স্কা একটি মেয়ের ব্যাপারটি অনুমান করে উপলব্ধি করো।"(বুখারী ও মুসলিম)[১১৪]

হাফেজ ইবনে হাজার হাদীসের "হে বনী আরফেদাহ, তোমরা খেলা চালিয়ে যাও"... কথাটি সম্পর্কে বলেছেন, এর মধ্যে একদিকে যেমন অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে তেমনি রয়েছে উৎসাহ দান। অর্থাৎ খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীসটির কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। ঈদের দিনগুলোতে ইবাদতের কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে মনের প্রশান্তি ও দৈহিক আরাম লাভ করার উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজনের জন্য উদারভাবে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় করা শরীয়তের বিধান।... তাছাড়া ঈদের সময়ে আনন্দ প্রকাশ করা দীনেরই তাৎপর্যবহ নিদর্শন।[১১৫] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নির্দোষ খেলাধুলা উপভোগ করা জায়েয। এ হাদীস থেকে নবী (স) এর তাঁর স্ত্রীর সাথে সৎ ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচণের[১১৬] বিষয়ও জানা যায়।... 'ইয়ায বলেছেন, পুরুষদের কাজের প্রতি মেয়েদের দৃষ্টিপাত করার বৈধতাও এ হাদীস থেকে পাওয়া যায়। কারণ তাদের জন্য কেবল পুরুষের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি তাকানো এবং তা উপভোগ করা অবৈধ।[১১৭]

"মেয়েরা মুসলমানদের জমায়েতে হাজির এবং তাদের সম্মিলিত দোয়ায় শরীক হবে" হাদীসের এ উক্তি পুরুষদের প্রতি মেয়েদের তাকানোর বৈধতাও প্রমাণ করে।[১১৮]

নির্দোষ বিনোদন ও সাধারণ অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ঈদের নামায সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা এ কথা বলেছি যে, ঈদের নামায শুধু

www.amarboi.org

খুতবাসহ জামায়াতের নামায নয়। তাই যদি হতো তাহলে তা জুময়ার নামাযের মত মসজিদে আদায় করা হতো। কিংবা তা বিশেষ সময়ের জামায়াতের নামাযও নয়, যার সাথে খুতবা থাকবে। যেহেতু তা মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ ঈদের নামাযের অন্তর্ভুক্ত এবং স্বাভাবিকভাবে মসজিদে যে পরিমাণ লোকের সংকুলান হয় তার চেয়ে বেশী লোকের সংকুলানের জন্য ঈদগাহে আদায় করা হচ্ছে। যদি তাই হতো তাহলে ঈদের নামায শুধু মুসল্লীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হতো এবং মেয়েরা যদি নসীহত শুনতে আগ্রহী হতো তাহলে জুময়ার নামাযে অংশগ্রহণের মতো ঈদের নামাযে তাদের অংশগ্রহণ মুস্তাহাব হতো। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের জন্য দৃঢ়ভাবে মেয়েদের আদেশ দিচ্ছেন। তাছাড়া যেসব মেয়েরা ফরয নামায আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে মসজিদে হাজির হয় এখানে শুধু সেইসব মহিলাদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যে সমস্ত সাবালিকা কুমারী ও সম্ভ্রমশীলা মহিলা সাধারণত নামাযের জন্য বাইরে যেতে অভ্যস্ত নয় এ নির্দেশে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি নির্দেশটির গন্ডি আরো বিস্তৃত করে ঋতুবতী মেয়েদেরও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ঋতুবতী মেয়েদের তো নামায পড়তে হয় না। তাই তারা কি করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে? তবুও তারা অংশগ্রহণ করবে। কারণ এখানে আদেশটি কেবল নামাযের জন্য নয়। বরং এটি একটি বৃহৎ ইসলামী অনুষ্ঠান, যা এমন একটি প্রশস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হতে হবে যেখানে শহরের সর্বাধিক সংখ্যক জনতার জন্য স্থান সংকুলান সহজ। আর সেখানে নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ ও শিশু সর্বশ্রেণীর মুসলমান অংশগ্রহণ করবে। তবে কোন সংগত কারণে যে নামাযে শরীক হতে পারবে না সেও সবার সাথে তাকবীর-তাহলীলে শরীক হবে। যাতে সবাই মুমিনদের সাথে দোয়া ও কল্যাণ কামনায় শরীক হতে পারে এবং ঐ দিনের বরকত ও কল্যাণ লাভের আশা করতে পারে। অর্থাৎ সবাই যেন বরকতপূর্ণ ঈদ অনুষ্ঠানে শরীক হতে পারে। "ঐ দিনের বরকত ও পবিত্রতা লাভের আশা করতে পারে" বলে যে কথা বলা হয়েছে ইবনে দাকীক আল ঈদ সে প্রসংগে বলেন, এর সাহায্যে যে তাদের ঘর থেকে বের হবার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা বুঝা যায়।[১১৯]

তাছাড়া ঈদের দিন মসজিদে হাবশীদের খেলাধুলা ঈদের সময় নিস্কলুষ বিনোদনের সুযোগ নিশ্চিত করার একটি মজবুত দিক নির্দেশনা। ঠিক যেমন আয়েশা কর্তৃক ঐসব খেলাধুলা উপভোগ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি ও মহড়াসমূহে মেয়েদের অংশগ্রহণ শরীয়ত সম্মত হওয়ার মজবুত প্রমাণ। শহরের কিছু সংখ্যক যুবতী ও মহিলাও ঐ খেলাধুলা দেখেছিল বলে আমরা মনে করি। কারণ হাবশীরা যখন মসজিদে খেলছিল আর একদল সাহাবার উপস্থিতিতে হযরত আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স) এর পেছনে দাঁড়িয়ে আড়ালে থেকে তা দেখছিলেন তখন এই খেলার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার নারীর কাছে পৌঁছা কি অসম্ভব ছিল? বরং এ খবর তাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং তারা হাবশীদের খেলাধূলার এই বিরাট অনুষ্ঠান দেখার জন্য এসেছিলেন এবং দেখে উৎফুল

www.amarboi.org

মুমিনীন আয়েশা (রা) যেমন পুলকিত হয়েছিলেন তারাও তেমনি পুলকিত হয়েছিলেন। আর সেটাই ছিল বাস্তব।

কেনই বা তা হবে না? ঈমানদার নারীগণ কতিপয় উদ্দেশ্যে রাতে এবং দিনে মসজিদে যেতে অভ্যস্ত ছিল। যেসব উদ্দেশ্যে তারা মসজিদে যেতেন তার সংখ্যা ছিল প্রায় বারটি। আল্লাহ্‌র ঘর হওয়ার সাথে সাথে মসজিদ হচ্ছে প্রশস্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান এবং এমন একটি সাধারণ অংগন যেখানে মুসলমানরা আসে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। (পঞ্চম অনুচ্ছেদে মসজিদে নারীদের আগমন সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন)

হযরত আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে হাবশীদের খেলাধুলা দেখেছিলেন এবং তিনি তাকে চাদর দিয়ে আড়াল করেছিলেন। এ হচ্ছে রসূলের স্ত্রীদের অবস্থা, যাদের জন্য হিজাব ফরয করা হয়েছিল। আর ঈমানদারদের স্ত্রীদের জন্য পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-বিধান মেনে চলাই যথেষ্ট ছিল। এখানে আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ইসলাম একটি অবিভাজ্য একক। ইসলাম মেয়েদেরকে উত্তম ও নির্দোষ অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, শালীন বেশভূষা পরার ও চক্ষু আনত রাখার নির্দেশ দেয় এবং পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকতেও উৎসাহ দান করে। এ সবই যেহেতু পুত-পবিত্র পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য করে তাই এক্ষেত্রে মসজিদ, বক্তৃতা মঞ্চ কিংবা অনুষ্ঠানের মাঠের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম নববী (র) যখন নবী (স) এর বাণীঃ "মেয়েরা কল্যাণকর কাজে ও মুসলমানদের দোয়ায় অংশীদার হবে" কথাটির ব্যাখ্যায় বলছেন, "এ কথা থেকে বুঝা যায়, কল্যাণকর সমাবেশে, মুসলমানদের দোয়ায়, জ্ঞানচর্চার মজলিসে এবং অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ উত্তম"।[১২০] এখন এর অর্থ ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করে ভাল বিষয়ের অনুষ্ঠানসমূহে মেয়েদের অংশগ্রহণ উত্তম। আমাদের মতে, সামরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও এই কল্যাণকর সমাবেশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেখানে জাতির শক্তি ও পরিচয় প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করো।" একইভাবে শারীরিক কসরতের মহড়াও কল্যাণকর সমাবেশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেখানে শক্তি ও শৌর্যবীর্যের প্রদর্শনী করা হয়ে থাকে।

"সালামাহ ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তারা তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল। নবী (স) বললেন, হে বনী ইসমাঈল! নিক্ষেপ করতে থাকো। কারণ তোমাদের পিতামহ সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তারপর তিনি (একদলের সাথে যোগ দিয়ে) বললেন, আমিও অমুক গোত্রের সাথে আছি। সালামাহ বলেন, (এ কথা শুনে) অন্যদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস

www.amarboi.org

করলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলে? তারা বললো, আমরা কি করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি? আপনি যে অমুকদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন। নবী (স) বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাকো। আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।" (বুখারী)[১২১]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন।... এ দুটি জায়গার মধ্যে ছয় কিংবা সাত মাইলের দূরত্ব তিনি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহেরও দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এগুলোর জন্য সানিয়াতুল বিদা ও মসজিদে বনী যুরায়েকের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন।

.... এ দুটি জায়গার মধ্যে এক মাইল বা অনুরূপ দূরত্ব বিদ্যমান। ইবনে উমর (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন...।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২২]

www.amarboi.org

শেষ কথা

সামাজিক কর্মকান্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের কারণ বর্ণনা (যা আমরা কুরআন ও সুন্নাহর মূল বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেছি) করার পর এসব দেখা-সাক্ষাত নবী (স) এর সুন্নাহ মোতাবেক কিনা সে প্রশ্ন করার অধিকার নিশ্চয়ই সবার আছে। এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো ঃ এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসের যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী যে সব প্রমাণ উদ্ধৃত হবে তা অকাট্যভাবে এ বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ এবং পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাত শুধু জায়েযই নয়, বরং নবী (স) এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে সুন্নাত অর্থ অনুসৃত পথ ও পন্থা। এটা নবী (স) এবং তাঁর সাহাবাদের জীবদ্দশায় নারীদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের অনুসরণ ও অনুকরণ মাত্র। এটা এমন একটা সুস্পষ্ট নীতি-পদ্ধতি যা নবী (স) গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছিলেন। নবী (স) এর যুগে এটিই মুসলিম সমাজের জন্য স্বাভাবিক গতিধারা হয়ে উঠেছিল। সামাজিক তৎপরতায় এ ধরনের অংশগ্রহণ নবী (স) এর সুন্নাত হওয়ারও বহু আগে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বিষয়টি তৃতীয় অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সামাজিক কাজকর্মে নারীদের অংশগ্রহণের বৈধতা স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন কোন প্রাচীন আলেম পুরুষদের থেকে নারীদের দূরে অবস্থান পছন্দ করে একটি নতুন নীতি হিসেবে এর প্রচলন ঘটিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো, আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ ও নীতি-পদ্ধতি অধিক প্রিয়, না অন্য কারো কর্মকান্ড অধিক প্রিয়? কোন কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলের জন্য নির্দিষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া না যাবে ততক্ষণ তার সমস্ত কর্মকান্ড অনুসরণ করাই উত্তম। তিনি বলেন,

خير الهدى هدى محمد "মুহাম্মদের পথ নির্দেশনাই সর্বোত্তম পথ-নির্দেশনা।

ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিশারদগণ রসূলের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের এই ভূমিকার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেছেন, নবী (স) এর কাজের মাধ্যমে যখন আল্লাহর একান্ত নৈকট্য লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ পাবে না এবং নবী (স) এর নিজের সাথে তা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলেও বুঝা যাবে না, বরং তা নিছক একটি কাজ বলে মনে হবে সে ক্ষেত্রে তারা কয়েকটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

প্রথম মত ঃ কাজটি করা আমাদের জন্য ওয়াজিব ....। শাওকানী এমত গ্রহণ করেননি। তাঁর যুক্তি হলো ঃ .... কাউকে অনুসরণ করা বলতে বুঝায় গুণ ও বৈশিষ্ট্যে হুবহু তার মত কাজ করা। এমনকি নবী (স) যদি কোন কাজ নফল হিসেবে করে থাকেন কিন্তু আমরা যদি তা ওয়াজিব হিসেবে করি তাহলে তাকে অনুসরণ করলাম না। ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ ছাড়া তাঁর কোন কাজই ওয়াজিব হতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিকভাবে যে কাজ করেছেন আমরা যদি প্রমাণ ছাড়া সে কাজ ওয়াজিব মনে করে করি তাহলে সেটাও তাঁর সঠিক অনুসরণ হবে না।

দ্বিতীয় মত ঃ কাজটি করা আমাদের জন্য 'মানদুব'- বৈধ .....। আমি বলবো, কথাটা ঠিক। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য প্রকাশ নাও পায় তবুও তা অবশ্যই নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হবে। নৈকট্য লাভের সর্ব নিম্ন স্তর হলো 'মানদুব' বা বৈধ কাজ করা, যার পেছনে 'মানদুবে'র অধিক কিছু হওয়ার প্রমাণ থাকবে না, যে কারণে তা 'ওয়াজিব' হতে পারে, তা 'মুবাহ' এ কথা বলাও জায়েয হবে না। কারণ শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভের পূর্ব পর্যন্ত তার জায়েয ও নাজায়েয হওয়ার সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজ করেছেন তাকে মুবাহ বলা তাকে গুরুত্ব না দেয়ারই নামন্তার এবং সাধারণভাবে তাঁর কৃত কোন কাজকে ওয়াজিব বলাও চরম বাড়াবাড়ি। ন্যায় ও সত্যের অবস্থান এ দুটি চরম পন্থার মাঝামাঝি।

তৃতীয় মত ঃ কাজটি করা মুবাহ। দাবুসী তাঁর 'তাকবীম' নামক গ্রন্থে আবু বকর আর রাযীর এ মতটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটিই বিশুদ্ধ মত। তাছাড়া জাবিনী তার বুরহান গ্রন্থে এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। হাম্বলীদের কাছেও এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। এ মতের জবাবে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা আমরা সবেমাত্র আলোচনা করেছি।

চতুর্থ মত ঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত কোন দলীল-প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমল বন্ধ রাখতে হবে ....। তাঁদের যুক্তি হলো, যখন রসূলের নিজের বৈশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাসহ ওয়াজিব, মানদূব ও মুবাহ হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান তখন সেখানে এর ওপর আমল স্থগিত রাখাটাই স্বাভাবিক। পূর্বে আমরা এর মুবাহ ও রসূলের (স) সাথে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার বিপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছি এ ক্ষেত্রে সেই একই যুক্তি প্রযোজ্য। কারণ রসূল (স) এর সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ খাস) হওয়ার কোন প্রমাণ যতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না ততক্ষণ তাঁর সমস্ত কর্মকান্ড শরয়ী বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সে ক্ষেত্রেও আমল স্থগিত রাখার কোন কারণ থাকতে পারে না।[১২৩ক]

ইমাম শাওকানী অন্য স্থানে কুরআনের আয়াত لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (তোমাদের জন্য রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে) দ্বারা এর 'মানদূব' হওয়ার মতটি সমর্থন করে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, অনুসরণ যদি ওয়াজিব হতো তাহলে عليكم (তোমাদের জন্য কর্তব্য) বলা হতো। কিন্তু لكم (তোমাদের জন্য) বলা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই তা দ্বারা ওয়াজিব না হওয়াই বুঝায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার اسوة যখন(উত্তম আদর্শ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন পরিত্যাগ করার চেয়ে কাজটি করার প্রতিই বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই তা মুবাহ নয়।[১২৩খ]

এ কথা যখন প্রমাণিত হলো যে, সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত আমাদের নবী (স) এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তখন দেখা দরকার, এই সুন্নাত 'যান্নী' (অনুমানসিদ্ধ) না 'কাত্য়ী' (অকাট্য)? এ বিষয়টি সম্পর্কে

www.amarboi.org

প্রায় তিন শ' হাদীস আলোচনা করা হয়েছে, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ, কথা ও সমর্থনের উল্লেখ আছে। আমরা বিশ্বাস করি এতগুলো রেওয়ায়েতের সামষ্টিক বক্তব্য বা সারকথা 'মুতাওয়াতির' বা পরম্পরাগতভাবে বর্ণিত শক্তিশালী হাদীসের মর্যাদা লাভ করেছে। আর সেই বিবেচনায় তা অকাট্য। তাছাড়া এগুলো সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক। কেননা অধিকাংশ হাদীস সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করছে।

বিষয়টির সারকথা হিসেবে আমরা বলতে চাই যে, আল্লাহ আমাদের জন্য একটি সরল-সহজ পথ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। একদিকে তা শরীফ ও পবিত্রমনা নারী-পুরুষের জন্য একান্ত উপযোগী, যদি দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা করা হয়। অপরদিকে এটিই কর্মমুখর কল্যাণকর জীবন, যদি সৎ ও পবিত্র মনের নারী-পুরুষ তার সুফল লাভে আগ্রহী থাকে। সব সময়ই মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করাই হয় আল্লাহর বিধানের উদ্দেশ্য। তবে সব সময়ই পবিত্রতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্য এবং মর্যাদার সাথে অর্থপূর্ণ ও কল্যাণদায়ক প্রচেষ্টা কামনা করা হয়।

এখন থাকে আমাদের যুগে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতিসমূহ। এসব পরিস্থিতি সামাজিক তৎপরতায় আরো অধিক মাত্রায় নারীর সম্পৃক্ততা দাবী করে। এ গুলোকে এর সাথে যুক্ত করার প্রশ্ন থেকে যায়, যাতে ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য আরো কল্যাণের পথ সুগম হয়। কারণ বাস্তবের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট হিদায়াতসহ তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সঠিক পথে চলতে পারে এবং সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একদিকে যেমন খোদায়ী হিদায়াতের সঠিক জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর নির্দেশের ওপর টিকে থাকার কোন পথ নেই, তেমনি অন্যদিকে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক জ্ঞান ছাড়াও সঠিক পথে চলার কোন উপায় নেই। আমরা কুরআন মজীদের যে সব আয়াত ও হাদীস পেশ করেছি তা হয়তো আমাদের হিদায়াত সম্পর্কিত জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করবে। এই সংগে বাস্তবতা সম্পর্কেও আমরা সঠিক জ্ঞান লাভ করবো। এজন্য প্রয়োজন মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও গবেষণা এবং উপাত্ত সংগ্রহের ওপর নির্ভর করা এবং নিছক পুরাতন সংস্কার বা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর না করা।

প্রথম যুগের শেষদিকের আলেমগণ (মুতাআখ্খিরীন) তাদের কঠোর নীতি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের নিয়ম-নীতি থেকে ভিন্ন নিয়ম-নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদের যুগে তারা সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিক সচেতন ছিলেন। এ কারণে তারা ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যায় শহর ও গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা শহরে মেয়েদের জন্য মুখমন্ডল আবৃত করা ও ঘরে অবস্থান অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। কারণ দাসদাসী ও চাকর-চাকরাণীরা তাদের অধিকাংশ প্রয়োজন পূরণ করতো বলে তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল সীমিত। কিন্তু তারা গ্রাম্য মেয়েদের জন্য মুখমন্ডল আবৃত করা এবং ঘরে অবস্থান অত্যাবশ্যকীয় করে দেননি। তাই কৃষিজীবী পরিবারের মেয়েরা স্বামীকে সাহায্য করা

www.amarboi.org

অথবা গবাদি পশু চরানো অথবা বাজার বা অন্য কোথাও থেকে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনার জন্য প্রতিদিন বাড়ির বাইরে যেতো এবং দ্বিধাহীন চিত্তে এসব ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মেলামেশা করতো। মোট কথা গ্রাম্য পরিবেশ যেমনটা দাবি করে জীবন যাপন ঠিক ততটাই যেন সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের যুগে শহুরে মেয়েদের পরিবেশের প্রতি আমাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষ করে কর্মজীবী নারীরা, কাজের ভারে ক্লান্ত শ্রান্ত স্বামীর পক্ষ থেকে যারা ঘরের বাইরে বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণার্থে বের হয় তাদের সাথে তুলনা করলে বিগত দিনের গ্রাম এবং বর্তমান সময়ের শহুরে পরিবেশের মধ্যে সাদৃশ্যের দিকসমূহ কত যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। পূর্বে আমরা যেভাবে মূল্যায়ন করেছি তা সত্ত্বেও সুদৃঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমরা এখানে বাস্তবের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এবং প্রভাব বিস্তারকারী কতিপয় নতুন সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত প্রদান করেছি।

১. আমাদের সমকালীন সামাজিক প্রয়োজন এবং নারীদের নিজের প্রয়োজনে বহু নারীকে পেশাগত শ্রমে নিয়োজিত হতে হয়েছে, যা তাকে গৃহের বাইরে যেতে এবং পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সাক্ষাতে বাধ্য করে। (দেখুন নারীর পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক দিকসমূহ)

২. সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও নারীকে গৃহের বাইরে বের হতে এবং পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে বাধ্য করে। (দেখুন, নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত নতুন সামাজিক দিকসমূহ)।

৩. সমকালীন সমাজের জটিলতা এবং বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য, তা শিক্ষা, চিকিৎসা, সেবা, সরকারী দফতর যাই হোক না কেন, বিশেষ করে যে সব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সরাসরি সকল ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত (যেমনঃ বেসামরিক নিবন্ধীকরণ দফতর, পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ কেন্দ্র)। প্রাচীন সমাজ এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত ছিলনা। মানুষের সাথে লেনদেন ও আদানপ্রদানের খাতিরে বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি নারীর গৃহের বাইরে যাওয়া ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশা দাবী করে।

৪. মাঝে মাঝে বাড়িতে কাজের লোক না থাকায় গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু কাজ তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে যা পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সাক্ষাত দাবী করে। যেমন কোন কোন সময় মেহমানদের তত্ত্বাবধান এবং গৃহের আসবাব পত্রের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সব শ্রমিক আসে তাদের কাজে নিয়োজিত করা।

৫. সমাজের জটিলতা এবং শহরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার দূরত্ব গৃহকর্তার দায়িত্বের বোঝাকে আরো গুরুভার করে দিয়েছে। একারণে পরিবার যে সব কাজের

www.amarboi.org

জন্য তার তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী হয় যেমন, সন্তানদের স্কুলে খোঁজ-খবর নেয়া, কিংবা সন্তানদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মনোযোগী হওয়া অথবা পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী খরিদের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পাননা। এগুলো সবই গৃহকর্ত্রীর ওপর নতুন বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাকে গৃহের বাইরে বের হতে এবং পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে বাধ্য করে।

৬. আধুনিক বহুতল ও একাধিক ফ্লাট বিশিষ্ট নির্মাণ নীতি এমন ঘন-ঘিঞ্জি যে সেখানে আলো বাতাস খুব কমই প্রবেশ করতে পারে। তাই বিনোদনের জন্য স্বামী ও সন্তান-সন্ততি সহ মুক্ত স্থান ও পরিবেশে বের হওয়া নারীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৭. বৃহৎ পরিবার ব্যবস্থায় বড় হয়ে বিয়ে হওয়ার পরও পরিবারের অধিকাংশ সদস্য একসাথে বসবাস করতো। সে ক্ষেত্রে দূরে অবস্থানকারী কোন নিকটজনের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন খুব কমই হতো। কিন্তু এ ব্যবস্থার বিলোপ, ছোট একক পরিবারের উদ্ভব এবং শহরের বিশালত্ব ও তার বিভিন্ন মহল্লার দূরত্ব যে কোন আপনজন ও আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে নারীকে গৃহের বাইরে বের হতে এবং সাধারণ পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য নিতে বাধ্য করে।

৮. জটিল সমাজ-ব্যবস্থা ও তার বিস্তার, বিশাল ইমারতসমূহে ছোট ছোট ফ্লাটব্যবস্থা এবং কষ্টসাধ্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা কতিপয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে :

০ ক্ষুদ্রায়তন পরিবার।

০ প্রতিবেশীদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা।

০ আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান।

০ পারিবারিক বন্ধুত্ব সীমিত হয়ে পড়া। অর্থাৎ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বন্ধুত্ব নয়, পরিবারের সাথে পরিবারের বন্ধুত্বের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়া।

০ দীর্ঘ সময় অর্থাৎ বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বহু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া।

০ শিক্ষার বিস্তার এবং নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের কাছে রাজনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি।

এসব পরিস্থিতি প্রাচীন পন্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্র সংকুচিত করে দিয়েছে। তখন বিয়ের প্রস্তাব আসতো নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে। কিন্তু এখন প্রস্তাব ও বিয়ের জন্য যে পরিচিতি প্রয়োজন সে জন্য ভিন্ন পন্থা জরুরী হয়ে পড়েছে। পূর্বে পারস্পরিক জানাজানির ভিত্তি ছিল পারিবারিক পরিচয় এবং প্রাথমিকভাবে পছন্দের কাজও সম্পন্ন হতো পরিবারের নিজস্ব আগ্রহ ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে। এবং এ পরিবার বা সে পরিবারের পরিচয়ে পরিচিত হওয়াই ছিল প্রত্যেক যুবক যুবতীর সর্ব প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট : যে পারিবারিক সম্পর্ক যুবকের পরিবারের জন্য

www.amarboi.org

উন্মুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান সহজ করে দিতো সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে এমন কোন পন্থা-পদ্ধতি পাওয়া দরকার যা প্রাচীন পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে এবং যার সাহায্যে যুবক নিজেই তার জীবন সঙ্গিনী বাছাই করে নিতে পারে। এর ক্ষেত্র হচ্ছে নারী ও পুরুষের অর্থপূর্ণ দেখা-সাক্ষাত। এই সাক্ষাত শিক্ষাঙ্গনে হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে হতে পারে কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে হতে পারে, যেখানে পরস্পর পরিচয় লাভের ব্যাপক অবকাশ থাকে। এর দ্বারা আমরা যা বুঝাতে চাই তা হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত পুনঃপুনঃ সাক্ষাত।এটা প্রাথমিক বাছাইয়ে উৎসাহিত এবং পাত্রীর বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজন থেকে তথ্য সংগ্রহের পর বিবাহের প্রস্তাব দানেও উৎসাহিত করবে।

www.amarboi.org

ভূমিকা ও প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

ভূমিকার প্রমাণ পঞ্জী

১. সহী আল জামেউস সাগীর, ১৯৭৯ নম্বর।

২. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম মনে করে। হাফেয হায়সামী বলেছেন, তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ সহী হাদীসের রাবীদের অনুরূপ, প্রথম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পান করা ...... দ্বাদশ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪. ফাতহুল বারী, দ্বাদশ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণ পঞ্জী

১. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী। ৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৫। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোনাহ থেকে দূরে অবস্থান ও সহজতর মুবাহ গ্রহণ, ৭ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

২. সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোযা আদায়, ৩ খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ও মানত পালন এবং পুরুষদের মেয়েদের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়, ৪ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

৪. সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা নারী কোন প্রকার খোরপোশ লাভ করবেনা, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীকে ও নিজের প্রশিক্ষণাধীন এতিম সন্তানদের যাকাত দেয়া, ৪ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ নিকট আত্মীয়দের স্থান করা ও তাদের জন্য খরচ করার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৬. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ৩২৯ নম্বর হাদীস।

৭. সহী মুসলিম, কিতাবুর রাদা, অনুচ্ছেদ ঃ বড়দের দুধপান করানো, ৪ খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৮. সহী মুসলিম, কিতাবুর রাদা, অনুচ্ছেদ ঃ বড়দের দুধপান করানো, ৪ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৯. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৫২, ৫৩ পৃষ্ঠা।

১০. মাজমু'আতুল ফাতওয়া, ৩৪ খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

১১. সহী মুসলিম, কিতাবুত্ তালাক, অনুচ্ছেদ, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিনী ও বিধবার প্রয়োজনে দিনের বেলা ঘরের বাইরে বের হওয়া, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

১২. ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। ১০ খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ, মাদকতা সৃষ্টি করেনা বিবাহ অনুষ্ঠানে এমন নাবীয এবং পানীয় ব্যবহার করা, ১১ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৪ ক. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ, নববধূ কর্তৃক বিবাহ ভোজে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন, ১১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ ঃ তীব্র নয় এমন নাবীয বৈধ, ৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

১৪খ. হাদীসটি "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। নাসেরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক উক্ত গ্রন্থের ৬৫২ নম্বর হাদীসের আওতায় পর্যালোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

www.amarboi.org

১৫. সহী বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের মহিলাদের উপদেশ দান, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

১৬. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ে উপলক্ষ্যে উপহার পাঠানো, ১১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, ৪ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের আলামত, ৭ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ ঃ মেহমান যদি বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তিকে সংগে করে নিয়ে গেলে মেজবান অসন্তুষ্ট হবে না তাহলে তাকে নিয়ে যেতে পারে, ৬ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

২০. সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়র, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

২১. কিতাবু ফাদায়িলুস্ সাহাবা, অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালহা আনসারীর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

২২. দেখুন, শারহু মুসলিম, ১৬ খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের আলামত, ৭ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা

২৪. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবের গুণাবলী, ৮ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে সুলাইমের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবি তালিব, আসমা বিনতে উমায়েস ও তাদের জাহাজের সঙ্গীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার যুদ্ধ. ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবি তালিব, আসমা বিনতে উমায়েস ও তাদের জাহাজের সঙ্গীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ নজর লাগা, নাম্লাহ (একটি রোগ যার ফলে পার্শ্বদেশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়) ও বিষক্রিয়ায় ঝাড়ফুঁক করা মুস্তাহাব, ৭ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ বেগানা নারীর সাথে নির্জনে আলাপ ও তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

২৯. হায়সামী তার মাজমাউয, যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে বলেছেন, এ হাদীস তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর রাবীগণ সহী হাদীসের রাবীদের অনুরূপ। কিতাবুল লিবাস, অনুচ্ছেদ ঃ উল্কি থেকে পবিত্রতা, ৫ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবি তালিব, আসমা বিনতে উমায়েস ও তাদের জাহাজের সংগীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় হিজরত, ৮ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মর্যাদাবোধ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহ্রাম মহিলাকে সওয়ারীর পিছনে উঠিয়ে নেয়া ... ৭ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৩. সহী বুখারী, হিবা করা ও সেজন্য উৎসাহদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে কোন বস্তু দান করা, ৬ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দান করতে উৎসাহিত করা এবং গণনা করা অপছন্দনীয় হওয়া, ৩ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী বুখারী, দান ও তার মর্যাদা এবং সে জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের উপহার দেয়া, ৬ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ নিকট জনদের জন্য খরচ ও দান করা, ৩ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

৩৫, ৩৬. হাদীসটির প্রথমাংশ ضجه শব্দ পর্যন্ত বুখারী বর্ণনা করেছেন, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাবের কথা, ৩য় খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, (৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৯)। নাসায়ী ও ইসমাঈলী বুখারীর অনুরূপ পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন।

৩৭. সহী মুসলিম, পোশাক ও সাজসজ্জা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার হারাম হওয়া, ৬ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৩৮. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুত'আ হজ্জের মধ্যে, ৪ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৩৯. সহী জামেউস সগীরে উদ্ধৃত হয়েছে। ৩৮০৮ নং হাদীস।

৪০. সহী জামেউস সগীরে উদ্ধৃত হয়েছে। ৬১৭৩ নং হাদীস।

৪১. সহী বুখারী, ই'তিসাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নবী (স) যে যে জ্ঞান দান করেন তা থেকে তাঁর নিজের উম্মতদের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষাদান করা, নিজের মতামত বা রূপকের মাধ্যমে নয়, ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ ও শিষ্টাচব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে, ৮ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত দিবসের রোযা, ৫ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত দিবসে আরাফাতে অবস্থানকালে হাজীদের রোযা না রাখা উত্তম, ৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৩. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী, তাফসীর, সূরা আল হাশর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ "রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর", ১০ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পোশাক ও সাজসজ্জা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা গ্রহণকারিনী ও উক্ত পেশা গ্রহণকারিণী হারাম কাজ করে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে উৎসাহ দান, ১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, ৪ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী মুসলিম, পানীয় বস্তু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে নাবীয কড়া বা নেশাকর নয় তা বৈধ, ৬ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্বশর্তসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ ধ্বংসের উদ্যোগ গ্রহণকারী সেনাদলের মাটিতে ধ্বসে যাওয়া, ৮ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব কিন্তু ঋতুবতী নারীর জন্য ওয়াজিব নয়, ৪ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী বুখারী, তাফসীর, সূরা আত-তালাক অধ্যায়, ১০ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান প্রসব হলেই বিধবা নারীর ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০১।

www.amarboi.org

৫০. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার, ১৩ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৫১. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক মানুষকে সান্নিধ্য দান এবং তা থেকে মানুষের কল্যাণ লাভ অধ্যায়, ৭ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর কোন খোরপোশ নেই, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্বশর্তসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, রাস্তায় গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে দেখা হলে তাকে সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নেয়া, অনুচ্ছেদ ঃ ৭ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ও মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে যা বলতে হয়, ৩ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী, আনসারদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খাদীজার মর্যাদা ও তাকে নবী (স) এর বিয়ে করা, ৮ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের সম্পর্কে নবী (স) এর উক্তিঃ তোমরাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী, আনসারদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে উতবার কথা, ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দের ব্যাপারে ফয়সালা, ৫ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে, তার কোন দুঃখ বা অনুরূপ কিছু হলে এমনকি কাঁটা বিদ্ধ হলেও সওয়াব হয়, ৮ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত, ৩ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদে প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণ করা, ৩ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগ, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেছেন, ৯ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

৬৪. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জীবজন্তু প্রভৃতিকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ, ৮ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের আলামত, ৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫, সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামায আদায় ও তা দ্রুত আদায় করা উত্তম, ২ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী, তায়াম্মুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পবিত্র মাটি ও মুসলমানের অযু, ১ খন্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামায আদায়, ২ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাজী' অভিযান, ৮ খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৬৮. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে মেয়েদের মশক বহন করে লোকদের কাছে নিয়ে যাওয়া, ৬ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারীদের পুরুষদের সাথে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৭০. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিনী মেয়েদের গনীমতের সম্পদ থেকে দেয়া হবে কিন্তু কোন অংশ দেয়া হবে না, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে মেয়েরা যুদ্ধের ময়দানে, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৭২ক. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঈদের দিনে যদি কোন মহিলার বড় চাদর না থাকে, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

৭২খ. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মেয়েদের মাধ্যমে যুদ্ধে আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠানো, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

৭৩. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষদের সাথে মেয়েরা যুদ্ধের ময়দানে, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৭৪. আত তবকাতুল কুবরা ... ৮ খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা।

৭৫. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের গনীমতের সম্পদ দেয়া হবে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত করা হবে না, ৫ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৭৬. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি সওয়ারীর পিঠ থেকে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ, ৬ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নৌযুদ্ধের ফযীলত, ৬ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৭৭. তাবারীর মতে এবং এর সনদ হাসান (ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত, ৬ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।)

৭৮. সহী মুসলিম, পানি সেচ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃক্ষ রোপন ও ফসল উৎপাদন ৫ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী বুখারী, যবেহ ও শিকার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী ও দাসীর যবেহ করা জন্তু, ১২ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বয়নকারী, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

৮১. সহী বুখারী, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (স) এর প্রত্যাবর্তন, ৮ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৮২. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৮৩. সহী বুখারী, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খায়বার অভিযান, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবা কিরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জা'ফর ইবনে আবী তালিব ও আসমা বিনতে উমায়েসের(রা) মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৮৪. সহী বুখারী, শর্তারোপ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ইসলাম, আদেশ নিষেধ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সব শর্তারোপ বৈধ, ৬ খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

৮৫. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জাহেলী যুগ, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৮৬. সহী মুসলিম, সাহাবা কিরামের (রা) মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সাকীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকারীর কথা, ৭ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৮৭. সহী বুখারী, ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে আরব কোন দাসের মালিকানা লাভ করার পর তাকে দান করলো বা বিক্রি করলো, ৬ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ

www.amarboi.org

অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণের বৈধতা প্রসংগে, ৫ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৮৮. সহী সুনানে আবু দাউদ, ক্রীতদাস মুক্ত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসকে বিক্রি করা, হাদীস নং ৩৩২৭, ২ খন্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠা।

৮৯. সহী বুখারী, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

৯০. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজ ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৯১. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উরুদেশ সম্পর্কে আলোচনা, ২ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজ ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৯২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের পূর্বে কোন মহিলাকে দেখা, ১১ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের মোহরানা এবং তা কুরআন শিক্ষাদান বা লোহার আংটির আকারেও হওয়া জায়েয, ৪ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৯৩. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দত প্রসবকাল পর্যন্ত ১১ খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

৯৪. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-জা'ফী বর্ণনা করেছেন, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা ও অন্যদের ইদ্দত শেষ হয় সন্তান প্রসবের মাধ্যমে, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৯৫. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

৯৬ ও ৯৭. আল মুগনী, ইবনে কুদামা, ৭ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

৯৮. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৯৯. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা এমনকি ঋতুবতী মহিলাদের ঈদগাহে গমন, ৩ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদে মেয়েদের ঈদগাহে গমন ও খুতবা শোনার বৈধতা, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১০০. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনে যদি কোন মহিলার বড় চাদর না থাকে, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১০১. ফতহুল বারী, প্রথম খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১০২. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনে যদি কোন মহিলার বড় চাদর না থাকে, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের বের হওয়ার বৈধতা প্রসংগে, ৩ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

১০৩. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১০৪. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১০৫. সহী বুখারী, হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদে শরীক হওয়া, ১ খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৈধ, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১০৬ক. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

১০৬খ. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে তাকবীর পাঠ, ৩ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১০৭. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে তাকবীর পাঠ, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুই ঈদে মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়ার বৈধতা সম্পর্কে, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১০৮. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শিশুদের ঈদগাহে যাওয়া, ৩ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

১০৯. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

১১০. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

১১১. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদের উপদেশ দান, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩য় খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১১২. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যুদ্ধাস্ত্র ও অনুরূপ বস্তু নিয়ে খেলা, ৬ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে খেলাধুলায় গোনাহ্ নেই তার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

১১৩. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সাথে সদাচারণ, ১১ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে খেলাধূলায় গোনাহ্ নেই তার অনুমতি, ৩ খন্ড; ২২ পৃষ্ঠা।

১১৪. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল নিয়ে খেলা, ৩ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে খেলাধূলা গোনাহ্ তার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

১১৫. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৯৫ ও ৯৬ পৃষ্ঠা।

১১৬. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

১১৭. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

১১৮. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলাদের নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকা, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১১৯. উমদাতুল আহকাম গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, 'আহকামুল আহ্কাম' ১ খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

১২০. সহী মুসলিমের ব্যাখ্যা দেখুন, ৬ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।

১২১. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তীর ও বর্শা নিক্ষেপে উৎসাহিত করা, ৬ খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা।

১২২. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা নির্ধারণ, ৬ খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দুর্বল ও সবল ঘোড়ার প্রতিযোগিতা, ৬ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

১২৩ ক ও খ. ইরশাদুল ফুহুল, ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক কর্মকান্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা সাক্ষাতের নিয়মাবলী

- যে সব মৌলিক কার্যকারণ নারী-পুরুষের সাক্ষাত ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের নিয়মাবলীকে সাহায্য ও সমর্থন করে।
- নারী ও পুরুষ উভয়ের পালনীয় নিয়মাবলী।
- বিশেষভাবে মেয়েদের পালনীয় নিয়মাবলী।
- দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার নিয়ম-কানুনের কোন কোনটির অবর্তমানে কি করতে হবে?

www.amarboi.org

সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের নিয়মাবলী

প্রসঙ্গ কথা

মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতা সমাজ জীবনে নারীর অংশগ্রহণের জন্য যে ইসলামী নিয়ম-নীতি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং পুরুষের সাথে তার সাক্ষাত যে সব নীতি-নিয়ম দাবী করে তা অতীব উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-কানুন। সেসব নীতি ও শিষ্টাচার নৈতিকতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করে এবং অর্থপূর্ণ ও কল্যাণময় জীবনের গতি সচল রাখে। সেগুলি কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রবৃদ্ধি ঘটায়, অন্যায় ও অকল্যাণকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং দুষ্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তা সমানভাবে মানসিক সুস্থতা বিধান করে। সেখানে একদিকে যেমন জীর্ণতা, চরিত্রহীনতা ও বিপরীত লিঙ্গের জন্য উত্তেজক কিছু থাকবে না তেমনি অপরদিকে পলায়নী মনোবৃত্তি, অধিক কঠোরতা, রুগ্ন লজ্জাশীলতা এবং অতিশয় স্পর্শকাতরতাও থাকবে না। এটাই সত্যিকার নিয়ম-নীতি ও শিষ্টাচার। এ ক্ষেত্রে যদি পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা ও চলাফেরা যে কোনো ব্যাপারেই পুরুষের চেয়ে নারীর ওপর অধিক বিধি-বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থাকে এবং তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে জীবনের কল্যাণ সাধন ও বৈধ প্রয়োজন পূরণার্থে পুরুষের সাথে সাক্ষাত অপরিহার্য হলে নারীকে তাও করতে হবে। এ ধরনের কল্যাণ ও প্রয়োজন অনেক সময় অধিক তীব্র হয়, তখন দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন বেড়ে যায়। আবার কখনো তা হ্রাস পায় এবং সে কারণে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজনও হ্রাস পায়। এ ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতা যেসব নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন তা পেশ করার আগে ঐ সব নিয়ম-নীতির সপক্ষের কিছু মৌলিক কার্যকারণ উল্লেখ করতে চাই।

যে সব কার্যকারণ নারী-পুরুষের সাক্ষাত ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সাহায্য করে

প্রথম কার্যকারণ, শিক্ষা ও মনোযোগের সাহায্যে যত্ন ও তত্ত্বাবধান করা

আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, ইবাদতকে সুন্দর ও সৌন্দর্যমন্ডিত করা এবং নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। এসব যত্ন ও তত্ত্বাবধান যথাযথভাবে হলে একদিকে যেমন যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা পবিত্র ও নিষ্কলুষ পরিবেশে বেড়ে উঠবে অন্যদিকে তেমনি তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দায়িত্বানুভূতিও জন্ম নেবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٠

وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٠

www.amarboi.org

"এই কিতাবে ইসমাঈলের কথাও উল্লেখ করুন। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী এবং রসূল ও নবী। তিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিতেন এবং আপন প্রভুর কাছে ছিলেন অত্যন্ত পছন্দনীয় মানুষ।" (সূরা মারয়াম আয়াত-৫৪ ও ৫৫)

يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে দোযখ থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" (আত-তাহরীম ঃ ৬)

আল্লাহ আরো বলেন,

يايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء ثلث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد هن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الأيت والله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذالك يبين الله لكم ايته والله عليم حكيم .

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাসদাসী এবং যারা এখনো সাবালক হয়নি তারা তিনটি সময়ে অর্থাৎ ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরের প্রচন্ড খরতাপে যখন তোমরা কাপড় চোপড় খুলে রাখো তখন এবং এশার নামাযের পর অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে প্রবেশ করবে। এতিনটি তোমাদের জন্য পর্দার সময়। এছাড়া অন্য সময় তোমাদের ও তাদের জন্য কোন গোনাহ নেই। তোমাদেরকে তো পরস্পরের কাছে বার বার আসা যাওয়া করতেই হয়। আল্লাহ এভাবে তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তোমাদের শিশুরা যখন সাবালক হবে তখন তারাও ঠিক তেমনি অনুমতি প্রার্থনা করবে যেমন তাদের বড়রা অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহ তোমাদের জন্য এভাবেই তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা ও মহাজ্ঞানী।" (নূর ঃ ৫৮ ও ৫৯)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

ان كل من في السموت والارض الا اتى الرحمن عبدا . لقد احصاهم وعدهم عدا . وكلهم اتيه يوم القيامة فردا .

"আসমান ও যমীনের মধ্যে যারাই আছে তারাই রহমানের সামনে বান্দা হিসেবে হাজির হবে। তিনি সবাইকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তাদেরকে তিনি গণনা করে

www.amarboi.org

রেখেছেন। কিয়াতমের দিন সবাই তাঁর সামনে একক ও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হবে।" (মারয়াম ঃ ৯৩-৯৫)

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। .... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মেয়েদেরকে কোন কিছু দান করে এবং তাদের প্রতি ইহসান ও করুণা করে সে ব্যক্তির জন্য তারা জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।"(বুখারী ও মুসলিম)[১]

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলাই তাদের প্রতি সর্বাধিক ইহসান এবং এটা সর্বোত্তম কাজ।

"আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোকের যদি ক্রীতদাসী থাকে আর সে যদি তাকে উত্তম শিক্ষা দান করে, উত্তম আদব ও শিষ্টাচার শেখায় এবং তারপর দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।" (বুখারী)[২]

ক্রীতদাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা, দিয়ে সুন্দররূপে গড়ে তোলার মর্যাদা যদি এই হয় তাহলে স্বাধীন মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার মর্যাদা কি হবে তা সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

"রুবাই' বিনতে মু'আওয়েজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন সকালবেলা আনসারদের জনপদে এই মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য লোক পাঠালেন যে, যারা সকালে খাওয়া-দাওয়া করেছে তারা যেন দিনের অবশিষ্ট অংশে আর কিছু না খায়। আর যারা রোযা রেখেছে তারা যেন রোযা পূর্ণ করে। হাদীসের রাবী বলেন, এর পর থেকে আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম। আমরা শিশুদেরকে রঙিন তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। যখন কোন শিশু খাবার জন্য কাঁদতো আমরা ঐ খেলনা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখতাম এবং এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

দ্বিতীয় কার্যকারণ, চরিত্র সংরক্ষণের জন্য শীঘ্র বিয়ে করা

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ আছে সে যেন বিয়ে করে। কারণ তা চক্ষুকে আনতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যার সে সামর্থ নেই তার রোযা রাখা উচিত। এটা তার জন্য যৌন তাড়না দমনকারী।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

"আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবিয়া ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহমিয়াকে বললেন, এই ছেলেটির (ফযল ইবনে আব্বাস) সাথে তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও ....। তাই সে তাকে তার সাথে বিয়ে দিল। আর নাওফেল ইবনে হারেসকে বললেন, এই ছেলেটিকে বিয়ে দাও। তাই তিনি আমাকে বিয়ে করিয়া দিলেন। তিনি এরপর মাহমিয়াকে বললেন, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে তাদের মহরানা উসুল করে দাও।" (মুসলিম)[৫]

www.amarboi.org

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। .... রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, উসামাকে বিয়ে করো। তাই আমি তাকে বিয়ে করলাম। আল্লাহ্ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছিলেন। এজন্য আমাকে ঈর্ষা করা হতো।" (মুসলিম)[৬]

উসামাকে বিয়ে দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে প্রস্তাব দেন তখন উসামার বয়স দশ বছরেরও কম। পূর্বোল্লেখিত হাদীসসমূহেও যুবকদের শীঘ্র বিয়ে দেয়ার ইংগিত রয়েছে। আর এখানে হাদীসে মেয়েদের সত্বর বিয়ে দেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اما والله لوكان اسامه جارية حليتها وزينتها حتى انفقها ٠

"আল্লাহর কসম উমামা যদি মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে গহনা পরিয়ে সাজিয়ে বিয়ে দিতাম......।" (ইবনে সা'দ)[৭]

হাফেজ ইবনে হাজার কত সুন্দর কথা বলেছেন, إحصان শব্দটি পবিত্রতা, বিবাহ, ইসলাম গ্রহণ এবং স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ এ ধরনের প্রতিটি অর্থই 'মুকাল্লাফ'কে (যার ওপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য) অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে।[৮]

পরবর্তী হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। তাহলে আমরা দেখবো, নারীকে দেখার পর কোন কোন সময় একজন মুসলিম যখন ফিতনার মধ্যে পড়ে যান সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্পর্ক তাকে কিভাবে সাহায্য করে তা এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাম্পত্য জীবন দৃষ্টিকে আনত রাখতে যে সাহায্য করে এটা তার অতিরিক্ত। পূর্বে উল্লেখিত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

عن جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا احدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد الى امرأة فليواقعها فان ذلك يردما فى نفسه ٠

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো যদি কোন মহিলাকে দেখে পছন্দ হয় এবং মনে কিছু উদয় হয় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়। এভাবে তার মনে সৃষ্ট অবস্থাটি বিদূরীত হবে।" (মুসলিম)[৯]

তৃতীয় কার্যকারণ, কঠোর তত্ত্বাবধানে রেখে উঠতি যৌবনের মেয়েদেরকে কিছুটা সীমিত মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাদল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সওয়ারীতে বসেছিল। ইতিমধ্যে

www.amarboi.org

খাস'আম গোত্রের একটি মেয়ে আসলে ফাদল তার দিকে তাকাতে থাকলো এবং মেয়েটিও তার দিকে তাকাতে থাকলো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ফাদলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

হযরত আলীর (রা) মাধ্যমে তাবারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "....তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি একটি অল্প বয়স্ক ছেলে ও একটি অল্প বয়স্কা মেয়েকে দেখতে পেলাম। তাদের মাঝে শয়তানের আগমন ঘটতে পারে বলে আশংকা করলাম।"[১১] তৃতীয় একটি রেওয়ায়েতে আছে, "আমি এক যুবক ও এক যুবতীকে দেখলাম। তাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারলাম না।"[১২]

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হতাম। এমনকি কুমারী মেয়েদেরকেও আমরা তাদের নিভৃত কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যেতাম। অন্য একটি বর্ণণায় আছে,[১৩] (নবী সাল্লাল্লাহু আমাদেরকে বিবাহযোগ্য যুবতী মেয়ে এবং গৃহের নিভৃতকোণে অবস্থানকারিনী মেয়েদেরকেও ঈদের মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।)" (বুখারী)[১৪]

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। .... মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। তারা বলছিল, এইতো মুহাম্মদ, এইতো মুহাম্মদ। এমনকি পূর্ণ যুবতী মেয়েরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।" (মুসলিম)[১৫]

শেষ দুটি হাদীস থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা কুমারী মেয়েদের গৃহ থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্র সংকুচিত করে দিয়েছিল। তাই পুরুষদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতও কম হতো।

আল্লামা সারাখসীর মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, ... মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হলেই বিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতো। (এটাই ছিল সে যুগের প্রচলিত রীতি)। ... এই বয়সেই মেয়েরা ফিতনার লক্ষ্যস্থল ও পুরুষদের কামনার বস্তুতে পরিণত হতো।[১৬]

কুমারী মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তার মতামত ও বুদ্ধি-বিবেচনা পরিপক্ক হয়। .... তার ভাই ও চাচা তার জন্য ভীত থাকে (অর্থাৎ তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করে)। তাই যেখানে তার জন্য ভয় ও শঙ্কার কারণ নেই এরূপ যে কোন স্থানে সে যেতে পারে। কামপ্রবৃত্তির প্রাবল্য ও প্রতারিত হওয়ার কারণে ফিতনার যে আশংকা সৃষ্টি হয় ভাই বা চাচা সাথে থাকলে তা আর থাকেনা। তবে সে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তখন তার মতামত ও বুদ্ধি-বিবেচনাও পরিপক্কতা লাভ করে।[১৭]

বয়োপ্রাপ্তির সন্নিকটবর্তী সময়ে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ও ক্ষেত্র সংকুচিত করার অর্থ এ নয় যে, আমরা চূড়ান্তভাবে তাকে বাধা দেব। বরং তার অর্থ হলো, একদিকে এসব ক্ষেত্র সংকুচিত করা এবং অপরদিকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করা। এই তত্ত্বাবধান পারিবারিক পরিমন্ডলে পিতামাতা ও অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের উপস্থিতির

www.amarboi.org

মাধ্যমে হতে পারে এবং পারিবারিক পরিমন্ডলের বাইরে এমন ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হতে পারে যুবকদের মনে যাদের জন্য সম্মানবোধ ও ভীতিভাব থাকে।

এ ধরনের নিরাপদ পরিবেশে সীমিত দেখা-সাক্ষাত যুবক-যুবতীদের মন-মানসিকতা তৈরীর ক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনে। এটা নিম্নোক্ত পর্যায়গুলোতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ দেখা-সাক্ষাতের অনুশীলনে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে এবং শালীনতাপূর্ণ ও নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশে নারী পুরুষের দেখা-সাক্ষাত তাদেরকে সংযম ও নিষ্কলুষ সাক্ষাতে এমনভাবে অভ্যস্ত করে তোলে যেমন রোগের ব্যাপারে পূর্ব সতর্কতা রোগ থেকে রক্ষা করে। সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনা মানুষের অসুখী যৌন কামনার তীক্ষ্ণ অনিষ্টকারিতাকে হাল্‌কা করে দেয়। তবে একথা সত্য যে, দুর্বল চরিত্রের মানুষ অবশ্যই অসুস্থ মানসিক রোগগ্রস্ত।

পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন

এক. সাক্ষাতের গুরুত্ব ও যথার্থতা

মহান আল্লাহ বলেন , وقلن قولا معروفا "এবং তোমরা উত্তম কথা বলো।" (আহ্‌যাব ঃ ৩২)

আয়াতটি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, কথাবার্তার বিষয়বস্তু 'মারুফ' বা উত্তম কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাতে 'মুনকার' বা খারাপ কথাবার্তা অনুর্ভুক্ত হবেনা এ কারণেই আমরা একে "যথার্থ সাক্ষাত" বলে আখ্যায়িত করেছি। নারী ও পুরুষের মাঝে 'যথার্থ ও যুক্তিপূর্ণ' কথাবার্তাই 'মারুফে'র পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে অযথা কথাবার্তা ও হাসি-তামাশা 'মুনাকার' বা খারাপ বলে বিবেচিত হবে। দেখা সাক্ষাতের এই যথার্থ ক্ষেত্রসমূহে সাদামাটা কিছু কথাবার্তা ও আলোচনা নিষিদ্ধ নয়। এ বিষয়ে হাদীসে বলা হয়েছে।

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আর আসমা বিনতে উমায়েস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার (রা) সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি অন্যান্য হিজরতকারীদের সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করেছিলেন। তিনি হাফসার কাছে থাকা অবস্থায় হযরত উমর হাফসার কাছে গেলেন। আসমাকে দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? হাফসা জবাব দিলেন, আসমা বিনতে উমায়েস। উমর বললেন, হাবশায় হিজরতকারিনী আসমা? সমুদ্রগামিনী আসমা? আসমা বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর বললেন, سبقناكم بالهجرة فنحن احق

برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم

"আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। তাই আমরা তোমাদের চেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের অধিক হকদার।"(বুখারী ও মুসলিম)[১৮]

অনুরূপ নারী পুরুষের সাক্ষাতের যথার্থ ও যুক্তিপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে কিছু আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তাও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এ হাদীসটি উল্লেখ করা যায়,

"মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে সেখানে হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে দেখতে পেলাম। হাস্‌সান তাঁকে নিজের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন; যার মধ্যে মেয়েদের কথাবার্তাও ছিল। তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

حصان رزان ماتزن بريبة : وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

অর্থাৎ "তিনি (হযরত আয়েশা) পুত পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং কোন প্রকার সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁকে অপবাদ দেয়া যেতে পারে না। তিনি ক্ষুধার্ত থাকেন তবুও কোন সরলমনার গোশ্‌ত খেয়ে পরিতৃপ্ত হননা (অর্থাৎ কারো গীবত ও বা নিন্দাবাদ করেন না)।" এ কথা শুনে আয়েশা তাকে বললেন, কিন্তু আপনি তো সেরকম নন (অর্থাৎ আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় হাসসান ইবনে সাবেত অপবাদ রটনায় শরীক হয়েছিলেন। তাই তিনি যা বলছেন নিজে সেরকম নন। মাসরূক বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, আপনি তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তো বলেছেন, • والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم "যে ব্যক্তি এই দায়-দায়িত্বের বড় অংশ বহন করেছে তার জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।"(নূর ঃ ১১) আয়েশা বললেন, অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কি আছে? তিনি তাকে বললেন, ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিতেন অথবা তিরস্কার করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

দুই. দৃষ্টি আনত রাখা

আল্লাহ্ বলেন,

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم • ان الله خبير بما يصنعون • وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن •

"হে নবী! ঈমানদার পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রেখে চলে এবং গোপন অঙ্গের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য অতীব পবিত্র পন্থা। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত। আর ঈমানদার নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রেখে চলে এবং গোপন অঙ্গের হিফাজত করে।" (নূর ঃ ৩১ ও ৩২)

দৃষ্টি আনত রাখার অর্থ একনাগাড়ে ও অসংকোচে না দেখা। কারণ এতে ফিতনার আশংকা আছে।

আয়াদ বলেছেন, শরীরের গোপন ও অনুরূপ অঙ্গসমূহের ব্যাপারে সর্বাবস্থায় দৃষ্টি আনত রাখা ওয়াজিব। তবে যেগুলো গোপন অঙ্গ নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন সময় ওয়াজিব আবার কোন কোন সময় ওয়াজিব নয়।

www.amarboi.org

ইবনে আবদুল বার বলেছেন, তবে যারা কোন সন্দেহজনক বা অপছন্দনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে না তাদের জন্য নারীর মুখমন্ডল ও কব্জিদ্বয়ের প্রতি তাকানো জায়েয। কিন্তু কামাতুর দৃষ্টিতে তাকানো এমনকি কামাতুর দৃষ্টিতে কাপড়ের ওপর দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গভীরভাবে দেখাও হারাম। সুতরাং কামাতুর দৃষ্টিতে খোলা চেহারার প্রতি তাকানো জায়েয হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন, "..... এখানে আয়াতে উল্লেখিত من শব্দটি কতিপয় বা অংশ বিশেষ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, নারী যখনই বিপর্যয়ের আশংকা করবে তখনই তার জন্য দেখা হারাম হবে। বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে অবস্থা যখন এই তখন দৃষ্টি আনত রাখা ওয়াজিব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ আয়াতের প্রয়োগ সম্ভব। এই অবস্থায় বা ভিন্ন অন্য কোন অবস্থায় শুধু দৃষ্টি আনত রাখা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি এ আয়াত ইংগিত করে না।[২০]

খাসআম গোত্রের যে সুন্দরী মহিলার কথা ইতিপূর্বে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ফাদল তার দিকে বার বার তাকাতে থাকলো। তার রূপ ও সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে ফেলেছিল। ..... এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিজ হাতে ফাদলের থুতনি ধরে পেছনের দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন। যাতে ঐ মহিলার ওপর তার দৃষ্টি না পড়ে।

ইবনে বাতাল (সহী আল বুখারীর একজন ব্যাখ্যাকার) বলেছেন, হাদীসটিতে বিপর্যয়ের আশংকায় দৃষ্টি আনত রাখার যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার দাবি ও উদ্দেশ্য হলো, ফিতনার আশংকা না থাকলে তাকাতে নিষেধ করা হবেনা .... এ থেকে প্রমাণিত হয় قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم "ঈমানদার পুরুষদের বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে" আল্লাহর এই বাণীর প্রতিপাদ্য হলো চেহারা ছাড়া অন্য কোন অংগের প্রতি তাকানো থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।[২০ক]

আল্লাহ আরো বলেন, يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور.

"আল্লাহ তাআলা চোরা দৃষ্টি ও মনের গোপন কথা জানেন।"(গাফের ঃ ১৯)

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... আবু হাতেম ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর এই বাণী يعلم خائنة الاعين (তিনি চোরা দৃষ্টি সম্পর্কে জানেন) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে দেখা পেলেই সুন্দরী মেয়েদের প্রতি তাকায় এবং এমন গৃহে প্রবেশ করে যেখানে সুন্দরী মেয়ে আছে। কিন্তু যখনই তারা তা বুঝতে পারে তখনই সে তার দৃষ্টি আনত করে ....।[২১] মুজাহিদ ও কাতাদা থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের কাজ তাদের সবার মতেই চোরা দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কিরমানী বলেছেন, يعلم خائنة الاعين এ আয়াতাংশের অর্থ হলো, "যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত হালাল নয় তার প্রতি চোরা দৃষ্টিতে তাকানো সম্পর্কে আল্লাহ জানেন।"[২২]

www.amarboi.org

"আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। সবাই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তায় না বসে আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে কথাবার্তা বলি। তিনি বললেন, রাস্তার ওপর বসা ছাড়া যদি কোন উপায় না থাকে তাহলে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি আনত রাখবে, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে, সালামের জবাব দেবে এবং ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

"জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে আদেশ দিলেন।" (মুসলিম)[২৪]

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো ছাড়া ছোট ছোট গোনাহর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন গোনাহ আমি দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য তার অংশের গোনাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সে অবশ্যই তাতে লিপ্ত হবে। সুতরাং চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, মুখের যিনা হচ্ছে বলা আর মন আকাংখা করে ও তাতে কামপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এবং গোপন অংগ তার সত্যতা প্রতিপাদন করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কামাতুর দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মন যদি আকাংখা করে ও তাতে কামপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, কামভাব নিয়ে না তাকালে গোনাহ হবে না।

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানির দিন ফাদল ইবনে আব্বাসকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নিলেন। ফাদল ছিলেন সুদর্শন পুরুষ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের সমস্যা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য থামলেন। সেই সময় খাস'আম গোত্রের এক সুন্দরী যুবতী এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলো। এই সময় ফাদল তার রূপ ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তার দিকে তাকাতে থাকলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে দেখলেন ফাদল তার দিকে তাকাচ্ছে। তিনি নিজ হাতে ফাদলের থুতনি ধরে তার মুখ পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, যাতে তার দৃষ্টি ঐ যুবতীর ওপর না পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে বাতাল বলেন, হাদীসটিতে ফিতনার আশংকায় দৃষ্টি আনত রাখার যে নির্দেশ আছে তার দাবি হচ্ছে, ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে তাকানো নিষিদ্ধ নয়। ইবনে হাজার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন ফাদল মহিলার রূপে বিমোহিত হয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে

www.amarboi.org

দেখছে তখন তিনি ফিতনার আশংকায় তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজটি ইবনে বাতালের এ উক্তিকে সমর্থন করে। এতে নারীর প্রতি আদম সন্তানের মানবিক প্রবৃত্তির প্রবল আকর্ষণ ও দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।[২৭]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, .. সেটি ছিল ঈদের দিন। ঈদের দিনে সুদানীরা চর্ম নির্মিত ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খেলতো। হয়তো আমিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বললেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, [২৮ক] তিনি তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮খ]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, "তিনি আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করে রাখলেন," আয়েশার এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটি হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছিল এবং নারীর পুরুষের প্রতি তাকানোর বৈধতাও এর দ্বারা প্রমাণিত হয়।[২৯]

সারকথা ঃ সাক্ষাতের পরপরই আসে নারী পুরুষের পরস্পরকে দেখার প্রশ্ন। কিন্তু যতক্ষণ উভয় পক্ষই দৃষ্টি আনত রাখার নীতির প্রতি আগ্রহী থাকবে ততক্ষণ এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, এভাবে একজন আরেকজনকে অপলক নেত্রে দেখতে পাবেনা। সুতরাং দৃষ্টি যখন মাঝে মধ্যে পড়বে তখন কাম প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকা ছাড়াই এর সুফল অর্জিত হবে।

তিন. সাধারণভাবে মুসাফাহা থেকে বিরত থাকা

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم "ঈমানদার পুরুষদের বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে", এবং قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن "ঈমানদার নারীদের বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে,"

পূর্বোল্লেখিত নিয়মের আলোচনা প্রসংগেই আমরা এ দু'টি আয়াত উল্লেখ করেছি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকলকেই দৃষ্টি আনত রাখতে আদেশ করা হয়েছে। কারণ দৃষ্টিই কামভাবকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করার মাধ্যম। এ যুক্তিতে মুসাফাহা থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখাই উত্তম। কেননা এতে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয়। আর দৃষ্টির চাইতে স্পর্শ কামভাবকে অধিক উত্তেজিত করে। এ বিষয়ে আরো অধিক আলোকপাত করার জন্য আমরা এখন কুরআন ও হাদীস থেকে আরো কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

কামভাবসহ স্পর্শ করা হারাম হওয়ার সপক্ষে কিছু হাদীস

"ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো যে, সে একটি মেয়েকে চুম্বন করেছে অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু করেছে। এর কাফফারা কি তা সে জানতে চাচ্ছিল। ইবনে

www.amarboi.org

মাসউদ বলেন, এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করলেন,

اقم الصلوة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيات• ذلك ذكرى للذا كرين •

"দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের একটি অংশে নামায কায়েম করো। নেকীর কাজ অবশ্যই গোনাহকে দূরীভূত করে দেয়। এটা স্মরণকারীদের জন্য উপদেশবাণী।" (হূদ ঃ ১১৪) [মুসলিম][৩০]

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো ছাড়া ছোট ছোট গোনাহর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কোন গোনাহ আমি দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য তার অংশের গোনাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সে তাতে অবশ্যই লিপ্ত হবে। সুতরাং চোখের যিনা হচ্ছে দেখা এবং মুখের যিনা হচ্ছে বলা, যদি মন আকাংখা করে ও তাতে কামপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। তার গোপন অঙ্গ তার সত্যতা প্রতিপাদন করে কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১]

"মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হালাল নয় এমন কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করার চেয়ে মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া উত্তম।" (তাবারানী)[৩২ ও ৩৩]

প্রথম ও তৃতীয় হাদীসে بطش শব্দটি ও দ্বিতীয় হাদীসের يمس امرأة لا تحل له শব্দটির অর্থ হচ্ছে, উপভোগের উদ্দেশ্যে সরাসরি হাত দিয়ে স্পর্শ করা অর্থাৎ কামভাবসহ স্পর্শ করা। তৃতীয় হাদীসের বক্তব্য (যে নারী তার জন্য হালাল নয় তাকে স্পর্শ করা) একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এর অর্থ দাঁড়ায় যে নারীকে উপভোগ করা বৈধ নয় তাকে কামভাবসহ স্পর্শ করাও বৈধ নয়।

বাইয়াত গ্রহণের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাত স্পর্শ করতেন না তার সপক্ষে কিছু হাদীস

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। যে সব ঈমানদার মেয়েরা হিজরত করে আসতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত يايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك • (হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন তোমার কাছে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করতে আসে ....) এর বিষয়বস্তু অনুসারে তিনি তাদেরকে যাচাই-বাছাই করতেন। যেসব মেয়ে এ শর্তসমূহ মেনে নিতো তিনি তাদের বলতেন, আমি মৌখিকভাবে তোমাদের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ! বাইয়াতকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

www.amarboi.org

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদল মহিলার সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসলাম। মহিলারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি এ মর্মে আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করবো যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবোনা, আমাদের হাত ও পায়ের মধ্যখানে কোন অপবাদ তৈরী করে আনবোনা এবং কোন ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবোনা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের সামর্থ ও সাধ্যমত। উমাইমা বলেন, তারা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের নিজেদের চাইতেও আমাদের প্রতি অধিক দয়াবান। হে আল্লাহর রসূল! আসুন, আমরা আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করিনা।" (মুয়াত্তা মালেক)[৩৫]

প্রয়োজন দেখা দিলে ও ফিতনার আশংকা না থাকলে স্পর্শ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে হাদীস থেকে প্রমাণ

"আনাস থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য চামড়ার তৈরী ফরাশ বিছিয়ে দিতেন। তিনি দুপুরের প্রচন্ড রোদের সময় সেখানে ঐ ফরাশে শুয়ে আরাম করতেন। আনাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লে উম্মে সুলাইম তাঁর ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে একটি বোতলে জমা করতেন এবং পরে তা সুগন্ধির মধ্যে রাখতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে যেতেন। তিনি তাঁকে খাবার পরিবেশন করতেন। উম্মে হারাম ছিলেন উবাদা ইবনে সামেতের স্ত্রী। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গেলে তিনি তাঁকে খাওয়ালেন এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানের একটি কওমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন সেখান থেকে ফিরে আসি তিনি বাতহা উপত্যকায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি বললেন, কি বলে তালবিয়া পড়েছো? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তালবিয়া পড়েন আমিও তাই পড়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কি কুরবানীর কোন পশু আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি আমাকে তাওয়াফের আদেশ দিলে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। তারপর ইহ্রাম খোলার আদেশ দিলে ইহরাম খুললাম। তারপর আমার গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলে সে আমার চুল আঁচড়ে দিলো অথবা মাথা ধুয়ে দিলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮ক]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার فاتيت امرأة من قومي. "তারপর আমি আমার গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম" উক্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, পরে আমি জানতে পেরেছি যে, ঐ মহিলা ছিল তার এক ভাইয়ের স্ত্রী।[৩৮খ]

عن انس بن مالك قال : كانت الامة من إماء اهل المدينة لتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنطلق به حيث شاءت .

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনার ক্রীতদাসীদের একজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতো।" (বুখারী)[৩৯ক]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, (..... আলী ইবনে যায়েদের মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণিত আহমদের একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ "মদীনার এক ক্রীতদাসী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর হাত ধরতো। তিনি কখনো তার হাত থেকে নিজের হাত বিচ্ছিন্ন করে নিতেন না। এভাবে তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতো।" (ইবনে মাজা)[৩৯খ]

"রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম। আমি যোদ্ধাদের পানি পান করতাম ও সেবা করতাম। (আরেকটি হাদীসে আছে আমরা আহতদের চিকিৎসা করতাম) এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।" (বুখারী)[৪০]

"আবু রাফে'র স্ত্রী সাল্‌মা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবা করতাম। তাঁর কোন ঘা হলে বা আঘাত লাগলে তিনি সেখানে মেহেদী প্রস্তুত করে লাগানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন।" (আহমদ)[৪১]

"আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ কোন এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বাঁ হাতে খাচ্ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে হাজির হলেন। আমি ছিলাম বাঁ হাতি মহিলা। তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। এতে আমার হাত থেকে খাবার পড়ে গেল। তিনি বললেন, বাঁ হাতে খাবে না। আল্লাহ তো তোমাকে ডান হাত দিয়েছেন। অথবা বললেন, মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ তো তোমার ডান হাত মুক্ত করে দিয়েছেন। মহিলা বলেছেন, এরপর আমি বাঁ হাত বাদ দিয়া ডান হাতে খাওয়া শুরু করলাম। এরপর আর কখনো বাঁ হাত দিয়ে খাইনি।" (আহমদ)[৪২]

মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরত থাকা এবং কখনো কখনো আবার কোন কোন মেয়ের হাত স্পর্শ করা, এ দুটি ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফাহা করা থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ এটাও এক ধরনের স্পর্শ। এর একটা বিশেষ অর্থ আছে। যখনই নারী ও পুরুষের সাথে রসূলের (স)

www.amarboi.org

দেখা-সাক্ষাতের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তখনই মুসাফাহার ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পায় এবং তা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। আর তা হতে পারে পূর্ণাংগ আকারে কাউকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে কিংবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ স্পর্শ করে বরকত ও দোয়ার উদ্দেশ্য অথবা ইসলামের সপক্ষে বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে। এই পরিস্থিতিতে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফাহা থেকে বিরত থেকেছেন তখন তার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, অন্য যে কোন অবস্থায়ই তিনি মুসাফাহা থেকে বিরত থাকবেন। এটা করেছেন একদিকে তার বিরল স্বভাবের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে মেয়েদেরকে ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব মেয়েদের জন্য বিষয়টাকে ফিতনামুক্ত মনে করেননি। অনুরূপ মুসাফাহার খুব একটা প্রয়োজনও দেখেননি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্য ও যুক্তি দেখতে পেয়েছেন। এর কারণ তিনি উম্মে হারাম ও তার বোন উম্মে সুলাইমের সাথে ব্যাপকভাবে মেলামেশা করেছেন। (উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ছিলেন তাঁর খাদেম আনাসের খালা এবং উম্মে সুলাইম ছিলেন মা) একারণে তিনি উম্মে হারাম, উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য মেয়েদের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা অনুভব করেছেন। এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, তিনি বাইয়াতের সময় যে মেয়েদের হাতে হাত মিলাননি তার অর্থ এ নয় যে, তা হারাম। তাছাড়া এখানে এর সপক্ষে যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কারণ তিনি বলেছেন, আমি মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করিনা। এখানে এক বচন 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী দুটি হাদীস থেকে হাফেজ হায়সামী একথা প্রমাণ করেছেন (অনুচ্ছেদ, নির্দিষ্টকরণের জন্য যা বলা হয়েছে),

عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايصافح النساء فى البيعة .

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। বাইয়াতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করতেন না।" (আহমদ)[৪৩]

عن اسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انى لا اصافح النساء.

"আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করিনা।" (আহমদ)[৪৪]

সারকথা ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথে মুসাফাহা করা থেকে বিরত থেকেছেন। এর অর্থ বিপর্যয়ের পথ রোধ করার বিষয়টি উম্মতকে শিক্ষা দেয়া। এই সংগে শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করার জন্য সাধারণভাবে তিনি একে খারাপ মনে করেছেন। যে সব উসূলবিদ বলেন, এটি বিপর্যয় প্রতিরোধের চূড়ান্ত উপায় নয়, উত্তম পন্থা মাত্র, এ থেকে তাদের মতের সপক্ষে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়। সাধারণভাবে

www.amarboi.org

আমরা যদি মুসাফাহা ও স্পর্শ থেকে বিরত থাকি এবং ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার মত পরিস্থিতিতে যদি যুক্তিযুক্ত কারণে যেমন যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুসাফাহা করা, ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ও মূল্যবান অনুভূতি বিনিময়ের জন্য মুসাফাহা করা অনুমোদন করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা অতি উত্তমরূপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করলাম। রক্তের বন্ধনের আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভ্রমন থেকে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে কিংবা সৎকাজে উৎসাহ ও সম্মান প্রদর্শনের সময় কিংবা কোন বিপদের মুহূর্তে শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্যও বর্তমানে মুসাফাহা করে থাকেন।

কিন্তু বর্তমান সমাজে যেখানে কেবল সাক্ষাতের সময়ই নারী-পুরুষের মাঝে করমর্দনের নিয়ম প্রচলিত সেখানে কাজকর্ম করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য একদিকে কিছুটা তাল মিলিয়ে চলতে বাধ্য হই, অন্যদিকে অকাট্য হারাম হওয়ার প্রমাণ না পেয়েও তা উপেক্ষা করি।

চার. নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা এবং ভীড় এড়িয়ে চলা

"উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে সালাম ফিরার সময় সালাম শেষ হলে মহিলারা উঠে দাঁড়াতো আর তিনি দাঁড়ানোর আগে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইবনে শিহাব বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি অপেক্ষা করতেন যাতে পুরুষদের মধ্যে যারা ফিরতে চায় তারা তাদের সাথে মিশে যাওয়ার আগেই যেন মেয়েরা বেরিয়ে যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন।" (বুখারী)[৪৫]

তার এই মতকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যে লو تركنا هذا الباب للنساء .

"এই দরজাটি যদি আমরা শুধু মেয়েদের জন্য ছেড়ে দিতাম ....." [৪৬]

অনুরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসও এ মত সমর্থন করে যে, তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখলেন রাস্তায় পুরুষরা মেয়েদের সাথে মিশে গেছে। তিনি তখন মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "থমো! রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা তোমাদের কাজ নয়। তোমরা রাস্তার পাশ ধরে চলবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, মেয়েদের জন্য রাস্তার মধ্যভাগ নয়।"[৪৭]

মেয়েরা যেমন রাস্তায় পুরুষদের সাথে ভীড় করা থেকে বিরত থাকবে তেমনি সমাবেশ স্থল সমূহেও পুরুষদের সাথে ভীড় করা থেকে দূরে অবস্থান করবে। এর অর্থ এ নয় যে, মেয়েদেরকে পেছনের দিকে স্থান দিতে হয় যেমন মসজিদে দেয়া হয়ে থাকে। নামায মসজিদে হোক বা বাড়িতে এবং মেয়েরা মাহরাম পুরুষদের সাথে নামায পড়ুক বা গায়ের মাহরামদের সাথে, নামাযে তাদের কাতার হবে পেছনে। এটা বিশেষভাবে নামাযের সাথেই সংশ্লিষ্ট নীতি। নামায বহির্ভূত ব্যাপারে কাঙ্খিত

www.amarboi.org

নিয়ম-নীতি হলো নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করতে হবে এবং ভীড় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করে চলতে হবে, তা সমাবেশ স্থলের এক পাশে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে হোক অথবা এমন কোন কাজ বা শৃংখলা বিধান, যা ভীড় থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ দৈহিক সান্নিধ্য বা মনের সান্নিধ্য। এ প্রসংগেই ইমাম সারাখসী বলেন, ভীড় থাকলে মেয়েরা হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করবেনা। কারণ তাদেরকে পুরুষদের স্পর্শ ও ভীড় এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। তারা কেবল তখনই হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করবে যখন সেখানে পুরুষরা থাকবেনা।[৪৮]

পাঁচ. নির্জনে সাক্ষাত না করা

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لايخلون رجل بامرأة الامع ذى محرم

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবে না।" (বুখারী)[৪৯]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... এ হাদীসটিতে গায়ের মাহরাম মেয়েদের সাথে নির্জনে সাক্ষাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে নির্ভরযোগ্য গায়ের মাহরাম যেমন বিশ্বস্ত মহিলারা এক্ষেত্রে মাহরাম পুরুষের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এক্ষেত্রে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে পড়ে তাই জায়েয হওয়ার মতটিই সঠিক---[৫০]

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলো নিষিদ্ধ নির্জন সাক্ষাতের মধ্যে পড়েনা ঃ

(ক) জনসমক্ষে একাকী সাক্ষাত

ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থ সহীহ আল-বুখারীতে "জন সমক্ষে নারীর সাথে পুরুষের সাক্ষাত" শিরোনামের আওতায় যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে এ মতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়।

عن انس بن مالك قال : جاءت امرأة من الانصار الى النبى صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال : والله انكم لاحب الناس الى

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক আনসারী মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর সাথে একাকী সাক্ষাত করলো। নবী (স) বললেন, আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... কোন মেয়ের সাথে কেউ এমনভাবে একাকী কথা বলবে না যাতে তারা উভয়েই মানুষের চোখের আড়াল হয়ে যায়। বরং এর অর্থ তারা কোন কথা গোপন রাখতে চাইলে তা যেন শোনা না যায় এমনভাবে বলে। যেমন

www.amarboi.org

মেয়েরা মানুষের সামনে.অনেক কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। ...তিনি আরো বলেছেন, ... হাদীস থেকে একথারও ইংগিত পাওয়া যায় যে, বিপর্যয়ের আশংকা না থাকলে গায়ের মাহ্‌রামদের সাথে নিরিবিলি কথা বললে দীনের কোন ক্ষতি হয় না।[৫২]

(খ) দুজন বা তিনজন পুরুষের কোন নারীর সাথে কথা বলা, নিম্নোক্ত হাদীসটি এর দলীল

عن عبد الله بن عمر و بن العاص قال : ...... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يد خلن رجل بعد يومى هذا

"আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত। .... রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজকের এই দিনের পরে যেন কোন ব্যক্তি একজন বা দুজন পুরুষের সাথে ছাড়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের কাছে না যায়।" (মুসলিম)[৫৩]

ইমাম নববী বলেছেন, এ হাদীস থেকে দুজন বা তিনজন পুরুষের কোন গায়ের মাহ্‌রাম মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাতের সুস্পষ্ট বৈধতা প্রমাণিত হয়, যদিও আমাদের কাছে তা সর্বজন বিদিত হারাম। সুতরাং এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সৎপ্রবৃত্তি, আত্মমর্যাদাবোধ বা অন্যান্য কারণে একদল লোকের পক্ষ থেকে একটি লজ্জাহীনতার কাজ সংঘটিত হওয়া সুদূর পরাহত ব্যাপার। কাজী আয়াদও এ ধরনের ব্যাখ্যার প্রতি ইংগিত করেছেন।[৫৪]

(গ) একদল মেয়ের সাথে একজন পুরুষের নিরিবিলি সাক্ষাত

একজন মহিলার সাথে একজন পুরুষের নির্জন সাক্ষাত নিষিদ্ধ। কিন্তু পুরুষ বা নারীর সংখ্যা বেশী হলে ঐ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। ইমাম নববী বলেন,.... কোন পুরুষ যদি একাকী কোন স্ত্রীলোকের সাথে নির্জনে সাক্ষাত করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য তা হারাম। আর যদি একাধিক মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করে তাহলে সেক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে। একটি হলো, অধিকাংশ ইমামের মতে তা নির্ভেজাল জায়েয। এর সপক্ষে দলীল হিসেবে এ হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে ঃ "আজকের এই দিনের পরে যেন কোন ব্যক্তি একজন বা দুজন পুরুষের সাথে ছাড়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ের কাছে না যায়।" কেননা একদল মেয়ের উপস্থিতিতে একজন পুরুষ তাদের কাউকে নিয়ে বিপর্যয়মূলক কাজ করতে সক্ষম নয়।[৫৫]

ছয়. স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য স্বামীর অনুমতি অবশ্য প্রয়োজন, যদি মুসাফির না হয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকে

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মেয়ের রোযা রাখা এবং অন্য কাউকে বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেয়া হালাল নয়। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে ঢোকার কাউকে অনুমতি দেবে না।"[৫৬]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... স্বামীর উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা অর্থহীন, সাধারণ অবস্থা হিসেবেই কথাটা বলা হয়েছে। অন্যথায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দানের বৈধতা নারীর জন্য নেই। বরং স্বামী কাছে বর্তমান নেই এমন অবস্থায় তার কাছে যাওয়া যে সব হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সেসব হাদীস অনুসারে নিষেধাজ্ঞার তাগিদ প্রমাণিত হয়। আবার এর আর একটা অর্থ থাকতেও পারে। অর্থাৎ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান তুলনামূলকভাবে সহজ কিন্তু অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে অক্ষমতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিলেও স্বামীর অনুমতির প্রেক্ষিতে অনুমতি প্রদানের সুযোগ না থাকায় একেবারেই অক্ষমতা বর্তমান।[৫৭]

স্বামী যখন উপস্থিত থাকে তখন তার অনুমতি নিয়ে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের (রা) বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁর একটি প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেখানে তিনি হযরত আলীকে পেলেন না। কাজেই ফিরে এলেন। তারপর আবার গেলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারও তাঁকে পেলেন না। অথবা তৃতীয়বারও। তারপর আলী এলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমার প্রয়োজন যখন আমার স্ত্রীর কাছে ছিল তখন তাঁর কাছে গিয়ে তা পূরণ করে নিলেনা কেন? জবাবে আমর বললেন, স্বামীদের অনুমতি ছাড়া স্ত্রীদের কাছে যেতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।[৫৮]

অনুরূপভাবে স্বামী যখন অনুপস্থিত থাকে তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য তার কাছে যাওয়ার অনুমতি না দেয়ার প্রতিও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে একথাটি সুস্পষ্ট হয়েছে, لايدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان. "আজকের দিনের পরে কোনো ব্যক্তি একজন বা দুজন পুরুষকে সাথে না নিয়ে স্বামী কাছে বর্তমান নেই এমন স্ত্রীলোকের কাছে যেতে পারবেনা।" (মুসলিম)[৫৯]

সাত. পুন পুন দীর্ঘ সাক্ষাত পরিহার করতে হবে

এ ধরনের সাক্ষাতের উদাহরণ হলো নিকট আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে একে অপরের সাথে বার বার দেখা করা এবং তা ঘন্টার পর ঘন্টা চলা। এর আরো উদাহরণ হলো দৈনন্দিন জীবনের পেশাগত কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়ব্যাপী একই স্থানে নারী ও পুরুষের একসাথে থাকা।

এ ধরনের নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে শরীয়তের সরাসরি নির্দেশ না থাকলেও তা মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ ধরনের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে পালনীয় অনেক নিয়ম-কানুনই মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন দৃষ্টি অবনত রাখা, পরস্পরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য এবং চলনে ও তৎপরতায় প্রশান্তভাব বজায় রাখা। নারী ও পুরুষের সাক্ষাতকালে অধিকাংশ সময়ই তা গাম্ভীর্যের মাত্রা ও অতি প্রয়োজনীয় প্রশান্ত ভাবমূর্তিকে দুর্বল করে দেয়। এ কারণে এবং বিপর্যয়ের প্রতিরোধের জন্য আমরা এ

www.amarboi.org

ধরনের দেখা-সাক্ষাত থেকে বিরত থাকা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। তবে কাজের প্রকৃতি যদি পরস্পর সহযোগিতা, মতামত বিনিময় এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনে পুন পুন দেখা-সাক্ষাত দাবি করে তাহলে সতর্কতার সাথে করলে কোন ক্ষতি নেই। তবে তা করতে হবে যতক্ষণ প্রয়োজন থাকবে ততক্ষণ। তাছাড়া অর্থপূর্ণ ও যুক্তিসংগত কাজ আসলে বিবেক-বুদ্ধি ও মন-মানসকে ব্যস্ত রাখে এবং তা গাম্ভীর্যময় ভাবমূর্তি সংরক্ষণেও সাহায্য করে।

আট. সন্দেহজনক ক্ষেত্র পরিহার করা

"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'থেকে বর্ণিত। ...... আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সৎকর্মশীল ও অসৎ সব রকম লোক আপনার কাছে আসে। সুতরাং আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনদের হিজাব পালনের নির্দেশ দিতেন তাহলে কতই না ভাল হতো। এরপর আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করলেন ....।" (বুখারী)[৬০]

দুশ্চরিত্রদের কারণে উমর (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করার আহবান জানিয়েছিলেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, মুসলিম মেয়েরা লম্পটদের থেকে পর্দা করবে। অর্থাৎ তারা প্রতিটি সন্দেহজনক ক্ষেত্রে মেলামেশা থেকে নিজেদের দূরে রাখবে।

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের বাণী ولا يعصينك في معروف. "মুসলিম নারীরা ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না। এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ মেয়েদের বাইয়াতের ক্ষেত্রে এ শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন।" (বুখারী)[৬১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে আব্বাসের উক্তি "আল্লাহ মেয়েদের বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন" অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে ইমামগণ বিভিন্নমত পোষণ করেছেন .... তাবারী কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা বলেছেন, মেয়েদের বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে তারা বিলাপ করে কাঁদবেনা এবং অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলবে না। আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, আমাদের কাছে অতিথি আসে, আমরা সব সময় স্ত্রীদের কাছে থাকি না। নবী (স) বললেন, আমার উদ্দেশ্য তা নয়।[৬২]

এর অর্থ মেয়েরা সন্দেহজনক পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলবে না। যাদের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় এবং যারা সুপরিচিত মেহমান তাদের সাথে কথাবার্তা বলায় কোন ক্ষতি নেই। রসূলের (স) হাদীস " دع ما يريبك الى مالا يريبك

"সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো" এমতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।[৬৩]

নয়. প্রকাশ্য ও গোপন গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করা

মহান আল্লাহ বলেন, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . "গোপন বা প্রকাশ্য কোন রকম অশ্লীল কাজের নিকটবর্তীও হয়ো না।" (আনয়াম : ১৫১)

www.amarboi.org

তিনি আরো বলেন, وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون

"প্রকাশ্য ও গোপন সব রকম গোনাহর কাজ পরিহার করো। যারা গোনাহর কাজে লিপ্ত হচ্ছে তারা অতি শীঘ্র প্রতিফল লাভ করবে।" (আন'আম ঃ ১২০)

নারী ও পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-নীতি মেনে চলার প্রতি অবহেলাও প্রকাশ্য গোনাহর অন্তর্ভুক্ত। আর অপ্রকাশ্য গোনাহ্ হচ্ছে যৌন কামনা পোষণ করা, হারাম উপভোগ করা এবং তা আরো অধিক কামনা করা। খাওয়াত ইবনে জুবায়ের বর্ণিত ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি বর্ণনা করেছেন,

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাররায যাহ্‌রানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, আমি আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখলাম কয়েকটি মেয়ে কথাবার্তা বলছে। মেয়েগুলি আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হলো। আমি ফিরে এসে আমার কাপড়ের বাক্স থেকে সুন্দর পোশাক বের করলাম এবং তা পরিধান করে তাদের সাথে গিয়ে বসলাম। এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এসে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে ঘাবড়ে গেলাম এবং কি বলবো তার খেই হারিয়ে ফেললাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি উট অবাধ্য হয়ে পালিয়েছে। আমি তার জন্য রশি তালাশ করছি। তিনি চলতে থাকলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি আমার কাছে তাঁর চাদরটি দিয়ে পিলুর ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি এখনো পিলুর সবুজ বৃক্ষরাজির ফাঁকে যেন তাঁর পিঠের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি প্রয়োজন সেরে অযু করে ফিরে আসলেন। তখনো তাঁর দাড়ি থেকে বুকের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছিল। তিনি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমার অবাধ্য পলাতক উটের অবস্থা কি? এরপর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। যাত্রাপথে তিনি যখনই আমার কাছে আসছিলেন তখনই বলছিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার অবাধ্য পলাতক উটের অবস্থা কি ? এ দেখে আমি দ্রুত মদীনায় চলে আসলাম এবং মসজিদ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস পরিহার করলাম। দীর্ঘ সময় পর মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়লে আমি মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং সংক্ষেপে দুই রাকাত নামায পড়লেন। কিন্তু আমি নামায দীর্ঘ করলাম এই আশায় যেন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু তিনি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! নামায যতটা ইচ্ছা দীর্ঘায়িত করো। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওজর পেশ করবো এবং আমার ব্যাপারে তাঁর মনকে সন্দেহমুক্ত করবো। আমি যখন ফিরতে উদ্যত হলাম তিনি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার অবাধ্য পলাতক উটের কি

হলো? আমি বললাম, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে ন্যায় ও সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ঐ উট কোন দিনই অবাধ্য ও পলাতক হয়নি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হোন। তিনি তিনবার একথা বললেন, এরপর তিনি আর কখনো ঐ কথার পুনারাবৃত্তি করেননি।" (তাবারানী)[৬৪]

পুরুষ ও সাধারণ নারীদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা এখানেই শেষ হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আর তা হচ্ছে পর্দার আড়াল থেকে। মহান আল্লাহ বলেন, واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن۔

"তোমরা যখন তাঁদের কাছে কিছু চাইবে তখন হিজাবের আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম ব্যবস্থা।" (আহ্যাব ঃ ৫৩)

হিজাব শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত। এই বিশেষত্বের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশের জন্য আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ অনুচ্ছেদ রচনা করেছি। (চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন

এক. রুচি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহ্ বলেন,

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن الاماظهر منها ۔

"আর বুকের ওপর ওড়নার আঁচল লটকিয়ে রাখবে এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে স্বতই যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া।" (নূর ঃ ৩১)

يايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن۔

"হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিনদের স্ত্রীদের বলে দাও তারা যেন ওপর থেকে তাদের শরীরের ওপর চাদরের কিছু অংশ লটকিয়ে রাখে।" (আহ্যাব ঃ ৫৯)

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔

"এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মত সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়াবেনা।" (আহ্যাব ঃ ৩৩)

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই দল লোক দোযখের বাসিন্দা হবে। আমি তাদের দেখিনি ...... আর যেসব মহিলা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ।" (মুসলিম)[৬৫]

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কারো যদি চাদর না থাকে এবং সে কারণে সে

ঈদের মাঠে যেতে না পারে তাহলে কি তার কোন ক্ষতি হবে? জবাবে নবী (স) বললেন, তার বান্ধবী তাকে তার চাদর ধারে পরিধান করতে দেবে। ...." (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬]

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার শরীর থেকে ওড়না পড়ে যাক কিংবা তোমার পায়ের নলার কাপড় সরে যাক আর লোকে তা দেখুক আমি তা পছন্দ করিনা। আর তুমিও তা পছন্দ করো না।" (মুসলিম)[৬৭]

(রুচিকর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী জানার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা অধ্যায় দেখা যেতে পারে।)

দুই. সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা

"আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে যায় তাহলে যেন সে সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" (মুসলিম)[৬৮]

"আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সুগন্ধি ব্যবহার করে যে নারী রাস্তা দিয়ে হাঁটে এবং লোকজন সে সুগন্ধি উপভোগ করে সে নারী এরূপ এবং এরূপ। তিনি তার সম্পর্কে কঠোর কথা বললেন।" (আবু দাউদ)[৬৯]

তিন. পারস্পরিক সম্বোধনে গাম্ভীর্য রক্ষা করা

মহান আল্লাহ বলেন, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض.
"নরম সুরে কথা বলোনা। তাহলে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আকাংখা পোষণ করতে থাকবে।" (আল আহ্যাব ঃ ৩২)

চার, চাল চলনে গাম্ভীর্য বজায় রাখা

আল্লাহ বলেন, ...ولا يضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن.
"নারীর গোপন সৌন্দর্যের কিছুটা প্রকাশ পায় এমনভাবে সজোরে পা ফেলে সে চলবে না।" (নূর ঃ ৩১)

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। এক শ্রেণীর মানুষ যাদের কাছে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক, যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর বস্ত্র পরিধান সত্ত্বেও যে সব নারী উলঙ্গ থাকে, চপল ও নৃত্যের ভঙ্গিতে হাঁটে এবং উটের কুঁজের মত মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আহলাদেব ভঙ্গি প্রকাশ করে চলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্তও পাবেনা। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।" (মুসলিম)[৭০]

www.amarboi.org

পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের নিয়ম-বিধির অবর্তমানে করণীয় কি?

পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের যে নিয়ম-বিধি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম নারী-পুরুষের তা খতিয়ে দেখা এবং মেনে চলা দরকার। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ঐ সব নিয়ম-কানুন বা কিছু নিয়ম-কানুনের অনুপস্থিতিতে অবশ্য পালনীয় ভূমিকা কি হবে তাও ভেবে দেখতে হবে।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত ও কর্মতৎপরতার পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই নিয়ম-নীতি যতটা অনুপস্থিত থাকবে বিপর্যয় ও ক্ষতিও যে ততটাই হবে মুসলিম নারী-পুরুষকে তা উপলব্ধি করতে হবে। এই নীতিমালার আংশিক অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে মুসলমানের কাঙ্খিত কল্যাণ ও সম্ভাব্য বিপর্যয়ের তুলনা করে দেখতে হবে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য কোনটি? এক্ষেত্রে কল্যাণের পাল্লা ভারী হলে সেটিই গ্রহণ করবে এবং বিপর্যয়ের পাল্লা ভারী হলে তা থেকে দূরে অবস্থান করবে। সামগ্রিকভাবে এ নীতি অনুসরণ করতে হবে। এখানে এর কিছুটা বিশদ বর্ণনা তুলে ধরা হলো। মুসলমানকে এ ধরনের প্রতিটি অবস্থাই অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

(ক) যে ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত পরিহার করলে মুসলমানদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে- ক্ষতি হবে তার রুটি-রুজির ক্ষেত্রে, প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে কিংবা নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় তাকে বিষয়টির ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে যতটুকু না করলে ক্ষতি রোধ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وما جعل عليكم فى الدين من حرج. "আল্লাহ দীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন প্রকার ক্ষতি রাখেননি।" (হজ্জ ঃ ৭৮)

(খ) যে ক্ষেত্রে মুসলিম পুরুষ বা নারীর পারস্পরিক অংশগ্রহণ কল্যাণ বৃদ্ধি করে কিংবা অকল্যাণ রোধ করে যেমন, তার উপস্থিতিই কল্যাণকর বিষয়ের প্রতিষ্ঠায়, অকল্যাণের প্রতিরোধে কিংবা কোন দুষ্কর্মের বাধাদানে ভূমিকা পালন করে অথবা অজ্ঞ লোকদের সামনে জ্ঞানের কথা পেশ করতে সাহায্য করে কিংবা তাঁর কল্যাণকামী ব্যক্তিত্বের সশরীরে উপস্থিতি লোকদের বিরোধিতা নিস্ফল করে দেয়।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম নারী-পুরুষের উচিত আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এবং সৎকর্মের সাধনায় দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যে সমাজে এসব নিয়ম-কানুনের প্রতি শিথিলতা মানুষের মজ্জাগত আচরণে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক অংশগ্রহণ ছাড়া তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়ার কোন উপায় নেই সেক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ আরো জরুরী।

(গ) যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজের জন্য বিপর্যয়ের কিংবা কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে কিংবা বর্জন করার মধ্যে যদি শরীয়তের নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধাবাদীদের জন্য তিরস্কার থাকে, যা তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে বা বিরোধিতার কারণে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করাই কর্তব্য।

www.amarboi.org

(ঘ) কোন কোন সময় অজ্ঞতা বা অপরিহার্য প্রয়োজন বশত কোন কোন মুসলিম গায়ের মাহরাম মেয়েদের সাথে এমনভাবে একান্তে সাক্ষাত করে থাকে যা এতদসংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে মুমিন নারী পুরুষের উচিত তাদের ঐ মুসলিম ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, আল্লাহকে ভয় করা, মন্দ কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং মিথ্যারোপ থেকে দূরে থাকা। ইফকের (হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের) ঘটনায় তাদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন,

اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم .

"যখন তোমাদের মুখে মুখে কথাটা প্রচার হচ্ছিল এবং যে বিষয়ে তোমাদের আদৌ কিছু জানা ছিলো না তাই তোমরা মুখে উচ্চারণ করছিলে তখন তোমরা এটাকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। কেন তোমরা তা শোনামাত্রই বললে না, এ ধরনের কথা আমাদের মুখে প্রকাশ শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এতো এক মারাত্মক অপবাদ।" (আন-নূর, ঃ ১৫ ও ১৬) আল্লাহর রসূল ঠিকই বলেছেন, كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع .

"একজন মানুষের গোনাহ অর্জনের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলে বেড়াবে।"[৭১]

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লেখিত অংশগুলি কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত।

সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লেখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও বুকে জড়িয়ে ধরা, ১৩ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাতে ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ , কন্যা সন্তানদের প্রতি ইহসানের মর্যাদা, ৮ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসী গ্রহণ ও তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বিবাহ করা, ১১ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, সাওম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের রোযা রাখা, ৫ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সিয়াম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, যে ব্যক্তি আশুরার দিন আহার করলো সে যেন দিনের অবশিষ্ট অংশে আহার থেকে বিরত থাকে, ৩ খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সমর্থ নয় সে যেন রোযা রাখে, ১১ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, ৪ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৫. সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) এর বংশধরদের যাকাত বিভাগের কাজে নিয়োগ না করা, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৬. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা নারী কোন প্রকার খোরপোষ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৭. সহী আল জামেউস সগীরের ১৩৫০ নম্বর হাদীস।

৮. ফাতহুল বারী, ১৫ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৯. সহী মুসলিম. কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারীকে দেখে কারো মনে বাসনা সৃষ্টি হওয়ার বৈধতা এবং তার নিজের স্ত্রী কিংবা দাসীর কাছে গিয়ে তার সাথে মিলিত হওয়া, ৪ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ওয়াজিব হওয়া ও তার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ বয়োবৃদ্ধ অক্ষম ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করার বর্ণনা, ... ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১১ ও ১২. রেওয়ায়েত দুটি ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, ৪ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের এবং ঋতুবতী মেয়েদেরও ঈদগাহে গমন, ৩ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে তাকবীর পাঠ, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৫. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমল করা মুস্তাহাব, ৪ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী মাবসূত, ৫ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী মাবসূত, ৫ খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও আসমা বিনতে উমায়েসের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদ আরোপের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাস্সান ইবনে সাবিতের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

২০. আত্ তাজু ওয়াল ইকলীল লিমুখতাসারি খালীল, ১ খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, লিল আবছারী আস মাশহূর বিল মাওয়াক (মুখতাসার খালীলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মাওয়াহিবুল জালীলের টীকা)।

২০ক. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

২১. আত তামহীদ, ৬ খন্ড, ৩৬৪, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

২২ক. আহকামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম, ২ খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা।

২২খ. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, (হে ঈমানদারগণ, এমন কোন ঘরে প্রবেশ করোনা যা তোমাদের নিজের নয়) ১৩ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, রাস্তায় বসার হক ও সালামের জবাব দান, ৭ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী মুসলিম, আদাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অকস্মাত দৃষ্টি পতন, ৬ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী, কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ (ওয়া হারা-মুন আলা কারিয়াতিন আহলাকনা-হা) ১৪ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বনী আদমের জন্য তার যিনা ও অন্যান্য গোনাহের অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে, ৮ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ (হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন ঘরে প্রবেশ করোনা, যা তোমাদের নিজেদের নয়), ১৩ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বয়োবৃদ্ধ অক্ষম ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা, ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

২৭. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

২৮ক. সহী বুখারী, কিবলামুখী হওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বর্শা.... খেলা, ২ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।

২৮খ. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা, ৩ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ , খেলাধূলার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

২৯. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, (ইন্নাল হাসানাতি ইউযহিবনাস সাইয়েয়াত) ৮ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩১. সহী বুখারী, কদর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ (ওয়া হারা-মুন আলা কারিয়াতিন আহলাকনা-হা) ১৪ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল কদর, অনুচ্ছেদ ঃ বনী আদমের জন্য যিনা ও অন্যান্য গোনাহের অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে ....., ৮ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

৩২ ও ৩৩. সহী আল জামেউস সগীরের ৪৯২১ নং হাদীস দেখুন।

৩৪. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা মুমতাহিনা, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার নারীরা যখন তোমার কাছে হিজরত করে আসে, ১০ খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের বাইয়াতের পদ্ধতি, ৬ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

৩৫. 'সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা' গ্রন্থ, ২ খন্ডের ৫২৯ নং হাদীস দেখুন (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মালেক, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও আহমদ)।

৩৬. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কোন জনগোষ্ঠীর কাছে গিয়ে সেখানে দুপুরে বিশ্রাম করা, ১৩ খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ফাদায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) এর ঘামের সুবাস ও তা থেকে বরকত লাভ করা- ৭ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।

৩৭. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদত লাভের জন্য দোয়া, ৬ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩৮ক. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) এর সময়ে যারা তাঁর অনুকরণে ইহরাম বেঁধেছেন, ৪ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম , কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ফী ফাস্খিত তাহাল্লুল মিনাল ইহরাম ওয়াল আমরি বিত্ তামাম, ৪ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৩৮ খ. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

৩৯ক. সহী বুখারী, আদাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার, ১৩ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৩৯খ. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবা ও পরিচর্যায় নারীদের ভূমিকা, ৬ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৪১. হাফেজ হায়সামী বলেছেন, আহমদ বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজ মাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৪২. হাফেজ হায়সামী বলেছেন, আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৪৩ ও ৪৪. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, নবুওয়াতের আলামতসমূহ অধ্যায়, ৮ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হায়সামী বলেছেন, আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বিশুদ্ধ। আসমা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটি আহমদ ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।

৪৫. সহী বুখারী, আবওয়াবু সিফাতিস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ , সালাম ফেরা, ২ খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী আল জামেউস সাগীরে ৫১৩৪ নম্বরে উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৭. 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহা গ্রন্থে ৮৫৬ নম্বরে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

৪৮. কিতাবুল মাবসূত, ৪ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মাহ্‌রাম পুরুষ ব্যতীত কোন নারী পুরুষের সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতকালে কোন মহিলার কাছে যাওয়া, ১১ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

৫০. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মানুষের উপস্থিতিতে কোন মহিলার সাথে কোন পুরুষের একাকী কথা বলা, ১১ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আনসারদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৫২. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ২৪৬, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : গায়ের মাহ্‌রাম মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত ও তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নববী, ১৪ খন্ড, ১৫৩ ও ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৫৫. কিতাবুল মাজমূ' শারহিল মুহায্‌যিব, ৪ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্ত্রী তার স্বামীর গৃহে স্বামীর অনুমতি ছাড়া আর কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবেনা, ১১ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাস তার প্রভুর সম্পদ থেকে কতটা পরিমাণ খরচ করতে পারবে, ৩ খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা।

৫৭. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৫৮. হাদীসটি 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহা' গ্রন্থে ৬৫২ নম্বরে উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৯. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পরনারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত হারাম, খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : (ওয়া কা-লূত তাখাযাল্লাহু ওয়ালাদান, সুবহা-নাহু) ৯ খন্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

৬১. কিতাবুত্ তাফসীর, অনুচ্ছেদ : (ইযা জা-আকাল মু'মিনাতু ইউবা-য়ি'নাকা) ১০ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৬২. ফাতহুল বারী, ১০ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী আল জামেউস্ সাগীর ৩৩৭২ নং হাদীস।

৬৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে মানাকিব অধ্যায়ে "মা জা-আ ফী খাওয়াত ইবনেজ জুবাইর" অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। হাফেজ হায়সামী বলেছেন, তাবারানী দুটি সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যার একটির রাবীগণ সহী বুখারী ও মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য রাবীদের সমপর্যায়ভুক্ত, শুধুমাত্র জারাহ ইবনে মুখাল্লিদ ছাড়া। তিনি সিকাহ পর্যায়ভুক্ত, ৯ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী মুসলিম, জান্নাত ও তার নিয়ামত ও অধিবাসীদের পরিচয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অহংকারী ও অত্যাচারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং দুর্বলরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, ৮ খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৬৬. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদের জামায়াতে শরীক হওয়া, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া বৈধ, ৩ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৬৮. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া, তবে সেক্ষেত্রে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না, ২ খন্ড, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী সুনানে আবু দাউদ, চিরুনি করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী বাইরে বের হওয়ার সময় খোশবু ব্যবহার করে, ৩৫১৬ নং হাদীস।

৭০. সহী মুসলিম, জান্নাত এবং তার নিয়ামত ও অধিবাসীদের পরিচয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অহংকারী ও অত্যাচারীরা জাহান্নামে এবং দুর্বলরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, ৮ খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী আল জামেউস সাগীর, ৪৩৫৮ নম্বর হাদীস।

www.amarboi.org

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন নবী-রসূলদের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত

- নূহ্ আলাইহিস সালামের যুগে
- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে
  দুঃখ-দুর্দশা ও কঠোর ক্লেশের ক্ষেত্রে
  দৈনন্দিন কাজকর্মে
  দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে
  অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে
- ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে
  দুঃখ-দুর্দশা ও কঠোর ক্লেশের ক্ষেত্রে
- মূসা আলাইহিস সালামের যুগে
  দুঃখ-দুর্দশা ও ক্লেশের ক্ষেত্রে
  কল্যাণ পেশের ক্ষেত্রে
- দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে
  বিচারের ক্ষেত্রে
- সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে
  নেতার প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে
- বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন যুগে
  কঠোর পরিশ্রম ও ক্লেশকর অবস্থায়
  বিভিন্ন পরিস্থিতিতে

www.amarboi.org

www.amarboi.org

বিভিন্ন নবী রসূলের যুগে মুসলিম নারীর সমাজ জীবনের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত

বিভিন্ন যুগের নবী-রসূলদের (আ) সময়ে নারীদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত যে সব দলীল-প্রমাণ আমরা পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজিক কাজকর্মে নারীদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের যে নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা একটি অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণও এ ব্যবস্থাই দিয়েছিলেন। স্বল্পসংখ্যক হলেও আমরা এখানে এমন কিছু উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই যা অপরিহার্য পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত হওয়ার ইংগিত দান করে, যদিও তা ঈমানদার নারী ও পুরুষের ইচ্ছাক্রমে সংঘটিত হয়নি। অনুরূপ অমুসলিম নারীদের সাথে সাক্ষাতের অতি নগণ্য সংখ্যক দলীল-প্রমাণও আছে।

এসব দেখা-সাক্ষাতের প্রকৃতি যাই হোকনা কেন তৎকালীন মুমিন সমাজের অবস্থা তুলে ধরার জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় সংঘটিত দেখা-সাক্ষাতের দলীল-প্রমাণের সাথে আমরা সেগুলোও তুলে ধরবো।

নূহ আলাইহিস সালামের যুগে

মহান আল্লাহ বলেন,

حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن ، وما امن معه الا قليل.

"অবশেষে যখন আমার নির্দেশ আসলো এবং তন্দুর থেকে ঝর্ণা ফুটে বের হলো, আমি তখন বললাম, প্রত্যেক প্রানীর এক একটি জোড়া, যাদের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া তোমার পরিবারের সবাইকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নাও। তাঁর সাথে খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল।" (হূদ ঃ ৪০)

তাফসীরে জালালাইনে الا من سبق عليه القول (যাদের কথা আগেই বলে দেয়া হয়েছে) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাদের ধংস সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কিন'আন সম্পর্কে, সাম, হাম ও ইয়াফিস সম্পর্কে নয়। তাই তাদেরকে তাদের তিন স্ত্রীসহ উঠিয়ে নেয়া হলো। ومن أمن وما معه الا قليل তাঁর ওপর খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল। কথিত আছে তারা ছিল ছয়জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীরা। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, জাহাজে আরোহণকারীরা সংখ্যায় ছিল মোট আশিজন। তাদের অর্ধেক ছিল পুরুষ এবং অর্ধেক ছিল তাদের স্ত্রীরা।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে

ক. দঃখ-দুর্দশা ও অতি কঠোর ক্লেশের ক্ষেত্রে

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনটি মিথ্যা ছাড়া হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর কখনো মিথ্যা বলেননি। দুটি মিথ্যা বলেছেন মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন انى سقيم আমি অসুস্থ। আরো বলেছিলেন, بل فعله كبيرهم هذا 'বরং তাদের বড়জনই তা করেছে।' (আর একটি ছিল তাঁর নিজের ব্যাপারে।) বর্ণনাকারী বলেন, একবার তিনি ও (তাঁর স্ত্রী) সারা এক জালেমের এলাকায় গিয়ে পৌঁছলে জালেমকে খবর দেয়া হলো যে, এই লোকটির সাথে এক অনন্যা সুন্দরী রমনী আছে। সে তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠিয়ে সারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, সে কে? তিনি বললেন, আমার বোন। এরপর তিনি সারার কাছে এসে বললেন, হে সারা, এই পৃথিবীতে আমি এবং তুমি ছাড়া আর কোন ঈমানদার নেই। এই জালেম তোমার বিষয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। তাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করোনা। তারপর সেই জালেম সারার কাছে লোক পাঠালো (তাকে আনার জন্য)। সারা তার কাছে গেলে সে তার দিকে হাত বাড়ালো এবং সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলো। সে তখন বললো, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করো। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবোনা। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আবারো হাত বাড়ালো। এবারও সে পূর্বের মত কিংবা তার চেয়েও মারাত্মকভাবে সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে গেলো। সে বললো, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আমি তোমার কোন ক্ষতি করবোনা। তিনি দোয়া করলেন। সে সুস্থ হয়ে উঠলো। সে তার দ্বাররক্ষীকে ডেকে বললো, তুমিতো আমার কাছে কোন মানুষ নিয়ে আসনি বরং একটা শয়তান নিয়ে এসেছো। সে সারার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করলো। তিনি ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন। তখন ইবরাহীম নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি (ইবরাহীম) তাকে (সারাকে) হাত দিয়ে ইশারা করে জানতে চাইলেন, তোমার অবস্থা কি এবং তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ কাফের অথবা পাপীর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং সেবার জন্য সে হাজেরাকে দান করেছে। আবু হুরাইরা বলেন, হে মক্কা বাসীগণ, এই হাজেরাই তোমাদের আদিমাতা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

খ. দৈনন্দিন কাজকর্মে

মহান আল্লাহ বলেন,

ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔

www.amarboi.org

"হে আমার রব! এক উষর প্রান্তরে আমি আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এনে আবাদ করেছি। হে রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। তাই তুমি মানুষের হৃদয়কে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং ফল থেকে তাদের খাবার যোগান দাও। যাতে করে তারা তোমার শোকর গোজার হতে পারে।"(ইবরাহীম ঃ ৩৭)

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈলের (আ) মা(হাজেরা) থেকেই কোমরবন্দ বানানো শিখেছে। তিনি সারার কাছে তার (গর্ভের) লক্ষণ গোপন করার জন্য কোমরবন্দ পরতেন। তারপর ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে বের হলেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম উভয়কে নিয়ে বায়তুল্লাহর পাশে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের পাশের একটি বিশাল গাছের নীচে তাদের রাখলেন। সে সময় মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানি। তিনি সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি ঝুড়ির মধ্যে কিছু খেজুর এবং মশকে কিছু পানি রেখে গেলেন। তারপর ইবরাহীম সেখান থেকে ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মা (হাজেরা) তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন এবং জিজ্ঞেস করছিলেন, হে ইবরাহীম! জনমানবহীন এই উষর প্রান্তরে আমাদের ফেলে কোথায় যাচ্ছো? তিনি বার বার এ কথা বলছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করছিলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে এ কাজের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও চলে গেলেন। যখন তিনি সানিয়া প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হলেন, যেখানে তাঁকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছিল না তখন তিনি বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে এই বলে দোয়া করলেন, 'হে আমাদের রব! আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এমন উপত্যকায় আবাদ করে যাচ্ছি, যা অনুর্বর ও বিরাণ। হে রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। তুমি তাদের প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করো এবং ফলমূল থেকে তাদের আহার যোগাও। যাতে তারা শোকর করতে পারে।

ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্তন্যপান করাতে এবং মশকের পানি পান করতে থাকলেন। অবশেষে মশকের পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি ও তাঁর শিশুপুত্র তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। শিশু পুত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কষ্টে তাঁর বুক দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা যাতে দেখতে না হয় সেজন্য তিনি সেখান থেকে উঠে পড়লেন এবং দেখলেন সাফা পাহাড়ই তার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তিনি তাতে আরোহণ করে কারো দেখা পান কিনা সে উদ্দেশ্যে উপত্যকার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এরপর তিনি সাফা থেকে অবতরণ করলেন। উপত্যকায় পৌঁছে তিনি তাঁর কামিজের প্রান্তভাগ উঁচু করে ক্লান্ত ও অবসন্ন মানুষের মত দৌড়াতে থাকলেন। উপত্যকা অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের কাছে পৌঁছে তাতে আরোহণ করলেন এবং কাউকে দেখা যায় কিনা সেজন্য চারদিকে তাকাতে থাকলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি সাতবার এরূপ করলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ কারণেই মানুষ হজ্জের সময় পাহাড় দুটির মাঝে সাঈ করে থাকে। মারওয়ার ওপর থেকে তিনি যখন চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি নিজেই নিজেকে বললেন, থামো। তারপর শোনার চেষ্টা করলেন এবং আবারো শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আমি আমার কথা পৌছাতে সক্ষম হয়েছি। তোমার কাছে যদি কোন সাহায্যকারী থাকে তাহলে আমাকে সাহায্য করো। অকস্মাত তিনি যমযমের স্থানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন, তার ডানা দ্বারা আঘাত করলেন এবং সেখান থেকে পানি ফুটে বের হলো। হাজেরা চারদিকে বাঁধ দিয়ে হাউজের মত বানালেন এবং অঞ্জলি ভরে পানি তুলে তাঁর মশক ভরতে লাগলেন। তিনি অঞ্জলি ভরে পানি তোলার পর তা সবেগে নির্গত হতে থাকলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যদি তিনি বাঁধ না দিতেন অথবা বলেছেন, যদি অঞ্জলি ভরে পানি না উঠাতেন তাহলে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় রূপান্তরিত্ব হতো। তিনি বলেছেন, তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাকে বললেন, ধংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করোনা। এটি আল্লাহর ঘর। এই শিশু ও তার পিতা মিলে এই ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার পরিজনদের ধ্বংস করবেন না। সে সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি ভূমি থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। প্লাবন আসলে ডান ও বাঁ পাশ দিয়ে বয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিনযাপন করছিলেন। এমন সময় জুরহুম গোত্রের একদল লোক কিংবা একটি পরিবার 'কাদা'র দিক থেকে সেদিকে আসছিল। তারা মক্কার নিম্নভূমিতে অবতরণ করে পাখিকে মাথার ওপরে চক্কর কাটতে দেখলো। তারা বললো, এ পাখিগুলো পানির ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। অথচ আমরা দীর্ঘকাল এ প্রান্তরে কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিলনা। তারপর তারা একজন কিংবা দুজন লোককে সেখানে পাঠালে তারা সেখানে এসে পানি দেখতে পেলো। তারা ফিরে গিয়ে তাদেরকে সেখানে পানি থাকার বিষয়ে অবহিত করলে সবাই সেখানে চলে আসলো। বর্ণনাকারী বলেন, সেই সময় ইসমাঈলের মা পানির কাছেই ছিলেন। তারা বললো, আমরা আপনার পাশে এসে বসবাস করতে চাই, আপনি কি এর অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বললো, ঠিক আছে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসমাঈলের মা তাই চাচ্ছিলেন, তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। তারা সেখানে বসতি স্থাপন করলো এবং লোক পাঠিয়ে নিজ পরিবার-পরিজনদের ডেকে আনলো। তারাও তাদের সাথে বসবাস করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবার বসতি স্থাপন করলো এবং শিশুটিও বড় হয়ে উঠলো এবং যৌবনকালে তাদের প্রিয়পাত্র ও আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠলো। ইসমাঈল যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিল। এরপর ইসমাঈলের মা মৃত্যুবরণ করলেন।"(বুখারী)[২]

www.amarboi.org

গ. দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। ... ইসমাঈল বিয়ে করার পর ইবরাহীম তাঁর রেখে যাওয়া সন্তানের খোঁজ-খবর নিতে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে গিয়েছেন। এরপর তিনি তাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে সে বললো, আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি। আমরা বেশ কষ্টের মধ্যে আছি। একথা বলে সে তার কাছে নিজেদের দুরবস্থার অভিযোগ করলো। ইবরাহীম বললেন, তোমার স্বামী আসলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলে। বাড়ি ফিরে ইসমাঈল যেন ইবরাহীমের আগমন সম্পর্কে কিছু একটা অনুভব করতে পারলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কেউ এসেছিলেন। স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, এরূপ এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। তিনি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তারপর তিনি আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বললাম যে আমরা অত্যন্ত কষ্টকর জীবন কাটাচ্ছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কোন বিষয়ে আদেশ করেছেন? স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, তোমাকে সালাম জানাতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি যেন তোমার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে ফেল। ইসমাঈল বললেন, তিনি আমার পিতা। তিনি তোমাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও। এরপর তিনি তাকে তালাক দিলেন। পরে তিনি তাদের মধ্যেকার অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ততদিন ইবরাহীম তাদের থেকে দূরে থেকে পরে তাদের কাছে আসলেন। কিন্তু ইসমাইলের সাক্ষাত পেলেন না। তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবন যাপন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে ইসমাঈলের স্ত্রী বললো, আমরা বেশ ভাল ও স্বচ্ছন্দে আছি। সাথে সাথে সে আল্লাহর প্রশংসাও করলো। (অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সে বললো, আপনি আমাদের এখানে আসুন, কিছু পানাহার করবেন।) ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য কি? সে বললো, গোশ্‌ত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বললো, পানি। ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আল্লাহ! তাদের জন্য পানি ও গোশ্‌তে বরকত দান করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই সময় তাদের কোন শস্যদানা ছিল না। যদি থাকতো তাহলে শস্য দানায় বরকত দানের জন্য দোয়া করতেন। নবী (স) বলেছেন, কেউ মক্কা ছাড়া অন্য কোন স্থানে শুধু গোশত ও পানি খেয়ে জীবন যাপন করতে চাইলে পেটের পীড়া দেখা দেবে। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি ফিরলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং আদেশ দেবে যাতে সে তার ঘরের চৌকাঠ কায়েম রাখে। ইসমাঈল বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কেউ এসেছিল? সে বললো, সুদর্শন এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। সে তাঁর

www.amarboi.org

প্রশংসা করলো। তিনি তোমার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবহিত করলাম। তিনি আমাদের জীবন যাত্রার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমি ভাল আছি। ইসমাঈল বললেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? সে বললো, হ্যাঁ, তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন এবং তোমার ঘরের চৌকাঠ কায়েম রাখতে বলেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি আমার পিতা। তুমি হচ্ছো ঘরের চৌকাঠ। আমি যেন তোমাকে রেখে দিই তিনি আমাকে সেই নির্দেশ দান করছেন।" (বুখারী)[৩]

ঘ. অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে

মহান আল্লাহর বাণী,

ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث
ان جاء بعجل حنيذ. فلما رءا ايديهم لاتصل اليه نكرهم وأوجس
منهم خيفة قالوا لاتخف انا ارسلنا الى قوم لوط. وامرأته قائمة
فضحكت فبشرنها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب . قالت يويلتى
ءالد و انا عجوز وهذا بعلى شيخا . ان هذا لشيئ عجيب. قالوا اتعجبين
من امر الله ورحمة الله وبركته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد.

"আর দেখো, আমার ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছেছিল। তারা বললো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবরাহীমও বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর অনতিবিলম্বেই ইবরাহীম একটি ভুনা গো-বৎস্য তাদের আপ্যায়নের জন্য হাজির করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, তাদের হাত খাবারের দিকে প্রসারিত হচ্ছেনা তখন তিনি তাদের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গেলেন এবং মনে মনে তাদেরকে ভয় পেতে থাকলেন। তারা বললেন, ভীত হবেন না। আমরা লূতের কওমের জন্য প্রেরিত হয়েছি। ইবরাহীমের স্ত্রীও দাঁড়িয়েছিলেন। সে একথা শুনে হেসে ফেললো। এরপর আমি তাকে ইসহাক এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের সুসংবাদ দান করলাম। ইবরাহীমের স্ত্রী বললো, হায়রে আমার পোড়া কপাল! এখন আমার সন্তান হবে? এখন তো আমি একেবারে বুড়ী এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার! ফেরেশতারা বললো, আল্লাহর সিদ্ধান্তে বিস্মিত হচ্ছো? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের ওপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত আছে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ প্রশংসার যোগ্য এবং অত্যন্ত মর্যাদাবান।" (হূদ ঃ ৬৯-৭৩)

তাফসীরে জালালাইনে امرأته قائمة এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, ইবরাহীমের স্ত্রী তাদের খেদমত করছিলেন। সেই সময় লূতের কওমের ধ্বংসের সুসংবাদ শুনে তিনি হেসে ফেললেন। তাবারী ও কুরতুবীর বর্ণণায়ও একই বিষয় বলা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা "পুরুষ কর্তৃক মেয়েদেরকে সালাম দেয়া" শিরোনামে ইমাম বুখারী বর্ণিত এই হাদীসে উদ্ধৃত করেছি যে,

www.amarboi.org

يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام

"হে আয়েশা! এখানে জিবরাঈল আছেন, তোমাকে সালাম বলছেন।" আর ফেরেশতাদের জন্য পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহারে যারা আপত্তি করেন তাদের জবাবে ইবনে হাজার বলেছেন, জিবরাঈল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পুরুষের আকৃতি ধরে আগমন করতেন।[৪]

ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগে দুঃখ-দুর্দশা ও কঠোর ক্লেশের ক্ষেত্রে

وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظلمون ·ولقد همت به وهم بها لولا أن رءا برهن ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد ناالمخلصين· واستبقا الباب وقدت قميصه، من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أوعذاب أليم·قال هى رودتنى عن نفى وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكذبين · وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدقين· فلما رءا قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم· يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين · وقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلل مبين· فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئاوءاتت كل واحدة منهن سكيناوقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديهن وقلن حش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم · قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد رودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ماءامره ليسجنن وليكونا من الصغرين· قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه وإلا تصرف عنى كيد هن أصب إليهن وأكن من الجهلين· فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم· ثم بدالهم من بعد مارأوا الأيت ليسجننه حتى حين·(يوسف ٢٣-٣٥)

www.amarboi.org

"তিনি যার ঘরে ছিলেন সেই নারী তাঁকে মিষ্টি কথায় প্রলোভিত করতে থাকলো এবং একদিন দরজা বন্ধ করে বললো, এসো। ইউসুফ বললো, আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমার প্রভু তো আমাকে উত্তম মর্যাদা দান করেছেন (আর আমি করবো এই কাজ!) এ ধরনের জালেম কখনো সফলতা লাভ করেনা। নারী তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। সেও নারীর দিকে অগ্রসর হতো যদি তার রবের অস্তিত্বের প্রমাণ না দেখতো। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, আমি যেন অসৎকর্ম ও লজ্জাহীনতাকে তার থেকে দূরে রাখি। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা উভয়েই দৌড়িয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলো এবং নারী পিছন থেকে ইউসুফের কাপড় টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেললো। তারা নারীর স্বামীকে দরজার সামনে দেখতে পেলো। তাকে দেখেই নারী বলতে থাকলো, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর প্রতি বদ নিয়ত পোষণ করে জেলখানায় বন্দী করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া তার শাস্তি আর কি হতে পারে? ইউসুফ বললো, সে নিজে আমাকে প্রলোভন দিয়ে আসছিল। সেই নারীর পরিবারের একজন আলামত দেখে সাক্ষ্য দিলো যে, ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে নারীর কথা সত্য আর ইউসুফ মিথ্যাবাদী কিন্তু তার জামা যদি পেছনের দিকে ছিঁড়ে থাকে তাহলে নারীর কথা মিথ্যা এবং ইউসুফ সত্যবাদী। নারীর স্বামী যখন দেখলো, ইউসুফের জামা পেছন দিকে ছেঁড়া তখন সে বললো, এটা তোমাদের মেয়েদের চক্রান্ত। তোমাদের চক্রান্ত বড় মারাত্মক। ইউসুফ! এ ব্যাপারটি ভুলে যাও। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। প্রকৃতপক্ষে তুমিই ছিলে অপরাধী।

শহরের নারীদের মধ্যে একথা আলোচিত হতে থাকলো যে, আযীযের স্ত্রী তার যুবক খাদেমের পিছু লেগে আছে। তার ভালবাসা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। সে তাদের এই গোপন (চক্রান্তমূলক) কথাবার্তা শুনে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো এবং হেলান দেয়া আসন সম্বলিত মজলিস সাজালো এবং প্রত্যেককে একখানা করে ছুরি সরবরাহ করলো। তারপর (ঠিক সেই সময় যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল তখন) সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে ইংগিত করলো। ইউসুফের ওপর দৃষ্টি পড়ামাত্র তারা অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেললো এবং আপনা থেকেই বলে উঠলো, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন! এতো মানুষ নয়, বরং সম্মানিত ফেরেশতা। আযীযের স্ত্রী বললো, এই সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে, তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছো। নিসন্দেহে আমি নিজেই তাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। সে যদি আমার কথা না শোনে তবে তাকে জেলে পাঠানো হবে এবং সে অপমানিত হবে। ইউসুফ বললো, হে আমার রব! তারা আমার কাছে যে কাজ চায় তার চেয়ে আমার কাছে জেলখানা অনেক ভাল। তুমি যদি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করো তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবো। তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত সরিয়ে দিলেন। একমাত্র তিনিই শ্রবণকারী ও সর্বাধিক জ্ঞানী। এরপর তারা তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলে বন্দী করে রাখার

www.amarboi.org

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। অথচ তারা তার পবিত্র চরিত্র এবং নিজেদের স্ত্রীদের দুশ্চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হয়েছিল।" (ইউসুফ ঃ ২৩-৩৫)

মূসা আলাইহিস সালামের যুগে

ক. দুঃখ-দুর্দশা ও ক্লেশের ক্ষেত্রে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاتخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه ء ال فرعون ليكون لهم عدواوحزنا إن فرعون وهمن وجنودهما كانوا خطئين . وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا وهم لايشعرون . وأصبح فؤاد أم موسى فرغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نصحون . فرددنه إلى أمه كي تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر هم لايعلمون.

(سورة القصص : ٧-١٣)

"আমি মূসার মাকে আদেশ করলাম যেন সে তাকে স্তন্যদান করতে থাকে। তারপর যে সময় তুমি তার প্রাণের আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। এতে কোন প্রকার ভয় পেয়োনা এবং দুঃখ করোনা। আমি তাকে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং নবীদের অন্তর্ভুক্ত করবো। অবশেষে ফিরাউনের পরিবারের লোকেরা তাকে (নদী থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেল, যাতে সে তাদের দুশমন ও দুঃখের কারণ হতে পারে। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী। ফিরাউনের স্ত্রী(তাকে) বললো, এ শিশু আমার ও তোমার জন্য চক্ষু শীতলকারী। তাকে হত্যা করোনা। হয়তো সে আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবো। আসল পরিণতি সম্পর্কে তারা কিছুই অনুভব করতে পারেনি। ওদিকে মূসার মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। সেতো প্রায় সব কিছু প্রকাশ করার উপক্রম করেছিল যদি না আমি তার মনে সাহস বেঁধে দিতাম। কারণ সে তো মুমিনদের দলেই শামিল ছিল। সে তার (মূসার) বোনকে বললো, তার পেছনে পেছনে যাও। তাই

www.amarboi.org

দূর থেকে সে তাকে এমনভাবে অনুসরণ করতে থাকলো, যা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। আমি আগে ভাগেই শিশুটির জন্য স্তন্যদানকারিনী ধাত্রীদের দুগ্ধপান নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) মূসার বোন তাদের বললো, আমি তোমাদের এমন একটি পরিবারের সন্ধান দিতে পারি, যারা তার লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং কল্যাণ কামনার সাথে তাকে রাখবে। এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং বুঝতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ছিল সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ কথা জানেনা।" (আল কাসাস ঃ ৭-১৩)

খ. কল্যাণ পেশের ক্ষেত্রে

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتالانسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ۰ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ۰ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظلمين ۰(سورة القصص :٢٣ – ٢٥)

"যখন সে মাদায়েনের কূপের তীরে পৌঁছলো তখন দেখতে পেলো বহু লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের থেকে দূরে একপাশে দুই তরুণী তাদের পশুগুলোকে সামলে রাখছে। মূসা সেই দুই তরুণীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের অসুবিধা কি? তারা বললো, রাখালেরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছিনা। আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ। (এ কথা শুনে) মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল, তারপর একস্থানে ছায়ার নীচে গিয়ে বসে বললো, হে আমার রব! তুমি যে কল্যাণই আমাকে দান করবে আমি তার প্রত্যাশী। পরে তার কাছে দুই তরুণীর একজন সলজ্জভাবে এসে বললো, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য। মূসা তার কাছে গিয়ে নিজের সব কাহিনী শুনালে সে বললো, ভয় নেই এখন। তুমি অত্যাচারী কওমের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো।" (আল কাসাস, আয়াত ২৩-২৫)

ওপরে বর্ণিত এসব আয়াতে সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতের শুধু একটি নয় কয়েকটি ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে,

০ পেশাগত কাজ (অর্থাৎ বকরী চরানো ووجد من دونهم امرأتين تذودان আর তাদের থেকে দূরে দুই তরুণীকে পেলো তারা তাদের বকরীগুলো সামলাচ্ছে।)

www.amarboi.org

০ প্রশ্ন করা এবং অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া(قال ماخطبكما قالتا لا تسقى حتى يصدرا الرعاء রাখালরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছিনা।)

০ সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেশ (فسقى لهما ثم تولى الى الظل তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল তারপর একস্থানে ছায়ার নীচে গিয়ে বসে পড়লো।)

০ সহানুভূতির প্রতিদান (قالت ان ابى يدعوك ليجزيك اجر ماسقيت لنا. সে বললো, আপনি আমাদের পশুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আমার বাপ তার মুজরী দেবার জন্য আপনাকে ডেকেছেন।)

দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে

বিচারের ক্ষেত্রে

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই মহিলার সাথে তাদের দুই সন্তান ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেলে সে অপরজনকে বললো, বাঘে তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে। অপরজনও বললো, বাঘে তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে। তারপর তারা বিচারপ্রার্থী হয়ে হযরত দাউদের কাছে গেলে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাটির পক্ষে অবশিষ্ট সন্তানটি পাওয়ার রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে সুলায়মান ইবনে দাউদের কাছে গেলো এবং তাকে দাউদের বিচার সম্পর্কে অবহিত করলো। তিনি বললেন, একখানা ছুরি নিয়ে এসো। আমি বাচ্চাটিকে দুখন্ড করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো। তখন বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বললো, আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আপনি এরূপ করবেন না। ছেলেটি তারই। এবার সুলায়মান (আ) সন্তানটি বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটিকে দিয়ে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

সুলায়মান আলাইহিস সালামের যুগে

নেতার প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قال نكروا لها عرشها ننظر أتهدى أم تكون من الذين لايهتدون. فلما

جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلهاوكنا

مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كفرين.

قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت

عن ساقيها قال لها ادخلى الصرح فلما رأتة حسبته لجة وكشفت

www.amarboi.org

عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمن لله رب العلمين. (سورة النمل ٤١ - ٤٤)

"সুলায়মান বললো, অপরিচিত পন্থায় তার সিংহাসন তার সামনে পেশ করো। আমি দেখতে চাই সে কিছু বুঝতে পারে, না তাদের মত হয় যারা কিছুই বুঝেনা। সে এসে পৌঁছলে তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরকম? সে বললো, এটা তো যেন সেটাই। আমাকে পূর্বেই অবহিত করা হয়েছে এবং আমি আনুগত্যের মাথা নত করেছি (অথবা আমি মুসলমান হয়েছি)। তাকে যে বিষয় (ঈমান গ্রহণ থেকে) দূরে সরিয়ে রেখেছিল তা ছিল সেই সব উপাস্যদের ইবাদত যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করতো। কারণ সে ছিল কাফের কওমের লোক। তাকে বলা হলো, রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করো। সে দৃষ্টিপাত করা মাত্র মনে করলো সেটি পানির হাউজ। নামার জন্য সে তার পাজামা গুটিয়ে নিতেই দুই পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গেল। সুলায়মান বললো, এটি কাঁচের সুক্ষ্ম-স্বচ্ছ মেঝে। সে বললো, হে আমার রব! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি। এখন আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করলাম।" (আন-নাম্‌ল ঃ ৪১-৪৪)

বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন যুগে

ক. কঠোর পরিশ্রম ও ক্লেশকর অবস্থায়

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনজন ছাড়া দোলনা থেকে আর কেউ কথা বলেনি। তারা হচ্ছে, ইসা ইবনে মারয়াম, ও জুরাইজের সাথী (বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল তাকে বলা হতো, জুরাইজ) জুরাইজ ছিলেন একজন দরবেশ। তিনি একটি ইবাদতখানা বানিয়েছিলেন। একদিন তিনি সেখানে নামায পড়ছিলেন। তখন তাঁর মা এসে ডাকলেন, হে জুরায়েজ। জুরায়েজ বললো, হে আমার রব, একদিকে আমার মায়ের আহ্‌বান অপরদিকে আমার নামায। (এখন আমি কোনটিকে অগ্রাধিকার দেব?) তিনি নামায পড়তে শুরু করলে তাঁর মা ফিরে গেলেন। পরের দিন পুনরায় তাঁর মা এসে ডাকলেন। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। জুরায়েজ বললেন, হে আমার রব! একদিকে আমার মায়ের আহ্‌বান এবং অপরদিকে আমার নামায, (আমি কোনটিকে অগ্রাধিকার দেবো?) তিনি নামায পড়তে শুরু করলে তাঁর মা ফিরে গেলেন। পরদিন আবার তাঁর মা এসে ডাকলেন, হে জুরায়েজ! তখনও তিনি নামায পড়ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমার রব! একদিকে আমার মায়ের আহ্‌বান এবং অপরদিকে আমার নামায। (আমি কোনটিকে অগ্রাধিকার দেব?) তিনি নামায পড়তে শুরু করলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! বারবনিতার মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি তার মৃত্যু দিয়ো না।

বনী ইসরাঈলের লোকেরা জুরায়েজ ও তাঁর ইবাদত সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করলো। তাদের মধ্যে একজন বারবনিতা ছিল। রূপ ও সৌন্দর্যে সে ছিল অনুপমা। সে

www.amarboi.org

বললো, তোমরা চাইলে আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি। একদিন সে তাঁর সামনে হাজির হলো। কিন্তু তিনি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তখন সেই বারবনিতা এক রাখালের কাছে গেল। উক্ত রাখাল জুরায়েজের ইবাদতখানায় যেতো। সে রাখালকে প্রলোভিত করতে সক্ষম হলো। রাখাল তার সাথে মিলিত হলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়লো। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হলে সে বললো, এটা জুরায়েজের ঔরসজাত সন্তান। সব লোক তাঁর কাছে এসে তাঁকে ইবাদতখানা থেকে বের করে দিয়ে ইবাদতখানাটি ভেঙ্গে ফেললো এবং তাঁকে প্রহার করতে লাগলো। তিনি বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা এরূপ আচরণ করছো কেন? তারা বললো, তুমি ভ্রষ্টা মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছো এবং সে একটি সন্তান প্রসব করেছে। জুরায়েজ বললেন, নবজাতকটি কোথায়? তখন সবাই নবজাতককে নিয়ে আসলো। তিনি বললেন, আমাকে নামায পড়তে দাও। তিনি নামায পড়লেন। এরপর তিনি নবজাতকের পেটের ওপর আঙুল চেপে ধরে বললেন, হে শিশু, তোমার পিতা কে? শিশুটি বলে উঠলো, অমুক রাখাল। তখন সমস্ত লোকজন এসে জুরায়েজকে চুম্বন করতে ও তাঁর শরীর মুছে দিতে শুরু করলো এবং বললো, আমরা সোনা দিয়ে তোমার ইবাদতখানা পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না তা হবে না। তোমরা বরং তা আগের মত মাটি দিয়ে তৈরী করে দাও। তারা মাটি দিয়েই তা তৈরী করে দিল।" (বুখারী ও মুসলিম এবং এটি মুসলিমের বর্ণনা)[৬]

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والسماء ذات البروج ۰ واليوم الموعود ۰وشاهد ومشهود۰ قتل أصحب الأخدود۰ النار ذات الوقود۰ إذهم عليها قعود۰ وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود۰ ومانقموا منهم إلا أن يومنوا بالله العزيز الحميد۰ الذى له ملك السموت والأرض والله على كل شىء شهيد۰ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۰(سورة البروج : ١ - ١٠)

"মজবুত দূর্গবিশিষ্ট আসমানের শপথ। প্রতিশ্রুত দিনের শপথ। এবং দর্শক ও যা দেখা হচ্ছিল তার শপথ। ধ্বংস হয়েছে সেই সব গর্তের মালিকরা যার মধ্যে ছিল ইন্ধনসমৃদ্ধ জ্বলন্ত আগুন। যখন তারা সেই সব গর্তের কিনারে বসে ঈমানদারদের সাথে তারা নিজেরা যা করছিল তা দেখছিল। সেই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিলনা যে তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত সত্তা। যিনি আসমান ও জমিনের অধিপতি। আর তিনি সব কিছুই দেখছেন। যারা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে এবং তারপরও তওবা করেনি নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং রয়েছে দগ্ধ করার শাস্তি।" (আল বুরুজ ঃ ১-১০)

www.amarboi.org

"সুহাইব থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া স্যাল্লাম বলেছেন, প্রাচীনকালে একজন বাদশাহ ছিলেন। বাদশাহর কাছে একদিন তার এক বন্ধু আসলো। সাধারণত সে অন্য সময় যেভাবে বাদশাহর কাছে বসতো সেদিনও সেইভাবেই বসলো। সে পূর্বে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, কে তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিল? সে বললো, আমার প্রভু। বাদশাহ বললো, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য প্রভু আছে? সে বললো, আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ। এতে বাদশাহ তাকে বন্দী করে শাস্তি দিতে থাকলো। .....তারপর (কিশোরকে) বাদশাহর কাছে আনা হলো এবং তাকে (বাদশাহকে) বলা হলো, ভেবে দেখেছো কি, যে আশংকা তুমি করতে তাই এসে হাজির হয়েছে। লোকজন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তখন সে রাস্তাসমূহের প্রবেশপথে গর্ত খুঁড়তে আদেশ দিল। গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালানো হলে সে বললো, যারা তাদের (নতুন) দীন পরিত্যাগ করবেনা তাদের এসব গর্তে নিক্ষেপ করো ....। তাই করা হলো। অবশেষে এক শিশু সন্তান নিয়ে এক মহিলা আসলো এবং স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো। সে আগুনে প্রবেশ করতে দ্বিধা করছিল। তখন তার শিশু সন্তানটি তাকে বললো, আম্মা, আপনি ধৈর্য ধরুন। কারণ, আপনি ন্যায় ও সত্যের অনুসারী।"[৭]

খ. বিভিন্ন পরিস্থিতিতে

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ...বনী ইসরাঈলদের একটি শিশু সন্তান মায়ের স্তন্য পান করছিল। এই সময়ে এক সুদর্শন যুবক একটি শক্তিশালী ও চটপটে সওয়ারীতে আরোহন করে অতিক্রম করছিল। শিশুটির মা বললো, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই লোকটির মত বানিয়ে দাও। তখন শিশুটি স্তন্য পান বন্ধ করলো। লোকটি এগিয়ে আসলে সে তাকে দেখে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত করো না। তারপর তার মুখ ফিরিয়ে স্তন্য পান করতে শুরু করলো। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, শিশুটির স্তন্য পানের দৃশ্য বর্ণনার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের শাহাদত অঙ্গুলি মুখে দিয়ে চুষতে থাকার দৃশ্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর বললেন, এরপর লোকেরা একটি ক্রীতদাসীকে নিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাকে প্রহার করছিল এবং বলছিল, তুই ব্যভিচার করেছিস, তুই চুরি করেছিস। কিন্তু দাসীটি বলছিল ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি। তখন শিশুটির মা বললো, হে আল্লাহ, আমার ছেলেকে তার মত করোনা। একথায় শিশুটি দুধপান বন্ধ করে দাসীটির প্রতি তাকিয়ে বললো, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তার মত বানাও। এই পর্যায়ে শিশুটি ও তার মা কথাবার্তা বললো। মা বললো, তাহলে তো সর্বনাশ। সুদর্শন একটি লোক গেল। আমি বললাম হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তার মত বানাও। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ, আমাকে তার মত করোনা। আর তারা এই দাসীটিকে প্রহার করতে করতে নিয়ে যাচ্ছিল এবং বলছিল, তুই যিনা করেছিস, তুই চুরি করেছিস। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার ছেলেকে তার মত করোনা। কিন্তু তুমি

www.amarboi.org

বললে, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত বানাও। জবাবে শিশু পুত্র বললো, ঐ লোকটি একজন অত্যাচারী। তাই আমি বললাম, আমাকে তার মত করো না। আর যাকে তারা বলছে, তুই যিনা করেছিস। সে যিনা করেনি। তার বলছে, তুই চুরি করেছিস, সে চুরিও করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে তার মত বানাও।" (বুখারী ও মুসলিম এবং এটি মুসলিমের বর্ণনা)[৮]

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

إن الله اصطفى ادم وال إبراهيم وال عمران على العلمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك مافي بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذهابك وذريتها من الشيطن الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتاحسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يمريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب.

(سورة ال عمران : ٣٣-٣٧).

"আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের সন্তানদের গোটা বিশ্ববাসীদের ওপর অগ্রাধিকার দান করে (তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্য) নির্ধারিত করেছিলেন। তারা এই বংশধারার লোক যারা একে অপরের বংশ থেকে জন্মলাভ করেছিল। আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং জানেন। (তিনি সে সময়ও শুনছিলেন) যখন ইমরানের স্ত্রী বলছিল, হে আমার রব! আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার জন্য মানত করছি, সে তোমার কাজের জন্য ওয়াকফ হবে। আমার এই নিবেদন কবুল করো, তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। তারপর কন্যা সন্তান প্রসব করলে সে বললো, হে রব! আমার তো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে। অথচ সে কি প্রসব করেছিল তা আল্লাহর জানা ছিল। ছেলে সন্তান তো মেয়ে সন্তানের মত নয়। যাহোক, আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম। আর আমি তাকে ও তার ভবিষ্যত বংশধরদেরকে বিতাড়িত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। অবশেষে তাকে তার রব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিলেন। তাকে অতি উত্তম করে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক বানিয়ে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার কাছে তার কামরায় যেতেন তখনই তার কাছে কিছু না কিছু খাবার দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারয়াম তোমার কাছে এসব খাবার কোত্থেকে আসলো? মারয়াম জবাব দিতো, এসব আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অঢেল দান করেন।" (আল-ইমরান ঃ ৩৩-৩৭)

www.amarboi.org

তাফসীরে জালালাইনে رب انى نذرت لك مافى بطنى محررا (হে আমার রব, আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার কাজের জন্য 'ওয়াকফ' করার মানত করেছি) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ সত্যিকারভাবে পৃথিবীর সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য নিবেদিত করার মানত করেছি। মারয়ামের মা তাকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের তত্ত্বাবধায়ক আহবারদের কাছে গিয়ে বললেন, আপনারা এই মানতটিকে গ্রহণ করুন। যাকারিয়া তাকে গ্রহণ করলেন এবং মসজিদের সিঁড়ির পাশে তার জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ করলেন, যেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ-ই যেতেন না।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহী বুখারী হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইরার বরাত দিয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, এবং তার অনুচ্ছেদ শিরোনামে বলেছেন,

ان امرأة او رجلا كان يقم المسجد ولا اراه إلا امرأة

"একজন নারী অথবা পুরুষ মসজিদে ঝাড়ু দিতো। আমার মনে হয় সে ছিল নারী।"[৯] ইবনে আব্বাস বলেছেন, نذرت لك ما فى بطنى محررا এর অর্থ হচ্ছেঃ আমি আমার গর্ভের সন্তানকে মসজিদের সেবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত করে নিয়োজিত করার মানত করেছি।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, একথা সুস্পষ্ট যে, তৎকালীন শরীয়তে সন্তানদেরকে মানত করা বৈধ ছিল। খেদমতের মাধ্যমে মসজিদের সম্মান করা পূর্ববর্তী লোকদের জন্য শরীয়ত সম্মত ছিল। এমনকি অনেকেই মসজিদের খেদমতের জন্য তাদের সন্তানদের নিয়োজিত করার মানত করতেন। এ ঘটনার অবতারণা করে ইমাম বুখারী সম্ভবত সেদিকেই ইংগিত দিয়েছেন।[১০]

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

واذكر فى الكتب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ۔ قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ۔ قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلما زكيا ۔ قالت أنى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ۔ قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ۔ فأجاء ها المخاض إلى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ۔ فنادها من تحتها ألاتحزنى قد جعل ربك تحتك سريا ۔ وهزى إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا ۔ فكلى واشربى

www.amarboi.org

وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا • فأتت به قومها تحمله قالوا يمريم لقد
جئت شيئا فريا • يأخت هرون ماكان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك
بغيا • فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا • قال
إنى عبد الله اتنى الكتب وجعلنى نبيا • وجعلنى مباركا أين ماكنت
وأوصنى بالصلوة والزكوة مادمت حيا • وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا
شقيا • والسلم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا •
(سورة مريم : ١٦-٣٣)

"হে মুহাম্মদ, এই কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো যখন সে তার নিজের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব দিকে একটি স্থানে নিসঙ্গ থাকতে শুরু করলো এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে আত্মগোপন করে রইলো। তখন আমি তার কাছে আমার রূহ (ফেরেশতা) কে পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। মারয়াম অকস্মাত বলে উঠলো, তুমি যদি কোন খোদাভীরু মানুষ হও তাহলে আমি তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ফেরেশতা বললো, আমি তো তোমার রবের সংবাদ বাহক। আমি প্রেরিত হয়েছি এজন্য যেন তোমাকে একটি পূত-পবিত্র পুত্র সন্তান দান করতে পারি।

মারয়াম বললো ঃ আমার সন্তান হবে কি করে? আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি কোন ভ্রষ্টা নারীও নই।

ফেরেশতা বললো, এমনিই হবে। তোমার রব বলেছেনঃ এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ। আমি তা করতে চাই এজন্য যে, তোমাকে আমি মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে রহমত বানাবো। এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

মারয়াম সেই বাচ্চাকে গর্ভে ধারণ করলো এবং সেই গর্ভ নিয়ে সে একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসব যন্ত্রণা তাকে একটি খেজুর গাছের তলায় পৌঁছিয়ে দিল। সে বলতে থাকলো, আহ্। ইতিপূর্বেই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেতো। এবং আমার নাম-নিশানা পর্যন্ত না থাকতো তাহলে কতই না উত্তম হতো। নীচে থেকে ফেরেশতা তাকে ডেকে বললো, দুঃখ করো না। তোমার রব তোমার পায়ের নীচে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আর খেজুর গাছটির শাখা ধরে কিছুটা ঝাঁকুনি দাও, দেখবে তরতাজা খেজুর তোমার চারপাশে টুপটাপ করে পড়তে থাকবে। কাজেই খাও, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। তারপরে যদি কোন মানুষের দেখা পাও তাকে বলো, আমি রহমানের জন্য রোযা মানত করেছি। তাই আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না।

www.amarboi.org

তারপর মার্‌য়াম সেই বাচ্চাকে নিয়ে তার কওমের মধ্যে আসলো। তখন লোকজন বলতে শুরু করলো, হে মার্‌য়াম! তুমি তো জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়েছো। হে হারুনের বোন! না তোমার বাপ কোন মন্দ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল ভ্রষ্টা নারী। মার্‌য়াম বাচ্চার প্রতি ইংগিত করলো। লোকজন বললো, আমরা দোলনায় শায়িত শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলবো? শিশু তখন বলতে শুরু করলো, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, নবী বানিয়েছেন, যেখানেই থাকি না কেন আমাকে কল্যাণময় বানিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকবো নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, আমাকে মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন এবং আমাকে অত্যাচারী ও দুর্ভাগা করে সৃষ্টি করেননি। শান্তি বর্ষিত হয়েছে আমার ওপর যেদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং শান্তি হবে যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।" (মার্‌য়াম ঃ ১৬-৩৩)

www.amarboi.org

তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারীর উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের উল্লেখিত অংশ ও পৃষ্ঠা কায়রোস্থ মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত।

সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লেখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল-জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

১. সহী বুখারী, অধ্যায় নবীদের ইতিহাস, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, ইত্তাখাযাল্লাহ ইবরাহীমা খালীলা, ৭ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অধ্যায় ফাদায়েল, অনুচ্ছেদ ঃ ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, অধ্যায়, নবীদের ইতিহাস, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, ইত্তাখাযাল্লাহ ইবরাহীমা খালীলা, ৭ খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, অধ্যায় নবীদের ইতিহাস, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, ইত্তাখাযাল্লাহ ইবরাহীমা খালীলা, ৭ খন্ড, ১১৭ ও ১১২ পৃষ্ঠা।

৪. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, অধ্যায় ফারায়েজ, অনুচ্ছেদ ঃ মা যখন পুত্রের দাবী করে, ১৫ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অধ্যায় আল-আকদিয়াহ, অনুচ্ছেদ ঃ মুজতাহিদদের মতভেদ বর্ণনা, ৫ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, অধ্যায়, নবীদের ইতিহাস, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, এই কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা কর, ৭ খন্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অধ্যায়, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ ঃ নফল ইবাদত এবং নফল নামায ইত্যাদির তুলনায় পিতামাতার দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ৮ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম, কিতাবুয যুহ্‌দ ওয়ার রিকাক, অনুচ্ছেদঃ আসহাবুল উখদূদ, যাদুকর, পাদ্রী ও শিশুটির কাহিনী, ৮ খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, অধ্যায় নবীদের ইতিহাস, অনুচ্ছেদ ঃ এই কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা কর, ৭ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অধ্যায় নেককাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ ঃ নফল ইবাদত এবং নফল নামাযের তুলনায় পিতামাতার খেদমতকে অগ্রাধিকার দান, ৮ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী, অধ্যায় নামায, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের খাদেম, ২ খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা।

১০. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে জীবনের সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিয়া ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাক্ষাত

- জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে
- বিয়ের অনুষ্ঠানে
- বিবাহ ভোজে
- শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্রে
- দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে
- রোগীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে
- ফতোয়া জিজ্ঞাসার জন্য
- আপ্যায়নের ক্ষেত্রে
- ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে
- যুদ্ধের ময়দানে

হিজাব ফরয হওয়ার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা

- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে তাঁদের বিরামহীন ভাবে উপস্থিত থাকা এবং সফরে তাঁর সঙ্গী হওয়া
- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়া সল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একজনকে হারশীদের খেলা দেখিয়েছেন
- সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা
- পুরুষরা বিভিন্ন কাজে তাঁদের কাছে যেতেন
- তাঁরা মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিতেন

www.amarboi.org

পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে দেখা করতেন

পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বে সাধারণ ঈমানদার নারীগণের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণও সমাজ জীবনের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ ও বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করতেন। এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো ঃ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘুমের মধ্যে উত্তম স্বপ্নের আকারে সর্ব প্রথম অহী আসা শুরু হয়। তারপর তাঁকে সাথে নিয়ে খাদীজা ওয়ারাকা ইবনে নওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাইয়ের কাছে যান। তিনি ছিলেন খাদীজার চাচাতো ভাই। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবীতে ধর্মগ্রন্থ লিখতেন অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায় ইনজীল কিতাব আরবীতে লিখতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাঁকে বললেন, ভাই, আপনার ভাতিজার বক্তব্য শুনুন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখতে পাও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন তা তাঁকে বললেন। ওয়ারাকা বললেন, তিনি সেই নামুস (জিবরাঈল) যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! আমি যদি সেই সময় শক্তিমান যুবক হতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বহিস্কার করবে তখন যদি বেঁচে থাকতাম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। তারা কি আমাকে বহিস্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো তা যে ব্যক্তিই এনেছেন তার সাথে এ আচরণই করা হয়েছে। আমি যদি সেই সময়ে বেঁচে থাকি তাহলে কার্যকর ভাবে তোমাকে সাহায্য করবো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

বিয়ের অনুষ্ঠানে

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করলেন......... তারপর আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে আসলেন.... এবং আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে কিছু সংখ্যক আনসারী মহিলা ছিল। তারা স্বাগত জানিয়ে বললো, কল্যাণ ও বরকত এবং উত্তম ভাগ্য হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে পরিপাটি করে সাজালেন। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ছাড়া আর কিছুই আমাকে চকিত করে তোলেনি। কিছু বেলা হলে তিনি আসলেন। আনসার মহিলারা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলো। সেই সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।" (বুখারী ও মুসলিম)[২]

www.amarboi.org

বিবাহ ভোজে

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসর রাত্রি যাপনের দিন বিবাহ ভোজের জন্য রুটি ও গোশতের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি ভোজের আমন্ত্রণকারী হিসেবে প্রেরিত হলাম। লোকজন দলে দলে আসছিল এবং খেয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। আমি খাওয়ার জন্য আহবান জানাতে থাকলাম। শেষে ডাকার মত আর কাউকে পেলামনা। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী, ডাকার মত আর কাউকে দেখছিনা। তিনি বললেন, খাবার সরিয়ে নাও। তখনো তিন ব্যক্তি ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হযরত আয়েশার (রা) কক্ষের দিকে গেলেন এবং বললেন, আসসালামু আলাইকুম আহলাল বায়তে ওয়া রহমাতুল্লাহ" (হে ঘরের বাসিন্দারা! তোমাদের প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। আয়েশা জবাবে বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ(আপনার প্রতিও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। আল্লাহ আপনাকে কল্যাণ দান করুন। আপনার নববধু কেমন হয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে একে তাঁর সব স্ত্রীর কামরায় গেলেন এবং আয়েশাকে যা বলেছিলেন তাদেরকেও তাই বললেন। আয়েশা যে কথা বলে তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন তারাও একই কথা বলে তাঁকে জবাব দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এসে দেখতে পেলেন তিনজন তাঁর ঘরে বসে তখনো কথাবার্তা বলছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। তিনি বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আবারো হযরত আয়েশার (রা) কামরার দিকে গেলেন। লোকজন চলে গেছে একথা জানিয়ে আয়েশা তাঁকে খবর দিয়েছিলেন, না অন্য কেউ খবর দিয়েছিল তা আমি জানিনা। তিনি ফিরে আসলেন। যখন তিনি ভেতরে এক পা দরজার চৌকাঠের ভেতরে দিয়েছেন এবং অপর পা বাইরে সেই মুহূর্তে আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন এবং এই সময় হিজাবের আয়াত নাযিল হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! ডাকার মত আর কাউকে দেখছিনা। তিনি বললেন, খাবার সরিয়ে নাও।" -একথার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, জা'ফর ইবনে মাহরানের সূত্রে ইসমাঈলী আবদুল ওয়ারেস থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যয়নাব তখন ঘরের এক কোণে বসেছিলেন। তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী মহিলা। তখনো ঘরের মধ্যে তিনজন বসেছিল।"[৪]

শুভেচ্ছা ও সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আয়েশা! এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আছেন। তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" (তাঁর প্রতিও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত

www.amarboi.org

হোক। (হে আল্লাহর রসূল, আপনি যা দেখতে পান তা আমি দেখতে পাই না)।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস গ্রন্থে "পুরুষদের মেয়েদেরকে সালাম দেয়া এবং মেয়েদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া" অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

"হে আয়েশা! এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আছেন তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন......" কথাটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনুত তীন বলেন, দাউদী এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন যে, ফেরেশতাদের কখনো رجــال (পুরুষ) বলা হয়না। তবে আল্লাহ তাদেরকে পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহার করে উল্লেখ করেছেন। এর জবাব হলো, জিবরাঈল সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পুরুষের আকৃতিতে আসতেন। অহীর সূচনা আধ্যায়ে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।[৬]

দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে

"সা'ঈদ ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও উসমান তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) আয়েশার কাপড় গায়ে জড়িয়ে শুয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এই অবস্থায়ই তিনি আবু বকরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আবু বকর তাঁর প্রয়োজন সেরে চলে গেলেন। এরপর উমর এসে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখনো তিনি পূর্বাবস্থায়ই ছিলেন। তিনিও তাঁর প্রয়োজন সেরে চলে গেলেন। উসমান বর্ণনা করেছেন, এরপর আমি তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি উঠে বসে আয়েশাকে বললেন, তুমি তোমার কাপড় গুটিয়ে নাও। এর পর আমি আমার প্রয়োজন সেরে চলে আসলাম। তখন আয়েশা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ব্যাপার? আমি আপনাকে আবু বকর ও উমর সম্পর্কে সাবধান হতে দেখলাম না। অথচ উসমানের ব্যাপারে আপনি সাবধান হলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উসমান অত্যান্ত লজ্জাশীল। আমার আশংকা হলো যদি আমি ঐ অবস্থায়ই তাকে অনুমতি দিই তাহলে প্রয়োজন পূরণের জন্য সে হয়তো আমার কাছে আসবেইনা।" (মুসলিম)[৭]

"উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। সেই সময় তাঁর কাছে উম্মে সালামা উপস্থিত ছিলেন। হযরত জিবরাঈল কথা বলতে থাকলেন। তারপর উঠে চলে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাক বললেন, ইনি কে জানো? উম্মে সালামা বললেন, এতো দেহইয়া (কালবী)। উম্মে সালামা বলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি যে জিবরাঈল এই মর্মে আল্লাহর নবীর বক্তব্য শোনার আগে তাঁকে তো আমি দেহইয়া ছাড়া অন্য কেউ মনে করিনি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

www.amarboi.org

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالى فيأتون فى الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندى فقال النبى صلى الله عليه وسلم لوانكم تطهرتم ليومكم هذا.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জুময়ার দিন লোকেরা মদীনার উপকণ্ঠে তাদের বাড়ি ঘর থেকে পালাক্রমে আসতো। তারা ধূলাবালির মধ্য দিয়ে আসতো বলে তাদের শরীরে ধূলাবালি ও ঘাম লেগে থাকতো এবং তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়তো। এ অবস্থায় তাদের একজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। তখন তিনি আমার কাছে ছিলেন।তিনি বললেন, তোমরা যদি এদিনটিতে গোসল করতে তাহলে খুবই ভাল হতো!" (বুখারী ও মুসলিম)[৯]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, আস-সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আমি তা বুঝতে পারলাম। জবাবে আমি বললাম, আলাইকুমুস সামু ওয়াল লা'নাতু(তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিশাপ আপতিত হোক)। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আয়েশা থামো! আল্লাহ সব কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি বললো তাকি আপনি শুনেননি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো জবাব দিয়েছি, ওয়া আলাআইকুম অর্থাৎ তোমাদের ওপরও। (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

রোগীদের সাথে দেখা- সাক্ষাতের ক্ষেত্রে

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর আবু বকর ও বেলাল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আয়েশা বলেন, আমি তাদের উভয়কে দেখতে গেলাম। আমি বললাম, আব্বাজান, আপনার কেমন লাগছে? হে বেলাল, আপনার কেমন লাগছে? আয়েশা বলেন, জ্বরে আক্রান্ত হলেই আবু বকর একটি কবিতার নিম্নোক্ত অংশটি আবৃত্তি করতেন

كل امرئى مصبح فى اهله! والموت ادنى من شراك نعله. "প্রত্যেকেই তার পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করে তার সুখ ও সফল কামনার সম্ভাষণ শুনছে। অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"

আর জ্বর ছেড়ে গেলেই বেলাল উচ্চস্বরে নিম্নোক্ত কবিতাংশটি আবৃত্তি করতেন,

الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة ! بواد وحولى إذخر وجليل.

www.amarboi.org

وهل أردن يوما مياه مجنة : وهل يبدون لى شامة وطفيل.

"আহা! সেই উপত্যাকায় (মক্কায়) আমি একটি রাত কাটাতে পারবো কিনা— যেখানে আমার চার পাশে থাকবে ইযখির ও জালীল' ঘাস*— তা যদি জানতে পারতাম। আর যদি জানতে পারতাম কোন দিন আমি মাজান্নার জলাশয়ে নামতে পারবো কিনা কিংবা শামা ও তুফাইল পাহাড় দুটি দেখতে পাবো কিনা?"

আয়েশা বলেন, এর পরে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে সব জানালাম। তিনি তখন দোয়া করলেন,

اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.

"হে আল্লাহ, আমাদের কাছে মদীনাকে মক্কার মত বা তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। মদীনাকে রোগমুক্ত করে দাও। তার সা' ও মুদ্দে' (পরিমাপ) বরকত দাও এবং তার জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করো।" (বুখারী)[১১]

ফতোয়া জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে তার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন শুরু করলো কিন্তু তা সম্পূর্ণ করলো না, সে ক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই কি গোসল করতে হবে? সেই সময় আয়েশা সেখানে বসে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাঁর দিকে ইশারা করে) বললেন, আমি এবং সে এরূপ করে থাকি এবং পরে গোসল করি।" (মুসলিম)[১২]

আপ্যায়নের ক্ষেত্রে

"আনাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক পারসিক প্রতিবেশী ছিল। সে খুব ভাল আচার তৈরী করতে পারতো। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আচার প্রস্তুত করে তাঁকে ডাকতে আসলে তিনি আয়েশাকে দেখিয়ে বললেন, একে ডাকবে না? সে বললো, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে খাওয়া যায়না। সে ফিরে এসে আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহবান জানালে তিনি বললেন, একে ডাকবে না? সে বললো, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে খাওয়া যায়না। সে পুনরায় এসে তাঁকে আহবান জানালে তিনি বললেন, একে ডাকবে না? এবার তৃতীয় বারে সে বললো, হ্যাঁ। তখন তাঁরা উভয়ে দাওয়াতকারীর পেছনে পেছনে তার বাড়িতে হাজির হলেন।" (মুসলিম)[১৩]

---

* ইযখির ও জালীল দুটি ঘাসের নাম।

www.amarboi.org

ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। পায়খানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ মানাসে নামক স্থানে যেতেন। মানাসে ছিল একটি বৃক্ষহীন প্রশস্ত স্থান। উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতেন, আপনার স্ত্রীদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করছিলেন না। কোন এক রাতে এশার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আ বের হলেন। তিনি ছিলেন লম্বা দেহের অধিকারিনী। হিজাবের নির্দেশ নাযিলের আকাংখায় উমর (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কি আপনাকে চিনতে পারিনি? এরপর আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে

ক. ওহোদের যুদ্ধে

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছিটকে বিক্ষিপ্ত পরাজয়ের মুখে পড়লো। আনাস বলেন, আমি আবু বকরের কন্যা আয়েশা ও উম্মে সুলাইমকে দেখলাম। তারা তাদের পায়ের নলার কাপড় টেনে ওপরে উঠিয়েছেন। আমি তাদের পায়ের নলা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা দ্রুত পা চালিয়ে পিঠের ওপর মশক বহন করে এনে সবাইকে পানি পান করাচ্ছিলেন এবং ফিরে গিয়ে পুনারায় মশক ভর্তি করে আনছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম।)[১৫]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা প্রথমে পরাস্ত হলে ইবলিস (আল্লাহর লা'নত পড়ুক তার ওপর) চিৎকার করে বললো, হে আল্লাহর বান্দারা! পেছন দিক সম্পর্কে সতর্ক হও।* ফলে সামনের সেনাদল পেছনে ফিরে এসে পেছনের সেনাদলের ওপর আক্রমণ শুরু করলো। হুযাইফা হঠাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে তাদের মধ্যে দেখতে পেলেন (যাদেরকে মুসলমানরা মুশরিক সেনাদল মনে করে হত্যা করছিল)। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আল্লাহর বান্দারা! তিনি আমার পিতা। তিনি আমার পিতা। কিন্তু তারা কেউ বিরত হলো না। বরং তাঁকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে ফেললো। তখন হুযাইফা বললেন, আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করুন। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর শপথ। আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়া পর্যন্ত হুযাইফার মধ্যে কল্যাণকামিতা অবশিষ্ট ছিল" (বুখারী)[১৬]

---

* অর্থাৎ হে মুসলমানরা, তোমাদের পেছনে যে দলটি আছে সেটি মুশরিকদের দল। তাদের ওপর আক্রমণ করো। এভাবে শয়তান মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল।

www.amarboi.org

খ. আহ্‌যাব যুদ্ধে

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের দিন সা'দ আহত হন। হিব্বান ইবনে 'আরেকা নামে পরিচিত এক কুরাইশ তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। সে ছিল মা'য়ীস ইবনে আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের হিব্বান ইবনে কায়েস। সে সা'দের বাহুর মধ্যখানে একটি শিরায় তীর বিদ্ধ করেছিল। নিকট থেকে তার সেবা শুশ্রুসার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যে একটি তাঁবু খাটিয়েছিলেন। খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্ত্র শস্ত্র রেখে গোসল করলেন। এমন সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি তখনো তাঁর মাথার ধুলাবালি ঝাড়ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি এখনো অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিনি। তাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়? জিবরাঈল বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইশারা করলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এলাকায় গেলেন। (পনের দিন কঠোর অবরোধের পর) বনু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হলো। (তাদের পরামর্শ অনুযায়ী) এ সিদ্ধান্ত দেবার দায়িত্ব সা'দকে (ইবনে মু'আযকে) অর্পণ করা হলো। সা'দ বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদের হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক এবং সমস্ত সম্পদ বন্টন করে দেয়া হোক। হিশাম বলেন, আমার পিতা আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জানো, যারা তোমার রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং বহিষ্কার করেছে তাদের কারো বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই। হে আল্লাহ! আমার মনে হয়, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধের সমাপ্তি টেনে দিয়েছো। কুরাইশদের বিরুদ্ধে যদি আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে সেজন্য আমাকে জীবিত রাখো। যাতে আমি তোমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। আর তুমি যদি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে থাকো তাহলে আমার ক্ষতকে প্রশস্ত করে দাও এবং এভাবেই আমাকে মৃত্যু দাও। কাজেই তাঁর বক্ষদেশের ক্ষত থেকে সবেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের কিছু লোকের একটি তাঁবুও ছিল। যে রক্ত ধারা তাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল তা দেখে তারা ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, হে তাঁবুর অধিবাসীরা! তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে এটা কি প্রবাহিত হয়ে আসছে? সা'দের ক্ষত স্থান থেকে তখন বিরামহীনভাবে রক্তপাত হচ্ছিল। এতেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" (বুখারী)[১৭]

বুখারী ও মুসলিমের বাইরের হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে যেহেতু চরম বিপদ ও সংকট কালে একজন উম্মুল মুমিনীনের সমাজ জীবনের কর্ম তৎপরতায়-অংশগ্রহণের স্পষ্ট বর্ণনা আছে তাই আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি ছিলেন তখনো বয়সে তরুণ। তাছাড়া চারদিকে বিপদের ঘনঘোর অন্ধকারময়

www.amarboi.org

পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য আগ্রহ তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বেরই প্রমাণ বহন করে। সেটা কেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি ছিল মহান আল্লাহ তা অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন, هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. "সে সময় মুমিনদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছে।"

এটা তাঁর সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, ব্যক্তিত্বকে পরিপক্কতা দান করেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁকে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছে।

"আলকামা ইবনে ওয়াক্‌সা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আহযাব যুদ্ধে আমিও বের হয়ে লোকজনের পেছনে পেছনে অগ্রসর হলাম। ইতিমধ্যে আমি পেছনে কারো চলার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি পেছনে ফিরে সা'দ ইবনে মু'আযকে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে ছিল তাঁর ভাতিজা হারেস ইবনে আওস। তাঁর হাতে ছিল ঢাল। আয়েশা বলেন, আমি তখন মাটিতে বসে পড়লাম। পাশ দিয়েই সা'দ চলে গেলেন। তখন তাঁর দেহ ছিল লৌহবর্মে ঢাকা। তবে তাঁর দেহের একটা অংশ লোহবর্মের বাইরে বেরিয়ে ছিল। আমি তাঁর দেহের সেই অংশটা সম্পর্কে আশংকাবোধ করলাম। আয়েশা বলেন, তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এ রণ সংগীত গেয়ে চলছিলেন,

لبث قليلا يدرك الهيجا جمل : ما احسن الموت اذا حان الاجل

"যুদ্ধের সাক্ষাত পায় কমই
সে পুরুষ উটের মতো শক্তিমান,
কী সুন্দর মৃত্যু যদি যায় ফুরিয়ে সময়
তারে করে আলিংগন!"

আয়েশা বলেন, আমি উঠে একটা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে একদল মুসলমানকে দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব। তাদের মধ্যে আরো একজন লোক ছিলেন যার সারা দেহ লৌববর্মে আবৃত ছিল...। উমর বললেন, তুমি কি জন্য এসেছো? আল্লাহর শপথ! তুমি দেখছি খুব সাহসিনী হয়ে উঠেছো। কোন বিপদ আসবেনা কিংবা একস্থান থেকে অন্যস্থানে পশ্চাদপসরণ করতে হবে না এমন নিশ্চয়তা তোমাকে কে দিল? তিনি আমাকে তিরস্কার করতে থাকলেন। আমার মনে হলো, সেই মুহূর্তে মাটি যদি দু'ভাগ হয়ে যেতো এবং আমি তার মধ্যে আশ্রয় নিতে পারতাম তাহলেই ভাল হতো। আয়েশা বলেন, তখন সেই ব্যক্তি তার চেহারা থেকে আবরণ সরিয়ে ফেললো। দেখলাম তিনি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। তিনি বললেন, আজকে তুমি খুব বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো হে উমর! মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে ছাড়া আজকে পলায়ন বা পশ্চাদপসরণ আর কোথায়? আয়েশা বলেন, ইবনুল আরাকা নামক কুরাইশ গোত্রের এক মুশরিক সা'দের প্রতি তীর

নিক্ষেপ করতে লাগলো। সে সা'দকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে করতে বললো, আমি আরাকার পুত্র। আমার তীর প্রতিরোধ করো। তীর সা'দের বাহুর মধ্যভাগে শিরায় বিদ্ধ হলো। সা'দ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! কুরাইযা গোত্রের ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিও না। জাহেলী যুগে তারা (সা'দের গোত্র) ও বনু কুরাইযা ছিল পরস্পরের সাহায্যকারী মিত্র। আয়েশা বর্ণনা করেন, এরপর সা'দের ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহ মুশরিকদের বিরুদ্ধে ঝড়ো বাতাস পাঠালেন। যুদ্ধে মুমিনদের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ পরম শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। এরপর আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গী-সাথীরা তিহামায় পৌঁছে গেল। উয়াইনা ইবনে বদর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পৌঁছলো নাজদে। বনু কুরাইযা ফিরে গিয়ে তাদের দুর্গসমূহে আশ্রয় নিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে যুদ্ধাস্ত্রগুলো রেখে দিলেন এবং মসজিদে সা'দের জন্য একটি চর্মনির্মিত তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হলো। আয়েশা বর্ণনা করেন, এই সময় জিবরাঈল এসে হাজির হলেন। তখনো তাঁর শরীরে ধুলাবালি লেগে ছিল। তিনি তাঁকে [নবী (স)] বললেন, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর শপথ? ফেরেশতারা এখনো অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করেনি। বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ুন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। আয়েশা বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বর্ম পরিধান করলেন এবং অভিযানে রওয়ানা হওয়ার জন্য সাধারণ ঘোষণা করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদের চারদিকে বসবাসকারী বনী গানামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এলাকা দিয়ে কে অতিক্রম করেছে? তারা বললো, দেহইয়া কালবী অতিক্রম করেছেন। দেহইয়া কাল্‌বীর মতো দাড়ি, দাঁত ও চেহারা নিয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হতেন। আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী কুরাইযার এলাকায় গিয়ে তাদেরকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখলেন। অবরোধ কঠোর হয়ে উঠলে এবং চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হলে তাদেরকে বলা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত মেনে নাও। এ ব্যাপারে তারা আবু লুবাবা ইবনে মুনযিরের সাথে পরামর্শ করলে সে তাদেরকে হত্যা করা হবে বলে ইংগিত দিল। তাই তারা বললো, আমরা সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্ত মেনে নেবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। তোমরা সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্তই মেনে নাও। তারা তাই মেনে নিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। গাধার পিঠে জিন পেতে তাতে বসিয়ে তাকে আনা হলো। তাঁর লোকজন তাঁকে ঘিরে সাথে সাথে চলছিল। তারা বললো, হে আবু আমর! এরা (বনু কুরাইযা) তোমার মিত্রগোত্র, বন্ধু, যুদ্ধপটু এবং আরো কত কিছু তা তুমি জানো। কিন্তু তিনি তাদেরকে কোন জবাব দিলেন না কিংবা তাদের প্রতি দৃকপাতও করলেন না। তিনি তাদের আবাস এলাকার নিকটবর্তী হলে তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে ফিরে বললেন, আমার

জন্য আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া না করার সময় এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু সাঈদ বলেছেন, তাঁর আসার খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছানো হলে তিনি বললেন, তোমাদের নেতার কাছে এগিয়ে যাও এবং তাকে নামিয়ে আনো। উমর বললেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহই আমাদের নেতা। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে নামিয়ে আনো। সবাই তাঁকে নামিয়ে আনলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দকে বললেন, তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দাও। সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো ঃ তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হোক, নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক এবং সম্পদ বন্টন করে দেয়া হোক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালার অনুরূপ ফায়সালাই করেছো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, এরপর সা'দ এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! কুরাইশদের বিরুদ্ধে তোমার নবীর আর কোন যুদ্ধ যদি থেকে থাকে তাহলে সেজন্য আমাকে জীবিত রাখো। আর যদি তাঁর ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও। আয়েশা বলেন, তারপর তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত পুনরায় শুরু হলো। অথচ ইতিপূর্বে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। আঘাতের স্থানে সামান্যমাত্র ক্ষত ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে যে তাঁবু খাটিয়েছিলেন তিনি সেখানে ফিরে গেলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও উমর তাঁর কাছে হাজির হলেন। আয়েশা বলেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি আমার ঘর থেকে আবু বকর ও উমরের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আল্লাহ বলেছেন, তাঁরা ছিলেন পরস্পরের জন্য অতীব দয়াদ্র হৃদয়। আলকামা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাজান, সেই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তিনি বললেন, কারো জন্য তাঁর চোখে অশ্রু দেখা যেতো না। কিন্তু তাঁর মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হলে তিনি নিজের দাড়ি স্পর্শ করতেন।(আহমদ) [১৮]

www.amarboi.org

হিজাব ফরয হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সামাজিক যোগাযোগ ও পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলা

যে বিষয়টি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো হিজাব ফরয হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁদের পারিপার্শ্বিক জীবনধারা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেননি। বরং রসূলের (স) কর্ম তৎপরতায় কিছু পরিমাণ অংশগ্রহণ সব সময় বজায় রেখেছেন। একইভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের পরও হিজাবের মধ্যে তথা পর্দান্তরালে অবস্থান করেই সমাজ জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং তার নানা রকম কল্যাণ কর্ম পরিচালনা করে যাওয়া ছাড়াও মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। অর্থাৎ হিজাব জীবনের বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করে দিলেও সুর পথ একেবারে বিচ্ছিন্ন কিংবা পুরুষদের সাথে সাক্ষাত একেবারে বন্ধ করে দেয়নি, আসলে হিজাব হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে পুরুষদের দেখা-সাক্ষাতের বিশেষ বিধান, যা সাধারণ ঈমানদার মহিলাদের থেকে তাদের স্বতন্ত্রভাবে বৈশিষ্ট মন্ডিত করে।[১৯] মেয়েদের সমাজ জীবনের তৎপরতায় অংশ গ্রহণ নিয়ম হিসেবে চালু ছিল। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন সমাজে তারা কখনো পিছিয়ে ছিলেন না। এমন কি একান্ত বিশেষ পরিস্থিতিতেও শরীয়ত পুরুষদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রকে শর্তযুক্ত করলেও একেবারে সংকুচিত বা নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা এখানে কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

এক. তাদের রসূলের (স) মজলিসকে অনুসরণ করা এবং কোন কোন সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করা

“আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো এবং সেসময় তিনি (হযরত আয়েশা) দরজার আড়াল থেকে শুনছিলেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! নামাযের সময় এসে যায় এবং আমি তখন জুনুবী থাকি (যার ফলে গোসল ওয়াজিব হয়), এ অবস্থায় কি আমি রোযা রাখবো? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আমারো (কখনো) নামাযের সময় হয়ে যায় এবং আমি তখন জুনুবী থাকি কিন্তু এরপরও আমি রোযা রাখি। একথায় সে ব্যক্তি বললো, আপনি আমাদের মতো নন হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার আগের পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, আমি আশা রাখি আমি হবো তোমাদের সবার চাইতে বেশী আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং তোমাদের সবার চাইতে আমি সেসব বিষয় জানি যেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে।” (মুসলিম)[২০]

www.amarboi.org

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল। সেই সময় এক গ্রাম্য আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি পূরণ করবেন না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সুখবর গ্রহণ করো। সে বললো, আপনি আমাকে সুখবর গ্রহণের কথা অনেক বলেছেন। এতে তিনি ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মত আবু মূসা ও বেলালের দিকে ফিরে বললেন, এ ব্যক্তি তো সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলো। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন। তার মধ্যে নিজের হাত ও মুখ ধুলেন এবং কুলি করলেন। তারপর বললেন, তোমরা দু'জন এ থেকে পান করো এবং নিজেদের চেহারা ও বুকে ছিটিয়ে দাও আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে তাই করলেন। উম্মে সালামা পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের (অর্থাৎ আমার) জন্যও কিছুটা রেখে দিও। তারা তাঁর জন্যও কিছুটা রেখে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২১]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়েদ ইবনে হারেসা, জা'ফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর এলে তিনি শোকবিহবল হয়ে বসে পড়লেন। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, জা'ফরের স্ত্রী ও তার বাড়ির মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তিনি তাকে তাদেরকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করার হুকুম দিলেন। সে চলে গেল এবং পুনরায় এসে বললো, তারা আমার কথা মানছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে নিষেধ করো। তৃতীয়বার এসে সে বললো, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদেরকে মানাতে পারিনি। আয়েশা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বললেন, তাদের মুখের ওপর মাটি ছুড়ে দাও (অর্থাৎ তাদেরকে অবশ্যই থামাও) আমি বললাম, তোমার নাসিকা ধুলামালিন হোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা তুমি করতে পারনি এবং তাঁকে কষ্ট দেয়াও পরিত্যাগ করোনি।" (বুখারী ও মুসলিম) [২২]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবা গোশত খেতে উদ্যত হলেন। তাদের মধ্যে সা'দও ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের একজন তাদের ডেকে বললেন, ওটা গুইসাপের গোশত। এতে তারা সবাই হাত গুটিয়ে নিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাও অথবা খাওয়াও। কারণ তা হালাল অথবা বললেন, (এ খাওয়াতে) ক্ষতি নেই .....। তবে এটা আমার খাদ্য নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে দরজার বাইরে কলহ শুনে কলহকারীদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বাদী ও বিবাদীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যধিক বাকপটু হয়ে থাকে। কিন্তু আমি

www.amarboi.org

মনে করি যে, সে সত্য কথা বলেছে এবং সেই মোতাবেকই আমি ফয়সালা করে থাকি। এভাবে আমি যদি কোন মুসলমানের হক থেকে কারো জন্য ফয়সালা করি, তাহলে সেটা জাহান্নামের একটা অংশ। সে চাইলে তা গ্রহণ করতে কিংবা পরিত্যাগ করতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৪]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার বাইরে উচ্চ স্বরে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। একজন আরেকজনকে ঋণের প্রাপ্য আংশিক মাফ করে দিতে ও তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আহবান জানাচ্ছে। কিন্তু সে বলছে, আল্লাহর কসম! আমি তা করবো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে বললেন, কোথায় সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কসম করে বলছে যে, সে ভাল কাজ করবেনা? সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমিই সেই ব্যক্তি। আমি তার জন্য এটা মেনে নিলাম অর্থাৎ আমি তা পছন্দ করি।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

"উবাদা ইবনে সামেত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। আয়েশা অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোন স্ত্রী বললেন, আমরা মৃত্যুকে পছন্দ করিনা। তিনি বললেন, আমি সেকথা বলছিনা। বরং বলছি যে, মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছে বলে আনন্দিত হয়। সুতরাং সামনে যা ঘটতে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী প্রিয় আর কিছু তার কাছে থাকে না। তাই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। কিন্তু কাফেরের সামনে মৃত্যু হাজির হলে সে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সুসংবাদ লাভ করে। সুতরাং সামনে যা ঘটতে যাচ্ছে তার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় আর কিছু তার কাছে থাকেনা। তাই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন।" (বুখারী)[২৬]

عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشئ لا ادرى ماهو فاعضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يارسول الله : من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذان قال : وما ذاك ؟ قالت قلت : لعنتهما وسببتهما - قال : او ما علمت ما اشترطت عليه ربى ؟ قلت : اللهم فاى المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاة واجرا ٠

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কোন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথা বললো। বিষয়টি কি তা

www.amarboi.org

অবশ্য আমি জানিনা। তবে তাদের কথা রসূলুল্লাহকে (স) ক্রোধান্বিত করলো। তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিলেন এবং বকাঝকা করলেন। তারা দুজন বেরিয়ে গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যারা কিছু কল্যাণ লাভ করেছে এরা দু'জন তাদের অর্ন্তভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা কি করে হতে পারে? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আপনি তাদেরককে অভিশাপ দিলেন এবং তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি জানো না এ ব্যাপারে আমি আমার রবের সাথে কি শর্ত করেছি? আমি বলেছি, হে আল্লাহ, আমি মুসলমানদের যাকেই অভিশাপ দেব এবং তিরস্কার করবো তুমি সেটিকে তার জন্য পবিত্রতা অর্জন ও পুরস্কার লাভে রূপান্তরিত করে দিয়ো।" (মুসলিম)[২৭]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, তাকে আসতে দাও, সে গোত্রের সবচেয়ে নিন্দনীয় লোক। কিন্তু সে প্রবেশ করলে তিনি অতি নম্র ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কথা বললেন আবার তার সাথে নম্র ভাষায় আলাপ করেলেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যার দুর্ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ অথবা বর্জন করে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো, আমি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নবী (স) বললেন, কিভাবে? সে বললো, আমি রমযান মাসে স্ত্রী সংগম করেছি। নবী (স) বললেন, সাদকা করে দাও। সে বললো, আমার কাছে কিছুই নেই। এরপর সে বসে থাকলো। ইতিমধ্যে গাধায় সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি নবী (স) এর কাছে আসলো। তার সাথে খাদ্যদ্রব্য ছিল। (এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, ঐগুলো কি খাবার ছিল তা আমি জানিনা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগুনে পুড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত ব্যক্তি কোথায়? সে বললো, আমি এখানেই আছি। নবী (স) বললেন, এ গুলো নিয়ে যাও এবং সাদকা করে দাও। সে বললো, আমার চেয়েও অভাবী মানুষ কে? আমার পরিবার পরিজনের জন্য কোন খাবার নেই। নবী (স) বললেন, তাহলে তোমরাই এগুলো খাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৯]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু কঠোর হৃদয় ও দয়ামায়াহীন 'বদ্দু' এসে প্রশ্ন করতো, কিয়ামত কখন হবে? নবী (স) তাদের মধ্যে বয়সে সর্ব কনিষ্ঠের প্রতি তাকিয়ে বলতেন, এ যদি বেঁচে থাকে তাহলে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, এর অর্থ তাদের মৃত্যু হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার বাড়িতে বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার প্রতি ইশারা করলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন

www.amarboi.org

এবং আমরা হাঁটতে থাকলাম। অবশেষে তিনি তাঁর এক স্ত্রীর ঘরের কাছে এসে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পরে আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি সেখানে হিজাবের মধ্যে প্রবেশ করলে তিনি (স্ত্রীদের) জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরের খাবার কি আছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনটি রুটি এনে উঁচু একটি পাত্রের ওপর রাখা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উঠিয়ে নিয়ে তাঁর সামনে রাখলেন এবং আরেকটি রুটি তুলে নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। তারপর তৃতীয় রুটিটা তুলে নিয়ে দুই ভাগ করে অর্ধেক নিজের সামনে এবং অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, কোন তরকরি আছে কি? তাঁরা বললেন, তরকারি নেই, তবে কিছু সিরকা আছে। তিনি বললেন, তাই আনো, ওটা তো উত্তম তরকারি।" (মুসলিম)[৩২]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে অবস্থানকালে অপর এক স্ত্রী একটি পাত্রে করে কিছু খাবার পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তিনি খাদেমের হাতের ওপর আঘাত করায় পাত্রখানা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের টুকরোগুলো একত্রিত করলেন। পরে তাতে যে খাবার ছিল তা একত্র করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমাদের মায়ের আত্ম মর্যাদাবোধে লেগেছে। তারপর যার ঘরে তিনি অবস্থান করছিলেন তার নিকট থেকে আরেকটি পাত্র না আনা পর্যন্ত তিনি খাদেমকে থামিয়ে রাখলেন। যার পাত্র ভেঙেছিল ভাল পাত্রখানা তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যে ভেঙ্গেছিল ভাঙা অংশগুলো তার ঘরে রেখে দিলেন।" (বুখারী)[৩৩]

"সাদ ইবনে ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই সময় তাঁর কাছে একদল কুরাইশ মহিলা ছিল। তারা উচ্চস্বরে তাঁর সাথে কথা বলছিল এবং আরো অধিক দাবি করছিল। কিন্তু উমর প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তারা উঠে দ্রুত হিজাবের আড়ালে চলে গেল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তখন হাসছিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার হাসি স্থায়ী করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে সব মেয়েরা আমার কাছে ছিল তাদের কর্মকান্ড দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তারা তোমার কণ্ঠ শুনেই দ্রুত হিজাবের আড়ালে চলে গেল। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে বেশী ভয় করা তাদের উচিত। তারপর বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা! তোমরা কি আমাকে ভয় পাও এবং আল্লাহর রসূলকে ভয় পাওনা? তারা বললো, হ্যাঁ তাই, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাইতে কর্কশ ও কঠোর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! শয়তানও তোমাকে কোন পথে চলতে দেখলে সে পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

www.amarboi.org

দুই. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফর সঙ্গিনী হওয়া

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত....। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে যেতে মনস্থ করলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। যার নামে লটারী উঠতো তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সফরে যেতেন। আয়েশা বলেন, এক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলে আমার নাম উঠলো। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম। এটা হিজাবের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদা সহ সওয়ারীর পিঠে উঠিয়ে দেয়া হতো এবং হাওদা সহই নামানো হতো। আমরা সফরে রওয়ানা হলাম। এ যুদ্ধাভিযান শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরতি যাত্রা করলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম (এবং এক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলাম)। সে সময় এক রাতে তিনি কাফেলা রওয়ানা হবার ঘোষণা দিলেন। কাফেলার যাত্রা ঘোষণা করা হলে আমি উঠে হাঁটতে হাঁটতে সেনাদল অতিক্রম করলাম। প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে আমি কাফেলার মধ্যে ফিরে এলাম। সেই মুহূর্তে আমি গলায় হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম যে, ইয়ামানের যিফারে তৈরী যে হারটি আমার গলায় ছিল তা ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি হার অনুসন্ধান করতে ফিরে গেলাম এবং তা খুঁজে পেতে দেরী হয়ে গেল। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে যারা আমার হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে বাঁধতো তারা এসে হাজির হলো এবং হাওদা উঠিয়ে আমার সওয়ারী উটের পিঠে বেঁধে দিল। তারা মনে করেছিল আমি হাওদার মধ্যেই আছি।.....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে যাত্রা করতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। একবার আয়েশা ও হাফসার নামে লটারী উঠলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল সফরে রাতের বেলা তিনি আয়েশার সাথে কথা বলতে চাইতেন। হাফসা আয়েশাকে বললেন, আজ রাতে তুমি আমার উটে এবং আমি তোমার উটে সওয়ার হলে কেমন হয়? তাতে আমি ও তুমি উভয়েই ব্যাপারটা দেখবো। হযরত আয়েশা হাফসার উটে সওয়ার হলেন....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬]

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীস অপরজনের বর্ণিত হাদীসকে সত্যায়িত করছে। তারা বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা করলেন।..... যখন তাদের কেউ-ই তাঁর আদেশ পালনে অগ্রসর হলো না তখন তিনি উম্মে সালামার কাছে গিয়ে লোকদের যে আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন তা তাঁকে বললেন.....।" (বুখারী) [৩৭]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন এক সফরে আমরা তাঁর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শে ছিলাম তখন আমার একটি হার ছিঁড়ে হারিয়ে গেল ....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮]

www.amarboi.org

তিন. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের একজনকে হাবশীদের খেলাধুলা দেখিয়েছিলেন

"আয়েশা থেকে বর্ণিত .... সেটি ছিল ঈদের দিন। সেদিন হাবশীরা ঢাল ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলছিল। একবার হয় আমি নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবদার করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর পেছনে এমনভাবে দাঁড় করালেন যে, আমার গন্ডদেশ তাঁর গন্ডদেশের সাথে লেগে ছিল। তিনি তাদেরকে বলছিলেন, হে বনু আরফিদা, খেলা চালিয়ে যাও। পরিশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বললেন, তুমি কি পরিতৃপ্ত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, [৩৯ক] খেলাধূলার প্রতি কত আগ্রহ থাকতে পারে তা অনুমান করুন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯খ]

চার. সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা

উম্মে সালামা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইমামের খোতবা শোনার প্রতি মনোযোগ দেন

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনতাম মানুষ হাওযে কাওসার সম্পর্কে আলোচনা করতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হাওযের আলোচনা শুনিনি। একদিন সেই সুযোগও আসলো। দাসী আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। এমন সময় আমি শুনলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, "হে মানব সমাজ!" আমি তখন দাসীকে বললাম, আমাকে একটু শুনতে দাও। সে বললো, তিনি পুরুষদের সম্বোধন করেছেন, মেয়েদেরকে নয়। আমি বললাম, (তিনি মানব সমাজ বলে সম্বোধন করেছেন) আমিও একজন মানুষ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযের পাশে গিয়ে হাজির হবো। তখন তোমাদের কেউ আমার কাছে আসবে। কিন্তু বেওয়ারিশ উটকে যেমন বাধা দেয়া হয় তাকেও সেইভাবে বাধা দেয়া হবে। আমি বলবো, এরূপ করার কারণ কি? বলা হবে, আপনার পরে তারা যেসব কাজ করেছে তা আপনি জানেন না। তখন আমি বলবো, দূর হও।" (মুসলিম)[৪০]

কল্যাণকর কাজে দান করার জন্য যয়নাব বিনতে জাহাশ পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করতেন

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কয়েকজন একবার তাঁকে বললেন, আমাদের মধ্যে কে অতি সত্বর আপনার (মৃত্যুর পর) সাথে মিলিত হবে? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশী লম্বা সে। তখন তাঁরা একটি নল নিয়ে মাপতে শুরু করলেন। দেখা গেল তাদের মধ্যে

www.amarboi.org

সাওদার হাত সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। কিন্তু (যয়নাব বিনতে জাহাশের মৃত্যুর পর) তারা বুঝলেন যে, লম্বা হাতের অর্থ ছিল দানশীলতা। আমাদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি দান খয়রাত করতে ভালোবাসতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উত্তম, অত্যধিক খোদাভীরু, অধিক সত্যবাদিনী, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারিনী, বেশী দানশীলা এবং সাদকা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অধিক কায়িক পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনকারিনী যয়নাব ছাড়া আর কোন মহিলাকে দেখিনি।" (মুসলিম)[৪২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ...হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থের মানাকিব অধ্যায়ে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন, যয়নাব ছিলেন একজন হস্তশিল্পী মহিলা। তিনি চামড়া পাকা ও সেলাই করে (তার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ) আল্লাহর পথে দান করতেন। হাকেম মুসলিমের শর্তানুসারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪৩]

সাধারণ সংকট সমাধানে তাঁকে উম্মে সালামার পরামর্শ

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তারা একে অপরের হাদীস সত্যায়িত করেন। তারা বলেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা করেন ....সুহাইল ইবনে আমর এসে নবী (স)কে বললেন, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখক ডেকে বললেন, লেখ...চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে রসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবাদের বললেন, এখন গিয়ে কুরবানী করো এবং মাথা কামিয়ে ফেলো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! তাদের মধ্যে থেকে একজনও উঠলোনা। তিনি তিনবার একথা বললেন। কিন্তু একজনও যখন উঠলো না তখন তিনি উম্মে সালামার কাছে গিয়ে ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি তা পছন্দ করবেন! আপনি নিজে মাথা মুন্ডনকারীকে ডেকে মাথা মুন্ডন করিয়ে নিন। কিন্তু কারো সাথে একটি কথাও বলবেন না। একথা শুনে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং তাদের কারো সাথে একটি কথা না বলে একাজ সম্পন্ন করলেন। তিনি তাঁর দুম্বা কুরবানী করলেন এবং মাথামুন্ডনকারীকে ডেকে মাথা মুন্ডন করালেন। সবাই যখন তা দেখলো তখন তারাও উঠে কুরবানী করলো এবং একজন আরেকজনের মাথা মুন্ডন করতে থাকলো।" (বুখারী)[৪৪]

ভীষণ কায়িক শ্রমে রত কিছু সংখ্যক শ্রমিকের প্রতি উম্মে সালামার সহানুভূতি

"আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'ব ইবনে মালেক থেকে শুনেছি। যে তিনজনের তওবা কবুল করা হয়েছিল তিনি তাদের অন্যতম। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত যুদ্ধ করেছেন তার দু'টি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকেই তিনি বিরত থাকেননি। সে দুটি যুদ্ধ হলো বদর যুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স) তাবুক অভিযান থেকে সকাল বেলা ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার কোন বাহানা পেশ না করে সত্য কথা বলার পাকা সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি কোন সফর থেকে সাধারণত সকাল বেলা ফিরে আসতেন এবং প্রথমে মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। (তাবুক থেকে ফিরে এসে) নবী (স) আমার ও আমার দুই সাথীর সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু আমাদের ছাড়া আর যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল তাদের কারো সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন না। সুতরাং সবাই আমাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে শুরু করলো। এভাবে আমার দীর্ঘ সময় কেটে গেল। আমার সবচেয়ে গুরুতর চিন্তা ছিল এই যে, আমি যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি এবং নবী (স) আমার জানাযা না পড়েন। কিংবা রসূলুল্লাহ (স) এর মৃত্যু এসে যায় আর আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায়ই থেকে যাই এবং মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক বর্তমানের মতই থেকে যায়। অর্থাৎ কেউ যদি আমার সাথে কথা না বলে এবং মৃত্যু হলে জানাযার নামায না পড়ে। অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন উম্মে সালামার ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল তখন আল্লাহ তাআলা আমার তওবা কবুল করে তাঁর নবীর (স) ওপর অহী নাযিল করলেন। উম্মে সালামা আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং আমার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামা! কা'বের তওবা কবুল হয়েছে। উম্মে সালামা বললেন, এই সুখবর জানিয়ে আমি কি তার কাছে কাউকে পাঠাবো? নবী (স) বললেন, এতে সব মানুষ এখানে এসে ভিড় জমাবে এবং সারা রাত তোমার ঘুমে বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং ফজরের নামায পড়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর পবিত্র চেহারা ঝলমলিয়ে উঠতো এবং তা চাঁদের টুকরো বলে মনে হতো। যে সব লোক মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করে রেহাই পেয়েছিল, আমরা তিনজন-যাদের তওবা কবুল হয়েছিল-তাদের থেকে অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করলেন। (তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণে বিরত থেকে যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল আল্লাহ তাদের এত নিন্দা করেছেন যে ততটা নিন্দা করে আর কারোর উল্লেখ করেননি।) সূরা তওবার ৯৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا

الله من اخباركم و سيرى الله عملكم ورسوله الاية

'(হে নবী) আপনি মদীনায় তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আপনার কাছে এসে নানা ওজর-আপত্তি পেশ করতে থাকবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অযথা ওজর

www.amarboi.org

পেশ করো না। আমরা কখনো তোমাদের ওজর বিশ্বাস করবোনা। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের সব খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অচিরেই তোমাদের সব ক্রিয়াকলাপ দেখবেন। অতপর গায়েব ও হাজির অর্থাৎ দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু যিনি জানেন তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে সে সব বিষয় জানিয়ে দেব যা তোমরা করেছিলে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক দূরাঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থার খোঁজ খবর নেয়া

"আবদুর রহমান ইবনে শামাসাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একটি বিষয় সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে জানতে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি মিসরের একজন অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমাদের এই লোককে (নতুন নিয়োগকৃত গভর্নর) তোমাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে কেমন দেখতে পাচ্ছো? তিনি বললেন, আমরা তাকে খারাপ কিছু করতে দেখছি না। আমাদের কোন লোকের উট মরে গেলে তিনি তাকে উট দান করেন, ক্রীতদাস মারা গেলে ক্রীতদাস দান করেন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিলে তা দিয়ে দেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের সাথে তিনি যে আচরণ করেছেন তা সত্ত্বেও আমি আমার এই ঘরে বসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কথা বলতে শুনেছি তা তোমাকে শুনানো থেকে বিরত থাকবো না। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ্! যার ওপর আমার উম্মতের কোন দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে সে যদি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে তাহলে তুমি তার প্রতি কঠোর হও। আর যার ওপর আমার উম্মতের কোন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ কর।" (মুসলিম)[৪৬]

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হাফসার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার পিতা তাঁর পর খলীফা হওয়ার জন্য কারো ব্যাপারে অছিয়ত করে যাচ্ছেন না। আমি বললাম, তিনি তা করবেননা। হাফসা বললেন, তিনি অবশ্যই তা করবেন। ইবনে উমর বলেন, এতে আমি তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো বলে শপথ করলাম। আমি চুপচাপ সকাল পর্যন্ত কাটালাম কিন্তু তাঁর সাথে কোন কথা বলতে পারলাম না। এতে মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার ডান হাতের ওপর একটি পাহাড় বহন করে চলছি। অবশেষে আমি ফিরে এসে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তারপর আমি তাঁকে বললাম, আমি লোকজনকে একটি কথা বলতে শুনেছি এবং তখন থেকেই তা আপনাকে অবহিত করবো বলে শপথ করেছি। লোকজন বলছে যে, আপনি খেলাফতের ব্যাপারে কারো সম্পর্কে অসিয়ত করবেন না। আচ্ছা, যদি আপনার উট বা বকরীর রাখাল থাকে এবং সে উট বা বকরীগুলোকে ফেলে আপনার কাছে চলে আসে তাহলে তো সে বাড়াবাড়ি এবং অযত্ন ও অবহেলা করেছে বলে আপনি মনে করবেন। মানুষের তত্ত্বাবধান তো এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতে

তিনি আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। তিনি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন এবং পরে মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর দীন রক্ষা করবেন। আমি যদি কাউকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে না যাই তাহলে তা হবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ। কারণ তিনিও কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। আর যদি আমি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাই তাহলে সেটা হবে আবু বকরের অনুসরণ। তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। ইবনে উমর বলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের উল্লেখ করায় আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি কাউকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ করবেন না। অতএব তিনি কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করছেন না।" (মুসলিম)[৪৭]

আয়েশার (রা) একজন সম্মানিত সাহাবার জানাযা পড়ার আকাংখা

"আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তিনি তার জানাযা পড়তে পারেন। কিন্তু লোকজন অস্বীকার করলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল ইবনুল বাইদার জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন, লোকজন তা কত দ্রুত ভুলে গেল?" (মুসলিম)[৪৮]

হযরত উসমানের (রা) হত্যাকারীদের থেকে কিসাস গ্রহণের জন্য হযরত আয়েশার (রা) তৎপরতা

"আবু মার্য়াম আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (হযরত উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাসের দাবীতে) হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের (রা) বসরায়[৪৯ক] গেলে হযরত আলী (রা) আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হাসান ইবনে আলীকে (রা) বসরায় পাঠালেন। তাঁরা কুফায় আমাদের কাছে আসলেন এবং মসজিদের মিম্বারে বক্তৃতার জন্য উঠলেন। হাসান ইবনে আলী মিম্বারের উপরের অংশে এবং আম্মার ইবনে ইয়াসার নীচের অংশে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁদের বক্তব্য শোনার জন্য সমবেত হলাম। আমি আম্মারকে বলতে শুনলাম, আয়েশা বসরায় আগমন করেছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, না আয়েশার আনুগত্য করো।" (বুখারী)[৪৯খ]

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে,...এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়েরের যুক্তি ছিল, তাঁরা মানুষকে সংশোধন করতে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের সবার থেকে কিসাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত আলীর (রা) সিদ্ধান্ত ছিল, সবাই আনুগত্য (শপথ গ্রহণ) করুক (যাতে বিশৃংখলা দূরীভূত হয়) এবং হযরত উসমানের উত্তরাধিকারীগণ যথাযথভাবে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কিসাসের দাবী উত্থাপন করুক।[৫০]

www.amarboi.org

পাঁচ. লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে যেতো

প্রশংসা করতে ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য লোকজন তাদের কাছে যেতো

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে আমার গলার হার ছিঁড়ে পড়ে গেল। হারটি খোঁজার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করলে লোকজনও সেখানে অবস্থানের জন্য থেমে পড়লো। স্থানটিতে পানি ছিলনা। লোকজন আবু বকর সিদ্দীকের কাছে গিয়ে বললো, আয়েশা কি কান্ড করে বসেছেন তা কি দেখেছেন? তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং লোকজনকে অবস্থান করতে বাধ্য করেছেন। অথচ এখানে পানি নেই। তাছাড়া লোকদের সাথেও পানি নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন এমন সময় আবু বকর এসে বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও লোকজনকে এমন এক স্থানে আটকে রেখেছো যেখানে পানি নেই এবং লোকজনের সংগেও পানি নেই। আয়েশা বলেন, আবু বকর আমাকে বকাঝকা ও তিরস্কার করলেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার পাঁজরের নিম্নাংশে ধাক্কা মারতে থাকলেন। আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা থাকায় আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। পানি নেই এমন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জেগে উঠলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন। তখন সবাই তায়াম্মুম করলেন। উসাইদ ইবনে হুদাইর বললেন, হে আবু বকরের বংশধর! তোমাদের কারণে লব্ধ কল্যাণ এই প্রথম নয়। অপর একটি বর্ণনায় আছে,[৫২] উসাইদ ইবনে হুদাইর আয়েশাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহর শপথ! আপনি পছন্দ করেন না, এমন ঘটনা যখনই ঘটেছে তখনই তার পরিবর্তে আল্লাহ আপনাকে ও সমস্ত মুসলমানকে কল্যাণ দান করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩]

আমর বিল মারুফের কাজের জন্যও লোকজন তাদের কাছে যেতো

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...(উমর) বলেন, একদিন আমি একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, তখন আমার স্ত্রী বললেন, এভাবে এবং এভাবে করলেই তো হয়ে যেতো। উমর বলেন, এতে আমি তাকে বললাম, তোমার কি প্রয়োজন? যে কাজে তোমার প্রয়োজন নেই তাতে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো কেন? তখন আমার স্ত্রী বললেন, কি আশ্চর্য হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি চাওনা যে, আমি তোমার কথার জবাব দিই। অথচ তোমার কন্যা (হাফসা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার জবাব দিয়ে থাকে। এমনকি এতে তাঁর (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারাদিন মন খারাপ করে থাকার ঘটনাও ঘটে। এতে উমর তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর চাদরখানা নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং হাফসার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! তুমি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের ওপর তাঁর কথার জবাব দাও, যার ফলে সারাদিন তাঁর মন খারাপ থাকে? হাফসা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। আমি বললাম, জেনে রাখো, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা যাঁকে গর্বিতা করে রেখেছে তাঁকে দেখে তুমি প্রবঞ্চিত হয়োনা। এ কথা দ্বারা উমর আয়েশার প্রতি ইংগিত করছিলেন। উমর বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে উম্মে সালামার কাছে গেলাম। কারণ তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। আমি তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, কি আশ্চর্য! আপনি দেখছি সব কিছুতেই হস্তক্ষেপ করছেন। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছেন। আল্লাহর শপথ, তিনি এমন কঠোরভাবে আমাকে পাকড়াও করলেন যে, আমার সমস্ত উৎসাহ চুরমার করে ফেললেন। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, উমর বলেন, তারপর আমি আয়েশার কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, হে আবু বকরের কন্যা! আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেবেন তা কি আপনার কাজ হতে পারে? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? নিজের বিষয়ে চিন্তা করুন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হিজাব ফরয হওয়ার পর সওদা একদিন প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হলেন। তিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা মহিলা। তাই যারা তাঁকে চিনতো তাদের কাছে তাঁর পরিচয় গোপন থাকতো না। উমর তাঁকে দেখে বললেন, হে সওদা, আল্লাহর শপথ! আপনি তো আমাদের কাছে নিজেকে গোপন করতে পারবেন না। তাহলে ভেবে দেখুন কি করে বের হবেন? এ কথা শুনে সওদা ফিরে আসলেন। সেই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা হাড্ডি। এসময় সওদা প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে উমর আমাকে এরূপ এবং এরূপ কথা বলেছে। আয়েশা বলেন, এ সময় আল্লাহ তাঁর (রসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর অহী নাযিল করলেন। অহী নাযিল শেষ হলো। হাড্ডির টুকরো তখনো তাঁর হাতেই ছিল। তিনি বললেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]

"সাঈদ ইবনে হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...আমি আয়েশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং হাকীম ইবনে আফলাহ এর কাছে আমাকে সাথে নিয়ে তাকে আয়েশার কাছে যেতে বললাম। তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছে যাব না। কারণ আমি তাঁকে আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের অনুসারীদের ব্যাপারে কিছু বলতে নিষেধ করেছি। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাসের দাবীতে তালহা ও যুবায়েরের সাথে বের হয়েছেন। সাঈদ বলেন, আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিলে তিনি সম্মত হলেন। তারপর আমরা আয়েশার সাথে সাক্ষাতের

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং সেখানে অনুমতি চাইলে তিনি আমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর সামনে হাজির হলাম। তিনি হাকীমকে দেখে চিনে ফেললেন এবং বললেন, কে? হাকীম? হাকীম বললেন, হ্যাঁ।" (মুসলিম)[৫৬]

লোকজন দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে যেতো

"মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে সেখানে হাসসান ইবনে সাবেতকে দেখতে পেলাম। তিনি তাঁকে নিজের রচিত কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন, যার মধ্যে মেয়েদের কথাও ছিল। তিনি আবৃত্তি করছিলেন,

حصان رزان ماتزن بريبة :: وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

'তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিনী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং কোন প্রকার সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাকে অপবাদ দেয়া যেতে পারে না। তিনি ক্ষুধিত থাকেন তবুও কোন সরলমতি নারীর গোশ্‌ত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন না (অর্থাৎ গীবত করেন না)' এ কথা শুনে হযরত আয়েশা তাকে বললেন, কিন্তু আপনি তো সে রকম নন। (আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় হাসসান ইবনে সাবেত শরীক হয়েছিলেন। সুতরাং এই মুহূর্তে তিনি যা বললেন নিজে তা করেননি।) মাসরূক বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বললাম, আপনি তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তো বলেছেন, والـذى تـولى كـبره مـنهـم له عذاب عظـيم۔ "যে এই দায়-দায়িত্বের বড় অংশ বহন করেছে তার জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।" (আহযাব) আয়েশা(রা) বললেন, অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কি আছে? তিনি মাসরূককে বললেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিতেন অথবা তিরস্কার মূলক কবিতা লিখতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭]

"আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা) মিনায় অবস্থানকালে কিছু সংখ্যক কুরাইশ যুবক তাঁর সামনে হাজির হলো। তখন তারা খিলখিল করে হাসছিল। আয়েশা (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হাসছো কেন? তারা বললো, অমুক ব্যক্তি তাঁবুর প্যাঁচানো রশিতে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এতে তার ঘাড় মটকে যাওয়ার অথবা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। (এ ঘটনা দেখে আমরা হাসছি।) আয়েশা (রা) বললেন, এভাবে হাসবে না। আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের শরীরে যদি একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়েও বড় কোন আঘাত পায় তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।" (মুসলিম)[৫৮]

লোকেরা সুপারিশের জন্য তাদের কাছে যেতো

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে বর্ণনা করা হলো যে, তিনি কোন একটি জিনিস কাউকে দিয়েছিলেন। সেটি বিক্রি কিংবা দান করার ব্যাপারে

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আয়েশাকে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমি তাঁর প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করবো। (একথা শুনে) আয়েশা বললো, সে কি সত্যিই একথা বলেছে? আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্র নামে শপথ করছি, আমি কখনো ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বলবোনা। এ বিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হলে ইবনে যুবায়ের আয়েশার (রা) কাছে সুপারিশ পাঠালেন। আয়েশা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এ ব্যাপারে কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমার কসমও ভঙ্গ করবোনা। ইবনে যুবায়েরের কাছে ব্যাপারটি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে তিনি বিষয়টি নিয়ে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূসের সাথে আলোচনা করলেন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন বনী যুহরার লোক। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা আমাকে আয়েশার (রা) কাছে নিয়ে চলো। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ মেনে চলা তাঁর জন্য বৈধ নয়। সুতরাং মিসওয়ার ও আবদুর রহমান গায়ে চাদর জড়িয়ে ইবনে যুবায়েরকে সাথে নিয়ে আয়েশার (রা) কাছে গেলেন। সেখানে পৌছে তারা তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা তাঁকে সালাম জানিয়ে (আসসালামু আলাইকে ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ঃ আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক) বললেন, আমরা কি প্রবেশ করবো? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ, এসো। তাঁরা বললেন, আমরা সবাই কি আসবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ সবাই এসো।" কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তাঁদের সাথে ইবনে যুবায়েরও রয়েছেন। তাঁরা প্রবেশ করলে ইবনে যুবায়ের হিজাবের মধ্যে প্রবেশ করে আয়েশাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে কাঁদতে থাকলেন...। মিসওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাঁকে আল্লাহ্র দোহাই দিতে থাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে কথাও বললেন না এবং তাঁর ওজরও গ্রহণ করলেন না। তাঁরা উভয়েই বলতে থাকলেন, কথাবার্তা বন্ধ করে বিচ্ছিন্ন থাকার যে কাজটি আপনি করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ (তিনি বলেছেন,) কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক (কথা না বলে) পরিত্যাগ করা হালাল নয়। তারা যখন বার বার উপদেশপূর্ণ কথা ও ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করে আয়েশাকে বুঝাচ্ছিলেন তখন আয়েশা (রা) ও তাদেরকে বুঝাচ্ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি তো এ ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করেছি। তাঁরা উভয়ে বুঝাতেই থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বললেন। এ শপথ ভঙ্গের জন্য তিনি চল্লিশজন ক্রীতদাস মুক্ত করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এই শপথের কথা স্মরণ করে এত কাঁদতেন যে চেখের পানিতে তাঁর ওড়না পর্যন্ত ভিজে যেতো।" (বুখারী)[৫৭]

লোকজন রোগ শয্যায় তাঁদেরকে দেখতে যেতো

"আবু মুলায়কা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশার (রা) মৃত্যুর পূর্বে ইবনে আব্বাস (রোগ শয্যয়) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সে সময় আয়েশা (রা) কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তিনি বললেন, আমার আশংকা হয়

যে, তিনি আমার প্রশংসা করবেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি তো আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং একজন বিশিষ্ট মুসলমান। আয়েশা (রা) বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও। ইবনে আব্বাস তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন অনুভব করছেন? তিনি বললেন, ভাল যদি আল্লাহ্কে ভয় করে থাকি। ইবনে আব্বাস বললেন, ইনশাআল্লাহ! আপনি কল্যাণ লাভ করবেন। কারণ আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেননি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল করে আপনার নিষ্পাপ হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ......। অন্য একটি হাদীসে আছে,[৬০] ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি প্রথম সত্যবাদী অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবুবকরের কাছে চলে যাচ্ছেন।" (বুখারী)[৬১]

ছয়. তাঁরা মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিতেন

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে আসলো। তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করা হলে তারা যেন ইবাদতের এই পরিমাণ কম মনে করলো। কিন্তু (পরক্ষণেই আবার) বললো, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ হই কি করে? তাঁর তো আগের ও পরের গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললো, আমি আজীবন সারারাত নামায পড়বো। একজন বললো, আমি সারা বছর দিন রাত রোযা রাখবো, কখনো রোযা ভাঙবোনা। অপরজন বললো, আমি সব সময় নারী সংশ্রব থেকে দূরে অবস্থান করবো, কখনো বিয়ে করবো না। এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি বললেন, তোমরাই সেই সব লোক যারা এরূপ কথা বলছিল? আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহ্কে বেশী ভয় করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি এবং রোযা রাখায় বিরতিও দেই। রাতে নামায পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। যারা আমার এসব রীতিনীতি থেকে বিরত থাকে তারা আমর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়.... মহৎ ও অনুসরণযোগ্য বড় ব্যক্তিদের কর্মপদ্ধতি ও রীতিনীতি অনুসরণের জন্য তাদের জীবনের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া বা অনুসন্ধান চালানো যায় এবং পুরুষদের নিকট থেকে তা জানা সম্ভব না হলে মেয়েদের নিকট থেকে জেনে নেয়া জায়েয।[৬৩]

"আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল স্বভাবত কেমন ছিল? তিনি কি ইবাদত বন্দেগীর জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করে নিতেন? আয়েশা

www.amarboi.org

(রা) বললেন, না, তাঁর ইবাদত হতো স্থায়ী ও বিরতিহীন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে সমর্থ ছিলেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যে তা করতে পারে?" (মুসলিম)[৬৪]

"শুরাইহ্ ইবনে হানী আবু হুরাইরার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। শুরাইহ্ ইবনে হানী বলেন, আমি আয়েশার কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আবু হুরাইরাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। প্রকৃত অবস্থা যদি তাই হয় তাহলে তো আমরা ধংস হয়ে গিয়েছি। আয়েশা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় যারা ধংস হয় তারাই সত্যিকার ধংসপ্রাপ্ত। সেই হাদীসটি কি? শুরাইহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। অথচ মৃত্যুকে অপছন্দ করেনা এমন একটি লোকও আমাদের মধ্যে নেই। আয়েশা (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই একথা বলেছেন। তবে তুমি এর যে অর্থ বুঝেছো তা মোটেই এর অর্থ নয়। এর দ্বারা সেই অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যখন দৃষ্টি বিস্ফারিত ও নিস্পলক হয়ে যাবে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হবে, ভয়ে গায়ের পশম শিউরে উঠবে এবং আঙুলসমূহ কাঁপতে থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবেন। আর যে ব্যক্তি এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করবে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করবেন।" (মুসলিম)[৬৫]

"উবায়দুল্লাহ ইবনুল কিব্‌তিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হারেস ইবনে আবু রাবী'আহ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার কাছে গেলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। যে সেনাদলটি সহ ভূমি ধ্বসে যাবে সে সেনাদলটি সম্পর্কে তারা উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন। এটি ছিল ইবনুয যুবায়েরের সময়ের (মক্কায় যখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসন চলছিল) ঘটনা। উম্মে সালামা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য বায়তুল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরিত হবে। তারা বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলে তাদেরসহ ভূমি ধ্বসে যাবে। উম্মে সালামা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ঐ সেনাদলে যদি এমন কেউ থাকে যে মন থেকে কাজটি অপছন্দ করেছিল (কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করতে বাধ্য হয়েছিল) তার কি হবে? তিনি বললেন, তাকেও ওদের সাথে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তবে কিয়ামতের দিন তার নিয়ত অনুসারে তাকে উঠানো হবে। আবু জা'ফর বলেছেন, এখানে মদীনার অন্তর্গত বায়দা নামক স্থানটির কথা বলা হয়েছে।"(মুসলিম)[৬৬]

www.amarboi.org

"উমাইয়া ইবনে সাফওয়ান তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফওয়ানের মাধ্যমে হাফসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হাফসা) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, একটি সেনাদল এই ঘরের (বায়তুল্লাহ্) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ঐ সেনাদলটি একটি উষর ভূমিতে উপনীত হলে তাদের দলের মধ্যখানের লোকগুলোকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তাদের দলের অগ্রভাগের লোকজন পশ্চাদভাগের লোকজনকে ডাকতে থাকেব। তারপর তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। শুধু তাদের সম্পর্কে খবর দেয়ার মত একজন লোক ছাড়া আর কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না। (এ বর্ণনা শুনে) এক ব্যক্তি বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি হাফসার প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনি এবং হাফসার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনিও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেননি।" (মুসলিম)[৬৭]

"সুমামা (অর্থাৎ ইবনে হাযান আল কুশাইরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশার সাথে সাক্ষাত করে আমি তাঁকে নাবীয (পানিতে খেজুর বা আঙুর ভিজিয়ে তৈরী করা এক প্রকার পানীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আয়েশা (রা) তখন এক হাবশী ক্রীতদাসীকে ডেকে বললেন, একে জিজ্ঞেস করো। কারণ সে-ই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নাবীয প্রস্তুত করতো। হাবশী ক্রীতদাসী বললো, আমি চামড়ার একটি ছোট মশকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রাতের বেলা 'নাবীয' প্রস্তুত করতাম এবং রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে লটকিয়ে রাখতাম। সকালবেলা তিনি তা পান করতেন।" (মুসলিম)[৬৮]

"যুরারা থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের আল্লাহর পথে লড়াই করার সংকল্প করে মদীনায় এলেন। তার নিজের একখণ্ড জমি বিক্রি করে তা দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের সওয়ারী কিনে আমৃত্যু রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু মদীনায় এসে তিনি মদীনার কিছু লোকের সংগে সাক্ষাত করলে তারা তাকে একাজ করতে নিষেধ করল। তারা তাকে আরো জানালো যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ছয়জন লোকের একটি দল একাজ করতে চাইলে তিনি তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলেশ, আমার জীবনে কি তোমাদের জন্য অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ নেই? তারা তাকে একথা বললে সে সাক্ষী রেখে তার স্ত্রীকে পুণরায় গ্রহণ করলো। সে তার স্ত্রীকে রজ'য়ী তালাক দিয়েছিল। এরপর সে ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন ঃ এই ভূপৃষ্ঠে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী জানেন আমি তোমাকে তাঁর সন্ধান বলে দিচ্ছি। সে বললো, তিনি কে? ইবনে আব্বাস বললেন, আয়েশা। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে এবং তিনি তোমাকে কি জবাব দেন আমাকে এসে তা বলবে। আমি আয়েশার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং হাকীম ইবনে আফলাহের কাছে গিয়ে আমাকে সংগে নিয়ে আয়েশার কাছে যাওয়ার জন্য তাকে বললাম। তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছে যাইনা। কারণ আমি তাঁকে এ দুটি দল (হযরত আলী এবং তালহা ও

www.amarboi.org

যুবায়েরের অনুসারী) সম্পর্কে কোন কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন এবং তালহা ও যুবায়েরের সাথে উসমানের হত্যাকারীদের থেকে কিসাসের দাবীতে ময়দানে নেমে পড়েন। সা'দ বলেন, কিন্তু আমি তাকে আল্লাহর দোহাই দিলে তিনি সম্মত হলেন। তারপর আমরা আয়েশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং সেখানে পৌঁছে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি অনুমতি দান করলে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বলে উঠলেন, হাকীম, না? (অর্থাৎ তিনি তাকে চিনতে পারলেন। হাকীম বললেন, জি, হাঁ। তিনি বললেন, তোমার সাথে কে? তিনি জবাব দিলেন, সা'দ ইবনে হিশাম। আয়েশা বললেন, কোন হিশাম? তিনি বললেন, আমেরের পুত্র হিশাম। তিনি আল্লার কাছে তার জন্য রহমতের দোয়া করলেন এবং ভাল মন্তব্য করলেন। (কাতাদা বলেছেন, আমের ওহোদ যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন।) সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন, চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করো না? আমি বললাম, হাঁ, করি। তিনি বললেন, হুবহু কুরআনই ছিল আল্লাহর নবীর জীবন, কর্ম ও চরিত্র। সা'দ বলেন, আমি তখন উঠে আসতে মনস্থির করলাম এবং আমৃত্যু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবোনা বলে সংকল্প করলাম। কিন্তু তখনই অন্য বিষয়টি আমার মনে পড়ে গেলো। আমি বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি يايها المزمل 'ইয়া আইউহাল মুযযাম্মিলু' সূরাটি পড়োনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ এই সূরার প্রথমাংশে রাতের বেলা নামায পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ফরয করেছেন। সুতরাং নবী (স) ও তাঁর সাহবাগণ এক বছর পর্যন্ত রাতের বেলা জেগে নামায পড়তে থাকেন। আল্লাহ বারো মাস পর্যন্ত এই সূরার শেষাংশ নাযিল বন্ধ রাখেন। অবশেষে আল্লাহ এই সূরার শেষাংশে রাত্রিকালীন নামাযের আদেশ শিথিল করেন। তখন থেকে রাত্রি জেগে নামায পড়া নফল হিসেবে গণ্য হয়, যদিও পূর্বে তা ফরয ছিল। সা'দ বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতর সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর মিসওয়াক ও অযুর পানি প্রস্তুত করে রেখে দিতাম। রাতের বেলা যখন ইচ্ছা আল্লাহ তাঁকে জাগাতেন। তিনি মিসওয়াক করে অযু করতেন এবং নয় রাকাত নামায পড়তেন। তবে অষ্টম রাকাতে ছাড়া বসতেন না। বৈঠকে তিনি আল্লাহর নাম পড়তেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং দোয়া করতেন। তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়াতেন এবং নবম রাকাত পড়ে আবার বসতেন এবং আল্লাহর নাম পড়তেন, তাঁর প্রশংসা করতেন, দোয়া করতেন এবং এমনভাবে সালাম বলতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। সালামের পর বসে বসেই দুই রাকাত নামায পড়তেন। হে পুত্র! এই এগার রাকাত ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের নামায। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স বেড়ে গেলে এবং শরীর কিছুটা মোটা হয়ে গেলে তিনি সাত রাকাত বিতের পড়তেন এবং পূর্বের

www.amarboi.org

ন্যায় শেষ দুই রাকাত পড়তেন এবং এভাবে মোট নয় রাকাত হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন নামায পড়তে শুরু করলে তা স্থায়ীভাবে পড়তেন। কোন সময় ঘুম কিংবা ব্যথা-বেদনার কারণে রাতে নামায পড়তে না পারলে দিনে বার রাকাত নামায পড়তেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে সমস্ত কুরআন পাঠ করেছেন কিংবা ভোর পর্যন্ত সারারাত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন কিংবা রমযানের রোযা ছাড়া সারা মাস রোযা রেখেছেন বলে আমি জানিনা। সা'দ ইবনে হিশাম বলেন, তারপর আমি ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে আয়েশার বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করে শুনালাম। তিনি বললেন, আয়েশা ঠিকই বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম কিংবা তাঁর কাছে যেতাম তাহলে তাঁর মুখ থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনতাম। সা'দ বলেন, আমি বললাম, যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তাহলে আমি আপনাকে তাঁর হাদীস শুনাতাম না।" (মুসলিম)[৬৯]

"কুরাইব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আযহার রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তাঁকে গিয়ে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম বলবে এবং আসরের পরে দুই রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে বলবে, আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি উক্ত দুই রাকাত নামায পড়ে থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুই রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ দুই রাকাত নামায পড়া থেকে বিরত রাখার জন্য আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সহযোগী হয়ে মানুষকে প্রহার করতাম। কুরাইব বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে হাজির হলাম এবং তারা আমাকে যে কথা পৌছানোর জন্য পাঠিয়েছেন তা তাঁকে পৌছিয়ে দিলাম। আয়েশা(রা) বললেন, উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করো। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং আয়েশার (রা) কথা তাদেরকে জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে যে কথা বলে আয়েশার কাছে পাঠিয়েছিলেন হুবহু সেই কথা বলেই উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ দুই রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। কিন্তু পরে দেখলাম তিনি 'আসর' পড়ার সময় ঐ দুই রাকাত নামায পড়ছেন। তারপর তিনি আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার কাছে আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা ছিল। আমি আমার দাসীকে তাঁর কাছে পাঠালাম। আমি দাসীকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, উম্মে সালামা বলছেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি দেখি আপনি এই দুই রাকাত নামায পড়তে মানুষকে নিষেধ করেন কিন্তু আপনার নিজেকেই তা পড়তে দেখি? তিনি যদি হাত দ্বারা ইশারা করেন তাহলে পেছনে সরে গিয়ে অপেক্ষা করবে। দাসীটি নির্দেশ মত কাজ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হাত দ্বারা ইশারা করলে সে পেছনে সরে গেল। তারপর তিনি ঘুরে বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা, আসরের নামাযের পরের দুই

www.amarboi.org

রাকাত নামায সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করেছো। আমার কাছে আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক এসেছিল। তারা আমাকে যোহরের পরের দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দেয়নি। সেই দুই রাকাত নামায আমি আসরের পরে পড়েছি।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭০]

"আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে আসলো। সে সময় আবু হুরাইরা তাঁর কাছে বসে ছিলেন। সে বললো, আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে ফতোয়া দিন যে তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান প্রসব করেছে (সে কিভাবে ইদ্দত পালন করবে)। ইবনে আব্বাস বললেন, সে দুটির মধ্যে দীর্ঘতম ইদ্দতটি পালন করবে। আবু সালামা বলেন, আমি বললাম,

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن.

"গর্ভবতী মেয়েদেরকে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে।" (একথা শুনে) আবু হুরাইরা বললেন, আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ আবু সালামার মত সমর্থন করি। এতে ইবনে আব্বাস তাঁর দাস কুরাইবকে উম্মে সালামার কাছে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন, সুবাইয়া আসলামিয়া যখন গর্ভবতী তখন তার স্বামী শহীদ হলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। এই সময় তার বিয়ের প্রস্তাব আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আবুস সানাবেল ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের চারপাশের সামাজিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সপক্ষে বুখারী ও মুসলিমের বাইরে থেকে নিম্নোদ্ধৃত শক্তিশালী দলীলটি পেশ করে আমরা এতদসংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের সমাপ্তি টানছি। দলীলটি একই সাথে সামাজিক জীবনে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে তার দেখা-সাক্ষাতের সপক্ষেরও প্রমাণ,

عن عائشة بنت طلحة قالت : لعائشة وانا فى حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر فكان الشيوخ ينتابونى لمكانى منها وكان الشباب يتأخونى فيهدون الى ويكتبون الى من الامصار فاقول لعائشة : ياخالة هذا كتاب فلان وهديته فتقول لى عائشة : اى بنية فاجيبيه واثيبيه فان لم يكن عندك ثواب اعطيتك قالت : فتعطينى.

"আয়েশা বিনতে তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যখন আয়েশার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছিলাম তখন বিভিন্ন অঞ্চল ও শহর থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসতো। আয়েশার (রা) সাথে আমার সম্পর্কের কারণে বৃদ্ধরা আমার কাছে আসতো এবং যুবকরা আমাকে বোন হিসেবে গ্রহণ করতো। সুতরাং সবাই আমার

কাছে উপহার প্রেরণ করতো এবং বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল থেকে আমার কাছে চিঠি পাঠাতো। আমি আয়েশাকে বলতাম, খালা, এটা অমুকের চিঠি ও উপহার। তিনি আমাকে বলতেন, বেটি, তাদের পত্রের জবাব দাও এবং উপহারের বিনিময়ে উপহার পাঠিয়ে দাও। তোমার কাছে বিনিময় দেয়ার মত কিছু না থাকলে আমি দেব। আয়েশা বিনতে তালহা বলেন, তিনি আমাকে তা দিতেন।" (আল আদাবুল মুফরাদ) [৭২]

শেষ কথা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কিত এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু কিছু "জীবনের কতিপয় ক্ষেত্রে মুমিন নারীদের পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত" শিরোনামের আলোচনায় প্রমাণ হিসেবে পুনরায় আসবে। তাঁদের জীবনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত প্রমাণগুলো ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলোই যে বিভিন্ন আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে সব মুমিন নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমাদের এ অভিমত তা দ্বারা সমর্থিত হবে। সুনির্দিষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য হিজাব ফরয করা হলেও পারিপার্শ্বিক জীবন ও পরিবেশ থেকে তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বলা হয়নি। তাই ঐ সব দলিল-প্রমাণে গোটা নারী সমাজকে সমাজ ও মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখার আদেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, হিজাবের অন্তরাল থেকে হলেও।

www.amarboi.org

চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণ পঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লেখিত অংশ ও পৃষ্ঠা কায়রোস্থ মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লেখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

১. সহী বুখারী, কিতাবুত তা'বীর, অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর সূচনা, ১৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অহীর সূচনা, ১ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশার বিয়ে, ৮ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পিতার কম বয়েসী কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা, ৪ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী, লা তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়ে ইল্লা আঁই ইউযানা লাকুম - ইলা তয়ামিন, ১০ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ, অনুচ্ছেদ : যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া এবং ওয়ালীমার বৈধতা, ৪ খন্ড,১৪৯ পৃষ্ঠা।

৪. ফাতহুল বারী, ১০ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের মেয়েদের ও মেয়েদের পুরুষদের সালাম দেয়া, ১৩ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৬. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফযীলত, ৭ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ নবুওয়াতের আলামত, ৭ খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদঃ উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী, কিতাবুল জুময়া, অনুচ্ছেদঃ জুমার নামায পড়ার জন্য কতদূর থেকে আসা উচিত? ৩ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল জুময়া, অনুচ্ছেদঃ জুমার নামাযের জন্য গোসল করা ওয়াজিব, ৩ খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান, অনুচ্ছেদঃ জিম্মীদের সালামের জবাব কিভাবে দেয়া হবে? ১৩ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদঃ আহলি কিতাবদের প্রথমে সালাম দেয়া নিষেধ, ৭ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১১. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ও তাঁর সাহাবাগণের মদীনায় হিজরাত, ৮ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

১২. সহী মুসলিম, হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পানি দিয়ে পানি ধুয়ে ফেলা এবং উভয় গোপনাংগ একত্র হওয়ায় গোসল ওয়াজিব হওয়া, ১ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেহমানের সাথে যদি অনাহূত কেউ শামিল হয়ে যায়, ৬ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী, কিতাবুল অযু, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বের হওয়া, ১ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বের হওয়া, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের পুরুষদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা, ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা, ৫ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ (ইয হম্মাত তায়েফাতানে মিনকুম আন তাফশালা ওয়াল্লাহু ওয়ালীয়ু হুমা..) আল আয়াত ৮ খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহযাব যুদ্ধ শেষে বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান, ৮ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

১৮. হাদীসটি নাসেরউদ্দীন আলবানীর 'সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা গ্রন্থে ৬৭ নম্বরে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসটি সম্পর্কে তিনি ঐ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ হাসান। হায়সামী 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেনঃ 'আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আমর ইবনে আলকামা রয়েছেন। তিনি হাসান হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। হাদীসটির অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য'। ৬ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসটির সনদ হাসান, ১৩ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১৯. গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "হিজাব বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সম্পর্কিত" শিরোনাম দেখুন।

২০. সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদঃ সূর্যোদয়ের পরেও যে ব্যক্তি জুনুবী থাকে তার রোযা অক্ষুন্ন আছে, ৩ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

২১. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদঃ অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে তায়েফের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদঃ আবু মুসা ও আবু আমর আশআরীর ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২২. সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ বিপদের সময় যাকে শোকার্ত দেখায়, ৩ খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, অনুচ্ছেদঃ মৃতের জন্য উচ্চ স্বরে বিলাপ করার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা, ৩ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, কিতাবুত তামান্না, অনুচ্ছেদঃ একজন নারীর খবর দেয়া, ১৬ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সাইদে ওয়ায যাবায়েহ, অনুচ্ছেদঃ গোসাপের গোশ্‌ত খাওয়া মুবাহ, ৬ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২৪. সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে অন্যায়ের পক্ষে লড়াই করেছে তার গুনাহ, ৬ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়াহ, অনুচ্ছেদ ঃ আল হুকমু বিযযাহেরি ওয়াল লাহনু বিল হুজ্জাতি, ৫ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী, কিতাবুস সুলাহ, অনুচ্ছেদঃ ইমাম কি আপোশ চুক্তির জন্য ইশারা করতে পারেন? ৬ খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম। কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদঃ ইসতিহবাবুল ওয়াদয়ে মিনাদ দায়নি ৫ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, কিতাবুর রিকাক, অনুচ্ছেদ ঃ যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন, ১৪ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে লানত অথবা তিরস্কার অথবা বদ দোয়া করেছেন এবং সে তার উপযুক্ত নয় সে উত্তম প্রতিদান পাবে, ৮ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও অপবাদ দানকারীর গীবত করার বৈধতা, ১৩ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবূল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ ঃ যার থেকে ক্ষতির আশংকা আছে তাকে বাহ্যত তোয়াজ করা, ৮ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো গুনাহ করে যা অপরাধ দন্ডবিধির আওতায় পড়েনা এবং সে ইমামকে জানায় ....., ১৫ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস হারাম, ৩ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী, কিতাবুর রিকাক, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুকালীন কষ্ট, ১৪ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সা'আহ, অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়, ৮ খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, অনুচ্ছেদঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান ও তার বিবাহ, ৬ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী মুসলিম, কিতাবুল আশবিরা, অনুচ্ছেদ ঃ সিরকাকে তরকারী করার ফযীলত, ৬ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী বুখারী, কিতাবু বাদইল খালকি, অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার দলবলের গুণাবলী, ৭ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম, ফাদায়িলিস্ সাহাবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর (রা) এর ফযীলত, ৭ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়েশার (রা) অপবাদ আরোপের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত্ তাওবা, অনুচ্ছেদঃ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনা, ৮ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা।

৩৬. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ সফর সংগী করার জন্য স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা, ১১ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়েশার (রা) ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৭. সহী বুখারী, কিতাবুশ শুরুত, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের শর্তাবলী ও আহলি হারবের সঙ্গে চুক্তি, ৬ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

৩৮. সহী বুখারী, কিতাবুত তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদঃ হাদ্দাসানা আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, ১ খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ, অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম, ১ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৩৯ক. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীর হাবশী পুরুষ ও অন্যদের প্রতি তাকানো, ১১ খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা।

৩৯ খ. সহী বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা, ৩ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, অনুচ্ছেদঃ খেলাধূলার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়েল, অনুচ্ছেদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয ও তার গুণাবলী, ৭ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ হাদ্দাসানা মূসা ইবনু ইসমাঈল, ৪ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মুমিনীন যয়নাবের ফযীলত,৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৪৩. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী, কিতাবুশ্ শুরুত, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি, ৬ খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ (লাকাদ তা-বাল্লাহু আলান নাবীয়্যে ওয়াল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসার) আল-আয়াত, ৯ খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে মালেক ও তাঁর দুই সাথীর তওবার ঘটনা, ৮ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়পরায়ন ইমামের ফযীলত এবং জালেম ইমামের দুর্নাম, ৬ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী মুসলিম, কিতবুল ইমারা, অনুচ্ছেদঃ খলীফা বানানো ও না বানানো, ৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে লাশ রেখে জানাযার নামায পড়া, ৩ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

৪৯ ক. এ গ্রন্থের অষ্টম অনুচ্ছেদে "প্রতিরোধ ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে নারী" শিরোনামের আলোচনায় এ হাদীসের ওপর আমার ব্যাখ্যা দেখুন।

৪৯ খ. সহী বুখারী, কিতাবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ ঃ হাদ্দাসানা উসমান ইবনুল হায়সাম, ১৬ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৫০. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫১. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর হাবশী ও অন্যদের প্রতি তাকানো, ১১ খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ খেলাধূলার অনুমতি দান, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী বুখারী, কিতাবুত তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ ঃ যখন পানি ও মাটি কিছুই পাওয়া যায় না, ১ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম, ১ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী বুখারী, কিতাবুত তায়াম্মুম, ১ খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, অনুচ্ছেদ ঃ আত তায়াম্মুম, ১ খন্ড, ১৯১ ও ১৯২ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর (সূরাতুত তাহরীম), অনুচ্ছেদ ঃ (তাবতাগী মারদাতা আযওয়াজিক, কাদ ফারাদাল্লাহু লাকুম তাহিল্লাতা আইমানিকুম) ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা ও স্ত্রী থেকে আলাদা থাকা, ৪ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, (সূরাতুল আহযাব) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী (লা তাদখুলু বুয়ুতান নাবীয়্যে) ১০ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম, অনুচ্ছেদ, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য মেয়েদের বাইরে বের হওয়া, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায এবং যেব্যক্তি ঘুমিয়ে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ২ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু ফাদায়েলিস সাহাবা, অনুচ্ছেদ ঃ হাস্‌সান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাতি ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন রোগগ্রস্থ হলে, দুঃখ বা তেমনি কিছু পেলে এমন কি তার শরীরে কোনো কাঁটা ফুটলেও সে সওয়াব পায়, ৮ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ হিজরাত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, লা ইয়াহিল্লু লি রাজুলিন আঁই ইয়াহজুরা আখা-হু ফাওকা সালাসিন, ১৩ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদঃ আয়েশার ফযীলত, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ (লাওলা ইয্ সামে'তুমুহু কুলতুম মা ইয়াকুনু লানা আন নাতাকাল্লামা বিহাযা) আল- আয়াত, ১০ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করা, ১১ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, ৪ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৬৩. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৬৪. সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, অনুচ্ছেদ ঃ নিয়মিত তাহাজ্জুদ পাঠ ও অন্যান্য নিয়মিত নফল ইবাদতের ফযীলত, ২ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়ায়ে ওয়াত তাওবাতে ওয়াল ইসতিগফার, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন

www.amarboi.org

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন, ৮ খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

৬৬, ৬৭. সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতিস সা'আহ, অনুচ্ছেদঃ কাবাঘর আক্রমনকারী সেনাদলের ভূমিধ্বসের সম্মুখীন হওয়া, ৮ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৬৮. সহী মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, অনুচ্ছেদ ঃ যে খেজুর ভিজানো পানি গাঢ় হয়নি ও তাতে পচন ধরেনি তা পান করার বৈধতা, ৬ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায এবং যে ঘুমিয়ে পড়লো ও রোগগ্রস্থ হলো, ২ খন্ড, ১৬৯, ১৭০ পৃষ্ঠা।

৭০. সহী বুখারী, নামাযে ভুলে যাওয়া বা ভুল হওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল এমন সময় কেউ তার সাথে কথা বলতে চাইলো, মুসল্লী হাতের ইশারা করে তার কথা শুনলো, ৩ খন্ড,৩৪৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ও কাসরিহা, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) আসরের নামাযের পরে যে দুই রাকাত পড়েছিলেন তার আসল ঘটনা, ২ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী বুখারী, কিতাবুত তাফসীর (সুরাতুত তালাক), অনুচ্ছেদ ঃ ওয়া উলাতুল আহমালি, ১০ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী বিয়োগপ্রাপ্ত গর্ভধারিনীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৭২. ইমাম বুখারী তাঁর আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে সহী সনদে মুসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুচ্ছেদঃ আল কিতাবাতু ইলান নিসায়ে ওয়া জাওয়াবুহুন্না (নাসেরুদ্দীন আলবানীর "সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা" গ্রন্থে ১৭৮ নম্বরে উল্লেখিত এ হাদীসের টীকা থেকে উদ্ধৃত)।

www.amarboi.org

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

রসূলের যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা

www.amarboi.org

রসূলের যুগে মুসলিম নারীদের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা

প্রাসংগিক

এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে যে সব 'নস্' (উদ্ধৃত দলীল) পেশ করতে যাচ্ছি সেগুলো সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার।

১. জীবনের এমন কোন সাধারণ বা বিশেষ ক্ষেত্র নেই বললেই চলে যেখানে নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করেনি বা তাদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত হয়নি।

২. এ অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসের যে সব 'নস্' (উদ্ধৃতি) পেশ করা হয়েছে তার অধিকাংশেই যুবতী ও পরিণত বয়সের নারীদের সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন নারীদের কথাও বলা হয়েছে যারা ভরা যৌবনের অধিকারিণী। তাদের কেউ এমন বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া নয় যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

والقواعد من النساء التى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة (سورة النور الاية : ٦٠).

"আর যৌবনোত্তীর্ণ যে সব নারী বিবাহের আকাংখা পোষণ করে না তারা যদি গায়ের চাদর খুলে রেখে দেয় এবং এতে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তাদের কোন গুনাহ হবে না।" (আন-নূর ঃ ৬০)

৩. কুরআন ও হাদীসের কিছু সংখ্যক 'নসের' মধ্যে একাধিক বিষয়ের প্রমাণ থাকার কারণে তা বারবার উল্লেখিত হবে বলে আমরা গ্রন্থের ভূমিকায় পূর্বেই ইংগিত দিয়েছি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিটি নসই যথাযথভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে এবং নসটির মধ্যে যতটি বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে ততবারই উল্লেখের দাবী রাখে। আমরা মনে করি আলোচনার ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন স্থানে নসটি দেখার জন্য রেফারেন্স দেয়ার চাইতে প্রয়োজনে তা বারবার উল্লেখ করা পাঠকের জন্য অধিক সহজ। এসব সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই আমরা শুধু নসটি থেকে প্রমাণ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করেছি।

৪. এ অধ্যায়ে নারী ও পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের সপক্ষে যে সব নস উদ্ধৃত হয়েছে আমরা যথাসাধ্য তা কুরআন মজীদ এবং সহী বুখারী ও সহী মুসলিম থেকে গ্রহণ করেছি। নারী পুরুষের শিষ্ট ও শালীন দেখা-সাক্ষাত ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি। শরীয়ত প্রণীত নীতিমালার আওতায় থেকেও নারী পুরুষের দেখা-সাক্ষাত অপছন্দ করতে বা তা এড়িয়ে চলতে শুধুমাত্র ইংগিত দেয় এমন একটি নসও আমরা কুরআন হাদীসে পাইনি। এটা হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের 'নস' সম্পর্কে আমাদের কথা। যেসব 'নসে'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতামত ও সিদ্ধান্ত পেশ করেছি সেটি আমাদের মূল লক্ষ্য। যে সব 'নস' থেকে জীবনের বিভিন্ন অংগনে নারী ও পুরুষের দেখা-সাক্ষাত নতুন ও অভিনব কিছু বলে প্রমাণিত না হয়ে শরীয়ত অনুমোদিত বলে প্রমাণিত হয় আমরা শুধুমাত্র সেই সব 'নস' উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করেছি।

৫. উদ্ধৃত অধিকাংশ 'নস'ই ইংগিত দেয় যে, মুসলিম নারী ও পুরুষের সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাত স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

কিছু সংখ্যক নস থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ ধরনের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের বিরল কিছু ঘটনা অপরিহার্য পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়। আবার অমুসলিম নারী ও মুসলিম পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের বিরল ঘটনা সম্পর্কিত ইংগিত প্রদানকারী 'নস'ও রয়েছে। আমরা এখানে মুসলিম সমাজের অবস্থা এবং নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের প্রকৃতি উপস্থাপন করেছি।

৬. নির্বিশেষে জীবনের অধিকাংশ দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও উদ্ধৃত 'নস'সমূহ বেশ কিছুটা নিম্নরূপ বৈচিত্র্যের অধিকারী ঃ

০ কিছু সংখ্যক 'নস' কাতয়ী (অকাট্য) অথবা সুস্পষ্ট ইংগিত এবং কিছু সংখ্যক 'নস' যন্নী (অনুমান নির্ভর) অথবা সম্ভাবনা নির্দেশক। তবে শরীয়তের সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য আমরা কেবল অকাট্য এবং সুস্পষ্ট ইংগিতবহ নসের ওপর নির্ভর করবো।

০ কিছু সংখ্যক নস হিজাবের আয়াত নাযিলের পূর্ববর্তী সময়ের এবং কিছু সংখ্যক পরবর্তী সময়ের। কিন্তু এতে উক্ত নসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ে না। কারণ একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজাব বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে সম্পর্কিত। (চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এ বিষয়ের প্রমাণাদি দেখুন)

০ এসব প্রমাণাদির কিছু অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কিত এবং কিছু সংখ্যক ঈমানদারদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কিত।

০ কোন কোনটিতে আবার শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অথবা কোন সাহাবার উপস্থিতিতে তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। আর কোন কোনটিতে হয়তো সাহাবাদের কোন একজন বা কতিপয় সাহাবার সাথে সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

০ কোন কোনটিতে একজন মাত্র নারীর কোন একজন পুরুষ বা কতিপয় পুরুষের সাথে সাক্ষাতের কথা আছে। আবার কোনটিতে একদল মহিলার একজন বা একাধিক পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের কথা উল্লেখিত আছে।

০ কোনটি স্বল্পস্থায়ী আকস্মিক সাক্ষাতের সাথে সম্পর্কিত এবং কোনটি আবার দীর্ঘস্থায়ী পৌনপুনিক দেখা-সাক্ষাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। দেখা-সাক্ষাতের স্থান ও মেয়াদের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা একথা বলে দিতে চাই যে, এটি চার প্রকারের হতে পারে ঃ

প্রথম প্রকার ঃ গৃহের মধ্যে সীমিত সময়ের আকস্মিক সাক্ষাত। এটা হতে পারে তাৎক্ষণিক কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য কোন কিছু চাওয়ার সময়, কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া বা সহযোগিতা প্রার্থনার সময়, দোয়া ও কল্যাণ প্রার্থনা, উপহার প্রদান, রোগীর পরিচর্যা এবং সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপনের সময়।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ গৃহের বাইরে ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক সাক্ষাত। এ ধরনের সাক্ষাত হতে পারে মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ, পরামর্শ গ্রহণ, সৎকাজের আদেশ দান, আদালতে বিচারকালে এবং দায়িত্বশীল ও শাসকের সাথে যোগাযোগের সময়।

তৃতীয় প্রকার ঃ গৃহের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অথবা পৌনপুনিক সাক্ষাত। যেমন সৌজন্য সাক্ষাত, আপ্যায়নের সময় সাক্ষাত, গৃহে অবস্থান এবং গৃহকর্ম সম্পাদনকালে সাক্ষাত।

চতুর্থ প্রকার ঃ গৃহের বাইরে দীর্ঘস্থায়ী অথবা পৌনপুনিক সাক্ষাত। যেমন জিহাদে অংশগ্রহণ, সফরে ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণকালে এবং পেশাগত কর্মসম্পাদনকালে সাক্ষাত।

www.amarboi.org

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সালাম ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

"আবু হাযেম সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জুময়ার দিনে আমাদের মন খুশীতে ভরে উঠতো। আমি (আবু হাযেম) সাহলকে বললাম, জুময়ার দিনে আপনাদের মন খুশীতে ভরে উঠতো কেন? তিনি বললেন, এক বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে আমাদের জন্য "বুদআ" নামক স্থানে চলে যেতো এবং সেখান থেকে গাজর নিয়ে এসে ডেকচিতে চড়াতো এবং চাউল সহযোগে তা ঘন্ট করতো। আমরা জুময়ার নামায শেষে তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিতাম। সে আমাদেরকে তা পরিবেশন করতো। এ কারণে আমরা খুশী হতাম। আমরা জুময়ার নামাযের পূর্বে খাবার গ্রহণ করতাম না বা ঘুমাতামও না।" (বুখারী)[১]

عن عائشة رضى الله عنها : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها :

ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام,فقالت : قلت وعليه السلام

ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى،

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আয়েশা, জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, "ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"– তাঁর প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আপনি যা দেখতে পান আমরা তো তা দেখতে পাই না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২]

ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসগ্রন্থ সহী আল বুখারীতে "পুরুষ কর্তৃক নারীদের সালাম দেয়া এবং নারী কর্তৃক পুরুষদের সালাম দেয়া" শিরোনামে এ হাদীস দুটি সংকলন করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, "পুরুষ কর্তৃক নারীদের সালাম দেয়া এবং নারী কর্তৃক পুরুষদের সালাম দেয়া" এই অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনার মাধ্যমে ইমাম বুখারী (র) আবদুর রাজ্জাক মা'মারের মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাছীর থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার জবাব দিয়েছেন। তিনি (আবদুর রাজ্জাক) বর্ণনা করেছেন, আমি এই মর্মে অবহিত হয়েছি যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাছীর পুরুষ কর্তৃক নারীদের সালাম দেয়া এবং নারী কর্তৃক পুরুষদের সালাম দেয়া অপছন্দ করেন। এটি মাকতূ ও মুদাল বর্ণনা। পুরুষ ও নারীর পরস্পরকে সালাম দেয়ার বৈধতা তখনই থাকবে, যখন ফিতনার আশংকা থাকবে না। এ অধ্যায়ে তিনি দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতে আসমা বিনতে ইয়াযীদের হাদীসটি বুখারীর মানদন্ডে উতরায় না। হাদীসটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল মহিলার মাঝে আমাদের কাছে এসে সালাম দিলেন। তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুখারীর মানদন্ডে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনি তাঁর মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য হাদীসের ওপর নির্ভর করেছেন।

www.amarboi.org

জাবের থেকে ইমাম আহমদ যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ হাদীসের সমার্থক। আবু নাঈম তাঁর "আমানু ইয়াওমিন ওয়া লাইলাতিন" গ্রন্থে ওয়াসেলা থেকে একটি 'মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষরা মেয়েদেরকে সালাম দেবে কিন্তু মেয়েরা পুরুষদেরকে সালাম দেবে না। এ হাদীসের সনদ দুর্বল। মুসলিমে উম্মে হানী বর্ণিত হাদীসে আছে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম।[৩]

মহানবীর বাণী ঃ

ياعائشة هذا جبريل يقرء عليك السلام.

"হে আয়েশা, এখানে জিবরাঈল আছেন। তিনি তোমাকে সালাম বলছেন।" ....ইবনুততীন বর্ণনা করেছেন যে, দাউদী এ হাদীস সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছেন যে, ফেরেশতাদের উল্লেখ পুংলিঙ্গ বাচক শব্দে করা হলেও তাদের কখনো رجال বা পুরুষ বলা হয় না। এ যুক্তির জবাব হচ্ছে, জিবরাঈল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পুরুষ মানুষের আকৃতিতে আবির্ভূত হতেন। এ বিষয়টি অহীর সূচনা পর্বের আলোচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে বাতাল মাহলাব থেকে বর্ণনা করেছেন, ফিতনার আশংকা না থাকলে পুরুষদের নারীদেরকে সালাম দেয়া এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া জায়েয। মালেকীগণ যুবতী ও বৃদ্ধা নারীদের বেলায় যে পার্থক্যের কথা বলেছেন তা কেবল ফিতনার কারণ দূর করার উদ্দেশ্যে। .....মাহলাব বলেছেন, এ বিষয়ে ইমাম মালেকের দলীল হচ্ছে, সাহল বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি। কারণ, যে সব লোক উক্ত মহিলার কাছে যেতেন এবং মহিলা তাদেরকে আপ্যায়ন করতেন, তারা কেউই ঐ মহিলার মাহরাম ছিলেন না.....যদি কোন মজলিসে পুরুষ ও মহিলার উভয় শ্রেণীর লোকের সমাবেশ হয় এবং ফিতনার আশংকা না থাকে তাহলে তাদের পরস্পরকে সালাম দেয়া জায়েয।[৪]

পুরুষদের মেয়েদেরকে সালাম দেয়া যে শরীয়ত অনুমোদিত নিম্নোক্ত হাদীস তা সমর্থন করে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنساء فيسلم عليهن

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মেয়েদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই তাদেরকে সালাম দিতেন।" (আহমদ)[৫]

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জিবরাঈল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! এই তো খাদীজা আসছেন। তাঁর সাথে তরকারি, খাবার অথবা পানীয় ভর্তি পাত্র আছে। তিনি আপনার কাছে এসে পৌছলে তাঁকে তাঁর রবের ও আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং জান্নাতে এমন একটি মুক্তা নির্মিত গৃহের সুসংবাদ দিন যেখানে উচ্চশব্দজনিত কোলাহল এবং কষ্ট ও ক্লান্তি নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬]

www.amarboi.org

"আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানীর আযাদকৃত দাস আবু মুররা থেকে আবুন নাদার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উম্মে হানীকে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। গোসল শেষ হলে তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র কাপড় গায়ে জড়িয়ে আট রাকাত নামায পড়লেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার সহোদর আলী বলছে, সে হুবায়রার পুত্র অমুককে হত্যা করবে। অথচ আমি তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী বলেন, এটি ছিল সূর্যোদয়ের পরে সূর্য কিছুটা উপরে ওঠার পরের ঘটনা।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা দিনে অথবা রাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন এবং অকস্মাত আবু বকর ও উমরের সাক্ষাত লাভ করলেন। তিনি তাঁদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সময় তোমাদেরকে কিসে বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ক্ষুধা আমাদেরকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যা তোমাদেরকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে সেই জিনিসই আমাকেও বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে। ঠিক আছে, আমার সাথে এসো। তাঁরা দু'জনে তাঁর সাথে যেতে থাকলেন। তিনি এক আনসারীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আনসারী তখন বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু তার স্ত্রী তাঁকে দেখতে পেয়ে বললো, খোশ আমদেদ! সুস্বাগতম! তখন আল্লাহর রসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? গৃহিণী বললো, আমাদের জন্য সুস্বাদু খাবার পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আনসারী লোকটি এসে হাজির হলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের এই দিনে আমার চাইতে উত্তম মেহমান আর কারো নেই।"

"হাদীসটি বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন, এরপর তিনি গিয়ে আধা পাকা, পাকা ও শুকনো খেজুরের কাঁদি এনে তাঁদের সামনে রেখে বললেন, এগুলো খেতে থাকুন। তারপর তিনি ছুরি হাতে নিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, দুধেল বকরী জবাই করবে না। তিনি বকরী জবাই করলেন। তাঁরা বকরীর গোশত এবং সেই কাঁদির খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। পানাহারে তৃপ্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন তোমরা এসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছিল এখন এই নিয়ামতে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছো।" (মুসলিম)[৮]

www.amarboi.org

عن انس بن مالك قال : كان النـــبى صلى اللـه عليه وسلم اذا مربجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليـها..........

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের মহল্লায় গেলে তার সাথে দেখা করতেন এবং তাকে সালাম দিতেন।" (বুখারী)[৯]

"যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বাজারে গেলাম। এক যুবতী মহিলা এসে উমরের সাথে সাক্ষাত করে বলতে শুরু করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট শিশু সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এখন তাদের জন্য রান্না করার মতো একটা পশুর পাও নেই, ফসল কিংবা দুধেল পশুও নেই। আমার আশংকা হয় এই দুর্ভিক্ষের বছরে অনাহারে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি খিফাফ ইবনে ঈমা আল গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। উমর সরে না গিয়ে কিছুক্ষণ তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি বললেন, তোমার পারিবারিক সম্পর্ক তো বেশ নিকটের....... ।" (বুখারী)[১০]

"যুবায়েরের আযাদকৃত ক্রীতদাস ইউহান্নাস থেকে বর্ণিত। ফিতনার যুগে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একজন আযাদকৃত দাসী এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমি চলে যেতে চাই। সময়টা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ তাকে বললেন, বোকা মেয়ে বসে থাকো। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বল্প উপার্জনের কষ্টকর অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ্য দেব অথবা (বলেছেন) সুপারিশকারী হবো।"(মুসলিম)[১১]

মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত

মসজিদ মুসলমানদের প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মসজিদ প্রথমত ইবাদতের কেন্দ্র, দ্বিতীয়ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র এবং তৃতীয়ত সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র। তাছাড়াও মসজিদ হচ্ছে গণমিলনায়তন এবং প্রয়োজনে শরীর চর্চারও কেন্দ্র। সামগ্রিকভাবে এসব কাজের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েরা যখনই সুযোগ পেতো মসজিদে গিয়ে ভিড় জমাতো। এভাবে মেয়েদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে উঠতো। বিভিন্ন সময়ে এভাবে মসজিদে যাতায়াতের কারণে তারা সরাসরি মুসলমানদের জীবনের সাথে জড়িত হয়ে যেতো। ইবাদত-বন্দেগী ও নামাযে পঠিত কুরআন শরীফ শুনায় শরীক হওয়া ছাড়াও তারা জ্ঞানশিক্ষার আসরে যেতো এবং সাধারণ দিকনির্দেশক বক্তব্য শুনতো এবং এভাবে মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক খবরাখবর কিছুটা অবহিত হতে পারতো। সর্বোপরি তারা তাদের ঈমানদার

www.amarboi.org

বোনদের জানতে ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় করতে পারতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদ ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোক বিচ্ছুরণ কেন্দ্র। তাই নারীকে মসজিদে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোর নেই। কারণ, নারী তার গৃহে অবস্থান করে যে নামায আদায় করে তাই সর্বোত্তম নামায এই দাবী করে তাকে বাড়িতে নামায পড়তে বাধ্য করা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ করলে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে যাতে তিনি নারীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। নারী যদি মসজিদে যেয়ে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা ওয়াজ নসীহত শুনতে চায় অথবা মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশে যোগ দিতে চায় অথবা অন্যান্য ঈমানদার নারীদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তার ভালবাসার বন্ধনকে দৃঢ় করতে কিংবা কোন ভাল কাজে সহযোগিতা করতে চায়, তাহলে তা সবই হবে কল্যাণকর কাজ। আর এসব কাজ কখনো হয় ঐচ্ছিক, আবার কখনো হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে দাকীক আল-ঈদ এ অর্থের প্রতিধ্বনি করেছেন। হাদীসটি হলো, মসজিদের জামায়াতের সাথে কোন ব্যক্তির নামায পড়া তার ঘরে ও বাজারে নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। কারণ, সে অযু করতে গিয়ে যখন উত্তমরূপে অযু করে এবং কেবল নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে তার মর্যাদা সমুন্নত করা হয় এবং গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সে যতক্ষণ নামাযের জন্য জায়নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত বর্ষণ করো। আর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করে, ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে।[১২] তিনি বলেন, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী আত্মস্থ করা সম্ভব তা পরিত্যাগ করা যাবে না। কাজেই হাদীসটিতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং তার মধ্য থেকে যেগুলো গ্রহণ করা সম্ভব এবং যেগুলো গ্রহণ করা সম্ভব নয় তা দেখতে হবে। যেখানে নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে কাজের পুরস্কারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করবে। শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে পুরুষের জন্য আলাদা কোন মর্যাদা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।[১৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের বিশেষ মর্যাদার কারণে মুসলিম নারীদের আনাগোনা শুধু সেই মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মদীনার আশে পাশের ও মদীনার বাইরের বিভিন্ন গোত্রের মসজিদেও তাদের যাতায়াত ছিল। নীচে আমরা এর কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করছি ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকজন কুবার মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হয়েছে এবং তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। তোমরাও কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়। ঐ সময় সবাই বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ছিল। তারা তখনই কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। (বুখারী)[১৪]

www.amarboi.org

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুসারে সুয়াইলা বিনতে আসলাম বর্ণিত হাদীসে ঐ সময় নামাযরত অবস্থায় বায়তুল মাকদাসের দিক থেকে কা'বার দিকে ঘুরে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে......। উক্ত বর্ণনায় সুয়াইলা বিনতে আসলাম বলেছেন, "নারীরা ঘুরে পুরুষদের স্থানে এবং পুরুষরা নারীদের স্থানে দাঁড়ালো এবং তারপর আমরা মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে অবশিষ্ট দুটি সিজদা সম্পন্ন করলাম।"[১৫]

"আমর ইবনে সালামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন.....। সালামা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্যিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে তোমাদের কাছে আসছি। তিনি বলেছেন, অমুক নামায অমুক সময় এবং অমুক নামায অমুক সময় আদায় করো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আযান দেবে এবং কুরআন বেশী জানে তোমাদের মধ্য থেকে এমন কেউ ইমামতি করবে। তারা খোঁজাখুঁজি করলো। কিন্তু আমার চাইতে কুরআন বেশী জানে এমন কেউ-ই ছিল না। কারণ, আমি এখানে যেসব কাফেলা আসতো তাদের লোকজনের সাথে সাক্ষাত করতাম (তাই কুরআন বেশী জানতাম)। ফলে সবাই আমাকে তাদের ইমাম বানিয়ে নিল। অথচ তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ছয় অথবা সাত বছর। তখন আমার পরিধেয় ছিল মাত্র একখানা চাদর। আমি যখন সিজদায় যেতাম, তখন চাদরখানা আমার শরীরে লেপটে যেতো। গোত্রের এক মহিলা বললো, তোমরা কি তোমাদের ইমামের নিতম্ব ঢাকার ব্যবস্থা করবে না? পরে তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে জামা তৈরী করে দিল। সেই জামা পেয়ে আমি যত খুশী হয়েছিলাম অন্য কোন জিনিস লাভ করে কখনো তত খুশী হতে পারিনি।" (বুখারী)[১৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া নারীর মসজিদে গমনের অধিকার দান ও সেই অধিকার সংরক্ষণের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত উমরের এক স্ত্রী ফজর ও এশার নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। তাকে বলা হলো, তুমি জান যে, উমর তোমার একাজ পছন্দ করেন না এবং এতে তাঁর মর্যাদাবোধ আহত হয়, তা সত্ত্বেও তুমি মসজিদে যাও কেন? জবাবে তাঁর স্ত্রী বললেন, আমাকে নিষেধ করতে তাঁর বাধা কোথায়? বলা হলো, 'আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না'। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী তাঁকে নিষেধ করতে বাধা দেয়।" (বুখারী)[১৮]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, নারীদেরকে তাদের মসজিদের অংশ লাভে বাধা দিয়ো না)।[১৯] বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ

www.amarboi.org

বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব। এতে আবদুল্লাহ তার দিকে ঘুরে তাকে এমন কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন যে, ইতিপূর্বে তাঁকে এভাবে তিরস্কার করতে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি বলছো, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দেব!" (মুসলিম)[২০]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর কর্তৃক তাঁর পুত্রের কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে তিরস্কার করা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, নিজের মতামতের ভিত্তিতে সুন্নাতের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারী ব্যক্তি ও আলেমকে আদবের জন্য তিরস্কার করা বৈধ। [২১]

নারীর মসজিদে যাওয়ার অধিকার সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত ছিল। এমনকি ফজরের জামায়াতে মসজিদে যাওয়ার পথে একজন নারীর ওপর আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরও।

"ওয়ায়েল আল-কিনদী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা যখন ভোরের অন্ধকারে মসজিদে যাচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তি তার ওপর চড়াও হয়। সে তখন সেখান দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ইতিমধ্যে ধর্ষণকারী পালিয়ে যায়। তারপর একদল লোক সেখানে আসলে সে তাদের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে। মহিলা প্রথমে যে লোকটির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল তারা সে লোকটিকে ধরে। কিন্তু মূল অপরাধী নাগালের বাইরে চলে যায়। তারা সবাই মিলে ঐ লোকটিকে ধরে মহিলার কাছে নিয়ে আসে। লোকটি বলে, আমিই তো তোমার আর্তচিৎকারে সাড়া দিয়েছি, অপরাধী তো পালিয়ে গেছে। তারা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো এবং তাঁকে জানানো হলো যে, সে মহিলাটিকে ধর্ষণ করেছে। লোকগুলোও বললো যে, তারা তাকে পলায়নরত অবস্থায় পাকড়াও করেছে। লোকটি বললো, আমি ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে তার ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছি। কিন্তু এরা আমাকে ধরে এনেছে। মহিলা বললো, সে মিথ্যা বলছে, সেই তো আমাকে ধর্ষণ করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললো, একে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো না, বরং আমাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো। (ধর্ষণের) কাজটি আমিই করেছি। এভাবে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো। এখন তিন পক্ষই অর্থাৎ ধর্ষণকারী, মহিলার আর্তনাদে তাকে সাহায্যকারী এবং খোদ মহিলাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাজির। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ধর্ষণকারীকে সম্বোধন করে) বললেন, তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি মহিলার ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছে তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি করলেন। উমর বললেন, যে যিনার স্বীকারোক্তি করলো তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, কারণ সে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে এমন তওবা করেছে যদি গোটা মদীনাবাসী সে তওবা করতো, তাহলে তাদের সবার থেকে তা কবুল করা হতো।" (আহমদ)[২২]

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদই যখন ছিল ইবাদত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র, যা আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি, তখন এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে; মুবাহ, বৈধ বা ওয়াজিব যে পর্যায়েই পড়ুক না কেন, বারটি শরীয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন বা কার্যকারণের জন্য মুসলিম নারী মসজিদে যেতে পারে। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. নামায পড়া

ফজরের নামায

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুমিন নারীরা মাথা ও শরীরে চাদর জড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে শরীক হতো এবং নামায শেষে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতো কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চেনা যেতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

নবী (স)-এর উক্তি "মুমিন নারীরা" কথাটার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এখানে কথাটি ছিল সম্মানিতা মুমিন নারীরা বা অনুরূপ। বলা হয়েছে যে, এখানে নারীগণ বলতে মর্যাদাসম্পন্ন নারীদের বুঝানো হয়েছে। যেমন কওমের পুরুষগণ বললে তার অর্থ হয় সম্মানিত পুরুষগণ।[২৪]

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমরের এক স্ত্রী মসজিদে জামায়াতের সাথে ফজরের নামায আদায় করতেন........।" (বুখারী)[২৫]

মাগরিবের নামায

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল ফাযল তাকে সূরা 'ওয়াল মুরসালাতে উরফান' পড়তে শুনে বললেন, হে বেটা! আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষবারের মত মাগরিবের নামাযে এই সূরাটি পড়তে শুনেছিলাম। এ সূরাটি পাঠ করে তুমি আমাকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিলে। অন্য একটি রেওয়ায়েতে[২৬] আছে ঃ এরপর তিনি আর আমাদের জন্য কোন নামাযে ইমামতি করেননি, এমনকি আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭]

এশার নামায

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক রাতে এশার নামায পড়লেন। উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে বললেন, গোটা পৃথিবীবাসীর মধ্যে তোমরা ছাড়া আর কেউ-ই এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না। সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায পড়া হতো না। তখন মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে) রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়তেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত উমরের এক স্ত্রী ফজর ও এশার নামায মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে আদায় করতেন।" (বুখারী)[২৯]

www.amarboi.org

জুময়ার নামায

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ۔ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔

"আর যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন সেদিকে ছুটে গেল এবং তোমাকে দন্ডায়মান রেখে গেল। তাদেরকে বলো, যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা।" (আল জুমআ ১১)

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (জুমআর) নামায পড়ছিলাম এমন সময় খাদ্য সম্ভার নিয়ে একটি কাফেলা এসে পৌছল। প্রায় সবাই কাফেলার কাছে চলে গেলো। এমনকি বারজন পুরুষ ছাড়া আর কেউ-ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকলো না। তখন নাযিল হালো এ আয়াত ঃ

وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ۔

'আর যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন তোমাকে একাকী রেখে সেদিকে ছুটে গেল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... আবু কাতাদা থেকে সহী সনদে তাফসীরে তাবারী ও ইবনে আবী হাতেমে বর্ণিত হয়েছে। "আবু কাতাদা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কয়জন আছো? তারা নিজেদেরকে গণনা করে দেখলেন যে, নারী ও পুরুষ মিলে সর্বমোট বারজন রয়েছেন।"[৩১]

"আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান তার এক বোন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি 'ক্বাফ, ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি জুময়ার দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুময়ার দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরাটি পড়তেন।" (মুসলিম)[৩২]

"উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা ইবনুন নু'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দুই বছর অথবা এক বছর অথবা এক বছরের কিছু সময় পর্যন্ত আমাদের ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুলা এক ছিল। 'ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুময়ার দিন খুতবা দানের সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরাটি পাঠ করতেন।" (মুসলিম)[৩৩]

তাবাকাতুল কুবরার অন্য একটি রেওয়ায়েতে খাওলা বিনতে কায়েস আল-জুহানিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি জুময়ার দিন মেয়েদের পেছনের সারিতে বসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা শুনতাম এবং মসজিদের শেষের দিকের সারিতে বসে তাঁর 'সূরা ক্বাফ, ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' পাঠ শুনতাম। তিনি মিম্বরে উঠে সূরাটি পাঠ করতেন।[৩৪]

www.amarboi.org

নফল নামায

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন[৩৫] দুটি খুঁটির মাঝে একটি রশি টাঙানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে এ রশি কেন? সবাই বললো, এটা যয়নাবের জন্য বাঁধা রশি। নামায পড়ার সময় যখন সে ক্লান্তি বা আলস্যে আক্রান্ত হয়, তখন এই রশির ওপর ঝুলে পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, এ রশি খুলে ফেল। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বে যতক্ষণ সে ক্লান্তি ও আলস্যহীন থাকবে। যখনই সে ক্লান্তি ও আলস্যে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, তখনই বসে পড়বে....।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসে.....মসজিদে মেয়েদের নফল নামায পড়ার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে।[৩৭]

তিনি আরো বলেছেন, ...উরওয়ার মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মানসূর বর্ণনা করেছেন যে, উমর রমযানে তারাবীহ পড়ার জন্য লোকজনকে উবাই ইবনে কা'বের কাছে একত্র করেন। তিনি পুরুষদের (তারাবীহের) নামাযে ইমামতি করতেন এবং তামীম আদ-দারী মেয়েদের (তারাবীহের) নামাযে ইমামতি করতেন।[৩৮]

ইমাম নববী তাঁর "মাজমু" গ্রন্থে আরফাজাহ সাকাফী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) রমযান মাসে মানুষকে তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন ইমাম ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নিয়োগ করতেন। আমি নিজে ছিলাম মেয়েদের ইমাম। (বায়হাকী)[৩৯]

আবু দাউদ কর্তৃক আবুযর থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে,........ তারপর তৃতীয় রাত হলে (অর্থাৎ রমযান মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকতে) তাঁর পরিবারের লোকজন, স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য লোকেরা সমবেত হলে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, (এবং কিরাআত এত দীর্ঘ করলেন যে) আমরা কল্যাণ হারিয়ে ফেলবো বলে আশংকা করলাম।[৪০] নাসায়ীর একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ রমযান মাসের তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি তাঁর কন্যা ও স্ত্রীগণকে ডেকে পাঠালেন এবং লোকজনকে একত্রিত করলেন। তারপর আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন, এমনকি আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করলাম। দাউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কল্যাণ কি?" তিনি বললেন, সাহ্রী।[৪১]

ইমাম মালেক ইসমাঈল ইবনে হাকীম থেকে তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলার রাতের বেলা নামায পড়ার কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? তাঁকে বলা হলো, এ হচ্ছে হাওলা বিনতে তুয়াইব। সে রাতে ঘুমায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কাজ অপছন্দ করলেন। এমনকি পছন্দ না করার অভিব্যক্তি তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তোমরা বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিরক্তি বোধ করেন না। যতটা কাজের সামর্থ আছে ততটা কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে নাও।[৪২]

www.amarboi.org

নযর বা মানতের নামায

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক মহিলা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে বললো, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থতা দান করেন, তাহলে আমি বাড়ি ছেড়ে সফরে বের হবো এবং বায়তুল মাকদাসে নামায পড়বো। সে সুস্থতা লাভ করলে সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী মায়মুনার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে এ বিষয়ে অবহিত করলো। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, তুমি এখানেই থেকে যাও। যা কিছু পাথেয় সংগ্রহ করেছো তা খাও এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে নামায পড়। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার ওয়াক্ত নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম) [৪৩]

জানাযার নামায

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাসের ইনতিকাল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর জানাযা মসজিদে নিয়ে আসতে এবং মসজিদের নিকটবর্তী মাকায়েদের* পার্শ্বের বাবুল জানায়েয দিয়ে বের করে নিতে বললেন, যাতে তাঁরাও তাঁর জানাযা পড়তে পারেন। কাজেই নবী (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ কর্তৃক তাঁর জানাযা পড়ার জন্য তাঁদের হুজরার সামনে তাঁর জানাযা এনে রাখা হলো এবং তাঁরা জানাযা পড়লেন। পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে, লোকেরা এটাকে দূষণীয় মনে করেছে এবং বলেছে যে, জানাযা কখনো মসজিদের ভিতরে নেয়া হতো না। হযরত 'আয়েশা (রা) এ কথা জানতে পেরে বললেন, অজানা বিষয়ের সমালোচনা করতে মানুষ কত তাড়াহুড়া করেছে। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযা মসজিদের অভ্যন্তরে পড়েছিলেন।(মুসলিম) [৪৪]

ইমাম নববী এ হাদীসের সাথে সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযা সম্পর্কে বলেছেন.........। জমহুরের মতটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ তারা সবাই একা একা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায পড়েছিল। একদল করে লোক প্রবেশ করতো এবং প্রত্যেকে একা জানাযা পড়ে বেরিয়ে আসতো। তারপর আরেক দল প্রবেশ করতো এবং অনুরূপভাবে জানাযা পড়ে বেরিয়ে আসতো। তারপর পুরুষরা প্রবেশ করে জানাযা পড়ে এবং তারপর মেয়েরা এবং সর্বশেষে শিশুরা নামায পড়ে বেরিয়ে আসে।" [৪৫]

ইমাম মালেক ইবনে আনাসের মুদাওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে, (আমি জিজ্ঞেস করলাম, মালেকের উক্তি অনুসারে কি মেয়েরা নামাযে জানাযা পড়তে পারবে?

** মাকায়েদ হচ্ছে মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা, যেখানে মুসল্লিরা অযু ইত্যাদি করার জন্য বসতেন।*

www.amarboi.org

তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪৬] সারাখসীর মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, "জানাযার নামাযে মেয়েরা পুরুষদের পেছনে কাতার করবে। কেননা, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, 'মেয়েদের জন্য উত্তম কাতার হচ্ছে শেষের কাতার।" [৪৭]

সূর্যগ্রহণের নামায

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। ....কোন এক প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। কিন্তু সূর্যগ্রহণ হলে তিনি চাশতের ওয়াক্তে ফিরে আসলেন এবং হুজরার সামনে দিয়ে গেলেন। (মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, মেয়েরা হুজরার সামনে মসজিদে সমবেত হলো) তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়ালে লোকজনও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। নবী (স) দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলেন.......।" (বুখারী ও মুসলিম) [৪৮]

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে.... নবী (স) লোকজনকে সাথে নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি লোকদের সাথে চারটি সিজদায় ছয় রাকাত নামায পড়লেন....।* এর পর তিনি পেছনে সরে আসলে তাঁর পেছনের কাতারগুলোও সরে আসলো। (ইমাম মুসলিমের শায়খ আবুবকর বলেন, এমনকি মেয়েদের কাতার পর্যন্ত পৌঁছে গেল)। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলে লোকজনও তাঁর সাথে সামনে অগ্রসর হলো এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পূর্বস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন সূর্য তার পূর্বাবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিল।"(মুসলিম) [৪৯]

"আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার কাছে গেলাম। সে সময় লোকজন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, কি ব্যাপার, লোকজন নামায পড়ছে? তিনি মাথা দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের প্রতি)। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দ্বারা ইশারা করে হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায খুব দীর্ঘ করলেন। এমনকি আমার সংগা লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। জাবের থেকে বর্ণিত মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েত আছে ঃ প্রচণ্ড গরমের দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের সাথে নিয়ে এত দীর্ঘ কিয়াম করে নামায পড়লেন যে, তারা বেহুশ হয়ে পড়ে যেতে থাকলেন।[৫০] হযরত আসমা বলেন,

---

** অর্থাৎ ছয়বার রুকু করলেন এবং চারবার সিজদা করলেন। প্রথমে তাকবীর বলার পর দীর্ঘ কিরাআত করলেন। তারপর রুকু করলেন। দীর্ঘতম রুকু করলেন। রুকু থেকে মুখ উঠিয়ে তারপর আবার কিয়াম করলেন এবং দীর্ঘ কিরাআত করলেন। তারপর আবার রুকু করলেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে সিজদা করলেন। দুইটি দীর্ঘ সিজদা করলেন। এভাবে আবার তিন রুকু সহকারে দুই সিজদা করলেন।*

www.amarboi.org

আমার পাশেই একটি চামড়ার মশকে পানি ছিল। আমি সেটি খুলে আমার মাথায় পানি ঢালতে শুরু করলাম। (মুসলিমের অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি বসে পড়তে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দুর্বল মহিলাটির প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে বললাম, এ তো আমার চেয়ে দুর্বল। অতএব আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। এরপর তিনি রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই সময় যদি কোন মানুষ আসতো তাহলে সে মনে করতো যে, তিনি রুকু করেননি)। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু যখন নামায শেষ করলেন, তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি সবার সামনে বক্তব্য পেশ করলেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন, "আম্মা বা'দ"। ....আসমা বলেন, কিছু সংখ্যক আনসার মহিলা শোরগোল করতে থাকলে আমি তাদেরকে থামাতে মনোযোগী হলাম...... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

'পুরুষদের সাথে মেয়েদের সূর্যগ্রহণের নামায পড়া' শীর্ষক অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী (র) আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, পুরুষদের সাথে মেয়েদের নামায পড়তে যারা নিষেধ করে এবং বলে যে, মেয়েরা একা একা নামায পড়বে এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম রচনা করে ইমাম বুখারী তাদের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫২]

সূর্যগ্রহণের নামাযের ওপর কিয়াসের ভিত্তিতে মেয়েরা চন্দ্রগ্রহণের নামাযেও অংশগ্রহণ করবে এবং অনুরূপ "সালাতুয যালযালা" (ভূমিকম্পের নামায) "সালাতুর রীহ" (ঝড়ের নামায) এবং "সালাতুল ইসতিসকা"য়ও (ইসতিসকার নামায) অংশগ্রহণ করবে।

ইবনে রুশদ বলেছেন, (.........সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যেভাবে নামায পড়া হয় চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে জামায়াতের সাথে নামায পড়তে হবে বলে ইমাম শাফেয়ী মত প্রকাশ করেছেন। আহমদ, দাউদ ও একদল মনীষী তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন........। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যু তাদের গ্রহণের কারণ নয়। তাই গ্রহণ হতে দেখলে গ্রহণ না ছাড়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, নামায পড়বে এবং সাদকা করবে।" (বুখারী ও মুসলিম) সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামাযের নির্দেশ থেকে এ ক্ষেত্রে কেউ একটি অর্থই বুঝে থাকেন অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে নামায পড়া। সূর্যগ্রহণের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায পড়ার কাজটিকে ইমাম শাফেয়ী সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায পড়ার যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, "কিছু সংখ্যক আলেম সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ওপর 'কিয়াস' করে ভূমিকম্প, ঝড়-ঝন্‌ঝা, অন্ধকার প্রভৃতি নিদর্শনের সময় নামায পড়া উত্তম মনে করেন। কেননা, এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি রয়েছে, যাতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঐসব নিদর্শন হওয়াটাই কারণ ('ইল্লাত')। তাদের

www.amarboi.org

মতে এটি কিয়াসের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণী। কেননা, এটা সেই ইল্লতকেই কিয়াস করা হয় নসে যার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও একদল মনীষী তা মনে করেন না। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, কেউ যদি ভূমিকম্পের নামায পড়ে তবে তা উত্তম। কিন্তু না পড়লে তাতে দোষ নেই। ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযের নিয়মে ভূমিকম্পের নামায পড়েছেন.......।" ইবনে রুশদ আরো বলেছেন, ইসতিসকার নামাযের জন্য জনপদের বাইরে যাওয়া এবং বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া ও কাকুতি-মিনতি করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বিধিবদ্ধকৃত সুন্নাত। তবে তারা ইসতিসকার নামাযের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন......অধিকাংশ উলামার মতে ইসতিসকার নামাযের জন্য বের হওয়া সুন্নাত। .... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ইসতিসকার নামায পড়া সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হাদীসটি উবাদা ইবনে তামীম কর্তৃক তার চাচা থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'জমহুর' অর্থাৎ অধিকাংশ উলামা এ হাদীসটিকে এতদসম্পর্কিত দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقى فصلى بهم ركعتين جهر فيها بالقرأة ورفع يديه حذو منكبيه وحول ردائه واستقبل القبلة واستسقى (اخرجه البخارى ومسلم)

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সাথে নিয়ে ইসতিসকার নামায পড়তে বের হলেন। তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত করে দুই রাকাত নামায পড়লেন। দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠালেন, চাদর পাল্টালেন, কিবলামুখী হলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন" (বুখারী ও মুসলিম)......। 'ইসতিসকার নামায পড়া সুন্নাত' এ মতের সমর্থকগণ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইসতিসকার নামাযে খুতবা দানও সুন্নাত। কারণ সাহাবাদের কার্যক্রমে তা উল্লেখিত হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেছেন, এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিসকার নামায পড়েছেন এবং খুতবা দিয়েছেন।[৫৩]

দুই. ই'তিকাফ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ই'তিকাফরত অবস্থায় প্রয়োজনে বাড়িতে প্রবেশ করতাম। বাড়িতে অসুস্থ লোকও থাকতো। আমি চলতে চলতেই তার অসুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। ই'তিকাফরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।" (মুসলিম)[৫৪]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করার কথা বললেন। (আমি তাঁর জন্য

www.amarboi.org

কাপড়ের তাঁবু তৈরী করে দিতাম। তিনি ফজরের নামায পড়ে তাতে প্রবেশ করতেন।)[৫৫] আয়েশা নিজের জন্য অনুরূপ তাঁবু বানানোর অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা) নিজের জন্য আয়েশাকে(রা) অনুমতি চেয়ে দিতে বললে তিন হাফসার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে দিলেন। এ দেখে যয়নাব বিনতে জাহশ নিজের জন্য তাঁবু বানানোর নির্দেশ দিলে তা বানানো হলো। আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসলেন। তিনি এসব তাঁবু দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? লোকজন বললো ঃ আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা কি এসব দিয়ে নেকী অর্জন করতে চায়? আমি এখন আর ই'তিকাফ করবো না। তিনি ই'তিকাফ ভেঙে ফেলে বাড়ি ফিরলেন। রমযান শেষে তিনি শাওয়াল মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ...আমর ইবনুল হারেস বর্ণিত হাদীসে আছে, এ দেখে যয়নাবও তাঁদের সাথে তাঁবু তৈরী করলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী। তাঁবু রচনার জন্য যয়নাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন বলে আমি কোন বর্ণনাতেই দেখিনি। এটি ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের এ কাজ অপছন্দ করার অন্যতম কারণ। (অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, তারা কি এভাবে নেকী অর্জন করতে চায়?) ....সম্ভবত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশংকা করেছিলেন যে, আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্জাত গর্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাদেরকে বিশেষভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাংখায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এতে ই'তিকাফের যথার্থতা ব্যাহত হচ্ছিল....অথবা প্রথমত যখন তিনি আয়েশা ও হাফসাকে অনুমতি প্রদান করলেন তখন সেটি অন্যসব মেয়েদের মসজিদে আগমনের তুলনায় সহজতর ছিল। সবাই মসজিদে আসলে মুসল্লীদের জন্য তা কষ্টের কারণ অথবা তাঁর পাশে মেয়েদের সমবেত হওয়ার তুলনায় সহজতর ছিল। তাহলে তাঁর অবস্থা হতো গৃহে অবস্থানকারীর মত। ফলে হয়তো তিনি ইবাদতের জন্য অবকাশ পেতেন না এবং এভাবে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো।[৫৭]

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتي توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করেন। তারপর তাঁর স্ত্রীগণও অনুরূপভাবে ই'তিকাফ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮]

www.amarboi.org

عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من ازواجه. فكانت ترى الحمرة والصفرة . فربما وضعنا الطست تحتها وهى تصلى.

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর একজন ইসতিহাযাগ্রস্তা স্ত্রীও ই'তিকাফ করেন। তাঁর রক্তিম ও হলুদ স্রাব হতো। আমরা অনেক সময় তার দাঁড়ানোর স্থানে পানির পাত্র রেখে দিতাম আর তিনি ঐ অবস্থায়ই নামায পড়তেন।" (বুখারী)[৫৯]

ইমাম মালেকের মুদাউওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে , আমি ইবনুল কাসেমকে জিজ্ঞেস করলাম, জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে যে মহিলা ই'তিকাফ করে তার সম্পর্কে ইমাম মালেকের মত কি? তিনি বললেন, ইতিবাচক। আমি বললাম, ইমাম মালেকের কথা অনুযায়ী সেকি তার বাড়ির মসজিদে ই'তিকাফ করবে? তিনি বললেন, তা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। কারণ ই'তিকাফ করতে হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদে..... আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার দাস, অথবা তার স্ত্রী অথবা তার দাসীকে ই'তিকাফ করার অনুমতি প্রদানের পর তারা তা শুরু করলে এরপর সে তা ভঙ্গ করাতে চায়। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, এ অধিকার (অর্থাৎ ই'তিকাফ ভঙ্গ করানোর অধিকার) তার নেই। তাঁকে বলা হলো, এটি কি ইমাম মালেকের মত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটি তাঁরই মত।[৬০]

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, ...ই'তিকাফরত অবস্থায় নারীর ঋতু আরম্ভ হলে সে ই'তিকাফ ভঙ্গ করবে না বরং মসজিদের আঙিনায় বা খোলা জায়গায় তা পূর্ণ করবে।[৬১]

তিন. জ্ঞানের কথা শোনা

عن زينب امرأة عبد الله قالت : كنت فى المسجد فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن...

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি বললেন, তোমরা(মেয়েরা) তোমাদের অলঙ্কার দিয়ে হলেও দান করো।....." (বুখারী ও মুসলিম)[৬২]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন। লোকজন তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর বললেন এবং দীর্ঘ কিরাআত করলেন। ......তিনি নামায

www.amarboi.org

শেষ করে ফিরে আসার আগেই সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। নবী (স) দাঁড়িয়ে যথাযোগ্য রূপে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। এদের গ্রহণ কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে হয় না। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হলে তোমরা নামায পড়তে মনোনিবেশ করবে। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকজন বলতে থাকলো ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হয়েছে)।[৬৩] (অন্য একটি বর্ণনায় আছে,[৬৪] তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর অনেক নিদর্শনের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। গ্রহণ হতে দেখলে তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাকবীর পাঠ করবে, নামায পড়বে এবং সাদকা করবে। তারপর বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর বান্দাদের-(নারী ও পুরুষ) যিনা করার ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নাই। হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা তা জানলে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী করে কান্নাকাটি করতে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫]

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সূর্যগ্রহণের নামায শেষ করে) আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনার পর বললেন, যা আমি কখনো দেখিনি তা এ স্থান থেকে দেখেছি, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যন্ত। আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনার সমপর্যায়ের অথবা প্রায় তার কাছাকাছি ধরনের পরীক্ষায় উতরাতে হবে.....। তোমাদের কাউকে এনে বলা হবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? মুমিন অথবা দৃঢ় ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি বলবে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের কাছে হিদায়াত ও সুস্পষ্ট বিধানাবলী নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি। তখন তাকে বলা হবে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমরা জানতাম যে, তুমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারীদের একজন। মুনাফিক ও সন্দেহপোষণকারী বলবে, আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি (তাঁর সম্পর্কে) মানুষকে কিছু একটা বলতে শুনেছি এবং আমিও তাই বলেছি। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে,[৬৬] মানুষকে কবরে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা উল্লেখ করলেন। তিনি যখন তা বললেন তখন মুসলমানরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ...আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণিত হাদীসটি(অর্থাৎ বর্ণিত শেষ হাদীসটি) ইমাম বুখারী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন.....। ইমাম বুখারী যেভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসায়ী এবং ইসমাঈলীও সেই ভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে "চিৎকার করে উঠলো" কথাটির সাথে তিনি আসমা বিনতে আবু বকরের এ কথাটিও যোগ করেছেন যে, ঐ চিৎকার আমার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বুঝার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে

www.amarboi.org

দাঁড়ালো। চিৎকার থামলে আমি আমার পাশের এক ব্যক্তিকে (পুরুষ) জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার শেষ দিকে কি বলেছেন? (সে বললো), তিনি বলেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে দাজ্জালের পরীক্ষার সমপর্যায়ের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হবে।[৬৮]

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। ....আমি মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। ......নামায শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,[৬৯] তিনি বললেন, হে মানবমন্ডলী। তামীমুদ্দারী আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, তার কওমের একদল লোক সমুদ্রে একটি জাহাজে আরোহণ করেছিল। জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে তাদের কেউ কেউ জাহাজের কাষ্ঠখণ্ডে আরোহণ করলো এবং বাত্যাতাড়িত হয়ে সমুদ্রের একটি দ্বীপে গিয়ে উপনীত হলো।"(মুসলিম) [৭০]

عن عمـــرة بنت عبد الرحـمن عن اخت لعمرة قالت : اخذت (ق والقرآن المجيد) من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأبـها على المنبر فى كل جمعة.

"আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান তাঁর এক বোন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ''ক্বাফ, ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমার দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরাটি পড়তেন।" (মুসলিম) [৭১]

চার. মসজিদে ই'তিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত করা

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়া থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় সাফিয়া তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন এবং অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে ঘর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে অগ্রসর হতে থাকলেন। উম্মে সালামার ঘরের সন্নিকটবর্তী মসজিদের দরজায় পৌছলে দুই আনসারী পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা একটু থামো। এ হচ্ছে সাফিয়া বিনতে হুয়াই। তারা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রসূল! ঘটনাটা তাদের কাছে খুব গুরুতর বলে মনে হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

www.amarboi.org

ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم وانى خشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئا.

"শয়তান মানুষের শরীরে রক্ত প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়। সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করতে পারে বলে আমি আশংকা করলাম।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন,........হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে......স্ত্রীর সাথে ই'তিকাফকারীর একাকী অবস্থান করার বৈধতা এবং ই'তিকাফকারীর সাথে নারীর সাক্ষাত করার বৈধতা। [৭৩]

ইবনে রুশদ বলেছেন, ...সহবাস না করে স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেকের মতে উপরোক্ত কাজের সব কটিই ই'তিকাফ নষ্ট করে দেয়। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, বীর্যপাতের কারণ না ঘটলে মেলামেশায় ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। [৭৪]

মহান আল্লাহর বাণী, ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد.

"মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করবে না।" এর মধ্যে যে مباشرة (মেলামেশা) শব্দ রয়েছে, সেটিই এ ক্ষেত্রে মতভেদের কারণ। অর্থাৎ শব্দটি দ্বারা কি সহবাস বুঝানো হয়েছে, না সহবাসের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের কাজগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

পাঁচ. সময় কাটানো এবং ঈমানদার মহিলাদের সাথে অবসর যাপন

রাবী' বিনতে মু'আব্বিয ইবনে 'আফরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশূরার দিন সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘোষণা দেয়ার জন্য লোক প্রেরণ করলেন যে, আজকে যে রোযা রাখেনি সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময় রোযা রাখে। আর যারা রোযা রেখেছে তারা যেন রোযা অক্ষুণ্ন রাখে। রাবী' বিনতে মু'আব্বিয বলেন, আমরা পরে ঐদিন (অর্থাৎ আশূরার দিন) রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট শিশুদেরকেও রোযা রাখিয়ে তাদেরকে তুলার তৈরী খেলনা দিতাম। মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, এবং আমরা মসজিদে যেতাম..... । শিশুরা যখনই আমাদের কাছে খাদ্য চাইতো তাদেরকে ভুলিয়ে রাখার জন্য খেলনা দিতাম, যাতে তারা রোযা পূর্ণ করে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭৫]

'আত তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে খাওলা বিনতে কায়েস বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের যুগে এবং উমরের খিলাফত যুগের প্রথম দিকে আমরা মেয়েরা মসজিদে একজন আরেকজনের সাথে বন্ধুত্ব করতাম, কোন কোন সময় সুতা কাটতাম এবং খেজুর পাতার পাটি বুনতাম। উমর বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এখান থেকে বের করবো।

www.amarboi.org

.......তারপর আমাকে ছাড়া অন্য সবাইকে বের করে দেয়া হলো। তবে আমরা সবাই নামাযের সময় জামায়াতে হাজির হতাম।[৭৬]

ছয়. সাধারণ সমাবেশে যোগদান করা

عن فاطمة بنت قيس ·· فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادى (منادى رسول الله صلى ا لله عليه وسلم) الصلاة جامعة ··· وفى رواية فنودى فى الناس ان الصلاة جامعة فانطلقت فيمن انطلق من الناس· فكنت فى الصف المقدم من النساء وهو يلى المؤخر من الرجل·

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। ..... আমার ইদ্দতকাল শেষ হলে আমি একজন ঘোষককে (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষক) এই মর্মে ঘোষণা করতে শুনলাম ঃ আসসালাতু জামেআহ অর্থাৎ সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।* ....অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো যে সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। (ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন) সমাবেশে যোগদানকারী লোকদের সাথে আমিও যোগদান করলাম। আমি মেয়েদের সামনের কাতারে অর্থাৎ পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের লাগোয়া কাতারে ছিলাম।" (মুসলিম)[৭৭]

এ অর্থে ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, ...মদীনাবাসী কর্তৃক কোন বিষয়ের অনুমোদন বর্ণনা করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মেয়েদের বাইরে বের হওয়া, পথে ঘাটে চলা, মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং যে বক্তব্য পেশ করার জন্য সাধারণ সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছে তা শ্রবণ করার কাজকে অনুমোদনের শামিল।[৭৮] 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-এ ইবনে আব্বাস থেকে এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসে বলা হলো, এখানে মসজিদে আনসারদের নারী-পুরুষ সবাই কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কান্নার কারণ কি? বলা হলো, তারা আপনার মৃত্যুর আশংকা করছে। ইবনে আব্বাস বলেন, তখন তিনি গিয়ে মিম্বরে বসলেন। একখানা কাপড়ের দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের ওপর এবং একখন্ড বস্ত্র তাঁর মাথায় জড়ানো ছিল। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি গুণাবলী আরোপ করে বললেন, অতপর হে জনমন্ডলী! মানুষ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এমনকি তাদের সংখ্যার অনুপাত খাদ্যে লবণের অনুপাতের মত হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি তাদের কোন বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে যেন তাদের উত্তম দিকগুলি গ্রহণ করে এবং খারাপ দিকগুলি উপেক্ষা করে।[৭৯]

** আযানের সাথে যদি মুয়াযযিন 'আস-সালাতু জামেআহ' কথাটি বলতেন, তাহলে তার অর্থ হতো নামাযের সাথে সাধারণ সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।*

www.amarboi.org

সাত. অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত হওয়া

عن عائشة قالت : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فى باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه انظر الى لعبهم.

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার কক্ষের দরজায় দেখতে পেলাম। সেই সময় হাবশীরা মসজিদে খেলছিল। আমি তাদের খেলা দেখছিলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [৮০]

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে, ...যারা মসজিদে খেলাধুলা পছন্দ করেন না তাদের এই মত প্রত্যাখ্যান করে মাহলাব বলেছেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃংখলা বিধান করা। যে সব কাজ ইসলাম ও তার অনুসারীদের কল্যাণ বয়ে আনে মসজিদে সেই সব কাজ আঞ্জাম দেয়া জায়েয।[৮১]

আট. নারী কর্তৃক সৎপুরুষের কাছে নিজের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা

"সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি নিজেকে আপনার কাছে পেশ করার জন্য এসেছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার দেখলেন এবং মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখলো যে, তিনি তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত জানালেন না, তখন সে বসে পড়লো।" (বুখারী ও মুসলিম) [৮২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ...ইসমাঈলী কর্তৃক সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ছিলেন। ইতিমধ্যে এক মহিলা তাঁর কাছে আসলো....। যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ হাদীসের মাধ্যমে সে স্থানটিও নির্দিষ্টভাবে জানা যায়। [৮৩]

নয়. বিচার অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া

عن سهل ابن سعد ان رجلا قال : يارسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله ؟ فتلا عنا (اى الرجل وامرأته) فى المسجد وانا شاهد.

"সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষকে দেখে, তাহলে সে কি তাকে (পুরুষকে) হত্যা

www.amarboi.org

করবে? এ ব্যাপারে আপনার মত কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (অভিযোগকারী ও তার স্ত্রী) মসজিদের মধ্যে লি'আন করালেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪]

দশ. আহতদের সেবা করা

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধকালে হযরত সা'দ বাহুর মধ্যভাগে আঘাতপ্রাপ্ত হন। কাছে রেখে সেবা-শুশ্রূষার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করেন। মসজিদের আঙিনাতেই বনী গিফারের একটি তাঁবু স্থাপিত ছিল। তাদের কাছে প্রবাহিত হয়ে আসা রক্ত তাদেরকে আতংকিত করলো। তারা বললো, হে তাঁবুর অধিবাসীরা! তোমাদের দিক থেকে এ কি জিনিস আমাদের দিকে গড়িয়ে আসছে? দেখা গেল সা'দের জখম থেকে অবিরামভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এই আঘাতের ফলেই তিনি মারা গেলেন।" (বুখারী)[৮৫]

হাফেজ ইবনে হাজার "বনী গিফারের একটি তাঁবু স্থাপিত ছিল" কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত তার স্বামী ছিল বনী গিফার গোত্রের লোক..... [৮৬]। ইবনে ইসহাক আরো বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সা'দকে তাঁর তাঁবুতে রাখ, যাতে আমি নিকট থেকে তার দেখাশুনা করতে পারি। [৮৭]

এগার . মসজিদের খেদমত করা

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিতো (বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আমার জানা মতে সে ছিল একজন মহিলা)।[৮৮] সে মারা গেল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বললো, সে মারা গিয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা তার সম্পর্কে আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি ঐ মহিলার কবরের পাশে গেলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন (বা তার জানাযা পড়লেন)।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করে অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত করার জন্য মানত করছি। এভাবে তিনি মহান আল্লাহর বাণী اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى

(যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে তা আমি একান্ত তোমার জন্য মানত করলাম। তুমি আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ কর।) এর প্রতি ইংগিত করছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন,

www.amarboi.org

.....ইবনে খুযায়মা 'আলাআ ইবনে আবদুর রহমান ও তার পিতা আবদুর রহমানের মাধ্যমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদের খেদমতের জন্য যাকে মানত করা হয়েছিল সে ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। বায়হাকী হাসান সনদে ইবনে বুরাইদার মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মহিলার নাম রাখা হয়েছিল উম্মে মিহজান। [৯০] তিনি আরো বলেছেন, محررا (একান্তভাবে) শব্দটির অর্থ 'স্বাধীনভাবে'। একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের শরীয়তে সন্তানকে 'নযর' করা বৈধ ছিল। একথাটি উল্লেখের পেছনে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে খেদমতের মাধ্যমে মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার রীতি শরীয়তে বিধিবদ্ধ ছিল। এমনকি তাদের নিজের সন্তানকে মসজিদের খেদমতের জন্য মানত করার ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। হাদীসের অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক হচ্ছে, ঐ মহিলা যে নিজেকে মসজিদের খেদমতের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন তা ছিল বৈধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঐ কাজ অনুমোদন করেছেন। [৯১]

বারো. মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

عن عائشة ان وليدة كانت سوداء لحى من العرب فاعتقوها فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد او حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندى.

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরবের একটি গোত্রের একটি কৃষ্ণাঙ্গ বাঁদী ছিল। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। আয়েশা বলেন, তার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু অথবা পশমের তৈরী অনুচ্চ ছোট কক্ষ ছিল। তিনি বলেন, সে আমার কাছে আসতো এবং আলাপ-আলোচনা করতো।"(বুখারী)[৯২]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "মসজিদে মেয়েদের নিদ্রা যাওয়া" অনুচ্ছেদের শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন।

তিনি এর পরবর্তী অনুচ্ছেদের শিরোনাম রচনা করেছেন এভাবে, "পুরুষদের মসজিদে নিদ্রা যাওয়া" এবং উক্ত অনুচ্ছেদে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে নিম্নলিখিত হাদীস দুটি আছে ঃ

ان عبد الله بن عمر كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم.

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজন ছিল না।" তাছাড়া আবু

www.amarboi.org

হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্তর জন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছেন। (সুফফা ছিল মসজিদে নববীতে চালা দেয়া এমন একটি স্থান, যেখানে বাস্তুভিটাহীন সাহাবীরা থাকতেন।)"

হাফেজ ইবনে হাজার আরো বলেছেন, আয়েশা বর্ণিত হাদীস থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নারী হোক বা পুরুষ যে সব মুসলমানদের বাড়ি-ঘর নেই, ফিতনা মুক্ত থাকতে পারলে- তাদের জন্য মসজিদে রাত্রি যাপন ও দুপুরে নিদ্রা যাওয়া বৈধ।[৯৩]

মেয়েদের মসজিদে যাতায়াতের নিয়ম-কানুন

১. মসজিদে যাতায়াতকারিনী নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে না

"বুসর ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। যয়নাব সাকাফিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করতেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ এশার নামায পড়তে মসজিদে হাজির হতে চাইলে সে যেন ঐ রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে।"(মুসলিম) [৯৪]

عن زينب امــرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا

"আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যে মসজিদে জামায়াতে হাজির হবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।" (মুসলিম) [৯৫]

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة۰

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নারী ধূপের সুগন্ধি ব্যবহার করার পর যেন আমাদের সাথে এশার নামাযে শরীক না হয়।" (মুসলিম)[৯৬]

ইমাম ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন, সুগন্ধির মত ফলাফল বয়ে আনে এরূপ জিনিসও একই পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। সুগন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ তাতে পুরুষের আবেগ ও যৌনাকাংখা উদ্দীপ্ত হয় এবং অনেক সময় তা নারীর সুপ্ত যৌন কামনাকেও জাগিয়ে তোলে। সুতরাং যে জেনে বুঝে এ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে চায়, সেই সুগন্ধি ব্যবহার করে। (এছাড়া আর কেউ এ অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে না।) এ কথা সত্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন নারী ধূপ ব্যবহার করার পর আমাদের সাথে যেন এশার নামাযে হাজির না হয়। উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং যে সব অলংকারাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাও এরই অন্তর্ভুক্ত।[৯৭]

www.amarboi.org

২. মেয়েদের কাতারসমূহ পুরুষদের কাতারসমূহের পেছনে থাকবে এবং তাদের মাঝে পর্দা থাকবে না

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। .....ঘোষণা করা হলো, নামাযের জামায়াত তৈরী। তিনি বলেন, লোকদের সাথে আমিও মসজিদে গেলাম। আমি মেয়েদের সর্বপ্রথম কাতারে ছিলাম। অর্থাৎ পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের পেছনের কাতারে.... ।" (মুসলিম)[৯৮]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকজনকে সাথে নিয়ে চার সিজদাসহ ছয় রাকাত নামায পড়লেন..... তারপর তিনি পিছিয়ে আসলেন। তাঁর পিছনের কাতারগুলোও পিছিয়ে আসলো। এমনকি আমরা শেষ প্রান্তে পৌছে গেলাম। (ইমাম মুসলিমের শায়খ আবু বকর বলেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁরা মেয়েদের কাতারের কাছে পৌছে গেলেন ..... ।)" (মুসলিম)[৯৯]

কোন পর্দা বা আড়াল ছাড়া মসজিদের জামায়াতে পুরুষদের পেছনে মেয়েদের নামায পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হিদায়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথমত নারী ও পুরুষ একটি স্থানে সমবেত হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে পুরুষদের কাতার থেকে নারীদের কাতার আলাদা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে চরম সাবধানতা অবলম্বন অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত নারীরা রুকূ ও সিজদার ক্ষেত্রে ইমামকে ভালভাবে অনুসরণ করতে পারবে। শুধু তাকবীর শুনতে পাওয়াই যথেষ্ট হবে না। অনেক সময় ইমাম তাকবীর বলেন এবং ভুল করে মধ্যবর্তী 'তাশাহহুদ'-এর জন্য না বসেই তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এ ক্ষেত্রে যদি 'মুকতাদী' ইমামকে দেখতে না পান, তাহলে তারা একে 'তাশাহ্হুদ'-এর বৈঠক মনে করে বসে পড়বেন। অনেক সময় ইমাম তাকবীর বলে তিলাওয়াতের সিজদা করেন। সেক্ষেত্রে 'মুকতাদী' ইমামকে না দেখতে পেলে একে রুকূ'র তাকবীর মনে করে রুকুতে চলে যাবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন সাহাবাগণ অনেক পেছনে রয়েছেন। তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা সামনে এসো এবং আমাকে অনুসরণ করো। আর তোমাদের পেছনে যারা আছে, তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে।[১০০ক] প্রত্যেক কাতারের তার সামনের কাতারকে দেখতে পাওয়া প্রয়োজন। তাহলে প্রত্যেক কাতার সামনের কাতারকে দেখে তার কাজ পুরোপুরি সম্পাদন করতে পারবে এবং এভাবে মেয়েদের প্রথম কাতার পুরুষদের শেষ কাতারকে দেখে তাদের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। ইমাম আবু ইসহাক বলেন, কাতারগুলো যদি পরস্পর থেকে দূরে হয় এবং প্রথম কাতার ইমাম থেকে দূরে হয় এবং মাঝখানে কোন আড়াল না থাকে, নামায মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং

www.amarboi.org

মুক্তাদী ইমামের নামায সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে আমি মনে করি নামায আদায় হবে। কারণ, মসজিদের প্রতিটি স্থানই জামায়াতের স্থান।[১০০খ]

ইমাম সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে যদি দেয়াল থাকে এবং তাতে কোন ছিদ্র না থাকে, তাহলে এভাবে ইমামের পেছনে 'ইকতিদা' জায়েয হবে না।[১০০গ]

মুদাউওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে আছে, ইবনে কাসেম বলেছেন, আমি ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, একদল লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলো মসজিদের আঙিনা মেয়েদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং মসজিদ পুরুষদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গেছে, এ অবস্থায় তারা যদি মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে ইমামের 'ইকতিদা' করে নামায পড়ে, তাহলে তাদের নামায হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, তাদের নামায পূর্ণরূপে আদায় হবে এবং তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না।[১০০ঘ]

৩.মেয়েদের সর্বশেষ কাতার উত্তম

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها- وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها.

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে সর্বশেষ কাতার। আর মেয়েদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কাতার হচ্ছে সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথম কাতার।" (মুসলিম) [১০১]

পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারে স্থান পেতে আগ্রহী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অতি প্রত্যুষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া, ইমামের কাছে বসা এবং তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করা। এ গুলো খুবই ভাল কাজ। আর মেয়েদের জন্য অতি প্রত্যুষে মসজিদে যাওয়া কোন কোন সময় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সে বাড়ির তত্ত্বাবধান ও শিশুদের দেখা শোনা করে। পুরুষের কাতারের নৈকট্য তাকে যেমন বিব্রত করে, তেমনি পুরুষকেও বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। এ দুটি দিকের কোনটিই ভাল নয়। তাছাড়া মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে শামিল হওয়ার মর্যাদা তাদেরকে আগে ভাগে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। কিন্তু প্রথম কাতারের মর্যাদার কারণে পুরুষ আগে ভাগে মসজিদে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে নারী তার দায়িত্বে অর্পিত বাড়ির কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে অধিক মাত্রায় আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে মসজিদে প্রবেশের সময় ভিড় এড়াতেও সক্ষম হয়। এর সাথে যখন ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই এবং পুরুষদের মসজিদ ত্যাগের পূর্বেই নারীকে অবিলম্বে মসজিদ থেকে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে, তখন তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং তার ঘরকন্নার দায়িত্ব বিবেচনা করা হচ্ছে। এভাবে সে সবশেষে মসজিদে গমন করছে এবং সর্বপ্রথম বেরিয়ে আসছে।

www.amarboi.org

৪.মসজিদে নারী ও পুরুষদের কাতারের মাঝে কোন হিজাব থাকে না, তাই নারীরা বিলম্বে সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করবে

"সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতো। পরিধেয় ইজার ছোট হওয়ার কারণে তারা তা ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতো। অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ শিশুদের মত করে ঘাড়ের সাথে ইজারগুলি বেঁধে রাখতো।[১০২] এ কারণে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে ঠিকমত বসার পূর্বে মেয়েরা সিজদা থেকে মাথা তুলবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, মেয়েরা সিজদা থেকে মাথা তোলার পরে পুরুষদের গোপন অঙ্গসমূহের কোন কিছু তাদের দৃষ্টিগোচর না হয় সেজন্য তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১০৪]

"আইয়ুব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কালাবা আমাকে বলেছেন, তুমি কি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করবে না? আবু কালাবা বলেন, আমি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা লোক চলাচলের পথের পাশে থাকতাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা অতিক্রম করতো। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, লোকদের কি হয়েছে? লোকদের কি হয়েছে? এ লোকটি কি চায়? জবাবে তারা বলতো, সে বলে যে, আল্লাহ তাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে অহী প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাকে অহীর মাধ্যমে এ কথা জানিয়েছেন। আমি ঐসব কথা মনে রাখতাম এবং তা যেন আমার মনে অঙ্কিত হয়ে যেতো। আরবের লোকজন মক্কা বিজিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অপেক্ষা করছিল। তারা বলতো, তাকে ও তার কওমের সাথে আগে বুঝাপড়া করতে দাও। সে যদি তার কওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, তাহলে প্রমাণিত হবে সে সত্যিই নবী। তারপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটলে প্রতিটি কওম ইসলাম গ্রহণের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলো। আমার পিতাও ইসলাম গ্রহণের জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, আমরা আল্লাহর সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে তোমাদের কাছে আসছি। তিনি অমুক অমুক ওয়াক্তে অমুক অমুক নামায পড়তে বলেছেন। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দেবে এবং তোমাদের যে কুরআন বেশী পাঠ করেছে সে ইমাম হবে। তারা অনুসন্ধান চালায় কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন পাঠকারী কোন লোক দেখতে পেল না। কারণ আমি কাফেলাসমূহের নিকট থেকে কুরআন শিখে নিতাম। অবশেষে তারা ইমামতি করার জন্য আমাকে সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ছয় অথবা সাত বছর। আমার পরিধানে ছিল একটি চাদর। আমি যখন সিজদায় যেতাম তখন তা গুটিয়ে ছোট হয়ে যেতো। গোত্রের এক মহিলা বললো, তোমরা কি তোমাদের ইমামের গোপন স্থান আমাদের থেকে আড়াল করবে না? সুতরাং তারা কাপড় খরিদ

করে আমার জন্য জামা তৈরী করে দিল। সেই জামা পেয়ে আমি যত খুশি হয়েছিলাম আর কোন কিছু পেয়েই তত খুশী হইনি।" (বুখারী)[১০৫]

বর্তমান সময়েও নারীরা যখন কোন আড়াল ছাড়াই পুরুষের পেছনে নামায পড়বে যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে পড়তো, তখন তারা সিজদা থেকে বিলম্বে মাথা উঠাবে, যাতে পাজামা বা পরিধেয় বস্ত্র সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের গোপন অঙ্গ নারীদের দৃষ্টিগোচর না হয়। কারণ পরিধেয় সংকীর্ণ বা সংক্ষিপ্ত হলে গোপন অঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি ফুটে ওঠে।

৫. মেয়েরা হাত চাপড়ে শব্দ করবে এবং পুরুষরা তাসবীহ বলবে

"সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার! আমি দেখছি তোমরা অধিকমাত্রায় হাত চাপড়ে শব্দ করছো। নামাযের মধ্যে কেউ কোন বিষয় দেখলে সে তাসবীহ বলবে। কারণ 'তাসবীহ' বললে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। কেবলমাত্র মেয়েরাই হাত দিয়ে শব্দ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬]

৬. ইমাম মেয়েদের প্রতি দয়ার্দ্র হবেন এবং এশার নামায অবিলম্বে পড়বেন

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায পড়তে অধিক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত উমর তাঁকে ডেকে বললেন! নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বেরিয়ে এসে বললেন, পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তোমরা ছাড়া এই নামাযের জন্য আর কেউ অপেক্ষা করছে না। সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায পড়া হতো না। তারা অধিক রাতে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা তিরোহিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নামায পড়তেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৭,১০৮]

৭. নারীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের জন্য ইমাম কর্তৃক নামায সংক্ষিপ্ত করা

عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم قال انى لادخل فى الصلوة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه (وفى رواية كراهية ان اشق على امه)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি নামায শুরু করার পর তা দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কারণ শিশুর কান্নায় মায়ের চরম মনোকষ্টের কথা আমি জানি।(অপর একটি বর্ণনায় আছে,[১০৯] তার মায়ের কষ্ট হবে এই আশংকায়।)" (বুখারী ও মুসলিম)[১১০]

www.amarboi.org

৮. মেয়েদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে তাদেরকে পুরুষদের পূর্বে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়া

"হিন্দ বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা তাকে জানিয়েছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েরা ফরয নামাযে সালাম ফিরানোর পরে উঠে পড়তো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথে নামায আদায়কারী পুরুষরা বসে থাকতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে পড়লে অন্যরাও উঠে পড়তো। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ [১১১] উম্মে সালামা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরানো শেষ করে অল্প সময় বসতেন। তখন মেয়েরা তাঁর স্থান ত্যাগের পূর্বে উঠে পড়তো। ইবনে শিহাব (যুহরী) বলেন, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তবে আমি মনে করি, মেয়েরা যাতে চলে যেতে পারে এবং পুরুষরা তাদের সাথে মিশে না যায় সেজন্য তিনি অপেক্ষা করতেন।" (বুখারী)[১১২]

৯.মসজিদে নারী ও পুরুষদের মধ্যে আদান প্রদানে ক্ষতি নেই

পুরুষের নারীকে দেখা এবং নারীর পুরুষকে দেখা

হাদীস , একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায পড়তে অধিক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত 'উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে......।

আমার বক্তব্য হচ্ছে নারী ও পুরুষদের কাতারের মাঝে কখনো হিজাব বা আবরণ ছিল না। কাজেই দৃষ্টি আনত রাখা সত্ত্বেও কোন না কোন সময় অকস্মাত দৃষ্টি পড়তোই।

প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের পরস্পর কথা বলা

হাদীস , নারীদের বলা হলো, পুরুষরা সিজদা থেকে উঠে ঠিকমত না বসা পর্যন্ত মেয়েরা সিজদা থেকে উঠবে না।

হাদীস, গোত্রের এক মহিলা বললো, তোমরা কি আমাদের থেকে তোমাদের ইমামের গোপন অঙ্গসমূহ ভাল করে আড়াল করবে না?

হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জন (স্বামী ও স্ত্রী)-কে মসজিদের মধ্যে লিআন করালেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

হাদীস, তিনি (আসমা বিনতে আবু বকর) বলেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঐসব কথা বললেন, তখন মুসলমানরা চিৎকার করে উঠলো.....।

আমার নিকটবর্তী একজন লোককে (পুরুষ) আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে, "আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথার শেষাংশে কি বলেছেন?"

www.amarboi.org

নারী ও পুরুষের গতিবিধি ও কথা বলার স্বাধীনতা

ইমাম বুখারী তাঁর সহী আল বুখারী গ্রন্থে "বন্টন ও মসজিদে খেজুরের কাঁদি ঝুলিয়ে দেয়া" নামে একটি অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন।[১১৩] হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইমাম বুখারী কিন্তু অনুচ্ছেদটির আওতায় খেজুরের কাঁদি ঝুলানো সম্পর্কিত কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেননি....।

বরং তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মসজিদে কোনো বস্তু রাখা জায়েয, যাতে অভাবগ্রস্তরা সেখান থেকে গ্রহণ করতে পারে। এভাবে তিনি ইমাম নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইংগিত দিয়েছেন হাদীসটি নিম্নরূপ,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و بيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لوشاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا .

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বের হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। এক ব্যক্তি মসজিদে অপুষ্ট শুকনো খেজুরের কাঁদি লটকিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ কাঁদির মধ্যে ছড়ি প্রবিষ্ট করছিলেন আর বলছিলেন, 'এই সাদকা দানকারী সাদকা দিতে চেয়ে থাকলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট খেজুর দিতো।" হাদীসটি ইমাম বুখারীর হাদীস যাচাইয়ের মানদন্ডে উতরায়নি, যদিও তার সনদ অত্যন্ত মজবুত...। এই বিষয়ে আরো একটি হাদীস আছে। সাবেত তার 'দালায়েল' গ্রন্থে যাচাই বাছাই করে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل حائط بقنو.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বাগান থেকে এক কাঁদি খেজুর মসজিদে এনে লটকানোর আদেশ দিয়েছিলেন (অর্থাৎ অসহায় দরিদ্রদের জন্য)।" তার বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে, মু'আয ইবনে জাবাল এর তত্ত্বাবধান তথা রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। [১১৪]

অভাবী দরিদ্রদের প্রয়োজনে খেজুরের কাঁদি মসজিদে লটকানো হয়েছিল আর অভাবীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই ছিল।

হাদীস , এক মহিলা অথবা এক পুরুষ মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে নারী ছিল বলে আমি মনে করি।

হাদীস, এক ক্রীতদাসীর জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন করা ছিল। সে ঐ তাঁবুর মধ্যে নিদ্রা যেতো।

হাদীস, আমরা পরে আশূরার দিন রোযা রাখতাম। আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। আমরা মসজিদে যেতাম এবং তাদেরকে তুলার তৈরী খেলনা দিতাম।

এক মহিলা সাহাবী কর্তৃক হযরত উমরের (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে অধিক মোহরানা নির্ধারণমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ সম্পর্কিত হাদীসটি খুবই মশহুর হয়ে আছে। হাদীসটির

www.amarboi.org

সনদ দুর্বল হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যেতে পারে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েদের মসজিদে গমনাগমনের যে দৃশ্যাবলী এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তা পর্যালোচনার পর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ও মানব জাতির মহান কল্যাণকামী শিক্ষক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায পড়তে বিলম্ব করছেন এবং এর মর্যাদাও রয়েছে। কিন্তু যখনই তিনি শুনছেন, "নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে" তখন নারী ও শিশুদের কথা বিবেচনা করে নামাযের জন্য বেরিয়ে আসছেন। নামায শুরু করার পর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছেন এবং এতে কল্যাণও নিহিত আছে। কিন্তু যখনই শিশুদের কান্না শুনছেন, তখনই মায়ের কষ্ট হবে ভেবে নামায সংক্ষিপ্ত করছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীতি ছিল এরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ ও স্নেহসিক্ত। তাছাড়া ফজরের জামায়াতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকালে একজন মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করার ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ফজরের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য নারীর মসজিদে যাওয়ার সুযোগ সংকীর্ণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোন উক্তি করা হয়নি, যাতে নারী ফজরের নামাযের কুরআন পাঠ শ্রবণ থেকে বঞ্চিত না হয়। অনুরূপ নারী কর্তৃক তার শিশু সন্তান মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। কারণ সেখানে একান্তভাবেই এ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, তার অনুপস্থিতিতে ঐ শিশু সন্তানকে বাড়িতে দেখাশুনা করার মত কেউ থাকবে না। পুরুষ থেকে নারীর এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য আছে, এটা মেনে নিলেও এসব পর্যালোচনা আমাদের এ কথারই ইংগিত দেয় যে, মসজিদের দরজা যেমন পুরুষকে স্বাগত জানাতে উন্মুক্ত থাকবে, তেমনি নারীকে স্বাগত জানাতেও উন্মুক্ত থাকা উচিত। কেউ যেন এ কথা না ভেবে বসে যে, সে মুসলমানদের মান-ইজ্জতের ব্যাপারে কিংবা দীনি মর্যাদাবোধের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়েও অধিক মর্যাদাবোধসম্পন্ন। মুসলমানের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত না হওয়ার বোধ বর্তমান থাকার সাথে সাথে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নারীদের মন-মনন এবং বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ার উপলব্ধিও ছিল।

নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ এবং উপদেশ ও জ্ঞানের কথা শুনতে মহিলা সাহাবীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে যেতেন। এসব শোনার ক্ষেত্রে আজকের মেয়েদের প্রয়োজন কি তাদের চাইতে কম? আলেমগণ হচ্ছেন নবী-রসূলদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং আমাদের নারীরা যখন সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণে বঞ্চিত, তখন নবী রসূলদের (স) উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। এ কথা বলা যাবে না যে, পিতা

www.amarboi.org

বা স্বামীরাই তাদেরকে শিক্ষা দেবে। প্রত্যেক পিতা বা প্রত্যেক স্বামী কার্যকরভাবে শিক্ষা দিতে বা উপদেশ দিতে সক্ষম নয়। যদি যুক্তি খাড়া করা হয় যে, এখন যুগটাই বিপর্যয়ের, তাহলে আমরা বলবো, মেয়েদের মসজিদে গমন এই বিপর্যয় নিরসনের অন্যতম উপাদান।

'মুবাহ' কখনো কখনো 'মানদূব'-এর মর্যাদা লাভ করে আবার কখনো কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ওয়াজিবে (অবশ্যকরণীয় কাজ) পরিণত হয়। আমাদের আজকের সমাজের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুময়ার নামাযের জন্য মেয়েদের সাধ্যমত মসজিদে হাজির হওয়া। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেলিভিশন, রেডিও, সাময়িকী, অভ্যাস ও আকীদা-বিশ্বাস সর্বত্র বিপথগামিতা প্রভাব বিস্তার করেছে। মসজিদে মাঝে মধ্যে শিক্ষামূলক আলোচনা ও নির্দেশনা দেয়া হয়। তাছাড়া মেয়েদের তারাবীহর নামাযেও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কেননা এই নামাযের রাকাতগুলো হয় দীর্ঘতর ও সুন্দর। এ নামাযে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ কুরআন শোনা কতই না সুন্দর। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী খাদ্যের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক খাদ্য দিয়ে নারীকে পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিভিন্ন অকল্যাণকর উৎসাহের পরিবর্তে কল্যাণকারিতার জন্য তার আবেগ-অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। তার জন্য প্রয়োজন পবিত্র ও মর্যাদাকর এমন এক পরিবেশ যেখানে সে সংক্রামক বিষাক্ত পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে কিছু সময় কাটাতে পারে। নীচ প্রকৃতির অলস, বস্ত্র পরিধান করেও উলঙ্গ এবং হেলে দুলে ঠাটবাটের সঙ্গে গর্বিত ভঙ্গিতে চলে এমন নারীদের সংস্রবমুক্ত হয়ে নেককার এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত নারীদের সাথে পরিচিত হতে ও তাদের সাক্ষাত লাভ করতে পারে সেই সুযোগ সব মেয়ের পাওয়া দরকার। لا تمنعوا النساء حظوظهن مساجد الله.

"মেয়েদেরকে তাদের মসজিদের অংশ থেকে বিরত রেখোনা" হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া মুবাহর পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ এটা মেয়েদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যে, তারা ইচ্ছা করলে মসজিদে নামায পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগও করতে পারে। কিন্তু হাদীসটি নারীর স্বামী বা তার পিতার ভূমিকার ব্যাপারে অন্য একটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই শরীয়ত পিতা ও স্বামীকে নারীর ওপর যে কর্তৃত্ব দিয়েছে তা সত্ত্বেও তাদেরকে নিষেধ করেছে নারীকে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে।

সার কথা, মসজিদে নামায আদায় করা নারীর জন্য বৈধ। কিন্তু তাকে মসজিদে নামায পড়া থেকে বিরত রাখা তার অভিভাবকদের জন্য বৈধ নয়। তাকে মসজিদে নামায পড়তে যেতে দেয়া তাদের জন্য ওয়াজিব এবং বাধা দেয়া নিষেধ।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক বা সমষ্টিগত পর্যায়ে হোক নারীকে তার মসজিদে যাওয়ার অধিকার না দেয়ার যে ব্যাপারটি আমরা দেখি তা সত্যিই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি প্রদর্শন করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে উমরের পুত্র। তিনি

বলেছিলেন, "আমরা অবশ্যই মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেব। অন্যথায় তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" সমষ্টিগতভাবে নারীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে। মেয়েদেরকে মসজিদে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করাটাই ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে বিপথগামী হওয়ার সূচনাবিন্দু। ইবাদত বা জ্ঞানচর্চা অথবা জিহাদ কিংবা বিনোদন সব রকমের তৎপরতাসহ সামাজিক জীবনের নাট্যমঞ্চে যে জীবনের অভিনয় ও অনুশীলন হতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে, পরবর্তীতে তা থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়েছে। ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে যে, নারীর তৎপরতার গতি এখন থমকে দাঁড়িয়েছে এবং তাকে পিতা অথবা স্বামীর ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নির্জন প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে বিপথগামী হওয়ার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নারীর ব্যক্তিত্ব নিস্তেজ ও অবদমিত হয়ে পড়েছে এবং দীর্ঘ সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বর্তমান যুগের নারী ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের নারীর মধ্যকার বৈষম্য ও পার্থক্য অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নারীর চেহারা-আকৃতি হয়েছে বিকৃত, বুদ্ধি ক্ষীণ, দেহ দুর্বল এবং চিন্তার দিগন্ত সংকীর্ণতর।

জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পরস্পর সাক্ষাত ও অংশগ্রহণ

প্রথমত পুরুষদের নিকট থেকে জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাতের ঘটনা

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,....... পরে খাদীজা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদিল উযযা ইবনে কুসাইয়ের কাছে গেলেন। তিনি ছিলেন খাদীজার চাচাত ভাই। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি আরবীতে গ্রন্থ লিখতেন এবং ইনজীল থেকে আরবীতে ভাষান্তর করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, ভাই, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখে থাকো? অহীর সূচনাকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহায় যা দেখেছিলেন তা তাকে জানালেন। ওয়ারাকা বললেন, এই নামূস (ফেরেশতা)কেই মূসার কাছে পাঠান হয়েছিল। আহ! যখন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে তখন যদি আমি শক্তিশালী যুবক হতাম! আহ! তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা কি আমাকে বহিষ্কার করবে?

ওয়ারাকা বললেন, তুমি যা নিয়ে এসেছো তা যে বক্তি এনেছে তার সাথেই এ আচরণ করা হয়েছে। আমি যদি তোমার সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমি তোমাকে কার্যকরভাবে সাহায্য করবো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৫]

www.amarboi.org

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতরের নামায পড়েছি---। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। তিনি হাতের ইশারায় লোকদের বসাচ্ছিলেন সেই দৃশ্য যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি লোকদের মধ্য দিয়ে মেয়েদের কাছে এগিয়ে এসে কুরআনের يايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. আয়াতটি পড়লেন এবং পড়া শেষ করে বললেন, "তোমরা কি এই প্রতিশ্রুতির ওপরে অবিচল আছ? মেয়েদের মধ্য থেকে একজন মাত্র জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা অবিচল আছি। সে ছাড়া আর কেউ জবাব দেয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৬]

"ইবনে জুরাইজ 'আতার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন। তখন তিনি বেলালের হাতের ওপর ভর দিয়েছিলেন। বেলাল তার কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েরা ঐ কাপড়ের ওপরে সাদকার অর্থ ও জিনিসপত্র নিক্ষেপ করছিল। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি রাবী আতাকে জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েরা কি তাতে ঈদুল ফিতরের যাকাত অর্থাৎ ফিতরার অর্থ নিক্ষেপ করছিল? তিনি বললেন, না, তারা সে সময় দান করছিল। তারা তখন তাদের বড় বড় অঙ্গুরীয় খুলে নিক্ষেপ করছিল। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন ইমামের মেয়েদেরকে নসীহত করার হক আছে? তিনি বললেন, এটা অবশ্যই ইমামের কর্তব্য এবং তারা এটা করবেই বা না কেন?" (বুখারী ও মুসলিম) [১১৭]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদেরকে উপদেশ দান" শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, "ইমাম কর্তৃক নারীদেরকে উপদেশ দান" শীর্ষক অনুচ্ছেদ রচনার মাধ্যমে ইমাম বুখারী (র) এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পরিবার-পরিজনকে শিক্ষাদান 'মানদূব' হওয়া সম্পর্কিত যে বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ইমামদের জন্য তা শুধু নিজের পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবারের বাইরের মেয়েদেরকেও নসীহত করা প্রধান ইমাম ও তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী সকল ইমামের জন্য 'মানদূব'।[১১৭ক]

'আয়ায' মনে করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার সময় মেয়েদের নসীহত করেছিলেন। এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। ইমাম নববী (র) এই সুস্পষ্ট হাদীসটির সাহায্যে আয়াযের উক্তির জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, মেয়েদেরকে নসীহত করার ঘটনা খুতবা দানের পরে ঘটেছিল। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা শেষে মিম্বর থেকে অবতরণ করে মেয়েদের কাছে আসলেন। সম্ভাবনার দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না।"এটা তাদের কর্তব্য" এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আতা এ কাজ অর্থাৎ ইমাম কর্তৃক মেয়েদেরকে নসীহত করাকে ওয়াজিব মনে করতেন। আর এ কারণেই আয়ায বলেছেন যে, আতা ছাড়া আর কেউ এমত পোষণ করেননি।

www.amarboi.org

ইমাম নববী একে 'ইসতিসহাব' হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, যদি কোন বিপর্যয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, তবে এ মত গ্রহণে কোন বাধা নেই।[১১৭খ]

কাজী আয়াযের কথার জবাবে আমরা তাঁর কথা "এটা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা ছিল" এর সাথে এতটুকু কথা যোগ করবো যে, ইবনে আব্বাস মক্কা বিজয়ের পরে হিজরত করেছিলেন এবং হিজরতের পর তিনি ঈদের এই নামাযে শরীক হয়েছিলেন।

অপর একটি রেওয়ায়েত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে নারী সমাজ, তোমরা দান কর। কারণ আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমরা অধিকাংশই দোযখবাসী। মেয়েরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! কি কারণে নারীরা অধিকাংশই দোযখবাসী? (মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, তাদের মধ্য থেকে একজন বুদ্ধিমতী মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা অধিকাংশই দোযখবাসী হবো?)[১১৭গ] জবাবে তিনি বললেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর অনুগ্রহ অস্বীকার করে থাক। বুদ্ধি ও দীনদারীতে কমতি থাকা সত্ত্বেও সুচতুর ও বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি বিলোপ করার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক সিদ্ধহস্ত আমি আর কাউকে দেখিনি।" তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের দীন ও বুদ্ধির কমতিটা কেমন? তিনি বললেন, একজন মেয়ের সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বললো, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এটাই বুদ্ধির কমতি। যখন তার মাসিক হয় তখন সে নামায পড়তে ও রোযা রাখতে পারে না, এমন নয় কি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তার দীনের কমতি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, "হে আল্লাহর রসূল! পুরুষরাই আপনার সব কথা শুনার সুযোগ পাচ্ছে। (অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ পুরুষরাই আপনার সান্নিধ্য অধিক লাভ করছে।)[১১৯] তাই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন যেদিন আমরা আপনার কাছে আসবো আর আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা আমাদের শিক্ষা দেবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে সমবেত হও। মেয়েরা সমবেত হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গিয়ে আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নারীই তার তিনটি সন্তানকে অগ্রে প্রেরণ করেছে (তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে) সেই সন্তানরা তার ও দোযখের আগুনের মধ্যে পর্দা হিসেবে কাজ করবে। তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা বললো, দুটি সন্তান হলেও কি তাই হবে? বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, সে কথাটা দু'বার বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, দুটি হলেও দুটি হলেও, দুটি হলেও।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, সাহাবাদের স্ত্রীরা দীনি বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য কত আগ্রহী ছিলেন হাদীসটিতে সে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।[১২১]

www.amarboi.org

এ কথার সাথে আমরা এতটুকু যোগ করতে চাই যে, মেয়েরা মসজিদে পুরুষদের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে খুতবা শুনতো, মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট এই দিনটি ছিল তার অতিরিক্ত।

"উম্মুল ফাদাল বিনতুল হারেস থেকে বর্ণিত। আরাফাত দিবসে একজন লোক তাঁর সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাদের কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ বললো, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফাদাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন। সেই সময় তিনি তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞানের বিষয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিতর্ক। এ থেকে উম্মুল ফাদালের সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূক্ষ্ম ও যথাযোগ্য উপায়ে শরীয়তের এই বিধানটি উদঘাটন করেছিলেন। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিল প্রচন্ড গরমের দিনে দুপুরের পর।[১২৩]

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে শারীক আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মানুষ দাজ্জালের ভয়ে পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। উম্মে শারীক বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই সময় আরবরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, তখন তাদের সংখ্যা হবে খুবই কম।" (মুসলিম)[১২৪]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার নিজের কোলের ইয়াতীম শিশুদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করো, আমার পক্ষ থেকে তোমার ও আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য সাদকার অর্থ থেকে খরচ করা ঠিক হবে কিনা? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যয়নাবকে বললেন, তুমি নিজেই বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। তাই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। সেখানে দরজার সামনে আমি অন্য একজন আনসার মহিলাকে দেখতে পেলাম। সেও আমার মত একই প্রয়োজনে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমার পক্ষ থেকে আমার স্বামী ও আমার ইয়াতীম শিশুদের জন্য খরচ করা কি ঠিক? কিন্তু আমাদের কথা নবী (স)-কে কিছু জানাবেন না। বেলাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তারা দুইজন কে? বেলাল বললেন, যয়নাব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কোন্ যয়নাব? বেলাল বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ ঠিক। সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে, একটি আত্মীয়তার পুরস্কার এবং আরেকটি দান করার পুরস্কার।"(বুখারী ও মুসলিম)[১২৫]

www.amarboi.org

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালেম আবু হুযাইফা ও তার পরিবার-পরিজনের সাথে তাদের বাড়িতেই থাকতো। সুহায়েলের কন্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, সালেম প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাদের মাঝে যাতায়াত করে। আমার মনে হয় আবু হুযাইফা এ ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাহলে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুযাইফার মনে যে সংশয় রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে যাবে। (অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, সুহায়েলের কন্যা বললো, আমি তাকে কি করে দুধ পান করাবো, সে তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। একথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন এবং বললেন, সে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তাতো আমি জানি।) সুহায়েলের কন্যা পরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি এবং আবু হুযাইফার মনের সংশয় দূরীভূত হয়েছে।" (মুসলিম)[১২৬]

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যা দিয়েছে তাছাড়া আমার আর কোন অর্থ সম্পদ নেই। আমি কি তা দান করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি দান করো। কার্পণ্য করে দান থেকে বিরত থেকো না। তাহলে আল্লাহও তাঁর মেহেরবানী থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখবেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[১২৭]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের জন্য তার অগোচরে আমি যা গ্রহণ করি তাছাড়া সে প্রয়োজন পূরণে কোন অর্থ দেয় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৮]

"আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমার মুশরিক মা আমার কাছে আসলে আমি তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করবো সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম। আমি বললাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি আমাকে ভালোবাসেন। আমি কি আমার মায়ের সাথে ভাল আচরণ করবো? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ তোমার মায়ের সাথে ভাল আচরণ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯]

"আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে কায়েস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (ফাতেমা বিনতে কায়েস) ছিলেন আবু আমর ইবনে হাফ্স ইবনে মুগীরার স্ত্রী। তিনি তাঁকে তিন তালাক বায়েন দিলে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘরের বাইরে বের হওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি তাকে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে স্থানান্তরিত হবার নির্দেশ দিলেন।---" (মুসলিম)[১৩০]

www.amarboi.org

"সুবাই'আহ বিনতুল হারেস থেকে বর্ণিত। সুবাই'আহ ছিলেন সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী। সা'দ ইবনে খাওলা তাকে গর্ভবতী রেখে বিদায় হজ্জকালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পরপর সুবাই'আহ সন্তান প্রসব করেন। সেই সময় আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক তার কাছে গিয়ে বললো, আল্লাহর কসম, চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবাই'আহ বলেন, সে আমাকে একথা বললে আমি সন্ধ্যা বেলায় প্রস্তুত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, যে সময় তুমি সন্তান প্রসব করেছো তখন থেকেই তোমার জন্য বিয়ে করা হালাল হয়ে গেছে। তিনি আমাকে আদেশ দিলেন বিয়ে করার, অবশ্য যদি আমি চাই।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৩১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, সুবাই'আর এ ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বিষয় আছে। তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ছিল। কারণ যখন তাকে চার মাস দশ দিনের পূর্বে বিয়ে না করতে পারার কথা বলা হয়েছে তখনি তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে না থেকে খোদ শরীয়ত প্রণেতার নিকট থেকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানতে আগ্রহী হয়েছেন। যে বিষয়ে অন্য মেয়েরা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করে সে বিষয়ে তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন।[১৩১ক]

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, এক মাসের রোযা কাযা রেখে আমার মা মারা গেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা যদি ঋণগ্রস্তা হতো, তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক উপযুক্ত।" (মুসলিম)[১৩২]

"আসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! হামে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমার মেয়ের চুল পড়ে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তাকে কৃত্রিম চুল লাগিয়ে দেব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে কৃত্রিম চুল পরিয়ে দেয় এবং যে তা পরে নেয় আল্লাহ তাদের উভয়কেই লানত করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৩]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। আসমা (বিনতে শাকাল) ঋতুবতী নারীর গোসল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার এরূপ হবে সে পানি ও কুলগাছের পাতা দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে, মাথায় পানি ঢালবে এবং ভালভাবে ঘষবে, যাতে তা চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। তারপর আবার পানি ঢালবে এবং পরে সুগন্ধিযুক্ত কিছু তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বললো, তা দিয়ে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্র হবে। আয়েশা বলেন, যেন সে তা গোপন করছিল যে, তা দ্বারা রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আমি তাঁকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পানি দ্বারা উত্তমরূপে

www.amarboi.org

পবিত্রতা অর্জন করবে অথবা চূড়ান্ত পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ভালভাবে ঘষবে যাতে চুলের গোড়ায় পৌছে যায়। তারপর আবার পানি ঢালবে। আয়েশা বলেন, আনসারদের মেয়েরা কত চমৎকার। দীনের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে লজ্জা তাদের বিরত রাখতে পারে না।" (মুসলিম)[১৩৪]

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে সুলায়েম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! সত্য কথা বলতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না। স্বপ্নদোষ হলে কি মেয়েরা গোসল করবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বীর্যপাত হলে গোসল করবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা মুখ ঢেকে ফেললো এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার সর্বনাশ হোক। তা না হলে সন্তান তার মায়ের মত হয় কিভাবে?" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৫]

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি তার কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত দেখতে পায়, তাহলে সে কি করবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো বস্ত্রে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে, তাহলে আঙুলের মাথা দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এবং পরে পানিতে ধুয়ে নেয়ার পর তা পরিধান করে নামায পড়তে পারবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৬]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ সাত বছর ধরে ইসতিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে গোসল করতে আদেশ করলেন এবং বললেন, এটা ইরক (এক প্রকার রোগ)। (মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা ঋতুস্রাবের নয়, বরং এটা হচ্ছে 'ইরক'। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়।) ফলে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৭]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুবায়েশের কন্যা ফাতেমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি এমন এক মহিলা যে সব সময় 'ইসতিহাযা'গ্রস্ত থাকি, কোন সময় পবিত্র থাকি না। এ অবস্থায় কি আমি নামায পরিত্যাগ করবো? রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না এটা ঋতু নয় বরং 'ইরক'। যখন তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন নামায বন্ধ রাখবে এবং তা শেষ হলে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং নামায পড়বে। এভাবে ঐ সময় না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৩৮]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়ার পরে তিনি তার খেজুর বাগানের খেজুর সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে

www.amarboi.org

গেলে নবী (স) বললেন, তুমি খেজুর সংগ্রহ করো। কেননা তুমি তা থেকে দান করতে অথবা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে পারবে।" (মুসলিম)[১৩৯]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জুহায়েন গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু তিনি হজ্জ না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? নবী (স) বললেন, হ্যাঁ তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হতেন তাহলে কি তুমি সে ঋণ পরিশাধ করতে না? আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করো। আল্লাহর হক পরিশোধিত হওয়ার অধিক উপযুক্ত।" (বুখারী)[১৪০]

"বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলাম এমন সময় এক মহিলা এসে বললো, আমি আমার মাকে একটি ক্রীতদাসী দান করেছিলাম। আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পুরস্কার অবধারিত হয়ে গিয়েছে। ক্রীতদাসীটি মিরাস হিসেবে তোমার হবে। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! তার ওপর এক মাসের রোযা ফরয ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দাও। মহিলা বললো, তিনি কখনো হজ্জ করেননি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও।" (মুসলিম)[১৪১]

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাদাল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সওয়ারীতে বসেছিল। এমন সময় খাস'আম গোত্রের একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। ফাদাল ঐ মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে শুরু করলো এবং মেয়েটিও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে শুরু করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাদালের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মেয়েটি বললো, হে আল্লাহর রসূল। হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর যে ফরয নির্ধারিত হয়েছে আমার অতি বৃদ্ধ পিতার ওপর তা বর্তেছে। কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতা সওয়ারীর ওপর বসে থাকতে অক্ষম। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবো? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। এ ঘটনা ঘটেছিল বিদায় হজ্জকালে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪২]

ইবনে আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'রাওহা' নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ কওমের লোক? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা (নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল। তখন এক মহিলা তাঁর সামনে এক শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তার পুরস্কার পাবে তুমি।" (মুসলিম)[১৪৩]

www.amarboi.org

"আবু জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের দরবারে লোকদের সামনে ব্যাখ্যাকারের কাজ করতাম। তাঁর কাছে এক মহিলা এসে মাটির কলসে রক্ষিত 'নাবীয' (খেজুর ভিজানো পানি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ইবনে আব্বাস বললেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ প্রতিনিধিদল অথবা (বললেন) কোন্ কওমের লোক? তারা বললো, রাবী'আ গোত্রের লোক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কওমকে অথবা(বললেন) প্রতিনিধিদলকে স্বাগতম। তারা লজ্জিতও নয় এবং অপমানিতও নয়। ইবনে আব্বাস বলেন, তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা অনেক দূরাঞ্চল থেকে আপনার কাছে এসেছি। আপনার ও আমাদের মাঝখানে এই মুদার কাফের গোত্রের অবস্থান। হারাম মাস ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। আমাদের বিস্তারিত নির্দেশ জানিয়ে দিন যা আমরা আমাদের গোত্রের লোকদেরকে জানিয়ে দেব এবং তা আমল করে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবো। ইবনে আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি কাজ করতে আদেশ দিলেন ও চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তাদের আদেশ দিলেন এক ও লা-শারীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার। তারপরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন! আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে তা কি জান? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই তা ভালো জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং যুদ্ধলব্ধ অর্থের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা। তাদেরকে নিষেধ করলেন 'দুব্বা' (পাকা লাউয়ের ভেতরের শাঁস বের করে তৈরী করা পাত্র), খানতাম (সবুজ পাত্র) ও 'মুযাফফত (আলকাতরা দিয়ে পাকানো পাত্র) ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনো বলা হয়েছে "নাকীর" আর কখনো বলা হয়েছে 'মুকাইয়ার'। তারপর বললেন, এগুলো মনে রাখো এবং যাদেরকে পেছনে রেখে এসেছো ফিরে গিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দাও।" (মুসলিম)[১৪৪]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা উল্কি অংকনকারী ও উল্কিগ্রহণকারীকে, সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ভ্রূর চুল প্লাকিংকারী ও প্লাকিংগ্রহণকারীকে এবং সম্মুখভাগের দাঁতের মধ্যখানে ফাঁক সৃষ্টিকারী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনকারীকে লানত করেছেন। উম্মে ইয়াকুব নাম্নী বনী আসাদ গোত্রের এক মহিলা এ খবর জানতে পেরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললো, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি নাকি অমুক অমুক শ্রেণীর লোকদের ওপর লানত করেছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, আল্লাহর রসূল যাকে লানত করেছেন এবং যার কথা আল্লাহর কিতাবে আছে আমি তাকে লানত করবো না কেন? তখন মহিলাটি বললো, আমি গোটা কুরআন মজীদ পাঠ করেছি কিন্তু আপনি যা বলছেন তা পাইনি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, তুমি যদি সত্যিই কুরআন মজীদ পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা দেখতে পেতে। তুমি কি "ওয়া মা আতাকুমুর রসূলু ফাখুযূহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু" (রসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর

www.amarboi.org

যা করতে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো)" আয়াতটি পাঠ করনি? সে বললো, হ্যাঁ করেছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, তিনি এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মহিলা বললো, আপনার স্ত্রী এরূপ করে। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে দেখো। মহিলা গিয়ে দেখলো। কিন্তু সে তার উদ্দিষ্ট বিষয় দেখতে পেল না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, যদি তাই হতো তাহলে আমি তাকে সাথে রাখতে পারতাম না (অর্থাৎ এতদিনে তালাক হয়ে যেতো)।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৫] (এখানে আমরা এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, জ্ঞানান্বেষণের সপক্ষে আরো অনেক 'নস' রয়েছে যা ইতিপূর্বে "মসজিদে গিয়ে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা" শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করেছি)

দ্বিতীয়ত নারীদের নিকট থেকে পুরুষদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাতের প্রমাণ

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলে সে (আসমা বিনতে উমায়েস) বললো, হে আল্লাহর নবী! উমর বলেছেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অগ্রগামী। তাই আমরা তোমাদের চেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক হকদার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর জবাবে তুমি তাকে কি বললে? আসমা বলেন, আমি তাঁকে বললাম, কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধিতকে খাবার দিয়েছেন এবং অজ্ঞ-মূর্খদের উপদেশ দান করেছেন। আর আমরা ছিলাম দূরবর্তী হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ একটি দেশ হাবশাতে এবং তা কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কারণে....। আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো ....। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা তোমাদের তুলনায় আমার সাহচর্য লাভের অধিক হকদার নয়। উমর ও তার মত অন্যরা একটি হিজরতের পুরস্কার লাভ করবে। আর তোমরা জাহাজে আরোহণকারীরা দুটি হিজরতের পুরস্কার লাভ করবে। আসমা বলেন, এই হাদীস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করার জন্য আবু মূসা ও জাহাজে আরোহণকারীগণ দলে দলে আমার কাছে আসতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন পৃথিবীর কোন জিনিসই তাদের জন্য এর চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক কিংবা বড় ছিল না। আবু বুরদা বর্ণনা করেন যে, আসমা বলেছেন, আমি আবু মূসাকে দেখেছি তিনি আমার নিকট থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৬]

"হামাদানের শা'ব গোত্রের আমের ইবনে শারাহবীল আশ্শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি দাহ্হাক ইবনে কায়েসের বোন প্রথম হিজরতকারিণীদের অন্যতম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বললেন, আমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যাতে আপনি সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো বরাত দেবেন না। ফাতেমা বললেন, তুমি চাইলে আমি তাই করবো। আমের ইবনে শারাহবীল বললেন, ঠিক আছে তাহলে বর্ণনা করুন। ফাতেমা বললেন, ...আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.amarboi.org

সাল্লামের ঘোষকের ঘোষণা শুনলাম, "আসসালাতু জামেয়াহ" (নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে)* । তাই আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। পুরুষদের কাতারের ঠিক পেছনে মেয়েদের যে কাতার ছিল আমি ছিলাম সেই কাতারে। নামায শেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন। তারপর বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাক। তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন তোমাদেরকে সমবেত করেছি? সবাই বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচাইতে ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে আনন্দদায়ক বা ভীতিপ্রদ কোন কিছু শুনানোর জন্য সমবেত করিনি। বরং তোমাদেরকে সমবেত করেছি একথা শুনানোর জন্য যে, তামীম আদ্দারী ছিল একজন খৃস্টান। সে আমার কাছে এসে বাইয়াত হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করে যা আমি তোমাদেরকে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে যে কাহিনী বলেছিলাম তার সাথে হুবহু মিলে যায়। সে আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, সত্তর জন লোকসহ সে একটি সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেছিল।......." (মুসলিম)[১৪৭ ও ১৪৮]

"আবু সালামা ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একথা তাঁর মুখ থেকে শুনে ভালভাবে লিখে রেখেছি। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেছেন, আমি বনী মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক বায়েন প্রদান করলে খোরপোশ দাবী করার জন্য আমাকে তার পরিবার-পরিজনের কাছে পাঠানো হয়েছিল....।" (মুসলিম)[১৪৯]

"উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ .... মারওয়ান কুবাইস ইবনে যুআইবকে একটি হাদীস সম্পর্কে জানার জন্য ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে পাঠালেন। ফাতেমা তার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন। মারওয়ান বললো, আমরা একজন মহিলা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে এ হাদীসটি শুনিনি। হাদীস গ্রহণের জন্য মানুষ যে নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে আমরা তার ভিত্তিতে এটিকে বিচার করবো। মারওয়ানের মন্তব্য জানার পর ফাতেমা বললেন, আমার ও তোমাদের মাঝে প্রমাণ হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

لا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهن(الاية) (তোমরা তাদেরকে [স্ত্রীদেরকে] তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না।) ফাতেমা বলেন, এ নির্দেশ হচ্ছে সেই নারীর ক্ষেত্রে স্বামীর যাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার আছে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে "রিজ'য়ী তালাক" হয়েছে। কিন্তু তিন তালাক বায়েন হওয়ার পর আর কি থাকতে পারে? কাজেই তোমরা কেমন করে বলো যে, গর্ভবতী না হলে স্ত্রী খোরপোশ পাবে না? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা তাদেরকে রাখবে?" (মুসলিম)[১৫০]

"শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলে তিনি আমাদেরকে 'ইবনে তাব' নামক এক প্রকার পাকা খেজুর এবং গমের দানার মত 'সুলত' নামক এক প্রকার ছাতু দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস

** মুয়াযযিন যদি আযানের সাথে 'আস্সালাতু জামেয়াহ' কথাটি বলতো তাহলে তার অর্থ হতো নামাযের আহ্বানের সাথে সাধারণ সমাবেশের জন্যও আহ্বান জানানো হচ্ছে।*

www.amarboi.org

করলাম ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী কোথায় ইদ্দত পালন করবে? তিনি বললেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার পরিবারের কাছে গিয়ে 'ইদ্দত' পালন করার অনুমতি দিলেন।" (মুসলিম)[১৫১]

"আবু বকর ইবনে আবুল জাহম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি 'আমর ইবনে হাফ্‌সা ইবনুল মুগীরার স্ত্রী ছিলাম। তিনি নাজরানের যুদ্ধে চলে গেলেন.....।" (মুসলিম)[১৫২]

"উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত। তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উতবা) উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আয-যুহরীকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যেন সে সাবী'আতা বিনতুল হারেস আল-আসলামিয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর হাদীসটি সম্পর্কে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করায় তিনি তাকে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে বললেন। উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে জানালেন যে, সাবী'আতা বিনতুল হারেস তাকে যা জানিয়েছেন তা হলো, তিনি ছিলেন বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে (সাবী'আতা বিনতুল হারেস) রেখে বিদায় হজ্জকালে মৃত্যুবরণ করেন....।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৩]

"মুসলিম আলকুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে হজ্জের 'মুত'আহ* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা করতে অনুমতি দিলেন। অথচ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মা এখানেই আছেন। তিনি এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন। যুবায়েরের মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমরা তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি এক মোটা ও অন্ধ মহিলা। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে (হজ্জের মুত'আ) অনুমতি দিয়েছেন।" (মুসলিম)[১৫৪]

"তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলাম। যায়েদ ইবনে সাবেত তাকে বললেন, আপনি তো ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, ঋতুবতী নারী যেন তার ঋতুস্রাব শুরু হবার আগে বায়তুল্লাহর বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে নেয়।

"ইবনে আব্বাস তার কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, অমুক আনসারী মহিলাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যায়েদ ইবনে সাবেত হাসতে হাসতে ইবনে আব্বাসের কাছে ফিরে আসলেন। তিনি বললেন, আমি দেখছি আপনি সত্য কথাই বলেছেন।" (মুসলিম)[১৫৫]

(আমরা এখানে এই মর্মে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মেয়েদের নিকট থেকে পুরুষদের জ্ঞানান্বেষণের বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আমরা বহু দলীল-প্রমাণ পেশ করেছি)

** যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করতে মনস্থ করেন, হজ্জ ও উমরার মাঝে তাদের ইহ্‌রাম ছেড়ে দেয়াকে 'মুত'আ' বলে।*

www.amarboi.org

হজ্জ পালনকালে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জকালে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জের জন্য যাত্রা করলাম। আমরা প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার সাথে কুরবানীর জন্তু আছে সে যেন হজ্জ ও উমরার জন্য এক সাথে ইহরাম বাঁধে এবং হজ্জ ও উমরা সম্পাদনের পর এক সাথে ইহ্রাম খুলে ফেলে...।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৬]

"ইবনে আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'রাওহা' নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাত পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ কওমের লোক? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তারা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর রসূল। তখন এক মহিলা তাঁর সামনে এক শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, এর জন্য কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তার পুরস্কার লাভ করবে তুমি।"(মুসলিম)[১৫৭]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম..... আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলাম না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি আমাকে বললেন, চুলের বেণী খুলে ফেলো এবং চিরুনি করে উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তাই করলাম.....।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৮]

"(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী) হাফসা থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনো উমরার ইহরাম খুলেননি? তিনি বললেন, আমি (আঠালো বস্তু দিয়ে) মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় কিলাদা লটকিয়ে দিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি ইহরাম খুলবো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৯]

"উম্মুল ফাযল বিনতে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সামনে ঐদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা সম্পর্কে মতানৈক্য করলো। কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন। কেউ বললো, তিনি রোযা রাখেননি। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি পান করলেন। সে সিময় তিনি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬০]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সবাই মুযদালিফায় পৌঁছলে সাওদা লোকজনের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন একজন ধীরগামী মহিলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। লোকজনের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন এবং আমরা ভোর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলাম। পরে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। আমিও যদি রসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাওদার মত অনুমতি চাইতাম, তাহলে তা আমার জন্য তাঁর সাথে থাকার চাইতে বেশী আনন্দদায়ক হতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬১]

"ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহ্ইয়া...) বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি। তিনি যখন জামরা আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ করে ফিরছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি সেই সময় তাঁর সওয়ারীর পিঠে আরূঢ় ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল ও উসামা। একজন তাঁর সওয়ারী পরিচালনা করছিলেন এবং অপরজন সূর্যের তাপ থেকে রক্ষার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার ওপর তাঁর কাপড় ধরে রেখেছিলেন। উম্মুল হুসাইন বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কথা বললেন। তারপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, "একজন নাক ও কান কাটা ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতা বানানো হয় (ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন মনে করেন তার দাদী উম্মুল হুসাইন এ কথাও বলেছিলেন, নাক ও কান কাটা কালো ক্রীতদাস) সে যদি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।"(মুসলিম)[১৬২]

"ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং ছোট করে কর্তনকারীদের জন্য একবার দোয়া করতে শুনছেন।" (মুসলিম)[১৬৩]

"আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাযল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পেছনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে খাছ্'আম গোত্রের একটি মেয়ে আসলো....এটা ছিল বিদায় হজ্জকালের ঘটনা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৪]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই-এর হায়েয শুরু হলে এবং সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলে তিনি বললেন, সে কি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, সবাই বললো, তিনি তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে ফেলেছেন। নবী (স) বললেন, তাহলে আর কোন বাধা নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৫]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কা থেকে যাত্রা করতে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। উম্মে সালামা তখনো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেননি এবং তিনিও মক্কা থেকে রওয়ানা হতে মনস্থির করেছিলেন। (অন্য এক বর্ণনায় আছে)[১৬৬] উম্মে সালামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার অসুস্থতার অভিযোগ করলে) তিনি তাঁকে বললেন, ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়ার পর লোকজন যখন নামায পড়তে থাকবে, তখন তুমি তোমার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করবে। তিনি তাই করলেন এবং মক্কা থেকে যাত্রা করার আগে তিনি নামায পড়তে পারেননি।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৭]

www.amarboi.org

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যাত্রা করলাম... এরপর নবী (স) আমার কাছে এলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, ...আমার তো উমরা করা চলবে না। নবী (স) বললেন, ... তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে.......আয়েশা বলেন, আমি ঐ অবস্থায়ই থাকলাম এবং পরে আমরা মিনা থেকে যাত্রা করে মুহাস্‌সাবে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নবী (স) (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হারাম শরীফে নিয়ে যাও। সে সেখান থেকে উমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে চলে আসবে। আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবো। আমরা মধ্যরাতে তাঁর কাছে ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি সাহাবাদের মধ্যে যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন। লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পূর্বেই যারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছিল তারাও রওয়ানা হলো এবং নবী (স) মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[১৬৮]

"ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। হযরত উমর যখন শেষবারের মত হজ্জ করেন, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হজ্জ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে উসমান ইবনে আফফান ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন।" (বুখারী)[১৬৯]

"ইবনে জুরায়েজ 'আতার মাধ্যমে ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হিশাম পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে 'আতা তাঁকে বললেন, কিভাবে আপনি তাদেরকে নিষেধ করছেন? অথচ নবী (স)-এর স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। আমি বললাম, এ ঘটনা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার আগের না পরের? তিনি বললেন, আমার জীবনের শপথ! পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমি তাদেরকে এরূপ করতে দেখেছি।[১৭০] আমি বললাম, মেয়েরা কি করে পুরুষদের সাথে মিশতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, তারা পুরুষদের সাথে একেবারে মিশে একাকার হয়ে যেতো না। যেমন আয়েশা (রা) পুরুষদের থেকে দূরে অবস্থান করে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের সাথে মিশে যেতেন না। এক মহিলা আয়েশাকে বললো, হে উম্মুল মুমিনীন! চলুন আমরা হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেই। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি যাও। তিনি নিজে যেতে অস্বীকার করলেন। নবী (স)-এর স্ত্রীগণ রাতের বেলা নিজেদেরকে আবৃত করে বের হতেন এবং পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। কিন্তু তাঁরা বায়তুল্লায় প্রবেশ করতে চাইলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং পুরুষরা বের হয়ে যাওয়ার পর তারা প্রবেশ করতেন। আয়েশা যখন 'সাবীর' পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত (তাঁবুতে) অবস্থান করছিলেন, তখন আমি এবং উবায়েদ ইবনে উমায়ের তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই সময় তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? তিনি বললেন, সেই সময় তিনি তুর্কী তাঁবু (এক প্রকার ছোট তাঁবু) তে অবস্থান করছিলেন। এর দরজায় একটা পর্দা লটকানো ছিল। এছাড়া আমাদের ও তাঁর মাঝে আর কোন পর্দা ছিল না। আর তিনি একখানা গোলাপী রংয়ের চাদর পরিহিতা ছিলেন।" (বুখারী)[১৭১]

www.amarboi.org

জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ ও পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

প্রথমত ইমাম বুখারী জিহাদ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ শিরোনামসমূহ রচনা করেছেন

ক. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জন্য জিহাদ ও শাহাদত লাভের দোয়া

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে যেতেন.....। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা গেলেন এবং তারপর হাসতে হাসতে নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, স্বপ্নে আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করা হলো, যারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী। তারা বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এই সমুদ্রপৃষ্ঠে জাহাজে সওয়ার হয়ে আছে? .... আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এবং পরে হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি আগের মতো আবার বললেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হলো। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনকালে সমুদ্র যাত্রা করেন এবং জাহাজ থেকে অবতরণের পর সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭২]

খ. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলহানের কন্যা উম্মে হারামের কাছে গেলেন এবং শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। তারপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। (ইমাম বুখারী উম্মে হারামের কাহিনী অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন।)"

গ. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের যুদ্ধাভিযানে যাওয়া এবং পুরুষদের সাথে লড়াইতে অংশগ্রহণ

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা পরাজিত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে সরে পড়লো ....আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে দেখলাম, তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্রের পায়ের নীচের দিকের প্রান্ত টেনে তুলে পিঠে করে মশক ভরতি পানি

www.amarboi.org

এনে লোকদেরকে ঢেলে ঢেলে পান করাচ্ছেন এবং পুনরায় গিয়ে ভরে এনে পান করাচ্ছেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[১৭৩]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ...আমি যুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহে তাদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাইনি। এ কারণে ইবনুল মুনীর বলেছেন, ইমাম বুখারী মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন, অথচ শিরোনামের অধীনে বর্ণিত হাদীসে যুদ্ধের কোন কথা নেই। ইমাম বুখারী সম্ভবত যোদ্ধাদের সাহায্য করাকেই যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন অথবা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মেয়েরা শুধু আহতদের পানি পান করানো বা অনুরূপ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেনি বরং নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও করেছে এবং এটা বেশী যুক্তিযুক্ত। ইমাম মুসলিম ভিন্ন সনদে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুনায়েন যুদ্ধের দিন উম্মে সুলাইম নিজের কাছে একখানা ছুরি রেখে বললেন, আমি ছুরিখানা রাখলাম এ কারণে যে, কোন মুশরিক আমার দিকে অগ্রসর হলে এ ছুরি দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো।[১৭৪]

ঘ. জিহাদের ময়দানে পুরুষদের জন্য নারীদের মশক ভরতি করে পানি বহন করা

"সা'লাবা ইবনে আবু মালেক বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে রেশমী অথবা পশমী কাপড়ের থান বন্টন করলেন। সবশেষে একখানা মূল্যবান চাদর অবশিষ্ট থাকলে উপস্থিত একজন বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কন্যা আপনার কাছে আছে (অর্থাৎ হযরত আলী (রা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম) তাঁকেই আপনি এ চাদরখানা দিন। এ কথা শুনে উমর বললেন, উম্মে সালীমই এর বড় হকদার। কারণ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের অন্যতম। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন মশক ভরতি করে আমাদের কাছে পানি পৌঁছাচ্ছিলেন।" (বুখারী)[১৭৫]

ঙ. যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীর ভূমিকা

عن الربيع بنت معوذ قالت : كن نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم نسقى ونداوى الجرحى ...

"রুবাই' বিনতে মু'আব্বিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধের ময়দানে থাকতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম.......।" (বুখারী)[১৭৫ক]

চ. মহিলারা আহত ও নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠাতেন

"রুবাই' বিনতে মু'আব্বিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রণাঙ্গনে থাকতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান

করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত ও নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম।" (মুসলিম)[১৭৫খ]

দ্বিতীয়ত সহী মুসলিমের জিহাদ অধ্যায়ে নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ শিরোনামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে

ক. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইম ও বহু সংখ্যক আনসার মহিলাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ অভিযানে যেতেন। যখন তিনি যুদ্ধ করতেন তারা (উম্মে সুলাইম ও আনসার মহিলারা) পানি পান করাতো এবং আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন করতো।" (মুসলিম)[১৭৫গ]

"আনাস থেকে বর্ণিত। হুনায়েন যুদ্ধের দিন উম্মে সুলাইম একখানা ছুরি কাছে রাখলেন। আবু তালহা তা দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সুলাইমের কাছে ছুরি দেখছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে (উম্মে সুলাইমকে) বললেন, এ ছুরি দিয়ে কি হবে? উম্মে সুলাইম বললেন, আমি ছুরি কাছে রেখেছি এজন্য যে, কোন মুশরিক যদি আমার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে এই ছুরি দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলবো। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে থাকলেন।"(মুসলিম)[১৭৬]

খ. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের গনিমতের পূর্ণ অংশ না দিয়ে কিছু অংশ দেয়া হতো

"হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়া আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি সৈনিকদের তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জামের তত্ত্বাবধানে রয়ে যেতাম। আমি তাদের জন্য খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং অসুস্থদের সেবা-যত্ন করতাম।" (মুসলিম)[১৭৬ক]

বুখারী হাফসা বিনতে সিরীনের বর্ণিত আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত হাদীসে "হাফসা বিনতে সিরীন বলেছেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের মেয়েদেরকে বের হতে দিতাম না। ইতিমধ্যে এক মহিলা এসে বনী খালাকের প্রাসাদে উঠলে আমি তার কাছে গেলাম। সে বললো যে, তার বোনের স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার বোন উম্মে আতিয়া তাঁর সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমরা অসুস্থদের সেবা-যত্ন করতাম এবং আহতদের চিকিৎসা করতাম।" (বুখারী)[১৭৬খ]

"ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয থেকে বর্ণিত। নাজদা (খারেজী) পাঁচটি বিষয় জানতে চেয়ে ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলো। ইবনে আব্বাস বললেন, ইলম গোপন করার

www.amarboi.org

পর্যায়ে না পড়লে আমি তাকে এর জবাব দিতাম না। নাজদা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল আমাকে জানান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে মেয়েদের সাথে নিয়ে যেতেন কিনা এবং তাদেরকে গনিমতের কোন অংশ দিতেন কি না? আর তিনি শিশুদের হত্যা করতেন কিনা.....? ইবনে আব্বাস তাকে লিখে জানালেন, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতেন কিনা? হ্যাঁ, তিনি মেয়েদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ করতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা করতো। গনিমত থেকে তাদেরকে দেয়া হতো কিন্তু কোন অংশ দেয়া হতো না। আর তিনি কখনো শিশুদের হত্যা করতেন না।"(বুখারী)[১৭৬গ]

তৃতীয়ত খায়বার যুদ্ধে মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইবনে সা'দের তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে

"খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের অন্যতমা উম্মে সানান আল-আসলামিয়া বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার অভিযানের সংকল্প করলে আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথে এই যুদ্ধাভিযানে যেতে চাই। আমি মশক সেলাই করে দেব এবং অসুস্থ ও যদি কেউ আহত হয় তাহলে তার চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন করবো। তবে কেউ যেন আহত না হয়। তাছাড়া তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জামের দেখাশোনা করবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আল্লাহর কল্যাণের ওপর নির্ভর করে চলো। তোমার মত তোমার কওমের ও অন্য কওমের আরো কিছু সংখ্যক মহিলা এ বিষয়ে আমার কাছে আবেদন করেছে এবং আমি তাদের অনুমতি দিয়েছি। তুমি চাইলে তোমার আপন লোকদের সাথে থাকতে পার আবার ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থাকতে পার। আমি বললাম, আমি আপনার সাথে থাকবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি আমার স্ত্রী উম্মে সালামার সঙ্গিনী হও। উম্মে সানান বলেন, আমি উম্মে সালামার সাথে ছিলাম।"[১৭৭]

ঐ সব রেওয়ায়েত অনুসারে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের সংখ্যা দাঁড়ায় পনের। তারা হচ্ছেন, উম্মে সানান আল আসলামিয়া, উম্মে আয়মান, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাসী সাল্মা, আবু রাফে'র স্ত্রী কা'বিয়া বিনতে সা'দ আল আসলামিয়া, উম্মে মুতা'আল আসলামিয়া, উমাইয়া বিনতে কায়েস আল গিফারিয়া, উম্মে আমের আল আশহালিয়া, উম্মুদ দাহ্হাক বিনতে মাসউদ আল হারেসিয়া, হিন্দ বিনতে 'আমর ইবনে হারাম, উম্মে মানী' বিনতে 'আমর, উম্মে আমারাহ নাসীবা বিনতে কা'ব, উম্মে সালীত আন নাজ্জারিয়া, উম্মে সুলাইম, উম্মে আতিয়া আল আনসারিয়া এবং উম্মুল 'আলা আল আনসারিয়া।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহী গ্রন্থদ্বয়ে খায়বার যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, তাবাকাতে কুবরার কোন কোন বর্ণনা তাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

www.amarboi.org

"আনাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারে অভিযান চালালেন ..... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়াকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন .... এবং পথিমধ্যে উম্মে সুলাইম তাকে বাসর শয্যার জন্য সাজিয়ে দিলেন।"[১৭৭ক]

শরীয়ত প্রণেতা পুরুষদের ওপর জিহাদ ফরয করেছেন কিন্তু মেয়েদের ওপর ফরয করেননি। কারণ যুদ্ধে রয়েছে প্রচন্ড কষ্ট। তাছাড়া যুদ্ধের জন্য যে কঠোরতা ও রূঢ়তা দরকার তা নারীর কোমল শরীর ও দয়ামায়া ভরা অনুভূতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং পুরুষের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও যদি কোন নারী যুদ্ধে অংশগ্রহণের মত মানসিক শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পায়, তাহলে তার জন্য শরীয়ত প্রণেতা নফল হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। এ ব্যবস্থা শুধু সেই পরিস্থিতিতে যখন যুদ্ধ ফরযে কিফায়া পর্যায়ে থাকে। কিন্তু পুরুষরা একা যদি যুদ্ধের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয় এবং যুদ্ধ ফরযে আইনের পর্যায়ে পড়ে, তাহলে যুদ্ধ করতে সক্ষম মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়ত মর্যাদা লাভের উচ্চাকাংখার পথ মেয়েদের জন্য সংকীর্ণ করে দেয়নি। বরং তার সব দরজাই তাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে। হাফেজ ইবনে হাজার এ বিষয়ে ইবনে বাত্তালের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ....জিহাদ মেয়েদের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ جـهـاد كـن الحج (তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হজ্জ) এর অর্থ এ নয় যে, মেয়েরা নফল হিসেবেও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, বরং এতে বুঝানো হয়েছে যে, জিহাদ তাদের জন্য ওয়াজিব নয়।[১৭৭খ]

www.amarboi.org

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজে পরস্পর সাক্ষাত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم.

"মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদেরকে দয়া করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"(আত তাওবা ৭১)

"জাবের থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মুবাশ্শির আল আনসারিয়ার কাছে তার খেজুর বাগানে গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই খেজুর বাগান কে বানিয়েছে, মুসলমান না কাফের? উম্মে মুবাশশির বললো, মুসলমান বানিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপণ করে অথবা ফসল বপন করে আর তা থেকে মানুষ, পশু এবং অন্য কিছু আহার করে তবে তা ঐ মুসলমানের জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।" (মুসলিম)[১৭৮]

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সানান আনসারীকে বললেন, তোমার হজ্জ করতে কি বাধা ছিল? সে বললো, অমুকের পিতার (অর্থাৎ তার স্বামীর) দুটি পানি বহনকারী উট ছিল, সে একটির পিঠে চড়ে হজ্জ করেছে। অপরটি আমাদের জমিতে পানি সিঞ্চন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রমযানে একটি উমরা আদায় করা একটি হজ্জ অথবা আমার সাথে হজ্জের সমান।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৯]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাবা'আহ বিনতে যুবায়েরের কাছে গেলেন। দাবা'আহ ছিল মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের স্ত্রী। তিনি তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি হজ্জ করতে মনস্থ করেছো। সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি হজ্জের জন্য রওয়ানা হও এবং শর্ত করে বলো যে, হে আল্লাহ, অসুস্থতার কারণে যেখান থেকে আমি আর অগ্রসর হতে পারবো না আমার ইহরাম সেখানেই শেষ হবে।"(বুখারী ও মুসলিম)[১৮০]

www.amarboi.org

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে কান্নারত এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ করো। সে বললো, আমার মত বিপদ তোমার হোক। কেননা, আমার মত বিপদ তোমার হয়নি এবং তুমি তার যাতনাও জানো না। তাকে বলা হলো, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পরে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় এসে দেখলো সেখানে কোন দ্বাররক্ষী নেই। সে বললো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুঃখের প্রথম পর্যায়েই ধৈর্য ধারণ করতে হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮১]

ইমাম বুখারী "পুরুষ কর্তৃক নারীকে কবরের পাশে বলা যে, ধৈর্যধারণ করো" অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্ত আকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ...... ।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, যায়ন ইবনে মুনীর এর সারমর্ম বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, ইমাম বুখারীও তাঁর উক্তিতে رجل (পুরুষ) শব্দটি উল্লেখ করে পরিষ্কারভাবে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিষয়টি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট নয়।..... এখানে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনার মূল বিষয়বস্তু হলো এরকম অর্থাৎ আমর বিল মারুফ অথবা নাহি আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে উপদেশ দান কিংবা সমবেদনা প্রকাশের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীকে সম্বোধন করা জায়েয। এটা কেবল বৃদ্ধা বা যুবতী নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ এর সাথে দীনের স্বার্থ জড়িত আছে।[১৮২]

"উবায়েদ ইবনে উমায়ের থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা বলেন, আবু সালামা মারা গেলে আমি বললাম, অসহায় এবং অজানা দেশে আমি তার জন্য এমন ক্রন্দন করবো যে, তা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হবে। আমি তার জন্য কান্নার সব আয়োজন শেষ করেছি এমন সময় মদীনার আওয়ালী থেকে এক মহিলা আমাকে সাহায্য করার মানসে আসলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (উম্মে সালামা) কাছে এসে বললেন, তুমি কি এমন এক ঘরে শয়তানকে প্রবেশ করাতে চাও যেখান থেকে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? দুইবার বললেন। একথা শুনে আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আর কাঁদলাম না।" (মুসলিম)[১৮৩]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইবনে হারেসা, জা'ফর এবং ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের সংবাদ পৌঁছলে তিনি বসে পড়লেন এবং তাঁর চেহারায় শোকের ছায়া নেমে আসলো। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জাফরের পরিবারের মেয়েদের কান্নাকাটির কথা বললো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির নিকট তাদেরকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করার আদেশ দিলেন। সে চলে গেল এবং দ্বিতীয়বার এসে বললো, তারা আমার কথা মানলো না। তিনি বললেন, তাদেরকে

www.amarboi.org

Contents

নিষেধ করো। সে তৃতীয়বার এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে হার মানিয়েছে। আয়েশা বলেন, তখন নবী (স) বললেন, তাদের মুখে মাটি ছিটিয়ে দাও। আয়েশা বলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আল্লাহ তোমার নাকে খত দিন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাও করতে পারলে না এবং তাঁকে বিরক্ত করতেও ছাড়ছো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৪]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ পেশাব-পায়খানার জন্য রাতের বেলায় 'মানাসে' নামক বিস্তৃত পার্বত্য টিলার দিকে যেতেন। উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রীদেরকে হিজাবের মধ্যে রাখার কথা বলতেন। কিন্তু তিনি তা করতেন না। এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আহ অনুরূপ প্রয়োজনে বের হন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী রমণী। উমর তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমরা তোমাকে চিনতে পেরেছি। (এ কথার উদ্দেশ্য ছিল) যেন পর্দার হুকুম নাযিল হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৫]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর এক সময় সাওদা (রসূলের স্ত্রী) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন যে, পরিচিত জনদের নিকট থেকে তিনি নিজেকে লুকাতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদা! তুমি আমাদের থেকে নিজেকে লুকাতে পারবে না। এখন ভেবে দেখ কিভাবে বের হবে? আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে সাওদা ফিরে আসলেন। রসূলুল্লাহ (স) তখন আমার গৃহে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরো হাড়। এ সময় সাওদা প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে উমর আমাকে এসব কথা বলেছে। আয়েশা বলেন, এ সময় আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। অহী নাযিল শেষ হলো। তখনও হাড্ডিখানা তাঁর হাতে ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৬]

"উমর থেকে বর্ণিত....তিনি বলেছেন, তিনি হাফসার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, বেটি, তুমি নাকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার জবাব দিয়ে থাক এবং এমনভাবে দাও যে, তিনি সারাদিন মন খারাপ করে থাকেন? হাফসা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর বলেন, আমি তাকে বললাম, জেনে রাখ, আমি তোমাকে আল্লাহর ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। .....উমর বলেন, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমি উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। কেননা উম্মে সালামার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উম্মে সালামা বললেন, খাত্তাবের পুত্র, কি আশ্চর্য লোক তুমি! তুমি সব কিছুতেই হস্তক্ষেপ করছো। এমনকি রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছো। আল্লাহর শপথ! তিনি এমনভাবে আমাকে তিরস্কার করলেন যে, এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ প্রায় উবে গেল। আমি তার নিকট থেকে চলে আসলাম।[১৮৭] মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, উমর বলেন, ...তারপর আমি আয়েশার কাছে গিয়ে বললাম, হে আবু বকরের কন্যা! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়াই কি তোমার কাজ? তিনি

www.amarboi.org

বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপারে আপনার নাক গলাবার কি থাকতে পারে? নিজের দোষ-ত্রুটি দেখুন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৮]

"সুবাই'আহ বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত।...... তিনি ছিলেন সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী...। সা'দ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখন সুবাই'আহ গর্ভবতী ছিলেন। সা'দ ইবনে খাওলার মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। তার নিফাসের সময় শেষে পবিত্রতা লাভের পর বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য সাজসজ্জা করলেন। তখন বনী আবদুদ দারের আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক গিয়ে তাকে বললো, আমি দেখছি তুমি ঠিক বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য সাজসজ্জা করেছো, তুমি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিক্রম হওয়ার আগে তুমি বিয়ে করতে পার না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৮৯]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হওয়ার কারণে তাকে তিরস্কার করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তিনি তাকে বললেন, তুমি খেজুর সংগ্রহ করো। কেননা তুমি তা থেকে দান করবে অথবা তা ভালো কাজে লাগাবে।" (মুসলিম)[১৯০]

"ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতরের নামাযে অংশগ্রহণ করেছি ....তারপর তিনি কাতার পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মেয়েদের কাছে আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল। .... বেলাল বললেন, তোমরা (মেয়েরা) এসো। তোমাদের জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯১]

"আমর ইবনে সালামা থেকে, ...তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেছেন, অমুক সময় অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে কুরআন বেশী জানে সে ইমাম হবে। সবাই এ রকম একজন লোকের (যে কুরআন বেশী জানে) সন্ধান করলো। কিন্তু আমার চেয়ে কুরআন বেশী জানা লোক পাওয়া গেল না। যেহেতু আমি কাফেলার লোকদের নিকট থেকে কুরআন শিখে মনে রাখতাম। তাই সবাই আমাকে ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দিল। আমি তখন ছয় বা সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে একখানা চাদর ছিল। আমি সিজদায় গেলে তা গায়ের সংগে জড়িয়ে ওপরে উঠে যেতো। এ অবস্থা দেখে গোত্রের এক মহিলা বললো, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করো না কেন? সুতরাং সবাই মিলে কাপড় কিনে আমাকে জামা তৈরী করে দিল। সেই জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে তত আনন্দিত হইনি।" (বুখারী)[১৯২]

"কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের যয়নাব বিনতে মুহাজির নাম্নী এক মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলছে না। তিনি বললেন, এর কি হয়েছে? কথা বলছে না কেন? লোকেরা বললো, সে নিরব হজ্জ পালনের নিয়ত করেছে। তিনি মহিলাকে বললেন, কথা বলো। এরূপ

www.amarboi.org

কাজ হালাল নয়, এটা জাহেলী যুগের কাজ। তখন সে মুখ খুললো এবং বললো, আপনি কে? তিনি বললেন, একজন মুহাজির। সে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ মুহাজির? তিনি জবাব দিলেন, কুরাইশ গোত্রের। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কুরাইশদের কোন শাখার? তিনি বললেন, তুমি তো দেখছি বেশ প্রশ্নকারিণী। আমি আবু বকর। সে বললো, জাহেলী যুগের অবসানের পর আল্লাহ আমাদেরকে যে উত্তম দীন দিয়েছেন আমরা তার ওপর কতদিন টিকে থাকতে পারবো? তিনি বললেন, তোমাদের নেতারা যতদিন তার ওপর টিকে থাকতে পারবেন, ততদিন টিকে থাকতে পারবে। সে বললো, নেতা আবার কি? তিনি বললেন, তোমার কওমে কি এমন প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি নেই যারা লোকদেরকে আদেশ করলে তারা মেনে চলে? সে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। তিনি বললেন, তারাই নেতা।" (বুখারী)[১৯৩]

"যুবায়েরের আযাদকৃত দাস ইউহান্নাস থেকে বর্ণিত। .... তিনি (হাজ্জাজ কর্তৃক মক্কা অবরোধের) ফিতনার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর আযাদকৃত একজন দাসী এসে তাঁকে সালাম দিয়ে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আমি এখান থেকে চলে যেতে মনস্থ করেছি। কারণ আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় এসে পড়েছে। আবদুল্লাহ তাকে বললেন, আরে নির্বোধ থেকে যা। কারণ আমি রসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তিই মদীনায় থেকে তার জীবন ধারণ উপকরণের অপ্রতুলতার কষ্ট সহ্য এবং কঠোরতা বরদাশত করবে আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করবো। অথবা শাফায়াতকারী হবো।" (মুসলিম)[১৯৪]

"যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার পক্ষ থেকে কিছু ঘর সাজানোর উপকরণ দিয়ে উম্মে দারদার কাছে লোক পাঠালেন। একদিন রাতের বেলা আবদুল মালেক জেগে উঠে তার খাদেমকে ডাকলেন। সে কিছুটা দেরী করে ফেললে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। সকাল বেলা উম্মুদ দারদা তাকে বললেন, আমি শুনলাম, আজ রাতে তুমি তোমার খাদেমকে ডাকার পর অভিশাপ দিয়েছো। আমি আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন শাফায়াতকারী বা সাক্ষ্যদাতা হবে না।" (মুসলিম)[১৯৫]

"আবু নাওফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ তার জুতা নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে দ্রুত আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে গিয়ে বললো, আমি আল্লাহর দুশমনের সাথে কেমন আচরণ করেছি তা তো তুমি দেখেছো? (অর্থাৎ সে হযরত আসমার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হত্যার কথা বলছিল) জবাবে হযরত আসমা বললেন, আমি দেখছি, তুমি তার দুনিয়া ধ্বংস করেছো আর সে তোমার আখেরাত ধ্বংস করেছে। আমি জানতে পেরেছি তুমি তাকে দুই কটিবন্ধওয়ালীর পুত্র বলে সম্বোধন করতে। আল্লাহর কসম! আমি সেই দুই কটিবন্ধওয়ালী। একটি কটিবন্ধ দিয়ে আমি রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকরের খাবার বেঁধে পশুর পিঠে তুলে দিয়েছি। আর আরেকটি ছিল সেই কটিবন্ধ যার প্রয়োজন কোন মেয়েই অস্বীকার করতে পারে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, সাকীফ গোত্রে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও একজন মহা অত্যাচারীর আবির্ভাব হবে। সেই মহা মিথ্যাবাদীকে * আমরা দেখেছি। আর আমার মনে হয় সেই মহা অত্যাচারী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। নাওফাল বলেন, একথা শুনে হাজ্জাজ কোন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল।"[১৯৬]

** এ মহা মিথ্যাবাদী হচ্ছে ভন্ড নবী মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকাফী।*

সেবা বা আনুকূল্য গ্রহণ ও দানের ক্ষেত্রে পরস্পর সাক্ষাত

عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فان لى غلاما نجارا قال: ان شئت فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر الذى صنع له٠

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি এমন কিছু তৈরী করে দিতে পারি যার ওপর আপনি বসতে পারবেন? কারণ আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে। তিনি বললেন, তুমি চাইলে দিতে পার। মহিলা তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মিম্বর তৈরী করে দিল। তারপর জুময়ার দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য তৈরী মিম্বরে বসলেন।" (বুখারী)[১৯৭]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে যেখানে চাইতো নিয়ে যেতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার ইচ্ছামত তার সাথে চলে যেতেন।" (বুখারী)[১৯৮]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আহমদের (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল) একটি রেওয়ায়েতে আছে, সে নিজের প্রয়োজনে যেখানে ইচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যেতো।[১৯৯]

ইমাম নাসায়ী আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন, ...নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধবা ও মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণে তাদের সাথে যেতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[২০০]

"আনাস থেকে বর্ণিত। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক মহিলা ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে আমার খুব প্রয়োজন। তিনি বললেন, হে অমুকের মা! দেখ, কোন্ গলিতে নিয়ে গিয়ে তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে আমি সেখানে গিয়েই তোমার প্রয়োজন পূরণ করবো। তিনি তার সাথে কোন একটি রাস্তায় একাকী চললেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ শেষে ফিরে আসলেন।" (মুসলিম)[২০১]

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ...রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবায়েরকে 'ইক্‌তা' (জায়গীর) হিসেবে যে জমি দিয়েছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বয়ে আনতাম। জমিটা আমাদের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। আমি একদিন আঁটি মাথায় করে পথ চলছিলাম এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। তাঁর সাথে ছিল

www.amarboi.org

একদল আনসার। তিনি আমাকে আহবান জানালেন এবং আমাকে তাঁর পেছনে উঠিয়ে নেয়ার জন্য উটকে বসানোর উদ্দেশ্যে ইখ্! ইখ্! শব্দ কতে থাকলেন। কিন্তু আমি পুরুষদের সাথে চলতে লজ্জা অনুভব করলাম। তাছাড়াও যুবায়েরের তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়লো। সে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, আমি লজ্জাবোধ করছি। তাই তিনি চলে গেলেন.......।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০২]

ফাতহুল বারীতে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাহলাব বলেছেন, এ হাদীস থেকে জানা যায়....পুরুষদের কাফেলার মধ্যে পুরুষের সওয়ারীর পেছনে নারীকে বসিয়ে নেয়া জায়েয।[২০৩]

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতরের নামায পড়েছি...। তারপর তিনি কাতার ঠেলে সামনে মেয়েদের কাছে উপস্থিত হলেন। বেলাল তাঁর সাথে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

يـايـها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك.............

'হে নবী! যখন ঈমানদার নারীরা এই শর্তে তোমার কাছে বাইয়াত নিতে আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সৎকাজের নির্দেশ পালনে তোমার অবাধ্য হবে না তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'(মুমতাহিনা ঃ ১২) আয়াত পাঠ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ কথার ওপর অবিচল আছ? তাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা বললেন, হ্যাঁ। সে ছাড়া আর কোন মহিলাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের জবাব দিল না.....তারপর বললেন, তোমরা সাদকা করো। সে সময় বেলাল তার চাদর বিছিয়ে ধরলেন.....তখন মেয়েরা তাদের ছোট ও বড় আংটিগুলো চাদরের ওপর ফেলতে শুরু করলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০৩ক]

"খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী উম্মুল 'আলা নাম্নী এক আনসার মহিলা তাকে বলেছে যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা লটারী করলে উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থান তাদের ভাগে পড়লো। উম্মুল আলা বলেন, আমাদের কাছে থাকাকালীন উসমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তার দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূসা করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন........। (বুখারী)[২০৩খ]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি যুদ্ধাভিযানে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের মত কিছুই আমার নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি অমুকের

www.amarboi.org

কাছে যাও। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তার কাছে গিয়ে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে সালাম বলেছেন এবং যুদ্ধের জন্য যে সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছো তা আমাকে দিতে বলেছেন। সে তখন এক মহিলাকে ডেকে বললো, হে অমুক, আমি যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি তা সব তাকে দিয়ে দাও, একটা জিনিসও রেখে দিয়ো না। আল্লাহর কসম, তা থেকে একটা জিনিসও রেখোনা। আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।" (মুসলিম)[২০৪, ২০৫]

"আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অথবা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিতো। (বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় আছে,[২০৬] আমি মনে করি সে ছিল মহিলা।) সে মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। লোকজন বললো যে, সে মারা গিয়েছে। তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার (পুরুষটির অথবা মহিলাটির) কবর দেখিয়ে দাও। তিনি সেই মহিলাটির কবরের পাশে গেলেন এবং তার জানাযা পড়লেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২০৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... মহিলার নিজেকে মসজিদের খেদমতের জন্য নিয়োজিত করা জায়েয। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজের মাধ্যমে তা অনুমোদন করেছেন।[২০৮]

"আসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন গরীব লোক। আপনার ঘরের ছায়ায় বসে বেচা-কেনা করতে চাই। আসমা বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিলে যুবায়ের তা মানবে না। কাজেই যুবায়েরের উপস্থিতিতে এসে আমার কাছে তোমার কথাটা বলো। কথামত সে পরে এক সময় এসে বললো, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন গরীব মানুষ। আপনার ঘরের ছায়ায় বসে বেচা-কেনা করতে চাই। আসমা বললেন, তুমি কি মদীনায় আমার ঘর ছাড়া আর কোন ঘর দেখলে না? যুবায়ের তখন বললেন, একজন দরিদ্র লোককে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করছো কেন? কাজেই সে সেখানেই বেচা-কেনা করতো এবং এভাবে বেশ উপার্জন করলো। আমি তার কাছে একটি দাসী বিক্রি করলাম। এমন সময় যুবায়ের আমার কাছে আসলো। ক্রীতদাসীর মূল্য তখন আমার কোলের ওপর ছিল। সে বললো, ওটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম, আমি তা দান করেছি।" (মুসলিম)[২০৯]

"যায়েদ ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য কোন সৈনিককে সজ্জিত করে দেয় সে নিজেই যেন যুদ্ধ করলো। যে আল্লাহর পথে জিহাদরত কোন সৈনিকের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান উত্তমরূপে করলো সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি কোন সৈনিকের অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের তত্ত্বাবধান উত্তম রূপে করলো সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২১০]

www.amarboi.org

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত।..........রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকের দিনের পরে কোন লোক যেন এক অথবা দুইজন লোক সাথে নিয়ে ছাড়া একাকী এমন কোন মহিলার কাছে না যায় যার স্বামী তার কাছে উপস্থিত নেই।" (মুসলিম)[২১১]

"বুরাইদা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদরত সৈনিকের স্ত্রীরা বাড়িতে অবস্থানকারী মুসলমানদের জন্য তাদের মায়ের মতই হারাম। গৃহে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াইরত কোন সৈনিকের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে যদি বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাহলে কিয়ামতের দিন সৈনিক ব্যক্তিটি তার আমল থেকে যতটা ইচ্ছা নিয়ে নিতে পারবে। এটা তোমাদের কাছে কেমন মনে হয়?" (মুসলিম)[২১২]

"জাবের ইবনে শমূরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লুঙ্গি পরিহিত স্থুলদেহী বলবান বেঁটে উষ্কখুষ্ক কেশধারী এক ব্যক্তিকে আনা হলো। সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি দুই বার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে তাকে 'রজম' করার নির্দেশ দিলে 'রজম' করা হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখনই আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি তখনই তোমাদের কেউ পেছনে থেকে যায় এবং যৌন উত্তেজনায় পাঁঠার মত আচরণ করতে থাকে। সে কোন নারীকে এক বিন্দু পানি দিয়ে তৃপ্ত হয়। আল্লাহ এরূপ কাউকে যখন আমার কাছে ধরিয়ে দেন, আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে থাকি।"(মুসলিম)[২১৩]

শেষ চারটি হাদীস যে নারীর কাছে তার স্বামী উপস্থিত নেই পুরুষ কর্তৃক তার কাছে "মা'রূফ" পেশ করার তাগিদ ব্যক্ত করছে। প্রথম হাদীসটিতে এ ধরনের "মা'রূফ" বা কল্যাণ পেশের মর্যাদা স্বীকার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় হাদীসটিতে এ ক্ষেত্রে "মা'রূফ" বা কল্যাণ পেশের নিয়ম-নীতি উল্লেখ করে তা অনুমোদন করা হচ্ছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস দুটি এ অবস্থায় যে ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভঙ্গের নিয়তে প্রকাশ্যে "মা'রূফ" পেশের ভান করা হয়েছে তার শাস্তি উল্লেখ করছে।

www.amarboi.org

স্বামী বা স্ত্রী সন্ধান ও প্রস্তাব দান এবং আকদের সময় পরস্পর সাক্ষাত

পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী সন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত

عن سهل بن سعد ان إمراة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله جئت لاهب لك نفسي .... فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه.فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست . (وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي اليوم بالنساء حاجة...)

"সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি........ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি তার দিকে প্রসারিত করলেন। তারপর ওপরে-নীচে তাকিয়ে তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন এবং মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখলো যে, তিনি তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন না, তখন সে বসে পড়লো। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,[২১৪] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বর্তমানে আমার কোন স্ত্রীর প্রয়োজন নেই।"....(বুখারী ও মুসলিম)[২১৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে.... পূর্ব আগ্রহ বা পূর্ব থেকেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়া না থাকলেও বিয়ের অভিপ্রায়ে নারীর সৌন্দর্য দেখা ও বিবেচনা করা জায়েয। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে উল্লেখিত মহিলাটিকে ভালভাবে দেখেছেন। বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য হাদীসে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে (মুবালাগা مبالغة) বা অতিশয়তা বিদ্যমান, যদিও মহিলার ব্যাপারে পূর্ব আগ্রহ বা প্রস্তাব কিছুই ছিল না। তারপর তিনি বললেন, আমার কোন স্ত্রীর প্রয়োজন নেই। যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল না, তবুও তাকে গ্রহণ করার মত পছন্দনীয় কিছু আছে কিনা তা সন্ধান করলেন। এ অবস্থায় তাকে গভীরভাবে দেখার অতিশয়তা ক্ষতিকর নয়। ....[২১৬]

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার হাদীসের ইংগিত থেকে কয়েকটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে উল্লেখিত মতটিকেই গুরুত্ব দিতে চাই যেখানে 'নস'সমূহ "মাখ্তূবা" তথা যে নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাকে দেখার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীর অবস্থান ও মর্যাদা প্রায় প্রস্তাবাবলীর অনুরূপ। নিচের হাদীসটি এ বিষয়টিই সমর্থন করছে।

"ইবরাহীম ইবনে সা'দ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.amarboi.org

আবদুর রহমান এবং সা'দ ইবনে রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন করে দিলেন। সে আবদুর রহমানকে বললো, আনসারদের মধ্যে আমি সর্বাধিক ধন-সম্পদের মালিক। আমার সম্পদ দুই ভাগ করো। সে তাকে আরো বললো, আমার দু'জন স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে তোমার সর্বাধিক পছন্দনীয় কে তা আমাকে জানাও। আমি তাকে তালাক দেবো এবং তার ইদ্দতকাল অতিবাহিত হলে তুমি তাকে বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললো, আল্লাহ তাআলা তোমার পরিবার ও সহায় সম্পদে বরকত দান করুন."... ।(বুখারী)[২১৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিয়ে করার ইচ্ছা বর্তমান থাকলে পুরুষের নারীর দিকে তাকানো জায়েয। [২১৭ক]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর অভিযানে বের হলেন..... বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যুদ্ধ করে খায়বর দখল করলাম। বন্দীদেরকে একত্র করা হলো...... এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কুরাইযা ও নাযীর গোত্রের নেত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে দেহ্ইয়ার হাতে সমর্পণ করলেন! সে তো আপনার ছাড়া আর কারোর উপযুক্ত হতে পারে না। তিনি বললেন, তাকে সহ দেহ্ইয়াকে ডাক। দেহ্ইয়া তাকে নিয়ে হাজির হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার পর দেহ্ইয়াকে বললেন, একে বাদ দিয়ে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য কোন মেয়েকে গ্রহণ করো। আনাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২১৮]

নারী কর্তৃক স্বামী তালাশের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত এবং সৎ ব্যক্তির কাছে নারীর নিজেকে সমর্পণ করা

"সাবেত আল বানানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাসের কাছে ছিলাম। সেই সময় তার কাছে তার এক কন্যা ছিল। আনাস বললেন, এক মহিলা নিজেকে সমর্পণ করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে দিয়ে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে? সেই সময় আনাসের কন্যা বললো, মেয়েটার লজ্জা শরম কত কম এবং সে কত জঘন্য। আনাস বললেন, সে তোমার চাইতে ভাল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তাই নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছে।" (বুখারী)[২১৯]

ইমাম বুখারী "নারীর নিজেকে নেককার পুরুষের কাছে সমর্পণ করা" অনুচ্ছেদ শিরোনামে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে, ইবনুল মুনীর হাশিয়াতে বলেছেন, ইমাম বুখারীর সূক্ষ্মদর্শিতা হচ্ছে, তিনি যখন এই হাদীস থেকে নিজেকে সমর্পণকারিণী এই মহিলার কাহিনীর নির্দিষ্টতা জানতে পারলেন, তখন হাদীসটিতে যে নির্দিষ্টতা নেই তাই উদ্ভাবন করে ফেললেন। অর্থাৎ মহিলা কর্তৃক নিজেকে নেককার পুরুষের কাছে তার যোগ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমর্পণ করার বৈধতা।[২২০] কাজেই একাজ করা তার জন্য জায়েজ, হাফেয ইবনে হাজার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেকে সমর্পণকারিণী মহিলা সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন মহিলা কর্তৃক তার চাইতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন পুরুষের

www.amarboi.org

সাথে নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়ার মধ্যে লজ্জা বা অপমান নেই। বিশেষ করে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি নির্দোষ অথবা সংকল্প যদি সৎ হয়। অর্থাৎ যার কাছে প্রস্তাব করা হচ্ছে তার যদি দীনি মর্যাদা থাকে কিংবা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলে যদি গোনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[২২১]

ইবনে দাকীক আল ঈদ বলেছেন, হাদীসটিতে যার থেকে কল্যাণ আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে নারীর নিজেকে বিয়ের জন্য পেশ করার বৈধতার দলীল আছে।[২২২]

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সময় দেখা-সাক্ষাত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم ط علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ط ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ج واعلموا ان الله غفور حليم. (سورة البقرة الاية : ٢٣٥)

"তোমরা ইশারা ইংগিতে স্ত্রীলোকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে। তবে নিয়মানুসারে কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের কাছে কোন অঙ্গীকার করো না। নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহের কাজ সম্পন্ন করার কোন সংকল্প করবে না। জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও সহনশীল।" (আল বাকারা ঃ ২৩৫)

তাফসীরে জালালাইনে ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যেমন, কেউ কোন মহিলাকে বললোঃ তুমি সুন্দরী। কে পাবে তোমার মত মেয়ে। তোমাকে অনেকেই পছন্দ করে।"

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস ইবনুল মুগীরা আমার তালাকের খবর দিয়ে 'আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আকে আমার কাছে পাঠালো এবং তার সাথে পাঁচ সা' খেজুর এবং পাঁচ সা' যবও পাঠালো। আমি বললাম, আমার জন্য কি এ ছাড়া আর কোন খোরপোশ জুটলো না এবং আমি তোমাদের বাড়িতেও ইদ্দত পালন করতে পারবো না? সে বললো, না। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি তখন কাপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে? আমি বললাম, তিন তালাক। তিনি বললেন, সে ঠিকই করেছে। তুমি খোরপোশ পাবে না। তোমার চাচাত ভাই ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে গিয়ে ইদ্দত পালন করো। সে দৃষ্টিশক্তিহীন, সেখানে তুমি গায়ের কাপড় ফেলতে পারবে। তোমার

ইদ্দতকাল শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি তাকে খবর দিলেন যে, নিজের ব্যাপারে আমাকে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।)"(মুসলিম)[২২৩]

ইমাম নববী বলেছেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বায়েন তালাক প্রাপ্তাকে ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যায়। ইমাম শাফেয়ীর মতে তা সঠিক।[২২৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে তাঁর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন প্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্যতম এবং বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী।[২২৪ক]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، (তোমরা ইংগিতে স্ত্রীলোকদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কোন গোনাহ হবে না) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রস্তাবকারী বলবে, আমি বিয়ে করতে চাই, আমি চাই আমার জন্য একজন নেককার স্ত্রীলোক জুটুক। (বুখারী)[২২৫]

ইংগিতে কিভাবে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা যাবে সে বিষয়ে ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে কিছু রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এখানে তার কয়েকটি পেশ করা হলো ঃ

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন নারীকে তার অমুক অমুক গুণাবলীর জন্য পছন্দ করি। এভাবে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ ভাষায় ইংগিত প্রদান করবে।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। প্রস্তাবকারী বলবে, তুমি খুব সুন্দরী। তোমার অবশ্যই চাহিদা আছে এবং তুমি তো কল্যাণ লাভ করতে যাচ্ছো।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। প্রস্তাবকারী বলবে, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে আছি। আমি তোমাকে পছন্দ করি এবং এই ধরনের অন্যান্য উক্তি।

সুদ্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রস্তাবকারী ব্যক্তি মহিলার কাছে গিয়ে তাকে সালাম দেবে এবং ইচ্ছা করলে উপঢৌকন পেশ করবে কিন্তু কোন কথা বলবে না।

সাকীনা বিনতে হানযালা থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি ইদ্দত পালনকালে আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী আমার কাছে এসে বললেন, হে হানযালার কন্যা, তুমি জান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার আত্মীয়তার বন্ধন আছে। একথা সত্য যে, আলী আমার দাদা। আমি বললাম, হে আবু জাফর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি 'ইদ্দত' পালনরত অবস্থায় আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন? অথচ এ বিষয়ে আপনার নিকট থেকে মানুষ জ্ঞানার্জন করে থাকে। তিনি বললেন, তাহলে কি আমি প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছি? আমি তো আমার মর্যাদা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা তোমাকে অবহিত করলাম।

ইংগিতের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দানের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেছেন, সালাফদের নিকট থেকে এ বিষয়ে বহু কিছু বর্ণিত হয়েছে। একদল মনে করেন, ইংগিতের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব কয়েক প্রকারে দেয়া যেতে পারে। এক, মহিলার

www.amarboi.org

অভিভাবককে বলবে যে, তার বিষয়ে আমাকে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। দুই, কোন মাধ্যম ছাড়াই মহিলাকে ইংগিত প্রদান করবে। নিজেই যদি মহিলার কাছে এ বিষয়ে বলতে চায় তাহলে সেজন্য সাতটি শব্দ আছে...... । তিন, মহিলাকে বলবে, তুমি খুব সুন্দরী, আমার স্ত্রীর প্রয়োজন, আল্লাহ তোমাকে একটি কল্যাণ দান করতে যাচ্ছেন ....। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালেক যে মতটি পছন্দ করেছেন সেটি হলো, প্রস্তাবক বলবে, আমি তোমাকে পছন্দ করি, তোমাকে ভালবাসার মত একজন লোক আছে। তোমার প্রতি আকৃষ্ট একজন আছে। আমার মতে এ কথাগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ইংগিতসূচক এবং সুস্পষ্টতার অধিক নিকটবর্তী।[২২৫ক]

বিয়ের প্রস্তাব কালে দেখা-সাক্ষাত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراج فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف ط والله بما تعملون خبير(سورة البقرة اية ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন তারা বিধিমত নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত।" (আল বাকারা ঃ ২৩৪)

"ফীমা ফা'আলনা ফী আনফুসিহিন্না বিল মা'রূফ (তারা বিধিমত নিজেদের জন্য যা করবে) আয়াতাংশটির ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ তারা যদি সাজগোজ করে এবং বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

"সুবাই'আহ বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত, ...বিদায় হজ্জকালে তার স্বামী মারা যান। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার মৃত্যুর পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য তিনি সাজসজ্জা করলেন। আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক গিয়ে তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বিয়ের প্রস্তাব লাভের জন্য সাজগোজ করেছো। তুমি কি বিয়ে করতে চাও? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে [২২৬].... আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন.........." (বুখারী ও মুসলিম)[২২৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... মুআত্তায় বর্ণিত হাদীসে আছে, তাকে দুই ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাদের একজন যুবক এবং একজন প্রৌঢ়। তিনি যুবকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রৌঢ় বললো, তোমার ইদ্দতই তো এখনো পূর্ণ হয়নি। তার পরিবার সেখানে অনুপস্থিত ছিল। তাই সে মনে করলো, তার পরিবারের লোকেরা এসে গেলে তারা এ মহিলার জন্য তাকেই অগ্রাধিকার দেবে।[২২৮]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালো যে, সে এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে গিয়ে তাকে দেখ। কেননা আনসারীদের চোখে দোষ থাকে।" (মুসলিম)[২২৯]

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিয়ে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আকে আমার কাছে পাঠালেন। আমি তাকে বললাম, আমার একটি মেয়ে আছে এবং আমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তিনি বললেন, তার মেয়ের ব্যাপারে আমরা দোয়া করবো, আল্লাহ যেন তাকে আত্মনির্ভরশীল করেন, আর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে দোয়া করবো, যেন আল্লাহ তা তিরোহিত করেন।" (মুসলিম)[২৩০]

"সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরবের এক মহিলার কথা বলা হলে তিনি ঐ মহিলার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনার জন্য আবু উসায়েদ সা'য়েদীকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার কাছে একজনকে পাঠালেন। সেই মহিলা এসে বনী সা'য়েদা গোত্রের দুর্গে উঠলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন মহিলা মাথা নীচু করে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললে সে বলে উঠলো, আমি তোমার থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দান করলাম। লোকজন তাকে বললো, ইনি কে তা কি তুমি জান? সে বললো, না। লোকেরা বললো, উনি আল্লাহর রসূল। তিনি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন। সে তখন বললো, আমি খুবই হতভাগী----।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩১]

আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যয়নাবের ইদ্দত পালন শেষ হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদকে বললেন, আমাকে তার কথা বলো। আনাস বলেন, যায়েদ চলে গেল এবং যয়নাবের কাছে গিয়ে হাজির হলো। সে তখন আটার খামির তৈরী করছিল। যায়েদ বলেন, আমি যখন তাকে দেখলাম তখন আমার কাছে তার ব্যক্তিত্ব অনেক বড় বলে মনে হলো। এমনকি আমি তার দিকে এ কারণে তাকাতেও সক্ষম হলাম না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্মরণ করেছেন। আমি তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, হে যয়নাব! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে স্মরণ করে পাঠিয়েছেন। যয়নাব বললো, আমি আমার রবের কাছে 'ইসতিখারা' করার আগে কিছুই করতে যাচ্ছি না। সে তখনই জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেল এবং পরক্ষণেই কুরআনের আয়াতও নাযিল হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং অনুমতি না নিয়েই তার কাছে গেলেন।"(মুসলিম)[২৩২]

"ইবনে মাজা মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ইবনে শু'বা বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে এক মহিলার

www.amarboi.org

কথা বললাম যে, আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, গিয়ে তাকে দেখ। এটাই তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির উৎকৃষ্টতম উপায়। তারপর আমি এক আনসারী মহিলার কাছে গিয়ে তার পিতা মাতার কাছে প্রস্তাব করলাম এবং তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি জানালাম। কিন্তু তারা যেন কথাটা পছন্দ করতে পারলো না। (লক্ষ্য করুন, প্রস্তাবকারীর সাথে পিতামাতা দুজনই অংশগ্রহণ করছে) আমি সেই মহিলাকে তার নিভৃত কোণ থেকে বলতে শুনলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তোমাকে দেখার নির্দেশ দিয়ে থাকে তাহলে দেখো। অন্যথায় আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি। সে এ বিষয়টিকে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে দেখা ও তার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভেবে দেখা খুব বড় ব্যাপার বলে মনে করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে দেখলাম এবং বিয়ে করলাম।"[২৩৩]

বিবাহের আকদের সময় দেখা-সাক্ষাত

"অভাবীকে বিয়ে দেয়া" অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে ইমাম বুখারী নিম্নবর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ

"সাহল ইবনে সা'দ আস সা'য়েদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের একজন উঠে বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাকে যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন জিনিস আছে? সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবারে ফিরে গিয়ে দেখো কোন কিছু পাও কিনা। সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বললো, আল্লাহর কসম। আমি কিছুই পেলাম না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো, লোহার একটা আংটি হলেও চলবে। সে আবার চলে গেল এবং ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, লোহার একটা আংটিও নেই। তবে আমার এই চাদরটা আছে। সাহল বলেন, চাদরের অর্ধাংশ তার স্ত্রীর হবে কিন্তু লোকটির জামাও ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমার চাদর দিয়ে কি হবে? তুমি পরিধান করলে তার জন্য কিছু থাকবে না আর সে পরিধান করলে তোমার জন্য কিছু থাকবে না। তখন লোকটি বসে পড়লো। দীর্ঘ সময় বসার পর সে উঠে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন যে, সে চলে যাচ্ছে তখন তাকে ডাকতে আদেশ দিলেন এবং তাকে ডাকা হলো। সে আসলে তিনি বললেন, তোমার কি কুরআনের কোন অংশ মুখস্থ আছে? সে গুণে গুণে বললো, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলি কি তুমি মুখস্থ পড়তে পারবে? সে বললো, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৪]

www.amarboi.org

বিবাহভোজে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ ও পরস্পর সাক্ষাত

স্বাগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

"আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন--- হিজরতের সময় আমরা রাতের বেলা মদীনায় পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার আতিথ্য গ্রহণ করবেন তা নিয়ে মদীনাবাসীদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকুল বনী নাজ্জারের আতিথ্য গ্রহণ করবো। এ ব্যাপারে তারাই সম্মান লাভের অধিক উপযুক্ত। নারী ও পুরুষরা ছাদে উঠে এবং বালক, শিশু ও খাদেমরা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে সম্বোধন করতে থাকলো ঃ হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল!" (মুসলিম)[২৩৫]

"বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে মদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন তাঁরা হলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদের কুরআন মজীদ শেখাতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন আম্মার ইবনে ইয়াসার, বেলাল ও সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। তারপর আসলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশজন সাহাবাসহ উমর ইবনুল খাত্তাব এবং সবশেষে আসলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে। বারাআ ইবনে আযেব বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে আমি মদীনাবাসীকে এত বেশী আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কিছুতে এতটা আনন্দিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। আমি দেখেছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত খুশীতে বলছিল, ইনিই সেই আল্লাহর রসূল যিনি আজ আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। (অন্য একটি বর্ণনায় আছে ঃ[২৩৬] ..... এমনকি বাঁদীরাও বলতে লাগলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন।) বারাআ ইবনে আযেব বলেন, তিনি আসার আগেই আমি "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা ও অনুরূপ আরো কয়েকটি সূরা শিখে নিয়েছিলাম।" (বুখারী)[২৩৭]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খায়বার অভিযান থেকে প্রত্যাগমনের পথে) তারা মদীনার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট দ্রুত হাঁকালেন। আমরাও দ্রুত হাঁকালাম। আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট 'আদবা' হঠাৎ হোঁচট খেতেই তিনি এবং সাফিয়া উটের পিঠ থেকে পড়ে যান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে তাঁকে আড়াল করেন এবং মহিলারাও এগিয়ে আসে। --অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ আমরা মদীনায় প্রবেশ করলে তাঁর অল্পবয়সী স্ত্রীগণ পরস্পর সাফিয়াকে দেখাচ্ছিল। (মুসলিম)[২৩৮]

"ইবনে সা'দ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মনোযোগ সহকারে সাফিয়াকে দেখছিলেন তখন তিনি মানুষের মধ্যে আয়েশাকে নিকাব পরিহিত অবস্থায় দেখে চিনতে পারলেন।"[২৩৯]

www.amarboi.org

"আবুত তুফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, -- সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করা সুন্নাত কিনা সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। কারণ আপনার কওমের লোকজন এ কাজকে সুন্নাত বলে অভিমত পোষণ করছে। ইবনে আব্বাস বললেন, তারা সত্য ও মিথ্যা দুটোই বলেছে। আবুত তুফায়েল বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, তারা সত্য ও মিথ্যা দুটোই বলেছে "আপনার এ উক্তির অর্থ আমি বুঝলাম না।" "তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে লোকজনের অত্যধিক ভীড় জমে গিয়েছিল। তারা বলছিল, এই তো মুহাম্মদ! এইতো মুহাম্মদ! এমনকি বিবাহযোগ্য যুবতী মেয়েরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল----।"[২৪০]

ইমাম তিরমিযী বুরাইদা বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুরাইদা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করলেন। ফিরে আসার পর একটি কৃষ্ণাঙ্গ যুবতী মেয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি মানত করেছি যে, আল্লাহ যদি আপনাকে সহী সালামতে ফিরিয়ে আনেন তাহলে আমি আপনার সামনে 'দফ' বাজিয়ে গান গাইবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যদি মানত করে থাক তাহলে বাজাও, অন্যথায় নয়।"[২৪১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আমরা মুনকাতা সনদে হালাবিয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনা আগমনকালে মেয়েদের গাওয়া طلع البدر علينا من ثنيات الوداع (সানিয়াতুল বিদা উপত্যকা থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে) গীতটি বর্ণনা করেছি। কথিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত করে আগমন উপলক্ষে এ ঘটনা ঘটেছিল। ভিন্ন মতানুসারে কথিত আছে যে, তাবুকের অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় এ সংগীতটি গাওয়া হয়েছিল।[২৪২]

বিয়ের অনুষ্ঠানে নারী পুরুষের পরস্পর অংশ গ্রহণ

عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم .... فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة فاتتني أمى ام رومان وانى لفى ارجوحة ومعى صواحب لى. فصرخت بى فأتيتها لا ادرى ما تريد بى. فأخذت بيدى حتى اوقفتنى على باب الدار وانى لا نهج حتى سكن بعض نفسى ثم اخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهى وراسى ثم ادخلتنى الدار فاذا نسوة من الانصار فى البيت فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتنى

www.amarboi.org

اليهن فاصلحن من شاني فلم يرعني إلارسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي فاسلمتني اليه وانا يومئذ بنت تسع سنين. (رواه البخاری ومسلم)

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করলেন। তখন আমি ছিলাম ছয় বছরের বালিকা। তারপর আমরা (হিজরত করে) মদীনায় এসে বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে অবস্থান করলাম। তারপর আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম এবং আমার মাথার চুল ঝরে গেল। পরে তা পুনরায় গজিয়ে এবং বেড়ে উঠে যখন কাঁধ পর্যন্ত নামলো তখন একদিন আমি আমার খেলার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমাকে সাথে নিয়ে একটি ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছিলাম। আমার শ্বাস প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমন্ডল ও মাথা ধুয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছে। তারা আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যত শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে পরিপাটি করে সাজালেন। পূর্বাহ্নে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রবেশ ছাড়া আর কিছুই আমাকে ভীত করেনি। তারপর তারা আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে তুলে দিলেন। সেই সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৪৩]

ইমাম বুখারী (র) বিবাহ অধ্যায়ে "যে সব মেয়েরা বিয়ে উপলক্ষে বর ও কনেকে উপহার প্রদান করে" অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে এ হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইমাম বুখারীর উক্তির "আরুস" عروس শব্দটি ব্যবহৃত হয় এমন স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে, বিয়ের পর প্রথম বারের মত যাদের সাক্ষাত বা বাসর যাপন হতে যাচ্ছে। তাই শব্দটি দ্বারা নারী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। হযরত আয়েশাকে মদীনার যে মেয়েগুলি পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছিল, তাদের উক্তি على الخير والبركة (আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক) স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।[২৪৪] ইমাম আহমদ এই হাদীসটি ভিন্ন একটি সনদে এভাবে বর্ণনা করেছেন... আয়েশা বর্ণনা করেছেন,.... তারপর আমার মা আমাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাটিয়ার ওপর উপবিষ্ট

ছিলেন এবং তাঁর কাছে আনসারদের নারী ও পুরুষরা বসে ছিলেন। মহিলারা আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। নারী ও পুরুষরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতেই আমার সাথে বাসর যাপন করলেন।[২৪৫]

عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال النبى صلى الله عليه وسلم ياعائشة ما كان معكم لهو؟ فان الانصار يعجبهم الهو.

"আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জনৈক আনসারের বিয়ের কন্যা হিসেবে একটি (ইয়াতীম) মেয়েকে সাজিয়ে দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আয়েশা! বিয়ে উপলক্ষে তুমি কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করনি? কারণ আনসাররা তা পছন্দ করে।"(বুখারী)[২৪৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি "বিয়ে উপলক্ষে তুমি কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করনি" কথাটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন ঃ 'তাবারানী ফিল আওসাতে' শারীক বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তার সাথে কোন কিশোরীকে পাঠিয়েছো, যে দফ বাজিয়ে গান গাইবে? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, সে কি বলে গান গাইবে? তিনি বললেন, সে বলবে,

اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم
ولو لا الذهب الاحر رماحلت بواديكم
ولو لا الحنطة السمراء : ما سمنت عذاريكم

"এসেছি আমরা এসেছি আমরা
তোমাদের কাছে এসেছি আমরা।
টুকটুকে লাল স্বর্ণ যদি না পেতাম
রাখতাম না তোমাদের প্রান্তরে এক কদম
স্বর্ণাভ বাদামী রঙের গম না থাকতো যদি
হতো না তোমাদের কুমারীরা কখনো স্বাস্থ্যবতী।"

... "আনসাররা আনন্দ-ফূর্তি পছন্দ করে থাকে।" উক্তির ব্যাখ্যায় বলা যায়, 'ইবনে মাজা'য় ইবনে আব্বাস ও "আমালিয়েল মাহামেলী" গ্রন্থে জাবের থেকে বর্ণিত হাদীসে قوم فيهم غزل (আনসারদের মধ্যে সংগীতের প্রচলন আছে) কথাটির উল্লেখ আছে। জাবের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, হে যয়নাব! তুমি তাদের কাছে যাও। যয়নাব ছিল মদীনার একজন গায়িকা মহিলা।[২৪৭]

www.amarboi.org

এখানে আমরা আরো একটি কথা যোগ করতে চাই যে, 'আনসাররা আনন্দ-ফূর্তি পছন্দ করে" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর এই বাণী ঃ

وإذا رأوا تجارة اوْ لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.

"যখন তারা ব্যবসায় ও আনন্দ-ফূর্তির উপকরণ দেখলো তখন তোমাকে দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে গেল। বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা আনন্দ ফূর্তির উপকরণ ও ব্যবসায়ের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।" (জুমআ ঃ১১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে তাবারীতে কতিপয় রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। তিনি বলেছেন, যখন কারো বিয়ে হতো তখন কুমারী মেয়েরা দুই মাথা বিশিষ্ট তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রাস্তায় রাস্তায় বাজাতো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের ওপর দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে যেতো। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেনঃ

وإذا راوْا تجارة او لهوا انفضوا اليها . (যখন তারা ব্যবসায় অথবা আনন্দ-ফূর্তির উপকরণ দেখে তখন সেদিকে ছুটে যায়)। এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেছেন, এ বিষয়ে আমরা হযরত জাবের থেকে যা বর্ণনা করেছি সেটাই সর্বাধিক সত্য। কারণ, তিনি কওমের এ অবস্থা নিজে দেখেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন।[২৪৮] হাফেজ ইবনে হাজার 'ফাতহ' গ্রন্থে বলেছেন, আবু 'আওয়ানা তার 'সহীহ'তে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে যখন কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো, তখন কুমারী মেয়েরা বাদ্যযন্ত্র বাজাতো এবং লোকজন অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে ছুটে যেতো আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দন্ডায়মান অবস্থায় পরিত্যাগ করতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২৪৯] সুয়ূতীর দুররে মানসূরে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো, তখন পরিবারের লোকজন খেল-তামাশায় মেতে উঠতো, বাদ্যযন্ত্র বাজাতো এবং আনন্দ-ফূর্তি করতে করতে মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো।[২৫০]

"খালেদ ইবনে যাকওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রুবাইয়ে' বিনতে মু'আওয়েয ইবনে 'আফরা বলেছেন, আমার বাসর যাপনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে আপনি যেভাবে বসেছেন ঠিক সেইভাবে আমার বিছানার ওপর বসলেন। তখন আমাদের কুমারী মেয়েরা বদর যুদ্ধে আমাদের বাপ-দাদা যারা শহীদ হয়েছেন তাদের গুণাবলী সম্বলিত গান গাইতে শুরু করলো। তাদের একজন যখন গেয়ে উঠলো ঃ আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন আল্লাহর নবী। আগামীকাল কি হবে তা তিনি জানেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা বাদ দাও এবং আগে যেটা গাইছিলে সেটা গাও।" (বুখারী)[২৫১ক]

www.amarboi.org

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে যে, মাহলাব বলেছেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দফ বাজিয়ে এবং নির্দোষ গান গেয়ে বিয়ের ঘোষণা বৈধ এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে 'মুবাহ'-এর সীমা অতিক্রম করে না এমন খেল-তামাশা ও আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান বর-কনের কাছে যেতে পারেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, তাবারানী হাসান সনদে আয়েশা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক বিবাহ অনুষ্ঠানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সেখানে আনসার মহিলারা উপস্থিত ছিল। তারা নিচের কথাগুলো গাইছিল,

واهدى لنا كبشا تنحنح فى المربد– وزوجك فى البادى وتعلم مافى غد

'আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছে একটি মেষ আমাদের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে নিজেকে। অবস্থান করে তোমার স্বামী নির্জন প্রান্তরে আর তুমি জানো আগামীকাল কি হবে।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"[২৫১খ]

عن انس رضى الله عنه قال : راى النبى صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام النبى صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال : اللهم انتم من احب الناس الى . قالها ثلاث مرار.

"আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি তিন বার এ কথা বললেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫২]

'সহী আলজামে' আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতুহ' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো ঃ

فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت فى النكاح

"বিবাহে দফ বাজানো ও গান গাওয়া হচ্ছে হালাল ও হারামের মাঝে ব্যবধান।"[২৫৩] একইভাবে নাসায়ী আমের ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কারযা ইবনে কা'ব ও আবু মাসউদ আনসারীর কাছে গেলাম। দেখলাম কয়েকজন কিশোরী গান গাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূলের দুই সাহাবা ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী! আপনাদের সামনে এসব করা হচ্ছে? তারা বললেন, ব্যস! ইচ্ছা হলে আমাদের সাথে শোন, অন্যথায় চলে যাও। কেননা বিয়ের উৎসবে আমাদের আনন্দ-ফূর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।"[২৫৪]

তিন ঃ বিয়ের ওয়ালিমাতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

বিয়ের কনে উম্মুল মুমিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং ওয়ালিমার দাওয়াতে আগত মেহমানগণের একই কামরায় অবস্থান (উম্মুল মুমিনীনদের জন্য হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত! তিনি বলেছেন, হিজাবের এই আয়াত নাযিল হওয়ার (পটভূমি) সম্পর্কে আমি সবার চাইতে অধিক জানি! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যয়নাবের বিয়ে হলে তিনি নবী (স)-এর ঘরে আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার তৈরী করে লোকজনকে দাওয়াত দিলেন। (খাওয়া শেষে) লোকজন বসে গল্প করতে থাকলো। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, তখন তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন যয়নাব) ঘরের প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বাইরে যাচ্ছিলেন এবং ফিরে আসছিলেন। কিন্তু তখনো তারা বসে গল্প করছিল। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

يايها الذين امنوا لا تدخلوابيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الى

طعام غير ناظرين اناه لا الى قوله من وراء حجاب .

'হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে খাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে খাবার গ্রহণের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।....... তাদের কাছে চাও পর্দার পেছনে থেকে।' (আহযাব ঃ ৫৩) এরপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকজন উঠে চলে গেল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৫]

ওয়ালিমার ভোজে নববধু কর্তৃক মেহমান আপ্যায়ন

عن سهل قال: لما عرس ابواسيد الساعدى دعا النبي صلى الله عليه

وسلم واصحابه فما صنع لهم طعاما ولاقربه اليهم الا إمرأ ته ام اسيد.

بلت تمرات فى تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبى صلى الله عليه

وسلم من اطعام امائته له فسقته تتحفه بذالك.

"সাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু উসায়েদ আসসা'য়েদী বিয়ে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের দাওয়াত করলো। তার নববধূ ছাড়া আর কেউ-ই সেখানে খাদ্য প্রস্তুত কিংবা পরিবেশন করেনি। সে একটি পাথরের পাত্রে সারারাত খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। খাবার গ্রহণ শেষ করার পর নববধূ সেটা তোহফা হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পান করিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৬ক]

www.amarboi.org

ইমাম বুখারী এই হাদীসটি "বিবাহ অনুষ্ঠানে নববধূর নিজের উপস্থিত থাকা ও পুরুষদের খেদমত করা" শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে নববধূ কর্তৃক স্বামীর ও দাওয়াতকৃত মেহমানদের খেদমতের বৈধতার প্রমাণ বিদ্যমান। তবে এ কথা অজানা নয় যে, এটা কেবল ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকা এবং নারীর যে সব অঙ্গ ঢাকা ওয়াজিব তা ঢাকা অবস্থায়ই বৈধ।[২৫৬খ]

চার ঃ ঈদের অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে দেখতে পেলেন যে মদীনাবাসীদের দুটি আনন্দের দিন রয়েছে। এ দিন দুটিতে তারা খেলাধুলা করে। তিনি বললেন, এই দিন দুটিকে পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এর চেয়ে ভাল দুটি দিন দিয়েছেন ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন।" (নাসায়ী)[২৫৭]

ক. ঈদের নামায ও সকল ঈমানদার নারী পুরুষের অনুষ্ঠান

عن ايوب عن حفصة قالت : كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فى العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصربنى خلف فحدثت عن اختها...... فسألت، اختي النبى صلى الله عليه وسلم : اعلى احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب ان لا تخرج ؟ قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين". فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قالت بابى نعم – وكانت لاتذكره الا قالت بابى – سمعته يقول : تخرج العواتق و نوات الخدور اوالعواتق نوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين . ويعتزل الحيض المصلى". قالت حفصة : فقلت: آلحيض ؟ فقالت: اليست تشهد عرفة وكذا وكذا؟

"আইয়ুব হাফসা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফসা বলেছেন, আমরা যুবতী মেয়েদেরকে দুই ঈদের দিন ঈদগাহে যেতে দিতাম না। একদিন এক মহিলা এসে বনী খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলো। সে তার বোনের বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করলোঃ -----আমার বোন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের

www.amarboi.org

কারো যদি বড় চাদর না থাকে তাহলে কি সে বাইরে যেতে পারবে? তিনি বললেন, তার কোন বান্ধবী তাকে ধার দেবে, যাতে সে কল্যাণকর অনুষ্ঠান ও মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে পারে। তারপর উম্মে আতিয়া আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে (এরূপ কোন কথা) শুনেছেন? তিনি বললেন, "আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, আমি এরূপ শুনেছি।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলার সময় তিনি বলতেন, আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যুবতী মেয়েরা, গৃহকোণে অবস্থানকারিণী মহিলারা এবং ঋতুবতী নারীরা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হবে। তবে কেবল ঋতুবতী নারীরা নামায থেকে বিরত থাকবে। হাফসা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী নারীও কি শরীক হবে? তিনি বললেন, কেন তারা কি আরাফাত ও অন্যান্য স্থানে উপস্থিত থাকে না?" (বুখারী)[২৫৭ক]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত থাকা এবং নামায থেকে বিরত থাকা" শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন। "মিন জালবাবেহা" (তার বড় চাদর দেবে) কথাটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, অর্থাৎ যে সব কাপড় অতিরিক্ত আছে তা ধার দেবে। কেউ কেউ বলেছেন, নিজের পরিধেয় পোশাকে শরীক করবে।[২৫৮] ---কেউ কেউ বলেছেন যে, অত্যধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন অবস্থায় এমনকি চাদরের নিচে দুজন করে হলেও তাদেরকে ঈদগাহে যেতে হবে।[২৫৯] ----ইসলামের প্রথম যুগের পরে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার কারণে তারা যুবতী মেয়েদেরকে ঈদগাহে যেতে দিতো না। সাহাবা কেরাম বিষয়টি মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখেননি বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে প্রচলিত নির্দেশটিকেই চলমান মনে করেছেন।[২৬০] ---এবং এ হাদীসটি দ্বারা ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব প্রমাণ করেছেন। তবে এ বিষয়টি ভেবে দেখার মত। কেননা যাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা এ নির্দেশের 'মুকাল্লাফ' (আদিষ্ট) নয়! তাই এ থেকে সুস্পষ্ট যে, অতিমাত্রায় জনসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামের প্রতীককে বেশী করে প্রকাশ করাই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া সবাই যাতে এ কল্যাণ লাভ করতে পারে তাও এর উদ্দেশ্য। ওয়াল্লাহু আ'লামু-আল্লাহই ভাল জানেন।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, যুবতী ও সুদর্শনা নির্বিশেষে সকল নারীর দুই ঈদের নামাযে হাজির হওয়া উত্তম। অবশ্য প্রাচীনকালের লোকেরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আইয়াদ এর ওয়াজিব হওয়ার সপক্ষে আবু বকর, আলী ও ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। ইবনে আবী শায়বা প্রভৃতি মুহাদ্দিসগণ আবু বকর ও আলী (রা) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করছেন তাতে বলেছেন, প্রত্যেক মহিলার দুই ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার অধিকার আছে। ক্ষতিকর নয় এমন সনদে আহমদ, আবু ইয়ালা ও ইবনুল মুনযির এর সপক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ---- (অধিকার) কথাটি একদিকে যেমন ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা বহন করে

www.amarboi.org

অন্যদিকে তেমনি উত্তম বিষয়টি গ্রহণের প্রতি তাগিদ দানের সম্ভাবনাও বহন করে। ---কেউ কেউ আবার একে 'মানদূব' এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে শাফেয়ীদের মধ্য থেকে জুরজানী ও হাম্বলীদের মধ্য থেকে ইবনে হামেদ দৃঢ় মত পোষণ করেছেন।---কেউ কেউ আবার এ নির্দেশ 'মানসূখ' হওয়ার কথাও বলেছেন। ইমাম তাহাবী বলেছেন, ঋতুবতী ও গৃহকোণে অবস্থিত মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার যে নির্দেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন তা ছিল সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য যখন মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় নিতান্তই কম। তাই মেয়েদের ঈদগাহে উপস্থিতির দ্বারা সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের মাধ্যমে শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এ ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে যে, কেবল সম্ভাবনার দ্বারা 'মানসূখ' হওয়া প্রমাণিত হয় না। কিরমানী বলেছেন, নির্দেশটি প্রমাণের নির্দিষ্ট সময়, তারিখ আমাদের জানা নেই। আমি তার জবাবে বলতে চাই, ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের ইংগিত থেকে আমরা দিন ও সময় জানতে পারি। কেননা তিনি তাতে শরীক হয়েছিলেন, তখন তিনি ছোট ছিলেন এবং ঘটনা ছিল মক্কা বিজয়ের পরের। সুতরাং এ দলীল দ্বারা ইমাম তাহাবীর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে হুকুমের 'ইল্লাত'(কারণ বা উদ্দেশ্য) বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ ঈদের দিনের বরকত ও পবিত্রতা লাভের আশায় কল্যাণকর অনুষ্ঠান ও মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে মেয়েদের হাজির হওয়া। হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসরণ করে উম্মে আতিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে বহুদিন পর্যন্ত ফতোয়া দান করেছেন। এ ব্যাপারে কোন একজন সাহাবাও তাঁর বিরোধিতা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।

عن ام عطية : كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض ، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم ، و يدعون بدعا ئهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। আমরা কুমারী মেয়েদেরকে এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও ঘর থেকে বের করতাম। আমরা পুরুষদের পেছনে থেকে তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতাম এবং ঐ দিনের কল্যাণ লাভ ও (গোনাহ হতে) পবিত্রতা অর্জনের আশায় তাদের সাথে দোয়া করতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬২]

ইমাম বুখারী "মিনার দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফাতে যাওয়ার সময় তাকবীর পড়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে উম্মে আতিয়া কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনার পর নিম্নোক্ত আছারটি (সাহাবাগণের কথা ও কাজ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিনাতে তাঁর তাঁবুর

www.amarboi.org

মধ্যে থেকেই তাকবীর বলতেন। মসজিদে অবস্থানকারীরা তাঁর এই তাকবীর শুনতে পেয়ে তাকবীর বলতো এবং তারপর বাজারসমূহে অবস্থানকারীরাও তাকবীর বলতো। এভাবে গোটা মিনা তাকবীরধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতো। ইবনে 'উমর ঐ দিনগুলোতে মিনায় অবস্থানকালে ফরয নামাযসমূহের শেষে, নিজের বিছানায়, তাঁবুতে, মজলিসে ও পথচলার সময় তাকবীর বলতেন। মায়মূনা ইয়াওমুন নাহারে তাকবীর বলতেন। মেয়েরা আইয়ামে তাশরীকের রাতসমূহে মসজিদে পুরুষদের সাথে ইবান ইবনে উসমান ও 'উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে তাকবীর বলতেন।

"ইবনে আব্বাস (তিনি সেই সময় ছোট অর্থাৎ প্রায় প্রাপ্ত বয়সের নিকটবর্তী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি ঈদের নামায পড়ে ভাষণ (খুতবা) দিলেন। তারপর মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান করার নির্দেশ দিলেন।" (বুখারী)[২৬৩]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "শিশুদের ঈদগাহে যাওয়া" শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে উদ্ধৃত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অর্থাৎ নামায না পড়লেও ঈদগাহে যাওয়া যায়। যায়ন ইবনে মুনীর বলেছেন, অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকার (ইমাম বুখারী) "ঈদের নামায পড়তে যাওয়া" কথাটির চেয়ে 'ঈদগাহে যাওয়া' কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যাতে কথাটির দ্বারা যারা নামায আদায় করবে এবং যারা নামায আদায় করবে না উভয় শ্রেণীর লোককেই বুঝানো যায়।[২৬৪] বরকত লাভ এবং ঈদগাহে অধিক মাত্রায় জনসমাবেশের মাধ্যমে ইসলামের প্রতীকী দিকটি প্রকাশ করার জন্য শিশুদের ঈদগাহে গমন শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং একই কারণে ঋতুবতী মেয়েদেরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া বিধিবদ্ধ করা হয়েছে---। সুতরাং সে নামায আদায় করুক বা না করুক তাকেও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ এজন্যই দেয়া হয়েছে, যাতে শিশুদেরকে পূর্বোক্ত খেলাধুলা বা অনুরূপ কাজ থেকে বিরত করার মত কেউ উপস্থিত থাকে, সে নামায আদায় করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না।[২৬৫]

খ. ঈদের দিন গান গাওয়া

عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل ابوبكر وعندى جاريتان من جوارى الانصار (وفى رواية قينتان) تغنيان مما تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا بمغنيتين (وفى رواية : تدففان وتضربان) فقال ابو بكر : ابمزامير الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك فى يوم عيد · فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابابكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ·

www.amarboi.org

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারদের দুটি মেয়ে (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে[২৬৬], দুজন গায়িকা) আমার কাছে বসে বু'আস যুদ্ধকালে আনসাররা নিজেদের প্রশংসা ও শত্রুদের নিন্দা করে যে কথাবার্তা বলেছিল তা উল্লেখ করে গান গাচ্ছিল। আয়েশা বলেছেন, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে[২৬৭] দফ বাজিয়ে গান গাচ্ছিল।) এমন সময় আবু বকর প্রবেশ করলেন। এ দেখে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান? এটা ছিল কোন এক ঈদের দিনের ঘটনা। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদ।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬৮]

"তারা পেশাগত গায়িকা ছিল না" হযরত আয়েশার এই উক্তির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হযরত আয়েশা শাব্দিকভাবে মেয়ে দুটির যে পরিচয় দিয়েছেন অর্থগত ভাবে তা দেননি–অর্থাৎ তারা গান গাইলেও গায়িকা নয়। কারণ গান শব্দের প্রয়োগ হয় ধ্বনির উত্থানে, সুর-তাল-লয়ের নির্দিষ্ট পরিমাপের অবস্থান হওয়ার ক্ষেত্রে এবং উষ্ট্রচালকদের গাওয়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। আরবদের পরিভাষায় যাকে বলা হয় নাসর। যে ব্যক্তি এ কাজ করে তাকে গায়ক বা গায়িকা বলা হয় না। বরং গায়ক ও গায়িকা বলা হয় তাদেরকে, যারা সুর ও ধ্বনিকে দীর্ঘায়িত ও হ্রস্ব করে উত্তেজনা ও শিহরণ সৃষ্টি করে এবং স্পষ্টভাবে বা ইংগিতে অশ্লীলতা ব্যক্ত করে। "তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না" হযরত আয়েশার (রা) এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, গায়িকারা গান সম্পর্কে যেমন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয় তারা তা ছিল না। এটা হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে পেশাদার বিখ্যাত গায়িকাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের বহিপ্রকাশ, যারা ঘুমন্ত অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলে। এ ধরনের গান যদি কবিতার আকারে হয় এবং তার মধ্যে নারী সৌন্দর্যের এবং মদ ও অনুরূপ অন্যান্য হারাম বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তবে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত নেই। ---তিনি এ হাদীস থেকে কুমারী মেয়েদের ক্রীতদাসী না হলেও গাওয়া গান শোনা জায়েয প্রমাণ করেছেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের উক্ত যুবতীদ্বয়ের গাওয়া গান শোনা অপছন্দ করেননি বরং তার অস্বীকৃতিকেই অপছন্দ করেছেন। ফলে হযরত আয়েশা যুবতীদ্বয়কে চলে যাওয়ার ইংগিত না দেয়া পর্যন্ত তারা গান গেয়েছে। তবে এ কথা কারো অজানা নয় যে, কেবলমাত্র ফিতনামুক্ত হওয়ার শর্তেই এসব গানকে হালাল বলা যাবে। ওয়াল্লাহু 'আলামু–আল্লাহই ভালো জানেন।[২৬৯]

গ. ঈদের দিনে খেলাধুলা

"আয়েশা থেকে বর্ণিত।---ঈদের দিন সুদানীরা (হাবশীরা) বর্শা ও ঢাল নিয়ে খেলা করতো। একবার হয় আমি নিজে রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর পেছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের ওপর (পাশে)। তিনি তাদেরকে

www.amarboi.org

বলছিলেন, হে বনী আরফিদা! চালিয়ে চাও।" অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে[২৬৯ক] : উমর তাদের ধমক দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমর! তারা যা করছে তা করতে দাও। হে বনী আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা করে যাও। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার আকাংখা পূরণ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে[২৬৯খ] আয়েশা বললেন, কাজেই খেলাধুলা উপভোগের প্রতি আকৃষ্ট অল্প বয়স্কা মেয়েদের তৃপ্তির ব্যাপারটা অনুমান করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, নাসায়ী কর্তৃক আবু সালামার মাধ্যমে আয়েশা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে : হাবশীরা খেলাধুলা শুরু করলে নবী (স) আমাকে বললেন, হে হুমায়রা (আয়েশা), তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। হাদীসটির সনদ সহী। আমি এই হাদীসটি ছাড়া আর কোন সহী হাদীসে 'হুমায়রা' শব্দের উল্লেখ দেখিনি----। আহমদ, সিরাজ ও ইবনে হিব্বান আনাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, হাবশীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নৃত্য করতো এবং তাদের ভাষায় কথা বলতো। এ দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি বলছে? বর্ণনাকারী বলেন, তারা বলছেন, মুহাম্মদ একজন সৎ মানুষ।[২৭১] হাদীসটিতে নির্দোষ খেলাধুলা দেখার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। এতে আরো রয়েছে স্ত্রীর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আচরণ ও সম্মানজনক জীবন যাপনের প্রমাণ---। "তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা আড়াল করে রেখেছিলেন" হযরত আয়েশার এ উক্তি প্রমাণ করে যে, ঘটনাটি ছিল হিজাবের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের। এ ছাড়া আরো প্রমাণিত হয় যে, নারীর পুরুষের প্রতি তাকানো জায়েয। যারা এ মতের বিরোধিতা করেন তাদের জবাব হলো ঐ সময় হযরত আয়েশা (রা) ছোট ছিলেন--[২৭২]। কিন্তু সুস্পষ্ট কথা হলো, ঐ ঘটনা ঘটেছিল হযরত আয়েশা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর। ইবনে হিব্বানের (রেওয়ায়েতে থেকে একথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, হাবশার প্রতিনিধি দল আগমনের পরে ঘটনাটি ঘটেছিল। হাবশার প্রতিনিধি দলের আগমন হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। সেই সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল পনের বছর--। আইয়াদ বলেছেন, এ হাদীসে নারী কর্তৃক অপরিচিত পুরুষের কাজকর্ম দেখার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। কেননা পুরুষের সৌন্দর্যের প্রতি তাকানো ও তা উপভোগ করা নারীর জন্য 'মাকরূহ'। এ বিষয় নিয়ে ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ শিরোনামটি হচ্ছে, কোন সংশয় সন্দেহ ছাড়াই হাবশী ও তাদের মত অন্যদের প্রতি নারীর তাকানো।[২৭৩, ২৭৪]

এ হাদীসটি যেহেতু হযরত আয়েশা কর্তৃক হাবশীদের খেলাধুলা দেখার প্রমাণ, তাই অন্য মুমিনদের স্ত্রীগণ কর্তৃক এ খেলা দেখার বিরাট সম্ভাবনার প্রমাণও এ হাদীস বহন করে। তাছাড়া হাদীসটি এই দেখার কাজটি অকাট্যভাবে অনুমোদন করছে। প্রথম অধ্যায়ে নির্দোষ বিনোদন সম্পর্কিত আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার কার তুলে ধরেছি।

www.amarboi.org

অবস্থা অনুসন্ধান ও প্রশ্ন করার সময় দেখা-সাক্ষাত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان ج قال ما خطبكما ط قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير . (سورة القصص ، ٢٣).

"যখন সে মাদায়ানের কূয়ার কাছে পৌঁছলো, তখন দেখলো, অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে দুটি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের সমস্যা কি? তারা বললো, আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না ঐ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে না নেয়। আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।" (আল কাসাস ঃ ২৩)

عن عون بن ابى جحيفه عن ابيه قال: اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابى الدرداء فزارسلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذلة فقال لها : ما شانك ؟ قالت : اخوك ابو الدرداء ليس حاجة فى الدنيا .... (رواه البخارى)

"আওন ইবনে আবু জুহায়ফা তার পিতা জুহায়ফা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবুদ্ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সালমান আবুদ্ দারদার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। তার স্ত্রী উম্মুদ দারদা (দারদার মা) কে ময়লা বস্ত্র পরিহিতা ও অপরিচ্ছন্ন থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! তোমার এ অবস্থা কেন? উম্মুদ দারদা বললো, আপনার ভাই আবুদ্ দারদার দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই---।" (বুখারী)[২৭৫, ২৭৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, চেনা অচেনা সবাইকে আমরা সালাম দেব, তখন এসব পর্যবেক্ষণ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সন্দেহ সৃষ্টি হলে বা প্রয়োজন হলে সালাম জানানোর সাথে সাথে অবস্থা জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াও আমাদের জন্য কর্তব্য।

বেড়াতে গিয়ে দেখা-সাক্ষাত

"ইবনে আব্বাসের আজাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত।-- উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে

www.amarboi.org

(আসরের নামাযের পর দুই রাকায়াত নামায পড়া) নিষেধ করতে শুনেছি। তারপর দেখলাম তিনি আসরের নামায পড়ার পর ঐ দুই রাকায়াত পড়ছেন। তারপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমার কাছে আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কিছু সংখ্যক মহিলা বসেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭৭]

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে----এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা অপর কোন মহিলার কাছে তার স্বামীর উপস্থিতিতে দেখা করতে বা বেড়াতে যেতে পারে।[২৭৮]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে মুবাশশির আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ইনশাআল্লাহ বৃক্ষতলে বাইয়াত গ্রহণকারীদের কেউ-ই দোযখে প্রবেশ করবে না। উম্মে মুবাশ্শির বললেন, ঠিকই, হে আল্লাহর রসূল! এতে তিনি তাকে তিরস্কার করলেন। তখন হাফসা কুরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করে শুনালেনঃ وان منكم الا واردها . (তার মধ্যে প্রবেশ করবে না এমন কেউ তোমাদের মধ্যে নেই) জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন ঃ ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . (তারপর আমি মুত্তাকীদেরকে মুক্তি দেব এবং জালেমদের তার মধ্যে পতিত অবস্থায় পরিত্যাগ করবো। সূরা মারিয়াম :৭২) (মুসলিম)[২৭৯]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে আসলেন। তখন তাঁর কাছে এক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আয়েশা (রা) বললেন, অমুক (পরিচয় দিয়ে)। সে তার নামাযের কথা বলছে। নবী (স) বললেন ঃ থামো! তোমাদের সাধ্যে যতটা কুলায় ততটাই করবে। আল্লাহর শপথ! তোমরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হন না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮০]

ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে আসলেন। তখন আমার কাছে এক ইহুদী মহিলা উপস্থিত ছিল। সে বলছিল, তুমি কি জান, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষা করা হবে? আয়েশা বলেন, এতে রসূলুল্লাহ (স) ভীত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, পরীক্ষা করা হবে তো ইহুদীদেরকে। আয়েশা বলেন, কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তু[illegible] কি জান যে, আমার কাছে এই মর্মে অহী পাঠানো হয়েছে যে. তোমাদেরকে কব[illegible] পরীক্ষা করা হবে? আয়েশা বলেন, আমি এরপর থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু [illegible] ওয়া সাল্লামকে কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। [illegible] মুসলিমের।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮১]

www.amarboi.org

"আয়েশা থেকে বর্ণিত।----আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমি একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও কানাঘুষা হতে থাকলো।---আয়েশা বলেন, আমার পিতা-মাতা আমার কাছে ছিলেন। আমি ইতিমধ্যেই একাধারে দুই রাত ও এক দিন কেঁদেছি। আমার অশ্রু বন্ধ হচ্ছিল না এবং সামান্য সময়ের জন্যও আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, কান্না আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দেবে। আমার পিতা মাতা আমার পাশে বসেছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় এক আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে আমি তাকে অনুমতি প্রদান করলাম। সে বসে আমার সাথে কাঁদতে শুরু করলো। আয়েশা বলেন, এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। --বুখারীর অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[২৮২] তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রতি যথাযথ গুণাবলী আরোপ করার পর বললেন, তারপর হে আয়েশা! তোমার দ্বারা যদি কোন গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েই থাকে অথবা তুমি নিজের প্রতি জুলুম করে থাকো, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করো। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন। আয়েশা বলেন, ইতিমধ্যেই এক আনসারী মহিলা এসেছিল এবং সে দরজার পাশে বসেছিল। আমি বললাম, আপনি কি এই মহিলার সামনে এমন কথা বলতে লজ্জাবোধ করছেন না?" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৩]

"ইবনে আবী লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হানী ছাড়া আর কেউ-ই একথা বর্ণনা করেনি যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "সালাতুদ দুহা" পড়তে দেখেছে। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করে গোসল করলেন এবং আট রাকায়াত নামায পড়লেন। আমি আর কখনো এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত নামায দেখিনি। তবে তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৪]

উম্মুল ফাদল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক গ্রামীণ আরব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমার একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আমি আরো একটি বিয়ে করেছি। কিন্তু আমার প্রথমা স্ত্রী বলছে যে, সে আমার নববধূকে একবার বা দুই বার দুধ পান করিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একবার বা দুই বার পান করা সে হারাম হয়নি।" (মুসলিম)[২৮৫]

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আসমা বিনতে উমাইস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। আসমা ছিলেন হাবশা থেকে আমাদের সাথে প্রত্যাগমনকারীদের একজন। তিনি অন্যান্য হিজরতকারীদের সাথে নাজ্জাশীর দেশ হাবশায় হিজরত করেছিলেন। আসমা হাফসার কাছে উপস্থিত থাকতেই উমর হাফসার কাছে গেলেন। আসমাকে দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? হাফসা বললেন, এ হচ্ছে আসমা

www.amarboi.org

বিনতে 'উসাইস। 'উমর বললেন, এই কি সেই হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা? জাহাজে সমুদ্রে যাত্রাকারিণী আসমা? আসমা বললেন, হ্যাঁ।----।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৬]

"আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত।---বনী হাশেমের একদল লোক আসমা বিনতে উমাইসের সামনে হাজির হলো। হযরত আবু বকরও তার কাছে প্রবেশ করলেন। তিনি আসমার কাছে লোকজনের আগমন পছন্দ করলেন না। সেই সময় আসমা ছিলেন হযরত আবু বকরের স্ত্রী। তিনি বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বললেন। সাথে সাথে এও বললেন যে, তিনি ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাকে মন্দ থেকে মুক্ত রেখেছেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আজকের এই দিনের পরে একজন বা দুজন পুরুষ সংগী ছাড়া কেউ যেন এমন কোন মহিলার সাথে দেখা না করে যার স্বামী কাছে নেই।" (মুসলিম)[২৮৭]

"উমায়ের ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী থেকে বর্ণিত। তিনি 'উবাদা ইবনে সামেতের কাছে আসলেন। 'উবাদা ইবনে সামেত সেই সময় হিমসের সমুদ্রোপকূলে তার স্ত্রী উম্মে হারামসহ নিজের একটি মহলে অবস্থান করছিলেন। উমায়ের বলেন, উম্মে হারাম আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে নৌযুদ্ধে প্রথম অংশগ্রহণকারী দলের জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেছে। উম্মে হারাম বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে শামিল আছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমিও তাদের মধ্যে শামিল থাকবে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের প্রথম নৌসেনাদল যারা রোমান সম্রাট কাইজারের একটি শহরের (কনস্টানটিনোপল) ওপর আক্রমণ করবে তাদের সবাইকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে থাকবো? তিনি বললেন, না'। (বুখারী)[২৮৮]

"আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ফজরের নামায পড়ে আমরা সকাল বেলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে গেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিলে তিনি আমাদেরকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বর্ণনাকারী আবু ওয়ায়েল বলেন, একজন ক্রীতদাসী বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বললো, আপনারা প্রবেশ করছেন না কেন?

"আমরা তখন প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বসে তাসবীহ পড়ছেন। তিনি বললেন? তোমাদের অনুমতি দেয়ার পরেও প্রবেশ করতে কি বাধা ছিল? আমরা বললাম ঃ না, কোন বাধা ছিল না। তবে আমাদের ধারণা হলো যে, বাড়ির কেউ হয়তো ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, ইবনে উম্মে আবদের পরিবার সম্পর্কে তুমি গাফলতির ধারণা পোষণ করলে? বর্ণনাকারী ওয়ায়েল বলেন, তারপর তিনি আবার তাসবীহ পড়তে শুরু করলেন এবং যখন মনে করলেন যে, সূর্য উদিত

www.amarboi.org

হয়েছে তখন বললেন ঃ হে বালিকা, দেখ তো সূর্য উঠেছে কিনা? সে দেখলো যে, সূর্য তখনো উদিত হয়নি। তারপরে তিনি পুনরায় তাসবীহ পড়তে থাকলেন এবং এক সময় যখন মনে করলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে তখন ক্রীতদাসী মেয়েটিকে ডেকে বললেন, দেখ তো সূর্য উদিত হয়েছে কিনা? সে দেখলো, সূর্য উদিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি এই দিনটিতে আমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করেছেন...... এবং আমাদের গোনাহর কারণে আমাদের ধ্বংস করেননি। হাদীসের বর্ণনাকারী ওয়ায়েল বলেন, উপস্থিত লোকদের একজন বললো, আমি গতরাতে নামাযে 'মুফাস্সাল' (সূরাতুল 'ফাতহ' থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত) কিরায়াত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, এতো কবিতা পাঠের মত দ্রুত পাঠ করা হয়েছে। আমরা তো কারায়েন সূরাগুলো শুনেছি। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সূরাগুলো পড়তেন আমি সেগুলো মুখস্থ রেখেছি। অর্থাৎ মুফাস্সালের আঠারটি ও আলীফ-লাম ও হামীমের দুটি সূরা।" (মুসলিম)[২৮৯]

"আবু বুরদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু মূসা ফাদাল ইবনে আব্বাসের কন্যার ঘরে অবস্থানকালে আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি সেখানে হাঁচি দিলে তিনি(ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) তাঁর জবাব দিলেন না। কিন্তু ফাদাল ইবনে আব্বাসের কন্যা হাঁচি দিলে তার জবাব দিলেন (ইয়ার হামুকাল্লাহ বললেন)। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম। আবু মূসা তার (আমার মায়ের) কাছে আসলে তিনি তাঁকে বললেন, আমার ছেলে তোমার সামনে হাঁচি দিয়েছে কিন্তু তুমি তার হাঁচির জবাব দাওনি। কিন্তু ফাদাল ইবনে আব্বাসের কন্যা হাঁচি দিলে তার জবাব দিয়েছো। জবাবে আবু মূসা বললেন, তোমার পুত্র হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেনি। তাই আমি তার হাঁচির জবাব দেইনি। কিন্তু ফাদাল ইবনে আব্বাসের কন্যা হাঁচির পর আলহামদুলিল্লাহ বলেছে। তাই আমি তার হাঁচির জবাব দিয়েছি। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার হাঁচির জবাব দাও। কিন্তু 'আলহামদুলিল্লাহ' না বললে তার হাঁচির জবাব দিয়ো না।" (মুসলিম)[২৯০]

"কায়েস ইবনে হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর আহমাস গোত্রের যয়নাব বিনতুল মুহাজির নাম্নী এক মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে যে, সে কথা বলছে না? সবাই বললো, সে নিরবে হজ্জ পালন করার সংকল্প করেছে। আবু বকর তাকে বললেন, তুমি কথা বলো। কারণ একাজ (কথা না বলা) বৈধ নয়। এটা জাহেলী যুগের কাজ। তখন সে মুখ খুললো এবং বললো, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন, একজন মুহাজির। সে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ মুহাজির? তিনি জবাব দিলেন, কুরাইশ গোত্রের। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কুরাইশদের কোন্ শাখার লোক? তিনি বললেন, তুমি তো দেখছি বেশ প্রশ্নকারিণী। আমি আবু বকর। সে বললো, জাহেলী যুগের অবসানের পর আল্লাহ আমাদের জন্যে যে উত্তম দীন দান করেছেন আমরা তার ওপর কতদিন টিকে থাকতে

www.amarboi.org

পারবো? তিনি বললেন, তোমাদের নেতারা যতদিন তার উপর টিকে থাকতে পারবেন তোমরাও ততদিন টিকে থাকতে পারবে। সে বললো, নেতা আবার কি? তিনি বললেন, তোমার কওমে কি এমন প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তিরা নেই যারা লোকদের নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ তারা মেনে চলে? সে বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, তারাই সবার নেতা।" (বুখারী)[২৯১]

"সাবেত আল বুনানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাসের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে তাঁর এক কন্যাও ছিল। আনাস বললেন ঃ এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে দিয়ে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে? (এ কথা শুনে) আনাসের কন্যা বললো, সে কী লজ্জাহীনা এবং জঘন্য ! আনাস বললেন, সে তোমার চাইতে উত্তম। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে, তাই নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করেছে।" (বুখারী)[২৯২]

বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত

عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة

على رسول الله صلى عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك،

فقال : اللهم هالة قالت فغرت فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز

قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد ابدلك الله خيرا منها .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি খাদীজার অনুমতি প্রার্থনা বলে মনে করলেন এবং তাঁর মনের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। তিনি বিস্ময়ে বলে ফেললেন, আল্লাহ! এ দেখছি হালা! আয়েশা বলেন, এতে আমার ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, বহুকাল আগে মৃত কুরাইশদের একজন দাঁত পড়া বুড়িকে আপনি স্মরণ করেছেন! আল্লাহ তো তার পরিবর্তে, তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [২৯৩]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমা বিনতে উমায়েসকে বললেন, ব্যাপার কি! আমি আমার ভাইয়ের সন্তানদের শরীর (অর্থাৎ জা'ফর ইবনে আবু তালিবের সন্তান) দুর্বল ও হালকা-পাতলা দেখছি কেন? তারা খুবই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নাকি? আসমা বললেন, না, বরং খুব তাড়াতাড়ি তাদের ওপর দৃষ্টি পড়ে (অর্থাৎ নজর লেগে যায়)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করবো। তাদেরকে তাঁর সামনে আনা হলে তিনি বললেন, আমি তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করছি।"(মুসলিম)[২৯৪]

www.amarboi.org

عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال : قدمت انا واخی من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبی صلی الله عليه وسلم ۰ وفی رواية مسلم : من كثرة دخولهم ولزومهم له۰

"আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ সময় আমি ও আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় এসে বেশ কিছু কাল অবস্থান করলাম। আমরা সব সময় মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারেরই একজন সদস্য। কারণ আমরা তাঁকে ও তাঁর মাকে প্রায়ই নবী (স) এর কাছে যাতায়াত করতে দেখতাম। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ অধিক মাত্রায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের যাতায়াত ও অবস্থানের কারণে (তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্য মনে করতাম)।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৯৫]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের বাইরে উম্মে সুলাইম ছাড়া মদীনায় আর কোন মহিলার ঘরে প্রবেশ করতেন না। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি তার (উম্মে সুলাইম) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকি। তার ভাই যুদ্ধের ময়দানে আমার সাথে থেকে শহীদ হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৯৬]

"উম্মে সুলাইমের ঘর ছাড়া তিনি মদীনায় আর কোন ঘরে প্রবেশ করতেন না" এ কথার ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে ....হুমাইদী বলেছেন, বর্ণনাকারী এর দ্বারা হয়তো সার্বক্ষণিক নিয়ম-রীতি বুঝিয়েছেন .... ইবনুত্ তীন বলেছেন, একথার মাধ্যমে বর্ণনাকারী হয়তো বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি উম্মে সুলাইমের কাছে অধিক মাত্রায় যাতায়াত করতেন।"[২৯৭]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। সেখানে ছিলাম আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মে হারাম। তিনি বললেন, তোমরা তৈরী হয়ে নাও, আমি তোমাদের সাথে করে নামায পড়বো। তখন নামাযের কোন ওয়াক্ত ছিল না। তিনি আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়লেন ....তারপর আমাদের পরিবারের সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।"(মুসলিম)[২৯৮]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের লোক। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে খুব মেলামেশা করতেন।)[২৯৯] আমার একটি (ছোট) ভাই ছিল । তার নাম ছিল আবু উমায়ের। আনাস বলেন, আমার মনে হয় সে

www.amarboi.org

সবেমাত্র বুকের দুধ ছেড়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আসতেন তখনই তাকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আবু উমায়ের তোমার নুগায়েরের কি হলো? (নুগায়ের হলো চড়ুইয়ের মতো একটি ছোট্ট পাখি) সে নুগায়েরকে নিয়ে খেলা করতো। অনেক সময় তিনি আমাদের বাড়িতে (উম্মে সুলাইমের বাড়ি) অবস্থানকালেই নামাযের সময় হতো। যে বিছানায় তিনি বসতেন তখন (নামাযের সময় হলে) সেটি ঝেড়ে মুছে নেবার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যেতাম। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন।"(বুখারী ও মুসলিম)৩০০

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ .... হাদীসটিতে গায়ের মাহরাম মহিলা যুবতী না হলে এবং ফিতনার আশংকা না থাকলে তার সাথে পুরুষের সাক্ষাতের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়।৩০১

এতে নিজের স্ত্রীর ঘর ছাড়া অন্য মহিলার ঘরে যেখানে নিজের স্ত্রী উপস্থিত নেই দুপুরে বিশ্রাম করার প্রমাণ রয়েছে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুপুরে বিশ্রাম করা বৈধ এবং কোন শাসক তার মহিলা প্রজার ঘরে বিশ্রাম নিতে পারে এবং মহিলা মাহরাম না হলেও ফিতনার আশংকা না থাকাবস্থায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে।৩০২ .... তাছাড়া বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি কোন জনমন্ডলীর মাঝে গিয়ে তাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাসের সাথে মুসাফাহা এবং শিশু আবু উমায়েরের সাথে হাস্য-রসিকতা করেছেন, উম্মে সুলাইমের বিছানার ওপর ঘুমিয়েছেন এবং তারা সবাই যাতে বরকত লাভ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়েছেন। ৩০৩ক

"আওন ইবনে আবী জুহাইফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবুদ্ দারদার মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এক সময় সালমান আবুদ্ দারদার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে উম্মুদ দারদাকে সাজগোজের পোশাক বর্জিতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? উম্মুদ দারদা বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার তো দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। পরে আবুদ্ দারদা আসলেন এবং সালমানের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে তিনি তাকে বললেন, আপানি খাবার গ্রহণ করুন, আমি রোযা রেখেছি। সালমান বললেন, তুমি না খেলে আমি খাবার গ্রহণ করবো না। তাই তিনি তাঁর সাথে খাবার গ্রহণ করলেন। তারপর রাত্রিকালে আবুদ্ দারদা (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) ঘুম থেকে জেগে উঠলে সালমান বললেন, ঘুমাও। তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠতে চাইলে তিনি আবারও বললেন, ঘুমাও । অবশেষে শেষ রাত্রির দিকে সালমান নিজেই বললেন, এখন উঠ। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান আবুদ্ দারদাকে বললেন, তোমার উপরে তোমার রবের হক আছে তোমার নিজের তোমার উপরে হক আছে এবং তোমার স্ত্রীর ও পরিবার পরিজনের তোমার উপরে হক আছে। কাজেই যথাযথভাবে প্রত্যেক হকদারের হক আদায় কর। পরে আবুদ্ দারদা নবী

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি উল্লেখ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সালমান ঠিকই করেছে ও বলেছে।"(বুখারী)৩০৩খ

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধন স্থাপনে শরীয়তের অনুমোদন, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়া এবং তাদের কাছে রাত্রি যাপনের বৈধতা। তাছাড়া প্রয়োজনে গায়ের মাহরাম মহিলাকে সম্বোধন করা এবং বাহ্যত প্রশ্নের সাথে প্রশ্নকর্তার কোন সম্পর্ক না থাকলেও কল্যাণবহ প্রশ্নের বৈধতা।৩০৪ এ বিষয়ে নিচে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো ঃ

"আনাস থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চর্ম নির্মিত ফরাশ পেতে দিতেন এবং দুপুর বেলা ঐ ফরাশের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্রাম করতেন। বর্ণনাকারী আনাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লে উম্মে সুলাইম তাঁর শরীরের ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে একটি বোতলে জমা করতেন এবং পরে সুগন্ধির সাথে মেশাতেন।" (বুখারী, ও মুসলিম)৩০৫

মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "..........নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যধিক ঘর্মপ্রবণ। উম্মে সুলাইম তাঁর ঘর্ম সংগ্রহ করে সুগন্ধির সাথে মেশাবার পর বোতলে সংরক্ষণ করতেন। এরূপ করতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সুলাইম! একি করছ? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ঘাম আমি সুগন্ধির সাথে মেশাবো।"৩০৫ক

ফাতুহুল বারী গ্রন্থে আছে ঃ .... মাহলাব বলেছেন, এ হাদীসটিতে প্রবীণদের জন্য পরিচিতদের ঘরে দুপুর বেলা বিশ্রাম করার প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ এতে স্নেহ ও ভালবাসা প্রমাণিত হয়।৩০৬ উক্ত গ্রন্থে আরও আছে ঃ .... কেউ কেউ বিষয়টিকে (অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত চুল সম্পর্কিত ঘটনা চিরুনি করার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝরে পড়া চুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অতপর আমি মুহাম্মদ ইবনে সা'দ বর্ণিত একটি হাদীস দেখেছি যা এতদসম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করে। কেননা তিনি সহী সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সাবেত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন, মিনায় অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুন্ডন করলে আবু তালহা তাঁর চুলগুলো নিয়ে উম্মে সুলাইমের কাছে আসলেন। উম্মে সুলাইম চুলগুলো সুগন্ধির মধ্যে রাখলেন। উম্মে সুলাইম বলেছেন, নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে দুপুরে একটি চর্ম নির্মিত ফরাশের ওপর আরাম করতেন। তখন আমি তাঁর ঘাম সংগ্রহ করতাম। (আল হাদীস)

অতএব এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় যে ঘাম সংগ্রহ করতেন, তা-ই নিজের কাছে সংরক্ষিত চুলের সাথে মেশাতেন, তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার পর সংগৃহীত চুলের সাথে নয়। এ

www.amarboi.org

হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, উল্লেখিত ঘটনাটি বিদায় হজ্জের পরে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বিদায় হজ্জের সময় মিনাতে অবস্থানকালে মাথা মুন্ডন করেছিলেন।[৩০৭]

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে গেলে তিনি তাঁকে খাবার খেতে দিতেন। উম্মে হারাম ছিলেন উবাদা ইবনে সামেতের স্ত্রী। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে আহার করালেন এবং চুলের উকুন বাছতে শুরু করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন এবং পরে হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। .... আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের একদল লোককে বাদশাদের ন্যায় সিংহাসনে আরোহণরত অবস্থায় আল্লাহর পথে যুদ্ধরত সৈনিক হিসেবে আমার সামনে পেশ করা হলো, যারা এই সমুদ্র পৃষ্ঠে জাহাজে আরোহণ করে পরে যুদ্ধযাত্রা করবে।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩০৮]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে গায়ের মাহরাম মহিলা কর্তৃক মেহমানের খেদমত করা, খাবার খাওয়ানো ও তাঁর জন্য বিছানা প্রস্তুত করে দেওয়া প্রভৃতির সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে .... এতে মহিলা কর্তৃক অতিথির মাথার চুল বেছে খেদমত করার প্রমাণও বিদ্যমান ----- এ বিষয়টি একদল পন্ডিতকে বিপাকে ফেলেছিল। তাই ইবনে আবদুল বার বলেছেন, আমার ধারণা, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান অথবা তাঁর বোন উম্মে সুলাইম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন এবং এভাবে তাঁরা উভয়েই তাঁর দুধ মা অথবা খালা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে ঘুমাতেন এবং একজন মাহরাম পুরুষের একজন 'মাহরাম নারীর নিকট থেকে যা গ্রহণ করা বৈধ তা গ্রহণ করতেন। ------ অপর একজন মনীষী বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তিনি নিজের স্ত্রী থেকে নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। অন্য কোন স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তো প্রশ্নই আসতে পারে না । তিনি সব রকমের অশ্লীল কাজ ও কথা থেকে পবিত্র ছিলেন।[৩০৯] কাজেই এসব ছিল তাঁর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট। এসব যুক্তি প্রদর্শনের পর তিনি বলেছেন, এ ঘটনা সম্ভবত হিজাবের নির্দেশ আসার পূর্বেকার। তাঁর এ কথার জবাবে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে এ ঘটনা ছিল হিজাবের নির্দেশ আসার পরের। হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম দিকে আমি এ কথা উল্লেখ করেছি যে, ঘটনাটি বিদায় হজ্জের পরে সংঘটিত হয়েছিল। 'আয়াদ প্রথম যুক্তিটির জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, সম্ভাবনার দ্বারা বিষয়টি নবী (স)-এর জন্য 'খাস' বা নির্দিষ্ট বলে প্রমাণ করা যায় না । তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারটি সর্বজন স্বীকৃত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজকর্মের মূল বৈশিষ্টই হচ্ছে তা তাঁর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট না হওয়া। আর কোন কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণিত না

www.amarboi.org

হওয়া পর্যন্ত তা অনুসরণ ও পালন করা বৈধ। উম্মে হারাম ও উম্মে সুলাইমের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মাহরাম হওয়ার দাবী যারা করেন দিমিয়াতী তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যারা বলেন, উম্মে হারাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধখালা অথবা আপন খালা ছিলেন অথবা মাতৃকুলের সাথে এমন কোন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যা তাঁকে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত করেছিল তারা মারাত্মক ভুল করছেন। কারণ কে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আপন মা ও দুধমা ছিলেন তা সবর্জনবিদিত[৩১০] --------------- তারপর হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, নির্দিষ্টকরণের দাবীটাই এর সর্বোত্তম জবাব। কোন দলীল দ্বারা খুসুসিয়াত (নির্দিষ্ট হওয়া) প্রমাণিত না হওয়াই বরং তা রদ করে না। কারণ এ বিষয়ে দলীল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ওয়াল্লাহু আলামু–আল্লাহই ভালো জানেন।[৩১১]

ডঃ ইউসুফ আল কারদাভী (কাতার টেলিভিশনে প্রদত্ত তাঁর একটি ফতোয়ায় আমার কাছে লিখিত আকারে বিদ্যমান) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন, আমি জানিনা এর সপক্ষে ইংগিতসূচক বা সুস্পষ্ট দলীল কোথায়? আমরা ডঃ কারদাভীর ব্যাখ্যার সাথে এতটুকু যোগ করতে চাই যে, এটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট তার সপক্ষে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে হাফেজ ইবনে হাজার আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় এর "উমুমিয়াত" তথা সর্বজনীনতা সম্পর্কে দলীল পেশ করে বলেছেন ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, যে মহিলা আবু মূসার মাথার উকুন বেছেছিলেন তিনি ছিলেন তার কোন এক ভাইয়ের স্ত্রী। হাদীসটি হলো ঃ

عن ابى موسى رضى الله عنه قال : بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال : بما اهللت ؟ قلت: اهللت كاهلال النبى صلى الله عليه وسلم . قال : هل معك من هدى ؟ قلت : لا . فامرنى فطفت بالبيت والصفا والمروة. ثم امرنى فاحللت فاتيت امرأة من قومى فمشطتنى او غسلت راسى (وفى رواية) : ثم اتيت امرأة من نساء بنى قيس ففلت رأسى (رواه البخارى ومسلم).

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামানের একটি কওমের কাছে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে মক্কায় এলাম। তখন তিনি মক্কার বাত্‌হা এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছো (হজ্জ না উমরার)? আমি বললাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরামের ন্যায় ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কি কুরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, না। তারপর তিনি

www.amarboi.org

আমাকে নির্দেশ দিলে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। তারপর তিনি আমাকে ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলে আমি ইহরাম খুললাম এবং আমার গোত্রের একজন মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার চুল চিরুনি করে দিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মাথা ধুয়ে দিল। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৩১২] তারপর আমি বনী কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলে সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৩]

"আমি আমার গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম" একথার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ---- এরূপ সর্বজনীন প্রয়োগ দেখে প্রথমেই যা মনে হয় তা হচ্ছে, মহিলাটি হয়তো কায়েস গাইলান গোত্রের হয়ে থাকবে এবং আশ'আরী ও তার গোত্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আইয়ুব ইবনে 'আয়াদের বর্ণনা অনুসারে সে ছিল বনী কায়েস গোত্রের মহিলা। এ সব বর্ণনা থেকে আমার কাছে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কায়েস বলতে আবু মূসা আশআরীর পিতা কায়েস ইবনে সালীমকে বুঝানো হয়েছে। আর মহিলাটি ছিল তার কোন এক ভাইয়ের স্ত্রী। আবু রুহম ও আবু বুরদা আবু মূসার ভাই ছিলেন। মুহাম্মদও তাঁর এক ভাই ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। যতক্ষণ ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত থাকা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সহানুভূতির এই মাত্রা বা মানদন্ড শরীয়ত সম্মত হবে। হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশ ছাড়া সাধারণত ফিতনা থেকে মুক্ত থাকা যায় না। এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা থেকে। আর তা ফিতনা থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে এবং সহানুভূতির এই মানদন্ড গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। এই সামাজিক পরিবেশ ইংগিত দেয় যে, নেককার মুসলমানদের পরস্পর দীর্ঘস্থায়ী মেলামেশা তাদের মনে এমন বিশেষ মহৎ অনুভূতির জন্ম দেয় যেখানে যৌনাকাংখা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক মেলামেশা ও উঠাবসা না হলে এই উপলব্ধিও জন্মে না। এ ধরনের উপলব্ধিই ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারামের মধ্যে এবং আবু মূসা আশআরী ও তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর মধ্যে। এর আরো উদাহরণ হচ্ছে আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম ও আবু হুযাইফার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সুহায়েলের মধ্যকার মাতৃ সম্পর্কের উপলব্ধি। (তাঁদের সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন পুরুষদের নিকট থেকে মেয়েদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কিত আলোচনা।) এই অনুভূতি ও উপলব্ধির বর্তমানে বিপরীত লিংগের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়, এমন কি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই আমরা মনে করবো যৌন আকাংখা রহিত অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ (والتابعين غير اولى الاربة) সম্পর্কিত মহান আল্লাহর এ বাণীতে এ দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। অধিক বয়স যৌন ক্ষমতাকে নিস্তেজ করে ফেললেও শুধু এ কারণেই তা নিশ্চিত হয় না। বরং অধীনস্থতা এবং দীর্ঘস্থায়ী পারস্পরিক ওঠাবসা ও মেলামেশা এ আকাংখাকে নিশ্চিহ্ন ও পর্যুদস্ত করতে পারে।[৩১৪]

www.amarboi.org

সম্মান প্রদর্শন ও অভিনন্দন জানানোর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৩১৫] তাদেরকে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তিনি তিনবার এ কথা বললেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩১৬]

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক আনসারী মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার প্রাণ যার হাতে সেই মহান সত্তার শপথ! মানুষের মধ্যে তোমরাই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। তিনি তিনবার একথা বললেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩১৭]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হিন্দ বিনতে উতবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! এক সময় আমার মানসিকতা এমন ছিল যে, পৃথিবীর বুকে আপনার পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখার চাইতে আমার কাছে আর কারোর পরিবারের লাঞ্ছিত হওয়া অধিক প্রিয় ছিলনা। কিন্তু আজ আমার মনের অবস্থা এই যে, পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আপনার পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখার চাইতে আমার কাছে বেশী প্রিয় নয়। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তিনি (হিন্দ) আরো বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। এমতাবস্থায় আমি যদি তার সম্পদ থেকে গোপনে আমার সন্তানদেরকে খেতে দেই, তবে কি আমার কোন গোনাহ হবে?....."(বুখারী ও মুসলিম)[৩১৮]

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি আসমার কাছ থেকে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। হারটি হারিয়ে গেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অনুসন্ধানের জন্য তার একদল সাহাবাকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলে তারা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামায পড়ে নিলেন। তারপর তারা নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এলে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসায়েদ ইবনে হুদায়ের তখন আয়েশাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর শপথ! যখন আপনার ব্যাপারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তখনই আল্লাহ তা সমাধানের নিমিত্ত আপনার জন্য উপায় করে দিয়েছেন এবং তা দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৯]

"উম্মুল 'আলা থেকে বর্ণিত, ... উসমান ইবনে মাযউন মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেয়া হলো এবং তার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারাই তাঁকে কাফন দেয়া হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন। আমি বললাম ঃ হে আবুস সায়েব! তোমার

www.amarboi.org

ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তাহলে বলুন আল্লাহ তাআলা আর কাকে সম্মানিত করবেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার ব্যাপার তো হলো এই যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর শপথ! আমি তার জন্য কল্যাণই আশা করি। আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রসূল, তা সত্ত্বেও আমি জানিনা আমার সাথে কি আচরণ করা হবে? উম্মুল আলা বলেন, আল্লাহর শপথ! এরপর আমি আর কাউকে পবিত্র বলে প্রশংসা করবো না। এ ব্যাপারটি আমার মনকে খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুললো। আমি স্বপ্নে দেখলাম উসমান ইবনে মাযউনের জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। আমি বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, ওটা তার আমল।"(বুখারী)[৩২০]

দোয়া ও বরকত কামনার জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

عن عطاء بن ابى رباح قال : قال لى ابن عباس : الا أريك امرأة من اهل الجنة ؟ قلت : بلى، قال : هذه المرأه السوداء اتت النبى صلى الله عليه وسلم قالت: انى اصرع وانى اتكشف فادع الله لى • قال : ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر، فقالت : انى اتكشف فادع الله لي ان لا اتكشف • فدعا لها •

"আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটিকে দেখো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং তাতে আমার সতর বে-আবরু হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে সবর করতে পার। সেজন্য তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর চাইলে আমি তোমার জন্য দোয়া করতে পারি, যাতে আল্লাহ তোমার এ রোগ নিরাময় করেন। সে বললো, আমি সবর করবো। তারপর বললো, আমি বে-আবরু হয়ে যাই, সেজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে তা না হই। সুতরাং নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২১]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের কাছে আসলেন। অতপর তিনি উম্মে সুলাইম ও তার পরিবারের জন্য দোয়া করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক আদরের দুলাল আছে (তাকেও দোয়ায় শরীক করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে

www.amarboi.org

কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যার জন্য দোয়া করলেন না। তার সাথে এ দোয়াও করলেন যে, হে আল্লাহ! তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করো এবং তাতে বরকত দাও। (এই দোয়ার বরকতেই) আজ আমি আনসারদের মধ্যে অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী। আমার কন্যা উমাইয়া আমাকে বলেছে যে, (গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে) হাজ্জাজের বসরা আগমনের সময় পর্যন্ত একশ' বিশজনের অধিক শুধু আমার ঔরসজাত সন্তানই মৃত্যুবরণ করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২২]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের বাড়িতে যেতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন। আনাস বলেন, একদিন তিনি এসে তার বিছানায় ঘুমালেন। উম্মে সুলাইমকে এ খবর জানিয়ে বলা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বাড়িতে এসে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আনাস বলেন, তখন উম্মে সুলাইম আসলেন। তিনি দেখলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর শরীর থেকে ঘাম ঝরে ঝরে বিছানার এক টুকরা চামড়ার ওপর জমে আছে। তখন উম্মে সুলাইম তার মূল্যবান কাপড়-চোপড়ের বাক্স খুলে তা কাপড়ে চুষে নিয়ে তার বোতলের মধ্যে নিংড়াতে শুরু করলেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীত হয়ে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি কি করছো? সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য এর বরকত আশা করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে।"(মুসলিম)[৩২৩]

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা থেকে) যাত্রা করলাম। অতপর মদীনার পথে কুবাতে যাত্রা বিরতি করলাম এবং কুবাতেই আবদুল্লাহকে প্রসব করলাম। পরে আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে রাখলাম। তখন তিনি খুরমা আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে রস নিক্ষেপ করলেন। ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থুথুই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করলো। এরপর নবী (স) তাঁর চিবানো খেজুর তার(মুখের) তালুতে ঘষে দিলেন। পরে তার জন্য দোয়া করলেন ও বরকত কামনা করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরই ছিলেন মদীনায় মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণকারী প্রথম নবজাতক।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৪]

"সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই ভাগ্নের পায়ে ব্যথা। নবী (স) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে কল্যাণ দানের জন্য দোয়া করলেন। অতপর তিনি অযু করলে আমি তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। তারপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থিত হাজালা (খঞ্জন) পাখির ডিমের ন্যায় শুভ্র মোহরে নবুওয়াত প্রত্যক্ষ করলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৫]

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (স্বর্ণ) যুগ পেয়েছিলেন। তার মা যয়নাব বিনতে হুমায়েদ তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! তার বাইয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, সে তো ছোট। তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।" (বুখারী)[৩২৬]

"উম্মে কায়েস বিনতে মিহ্সান থেকে বর্ণিত। তিনি তার ছোট একটি ছেলেকে- যে তখনো খাবার খেতে শেখেনি- নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে পেশাব করে দিলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন কিন্তু ধুলেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৭]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফজরের নামায পড়ার পর মদীনার খাদেমগণ, (কাজের মেয়েরা) তাদের পানিভরতি পাত্রসমূহ নিয়ে হাজির হতো। তাঁর কাছে আনীত প্রতিটি পাত্রেই তিনি হাত ডুবাতেন। অনেক সময় তারা শীতের প্রত্যুষে আসতো। তিনি তখনো ঐসব পাত্রে হাত ডুবাতেন।"(মুসলিম)[৩২৮]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! তার জন্য দোয়া করুন। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ সে অসুস্থ থাকে। আমি তার প্রাণের আশংকা করি।) এ পর্যন্ত আমার তিনটি সন্তান মারা গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার তিনটি সন্তান মারা গেছে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি দোযখের আগুন থেকে বাঁচার ব্যাপারে বিরাট ও মজবুত প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়েছো।"(মুসলিম)[৩২৯]

মেহমানদারী ও আপ্যায়নের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

عن انس ان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه (العائشة) ؟ فقال : لا• فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا• فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه ؟ قال : لا• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا• ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه ؟ قال : نعم في الثالثة• فقاما يتدافعان حتى اتيا منزله•

www.amarboi.org

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক পারস্য দেশীয় প্রতিবেশী ভাল সুপ তৈরি করতে পারতো। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সুপ তৈরি করে তাঁকে আপ্যায়নের জন্য ডাকতে আসলো। তিনি (আয়েশাকে দেখিয়ে) বললেন, একে ডাকবে না?* লোকটি বললো, না। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না তাহলে হবে না। লোকটি তাঁকে পুনরায় ডাকতে এলে তিনি বললেন, এও কি যাবে? সে বললো, না। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অসম্মতি জানিয়ে বললেন, না তাহলে হবে না। লোকটি তৃতীয় বার ডাকতে এলে তিনি আবার বললেন, এও কি যাবে? এবার সে বললো হ্যাঁ। তখন তাঁরা দু'জন (রসূলুল্লাহ ও আয়েশা) আগে পিছে চলতে থাকলেন এবং তার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন।" (মুসলিম)[৩৩০, ৩৩১]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তার দাদী মুলাইকা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দিলেন। তিনি খাবার পর বললেন, তোমরা সবাই ওঠ। আমি তোমাদের জন্য নামায পড়বো। আনাস ইবনে মালেক বলেন, আমি উঠে একটি চাটাই আনতে গেলাম, যা দীর্ঘদিনের ব্যবহারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। আমি চাটাইটির ওপর পানি ছিটিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপরে দাঁড়ালেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম এবং (আমার দাদী) বুড়ি আমাদের পেছনে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকায়াত নামায পড়লেন এবং তারপর চলে গেলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও যদি কোন মহিলা খাবার জন্য দাওয়াত দেয় তাহলে ফিতনার আশংকা না থাকলে দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে।[৩৩৩]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের কাছে গেলে তিনি তাঁকে আপ্যায়নের জন্য খেজুর ও ঘি পরিবেশন করলেন। নবী (স) বললেন, তোমাদের ঘি ঘিয়ের পাত্রে এবং খেজুর খেজুরের ঝুড়িতেই রেখে দাও। কারণ আমি রোযা রেখেছি।" (বুখারী)[৩৩৪]

"আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কুবায়, যেতেন তখনই সেখানে উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের গৃহে প্রবেশ করতেন এবং উম্মে হারাম তাঁকে আহার করাতেন .... (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৫]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,(খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে) যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিল, তখন আমি নবী

** এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রতি হিজাবের বিধান ফরয হওয়ার পূর্ববর্তীকালের ঘটনা।*

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখলাম। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, তোমার কাছে কি (খাবার) কিছু আছে? আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম। তখন আমার স্ত্রী একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করলো। আমাদের পোষা একটা ছোট বকরী ছিল। আমি বকরীটি যবেহ করে গোশত কেটে ডেকচিতে চড়ালাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষে আটা তৈরি করলো। আমরা একই সাথে কাজ দুটি শেষ করলাম। তারপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হলে আমার স্ত্রী বললো, আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের কাছে লাঞ্ছিত করো না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা একটি ছোট বকরী যবেহ করেছি। আর আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিল। আমার স্ত্রী তা পিষে আটা তৈরি করেছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন ঃ হে পরিখা খননকারীগণ! এসো, জলদি চলো, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জাবেরকে) বললেন, তুমি চলে যাও। তবে আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেকচি চুলা থেকে নামাবে না এবং আটার খামির থেকে রুটিও তৈরী করবে না। আমি বাড়িতে ফিরলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও লোকদের সাথে নিয়ে হাজির হলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বললো, তুমি এ কি কান্ড করেছো? আমি বললাম, তুমি যা বলেছিলে আমি হুবহু তাই করেছি। তখন আমার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আটার খামির এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মেশালেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, একজন রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক। সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করবে। আর ডেকচি চুলা থেকে না নামিয়ে তা থেকে পাত্র ভর্তি করে দিতে থাক। জাবের বর্ণনা করেন, লোকের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আল্লাহর শপথ! তারা সবাই খাওয়ার পর চলে গেল। তখনো ডেকচিতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল এবং আটার খামিরও আগের মত ছিল এবং তা থেকে রুটি তৈরি হচ্ছিল। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৩৩৬, ৩৩৭] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো খাও এবং উপহার হিসেবে পাঠাও। কারণ মানুষ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৮]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্বল কণ্ঠ শুনেছি, যা থেকে আমি বুঝেছি যে, তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কি (খাবার) কিছু আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন এবং নিজের ওড়না বের করে তার এক প্রান্তে রুটিগুলো বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন এবং অপর প্রান্ত গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। আনাস বলেন, আমি ঐগুলো নিয়ে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

www.amarboi.org

মসজিদে পেলাম। কিছুসংখ্যক লোকও তাঁর সাথে ছিল। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথের লোকজনকে বললেন, তোমরা উঠে পড়। তাঁরা রওয়ানা হলে আমি তাদের আগে আগে চলতে থাকলাম এবং আবু তালহার কাছে গিয়ে তাঁকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের খবর জানালাম। তখন আবু তালহা তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজন নিয়ে এসে পড়েছেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে খেতে দিতে পারি সেই পরিমাণ খাদ্য আমাদের কাছে নেই। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তখন আবু তালহা চলে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ (স) এসে উপস্থিত হলেন। আবু তালহাও তাঁর সাথে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমকে ডেকে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহাকে রুটিগুলো টুকরো করে ছিঁড়তে আদেশ দিলেন এবং সেগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হলো। উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র থেকে ঘি ঢেলে তা নিয়ে তরকারি বানালেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইচ্ছামত কিছু পড়ে তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেন, দশজনকে আসতে বলো। তখন দশজনকে আসতে বলা হলো। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে চলে গেলেন। তিনি আবার বললেন, আরো দশজনকে আসার অনুমতি দাও। পুনরায় দশজনকে অনুমতি দেয়া হলে তারাও পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেলেন। তিনি আবারো বললেন, আরো দশজনকে আসার অনুমতি দাও। এভাবে আগত মেহমানগণ সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। আগত লোকদের সংখ্যা ছিল সত্তর অথবা আশি জন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩৯]

"সাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু উসায়েদ সায়েদীর বিয়ের সময় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলেন। তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ খাদ্য প্রস্তুত করেনি কিংবা তাদেরকে পরিবেশনও করেনি। (অথচ সে সময় তার স্ত্রী ছিল নববধূ)।[৩৪০] সে একটি পাথরের পাত্রে সারারাত খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিল। নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদ্য গ্রহণ শেষ হলে নববধূ তা তাঁকে বিশেষভাবে পান করিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪১]

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত, ...তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উম্মে শারীকের বাড়িতে ইদ্দত পালনের আদেশ দিলেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, আমার সাহাবারা ঐ মহিলার বাড়িতে অধিক পরিমাণে যাতায়াত করে থাকে। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৩৪২] উম্মে শারীকের কাছে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিররা অধিক সংখ্যায় গিয়ে থাকে। আরো একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৩৪৩] .... তিনি বলেন, তুমি উম্মে শারীকের কাছে চলে যাও। উম্মে শারীক ছিলেন একজন

www.amarboi.org

ধনী আনসারী মহিলা। তিনি আল্লাহর পথে বিপুলভাবে ব্যয় করতেন। মেহমানরা সেখানে গিয়ে উঠতো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তাই করছি। তিনি (আবার) বললেন, না, সেখানে যেয়ো না। কারণ উম্মে শারীকের কাছে বহু মেহমানের সমাগম ঘটে থাকে।"(মুসলিম)[৩৪৪]

"আবু হাযেম সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহল বলেছেন, জুমআর দিন আমরা আনন্দিত হতাম। আবু হাযেম বলেন, আমি সাহলকে বললাম, আপনারা কি কারণে জুমআর দিন আনন্দিত হতেন? তিনি বলেছেন, আমাদের ওখানে এক বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি 'বুদাআ' (খেজুর বাগান) নামক স্থানে কাউকে পাঠাতেন --- সে সেখান থেকে বীট পালং বা গাজর নিয়ে আসতো। বৃদ্ধা ঐগুলো ডেকচিতে রেখে তাতে যবের দানা মিশিয়ে এক প্রকার খাবার পাকাতেন। আমরা জুমআর নামায শেষে ঐ বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সেই খাবার পরিবেশন করতেন। এ কারণে আমরা (জুমআর দিনে) আনন্দিত হতাম। আমরা জুমআর নামায শেষ না করে দুপুরের বিশ্রাম ও খাদ্যগ্রহণ করতাম না।" (বুখারী)[৩৪৫]

عن الشعبى قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب واسقتنا سويق سلت – فسألتها عن المطلقة ثلاثا اين تعتد ؟...

"শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ফাতেমা বিনতে কায়েসের কাছে গেলে তিনি "ইবনে তাব" নামক খেজুর (মদীনার এক প্রকার খেজুর) দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করলেন এবং "সুলতে"র ছাতু গুলে পান করালেন। আমি তাঁকে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী কোথায় ইদ্দত পালন করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।...." (মুসলিম)[৩৪৬]

এসব দলীল-প্রমাণ পেশ করার পর আমরা বুখারী ও মুসলিমের বাইরে থেকে এমন একটি হাদীসকে অতিরিক্ত দলীল হিসেবে এখানে পেশ করতে চাই যাতে এ বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্ত্রী এমন মেহমানকে স্বাগত জানাতে পারে যিনি স্বামীর পরিচিত ও আস্থাভাজন। ইমাম তাবারী কাতাদা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। "কাতাদা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, তারা বিলাপ করে কান্নাকাটি করবে না এবং ভিন্ পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলবে না। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন, অনেক সময় আমাদের কাছে মেহমানের আগমন ঘটে অথচ আমরা তখন স্ত্রীদের কাছে উপস্থিত থাকি না। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এ বিষয়টি বুঝাতে চাইনি।"[৩৪৭]

www.amarboi.org

নারী ও পুরুষেরা পরস্পরকে উপহার প্রদান

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ماغرت على امرأة للنبى صلى الله عليه وسلم ماغرت على خديجة، هلكت قبل ان يتزوجنى لما كنت اسمعه يذكرها وامره الله ان يبشرها ببيت من قصب وان كان ليذبح الشاة فيهدئ فى خلائلها منها ما يسعهن .

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা ঈর্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। এর কারণ হলো আমি নবী (স)-কে প্রায়ই তার কথা আলোচনা করতে শুনতাম। আর আল্লাহ্ তাআলা নবী (স)-কে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন তাকে আখেরাতে মণিমুক্তা খচিত একটা প্রাসাদ লাভের সুসংবাদ দান করেন। নবী (স) যখনই কোন বকরী জবাই করতেন তখনই তা থেকে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৮]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিররা যে সময় মক্কা থেকে মদীনায় আসলেন, তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসাররা ভূমি ও স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। আনসাররা তাদের ভূমি এই শর্তে মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিলেন যে, প্রতিবছর তারা এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা পরিমাণ তাদেরকে প্রদান করবেন এবং শ্রম ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় দায় মুহাজিররা বহন করবেন। আনাসের মা উম্মে সুলাইমও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৯]

"সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জনৈকা মহিলা একখানা বুরদাহ নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। হযরত সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান বুরদাহ কাকে বলে? বলা হলো, হ্যাঁ জানি। বুরদাহ হলো পাড়বিশিষ্ট চাদর। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার ব্যবহারের জন্য এই চাদরখানা আমি নিজ হাতে বুনেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাগ্রহে চাদরখানা গ্রহণ করলেন এবং পরে লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! চাদরখানা পরিধানের জন্য আমাকে দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমিই নেবে। অতপর কিছুক্ষণ ঐ মজলিসে থাকার পর তিনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং চাদরখানা ভাঁজ করে ঐ ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এতে সবাই তাকে বললো, তুমি চাদরখানা চেয়ে মোটেই ভাল কাজ করনি। কারণ তুমি জান যে, কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন না। লোকটি বললো, আল্লাহর শপথ!

www.amarboi.org

মৃত্যুর পর আমার কাফন বানানোর উদ্দেশ্যে ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই আমি তা চাইনি। হাদীস বর্ণনাকারী সাহল বলেন, পরে তা তার কাফন বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।"(বুখারী)[৩৫০]

"জাবের থেকে বর্ণিত। মালেকের মা চর্ম নির্মিত গোলাকার পাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উপহার হিসেবে ঘি পাঠাতেন। তার ছেলে-মেয়েরা এসে তার কাছে রুটি খাওয়ার জন্য তরকারি চাইতো। এমতাবস্থায় তার কাছে কিছু না থাকলে তিনি যে পাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘি উপহার পাঠাতেন সেই পাত্রে কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা খোঁজ করতেন এবং তাতে ঘি পেতেন। মুছে নিশেষ না করা পর্যন্ত তা তার বাড়ির তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা মুছে নিশেষ করে বের করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন, তুমি যদি মুছে নিশেষ করে বের না করতে তবে তা সব সময়ই অবশিষ্ট থাকতো।"(মুসলিম)[৩৫১]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যয়নাবের সাথে বিয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাসর যাপন করতে যাচ্ছিলেন, তখন (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমাকে বললেন, আমরা যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উপহার পাঠাতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! আমি তাকে বললাম, তাহলে তাই করুন। তখন তিনি খেজুর, ঘি ও পনির দিয়ে একটি ডেকচির মধ্যে 'হাইস' তৈরি করে আমাকে ডেকচিসহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বললেন, হে আনাস! এটি নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও। তাঁকে বলবে, আমার মা এটা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে এটা সামান্য উপহার। আনাস বলেন, আমি সেই উপহার নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়ে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য এটা নগণ্য উপহার।[৩৫২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ওটা রেখে দাও। তারপর কিছু সংখ্যক লোকের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে এবং যাদের সাথেই আমার সাক্ষাত হবে তাদেরকেও ডাকার জন্য আমাকে আদেশ করলেন..." (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৩]

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাসের খালা উম্মে হুফায়েদ উপহার হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পনির, ঘি ও গুইসাপ পাঠালে তিনি পনির ও ঘি খেলেন এবং নোংরা বস্তু হওয়ায় গুইসাপ পরিত্যাগ করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তরখানে বসেই গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। সুতরাং তা যদি হারামই হতো তাহলে অন্তত তাঁর দস্তরখানে বসে তা খাওয়া যেতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৪]

www.amarboi.org

"উম্মুল ফাদল বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তার সামনে ঐ দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোযা রাখা সম্পর্কে মতভেদ করলো। কেউ বললো, তিনি (আজ) রোযা রেখেছেন। কেউ বললো, তিনি (আজ) রোযা রাখেননি। আমি তখন তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা পান করলেন। সেই সময় তিনি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে মেয়েদের নিকট থেকে উপহার গ্রহণের বিষয়টি বিদ্যমান।[৩৫৬]

সুস্বপ্নের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

পুরুষদের সাথে মেয়েদের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রসমূহ আলোচনার সময় স্বপ্নে দেখা-সাক্ষাত প্রসংগে আমরা এ কথা বলেছি যে, নবী-রসূলদের স্বপ্ন সত্য। হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ

اول مابدئ به رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الوحي الرويا الصالحة في النوم.

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সর্বপ্রথম অহী আসা শুরু হয় নিদ্রিতাবস্থায় সৎ ও সত্য স্বপ্নের আকারে।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৫৭, ৩৫৮]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতেই এ বিষয় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة.

"মুমিন বান্দার স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (বুখারী, মুসলিম)[৩৫৯, ৩৬০]
এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টিকোণ। অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে চাই যে, পুরুষের সাথে নারীর দেখা-সাক্ষাত একটা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যাপার। এই প্রকৃতিগত দেখা-সাক্ষাত পরিহার করে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তারা জাগ্রত অবস্থায় না হলেও নিদ্রিতাবস্থায় এই পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ জাগ্রত অবস্থায় এ ধরনের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়ে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করছেন। ফলে জাগ্রত অবস্থায় এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত না হলেও নিদ্রিতাবস্থায় অবশ্যই হতে হবে। এটা একটা স্থায়ী পরীক্ষা। এ থেকে মুক্তির কোন পথ নেই। যদি 'ইখতিয়ারী' ভাবে না হয়, তবে 'ইযতিরারী' ভাবে হবে, মুসলিম নারীর সাথে না হলে অমুসলিম নারীর সাথে হবে এবং জাগ্রত অবস্থায় না হলে নিদ্রিতাবস্থায় হবে।

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها: أُريتك في المنام مرتين ارى انك في سرقة من حرير . ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فاذا هي انت فاقول ! ان يك هذا من عند الله يمضه.

www.amarboi.org

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, আমি তোমাকে দুবার স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম তুমি অতি মূল্যবান রেশমী পোশাক পরিহিতা। আমাকে বলা হলো, ইনি আপনার স্ত্রী। তার মুখাবরণ উন্মুক্ত করুন। (আমি তোমার মুখাবরণ উন্মুক্ত করে দেখলাম, তুমি। আমি (মনে মনে) বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা অবশ্যই কার্যকর করবেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৬১]

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيتنى دخلت الجنة فاذا انا بالرميصاء امراة ابى طلحة.

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম। আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসাকে দেখতে পেলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬২]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال : بينا انا نائم رأيتني فى الجنة فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر ؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال : اعليك اغار يارسول الله ؟

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ দেখলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা বললো, এটি উমরের প্রাসাদ। তখন উমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। এ কথা শুনে উমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার কাছেও আত্মমর্যাদাবোধ দেখাতে পারি?"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৩]

عن ام العلاء قالت : ..... ورأيت لعثمان فى النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ذاك عمله يجري له .

"উম্মুল আলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন... আর আমি 'উসমান ইবনে মাযউনের জন্য একটি প্রবহমান ঝর্ণা দেখলাম। অতপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, ওটি হচ্ছে তার প্রবহমান আমল।"(বুখারী)[৩৬৪]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন.... ঈমানদার নারীর সৎ স্বপ্নও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- "মুমিনের সৎ স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ"-এর অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ইবনে বাতাল আলেমদের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।[৩৬৫]

অসুস্থ ও রোগীদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীর সেবা-যত্ন ও তত্ত্বাবধান

ইমাম বুখারী নিম্নের হাদীসটি "নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীর সেবা-যত্ন ও দেখাশোনা" শীর্ষক অনুচ্ছেদের অধীনে উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, উম্মুদ দারদা মসজিদে অবস্থানকারীদের মধ্যে একজন আনসারীর সেবা-যত্ন ও দেখাশোনা করেছেন।[৩৬৬]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসার পর আবু বকর ও বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি দু'জনকেই দেখতে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম আব্বাজান, আপনার অবস্থা কেমন? বেলালকেও জিজ্ঞেস করলাম, হে বেলাল, আপনার অবস্থা কেমন? আয়েশা বলেছেন, জ্বরে আক্রান্ত হলে আবু বকর নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ

كل إمرئٍ مصبح فى اهله : والموت ادنى من شراك نعله ٠

"প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন পরিবারে রাত কাটায় ও সকাল করে কিন্তু মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে।"

আর জ্বর হলে বেলাল নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

الاليت شعرى هل ابيتن ليلة : بواد وحولى انخروجليل

وهل اردن يوما مياه مجنة : وهل تبدون لى شامة وطفيل ٠

"আহা! আমি যদি সেই উপত্যকায় একটি রাত কাটাতে পারতাম
যেখানে আমার চারপাশে থাকতো
ইযখির ও জালীল ঘাস!
আর যদি আমি কোনদিন যেতে পারতাম
মিজান্না জলাশয়ের ধারে!
আহা! আমি কি দেখতে পাব কোনদিন
শামাহ ও তাফীল পাহাড়কে?"

আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তারপর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জানালাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালবাসা মদীনার প্রতিও সেরূপ বা তার চেয়েও অধিক ভালবাসা দান করো। হে আল্লাহ! মদীনার আবহাওয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য মদীনার 'মুদ্দ' ও সা'-এর মাপে বরকত দাও এবং এখানকার জ্বর স্থানান্তরিত করে জুহফায় নিয়ে যাও।"(বুখারী)[৩৬৭]

হাদীসটির "নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীর সেবা-যত্ন ও দেখাশোনা" শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনামের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, রোগী যদি গায়ের মাহরাম পুরুষ হয় তাহলে নির্ভরযোগ্য শর্ত অর্থাৎ ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার শর্তে নারী তার সেবা-যত্ন ও দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি আরো বলেছেন, এ ব্যাপারে এই যুক্তি প্রদর্শন করে আপত্তি জানানো হয়েছে যে, ঘটনাটি ছিল সন্দেহাতীতভাবে হিজাবের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বেকার। এ ব্যাপারে হাদীসটির কোন কোন সূত্রে বলা হয়েছে যে, ঘটনাটি হিজাব সম্পর্কিত নির্দেশ আসার পূর্বেকার। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীর সেবা-যত্ন করা শীর্ষক অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনায় কোন ক্ষতি নেই। কারণ পর্দা করা বা শরীর ঢাকার শর্তে এ কাজ জায়েয। ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার শর্তটি পর্দার পূর্বে ও পর্দার পরের ঘটনা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করে দেয়।[৩৬৮ক]

নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীর সেবাযত্ন ও তত্ত্বাবধান করার দৃষ্টান্ত হিসেবে উম্মে মুবাশশির বিনতে বারাআ ইবনে মা'রুর কর্তৃক মৃত্যুশয্যায় কা'ব ইবনে মালেকের সেবা-যত্নের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। উম্মে মুবাশশির বিনতে বারাআ ইবনে মা'রূর কা'ব ইবনে মালেকের কাছে গিয়ে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আমার পুত্র মুবাশশিরের জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করে বললেন, হে উম্মে মুবাশশির! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন, তা কি আপনি শুনেননি? তিনি বলেছেন, মুসলমানের রূহ পাখির আকারে জান্নাতের বৃক্ষশাখায় লটকানো থাকবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঐ রূহকে তার দেহে পুনস্থাপন করবেন। উম্মে মুবাশশির বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৩৬৮খ]

পুরুষ কর্তৃক মেয়ে রোগীর সেবা-যত্ন ও তত্ত্বাবধান

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুবা'আ বিনতে যুবায়ের (ইবনিল মুত্তালিব)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সম্ভবত তুমি হজ্জ পালনের সংকল্প করেছো? সে বললো, হ্যাঁ। তবে আল্লাহর কসম। আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এই বলে শর্ত করে নাও যে, হে আল্লাহ! আমার অসুস্থতার কারণে যেখান থেকে আমি আর অগ্রসর হতে পারবো না সেখানেই আমি আমার ইহরাম শেষ করবো। দুবা'আ ছিল মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের স্ত্রী।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৯]

www.amarboi.org

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুস সায়েব অথবা উম্মুল মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে বললেন, হে উম্মুস সায়েব! তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁপছো কেন? সে বললো, জ্বর আক্রমণ করেছে। আল্লাহ যেন জ্বরের কল্যাণ না করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বরকে গালি দিয়ো না। কারণ জ্বর আদম সন্তানের গোনাহ এমনভাবে দূরীভূত করে দেয় যেমনভাবে কামারের হাপর লোহার মরিচা দূরীভূত করে দেয়।"(মুসলিম)[৩৭০ক]

এ হাদীসটি আমাদের আবু দাউদ কর্তৃক উম্মুল 'আলা থেকে বর্ণিত হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দেয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"উম্মুল 'আলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ হে উম্মুল আলা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা মুসলমানের রোগ-ব্যাধি দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহকে এমনভাবে দূরীভূত করে দেন, যেমন আগুন সোনা ও রূপার ময়লা দূরীভূত করে দেয়।"[৩৭০খ]

তাছাড়া নাসায়ী আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (মদীনার) আওয়ালী এলাকার একজন মহিলা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের সর্বোত্তম সেবা দানকারীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি বললেন, সে মারা গেলে তোমরা আমাকে জানাবে।[৩৭০গ]

"আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আয়েশা তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তিনি (আয়েশা) বললেন, আশঙ্কা হয় তিনি এসে আমার প্রশংসা করবেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং একজন বিশিষ্ট মুসলমান। তখন তিনি বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও। তিনি প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, আমি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকি তাহলে আমি ভাল আছি। ইবনে আব্বাস বললেন, ইনশাআল্লাহ! আপনি ভালই আছেন। আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী, তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেননি এবং আপনার নির্দোষিতা আসমান থেকে ঘোষিত হয়েছে।"(বুখারী)[৩৭১]

নারীদের উপস্থিতিতে পুরুষ কর্তৃক বন্ধুদের সেবা-যত্ন ও খোঁজখবর নেয়া

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সা'দ ইবনে উবাদা কোন এক রোগে ভুগছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনি আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? তারা বললো, হে আল্লাহর

www.amarboi.org

রসূল! সে মারা যায়নি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্না দেখে তারাও কাঁদতে থাকলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা শোন, আল্লাহ তাআলা চোখের অশ্রু ও অন্তরের শোকের জন্য কাউকে শাস্তি দান করবেন না। তিনি শাস্তি দান করবেন বা দয়া প্রদর্শন করবেন এটার জন্য– এ বলে তিনি নিজের জিহবার দিকে ইশারা করলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৭২]

ইমাম মালেক তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে ও ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে জাবের ইবনে আতীক থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উপরে বর্ণিত হাদীসটি আমাদেরকে সেটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

"জাবের ইবনে আতীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে সাবেতকে তার রোগ শয্যায় দেখতে আসলেন এবং দেখলেন যে, সে সংগা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি তাকে চিৎকার করে ডাকলেন কিন্তু সে কোন জবাব দিল না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লেন এবং বললেন, হে রাবী'এর পিতা! আমরা তোমাকে হারিয়ে ফেলছি। এ কথা শুনে মেয়েরা চিৎকার করে উঠলো এবং কান্নাকাটি শুরু করলো। জাবের তাদেরকে থামাতে থাকলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে কাঁদতে দাও। যখন অনিবার্য বিষয়টি এসে পড়বে তখন যেন কোন ক্রন্দনকারিণী কান্নাকাটি না করে। সবাই জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! অনিবার্য বিষয়টি কি? তিনি বললেন, মৃত্যু। তখন তার কন্যা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি তুমি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। কেননা তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পাদন করেছো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তার নিয়ত অনুযায়ী তার পুরস্কার নির্ধারণ করে ফেলেছেন।"[৩৭৩]

এ হাদীসটি আমাদের তাবারানী কর্তৃক কায়েস ইবনে আবী হাযেম বর্ণিত হাদীসটিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।" তিনি (কায়েস ইবনে আবী হাযেম) বলেছেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম দুই হাতে উল্কি আঁকা উজ্জ্বল বর্ণ এক মহিলা তাঁর শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে। ঐ মহিলা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস।"[৩৭৩ক]

একই বাসগৃহে বসবাস

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন... তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং অবশেষে আবু আইউব আনসারীর বাড়ির পাশে এসে পৌছলেন। ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আমাদের লোকদের কার বাড়ি সবচেয়ে কাছে? আবু আইউব বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমিই বেশী কাছে। এই আমার বাড়ি আর এটা হচ্ছে আমার বাড়ির দরজা। নবী (স) বললেনঃ যাও, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবু আইউব বললেন, আল্লাহ বরকত দান করুন। আপনারা আসুন।" (বুখারী)[৩৭৪]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... ইবনে সা'দ এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাসগৃহ তৈরী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ সাত মাস তিনি আবু আইউব আনসারীর বাড়িতে ছিলেন।[৩৭৫]

"আবু আইউব (আনসারী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়িতে মেহমান হলেন এবং আবু আইউবকে উপরের তলায় দিয়ে নিজে নিচের তলায় অবস্থান করলেন। কিন্তু আবু আইউব রাতের বেলা নিজের ভুল উপলব্ধি করে (মনে মনে) বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার ওপর চলাফেরা করছি। তাই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এক পাশে সরে গিয়ে রাত্রি যাপন করলেন এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, নীচের তলাই অধিক সুবিধাজনক। এতে আবু আইউব বললেন, আমি এমন ছাদের ওপর থাকতে পারবো না যার নীচে আপনি থাকবেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে উঠে গেলেন এবং আবু আইউব নীচে নেমে আসলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খানা তৈরী করে পাঠাতেন। যখন তা ফিরিয়ে আনা হতো তখন তিনি (আবু আইউব) তাঁর আঙুলের স্পর্শ লাগা স্থান খুঁজে বের করে সেখান থেকে খাওয়া শুরু করতেন। একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাবার তৈরী করলেন। সেই খাবারে রসুন দেয়া হয়েছিল। ফলে নবী (স) তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আবু আইউব অবশিষ্ট খাদ্যের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুলের ছাপ অনুসন্ধান করতে থাকলে তাকে বলা হলো যে, তিনি খাবার গ্রহণ করেননি। এতে আবু আইউব আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি উপরে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! রসুন কি হারাম? তিনি জবাব দিলেন, না। তবে আমি তা পছন্দ করি না। আবু আইউব বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। আবু আইউব বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী নাযিল হতো। (ফেরেশতারা দুর্গন্ধে কষ্ট পায়। তাই তিনি রসুন খেয়ে মুখ দুর্গন্ধযুক্ত করা পছন্দ করতেন না।)"(মুসলিম)[৩৭৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ বিষয়ে ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বানে উম্মে আইউব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উম্মে আইউব বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে মেহমান হলে আমরা তাঁর জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত করেছিলাম তার মধ্যে এক প্রকার সবজি ছিল। অতপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৭৬ক]

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام العلاء وهى امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : طارلنا عثمان بن مظعون فى السكنى حين إقترعت الانصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فمر ضناه حتى توفى ثم جعلناه فى اثوابه .....

www.amarboi.org

"খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত উম্মুল 'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন। উম্মুল 'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণকারিণী মহিলাদের অন্যতম। তিনি বলেছেন, আনসারগণ মুহাজিরদের বাসগৃহের ব্যাপারে লটারী করলে আমার ভাগে পড়লেন 'উসমান ইবনে মাযউন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। অবশেষে তার মৃত্যু হলো। তখন আমরা তার নিজের কাপড়েই তাকে কাফন দিলাম।" (বুখারী)৩৭৭

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনায় এসে মুহাজিরগণ আনসারদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ সা'দ ইবনে রাবী'-এর আতিথ্য গ্রহণ করলে তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার মাল তোমাকে ভাগ করে দেব এবং তোমার জন্য আমার একজন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবো।(অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, তুমি দেখ আমার স্ত্রীদের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ? আমি তাকেই তোমার জন্য পরিত্যাগ করবো। ইদ্দত শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করবে।)"৩৭৮ আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন, আল্লাহ তোমাকে তোমার মাল ও স্ত্রীতে বরকত দান করুন। তিনি বাজারে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় শুরু করলেন। এতে মুনাফা হিসেবে তিনি কিছু পনির ও ঘি পেলেন। তারপর তিনি বিয়ে করলেন... ।"(বুখারী)৩৭৯

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ... আনসারদের ঐ সময়ের অবস্থা ও পরিস্থিতি এ কথাই বলে যে, সা'দ ইবনে রাবী'র দুই স্ত্রী উভয়ই তাদের স্বামীর এ প্রস্তাবের কথা জানতো। কারণ ঘটনাটি ছিল হিজাব সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের পূর্বের, যখন তারা সবাই একই সাথে উঠাবসা করতো।৩৮০

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন চতুর্থ অধ্যায়ের "হিজাবের বিধান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া" অনুচ্ছেদ। এ অনুচ্ছেদ পাঠে জানা যাবে যে, সাহাবা কিরাম হিজাব ছাড়াই সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন। এমনকি হিজাব সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও তা অব্যাহত ছিল।)

"উরওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে

وان خفتم الاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

(যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য নারীদের যাকে পছন্দ হয় বিয়ে করো....) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ হে ভাগিনা! এ আয়াত ইয়াতীম বালিকাদের সেইসব অভিভাবকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ঐ বালিকাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের লোভে তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল, কিন্তু মোহর কম করে দিতে চাচ্ছিল। তাই সেইসব অভিভাবককে উক্ত বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে যদি না তারা তাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করতে সক্ষম হয় এবং পূর্ণ মোহর আদায় করে। এ ক্ষেত্রে ঐ মেয়েদের বাদ দিয়ে অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে আদেশ করা হয়েছে।"(বুখারী ও মুসলিম)৩৮১

www.amarboi.org

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء الاتي لاتؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن .....

(যে ইয়াতীম বালিকাদের হক তোমরা আদায় করো না এবং সম্পদের লোভে যাদেরকে বিয়ে করতে তোমরা উদগ্রীব তাদের সম্পর্কে যে নির্দেশ তোমার কাছে পাঠ করা হয়) এর ব্যাখ্যায় আয়েশা বলেছেন, এ আয়াত সেই ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা কোন অভিভাবকের অধীনে আছে এবং সম্পদের একত্রে শরীকানা থাকার কারণে অন্য যে কোন লোকের তুলনায় তার ওপর বেশী অধিকার রয়েছে। কিন্তু অভিভাবক তাকে বিয়ে করা পছন্দ করে না কিংবা অন্যের সঙ্গেও বিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়। কারণ, তাহলে অন্যেরা তাদের সাথে সম্পদের অংশীদার হয়ে বসবে। আল্লাহ ঐ অভিভাবকদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।"(বুখারী)[৩৮২]

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী আবু হাফ্স ইবনে মুগীরা আল মাখযূমী তাঁকে তিন তালাক দিলে... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমাকে বলে পাঠালেন যে, তুমি আমার কাছে না শুনে নিজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না এবং তাঁকে উম্মে শারীকের বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরে তিনি তাকে (সংশোধিত) নির্দেশ পাঠিয়ে বললেন যে, উম্মে শারীকের বাড়িতে প্রথম যুগের হিজরতকারী সাহাবাগণ আসেন। তাই তুমি অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে চলে যাও। সেখানে তুমি তোমার ওড়না খুলে রাখলেও সে তোমাকে দেখতে পাবে না। অতপর ফাতেমা বিনতে কায়েস সেখানেই চলে গেলেন।..." (মুসলিম)[৩৮৩]

আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালেম আবু হুযায়ফা ও তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে তাদের বাড়িতেই বাস করতো। আবু হুযায়ফার স্ত্রী একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, অন্য পুরুষদের মত সালেম প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এবং সব পুরুষরা যা বুঝে সেও তা বুঝতে শুরু করেছে। সে আমাদের কাছে আসা যাওয়া করে। আমার ধারণা আবু হুযায়ফা এটাকে খুব ভাল মনে করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাহলে তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে এবং আবু হুযায়ফার মনে যা আছে তা দূর হয়ে যাবে। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, আবু হুযায়ফার স্ত্রী বললো, আমি তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো, সে তো একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, আমি তো জানি সে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। একদিন সে (আবু হুযায়ফার স্ত্রী) এসে বললো, আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি এবং আবু হুযায়ফার মনে যা ছিল তা দূরীভূত হয়েছে।" (মুসলিম)[৩৮৪,৩৮৫]

www.amarboi.org

পানাহারের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। (তিনি বর্ণনা করেছেন, (একদিন) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। (সে ছিল ক্ষুধার্ত)। তার জন্য কিছু খাবার আনতে নবী (স) তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা বললেন যে, তাঁদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, কে এ লোকটাকে সাথে নেবে অথবা(বললেন,) কে এর মেহমানদারী করবে? আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, আমি (তাকে সাথে নিয়ে যাব)। এ বলে সে তাকে সাথে করে বাড়ি নিয়ে স্ত্রীকে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানকে সম্মান করো (অর্থাৎ আপ্যায়ন করো)। তার স্ত্রী বললো, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। আনসারী বললো, তুমি খাবার প্রস্তুত করো এবং প্রদীপ জ্বালো। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। সে খাবার তৈরী করলো, প্রদীপ জ্বালালো এবং বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখলো। তারপর প্রদীপ ঠিক করার ভান করে তা নিভিয়ে ফেললো। অতপর তারা উভয়েই যেন খাচ্ছেন এরূপ ভাব দেখালো। প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটালো। সকাল বেলা তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলে তিনি বললেন, আজ রাতে আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখে হেসেছেন অথবা বললেন, চমকিত হয়েছেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এই মর্মে আয়াত নাযিল করলেন ঃ

ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ·

"দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর মূলত যারা প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।" [আল হাশ্‌র ঃ ৯] (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৬]

"ইয়াযীদ ইবনুল আসাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনায় এক সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি আমাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিল এবং আমাদের তেরটি গুইসাপ পরিবেশন করলো। আমাদের মধ্যে কেউ তা খেল এবং কেউ তা বর্জন করলো। পরদিন সকালে ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক জমে গেল এবং কেউ কেউ বলতে শুরু করলো যে, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি নিজে গুইসাপ খাব না, খেতে নিষেধ করবো না এবং হারাম ঘোষণাও করবো না। এতে ইবনে আব্বাস বললেন, তোমরা যা বলছো তা অতিশয় খারাপ কথা। হারাম বা হালাল করার জন্যই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটেছিল। কোন একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়মূনার কাছে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলেন ফাদল ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আর একজন মহিলা। এ সময়ে তাঁর সামনে খাদ্য পরিবেশন করা হলো। খাদ্যের মধ্যে গোশতও ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেতে অগ্রসর হলে মায়মূনা বললেন, ওটা গুইসাপের গোশত। এতে তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, এটা এমন গোশত যা আমি কখনো খাব না। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা খাও। তাই ফাদল ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং মহিলা এ গোশত খেলেন। কিন্তু মায়মূনা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা খান সেই জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস আমি কখনো খাব না।"(মুসলিম)[৩৮৭]

"আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) আবু বকর একজন অথবা কয়েকজন মেহমান সাথে নিয়ে বাড়ি আসলেন এবং তারপর সন্ধ্যার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে আম্মা তাঁকে বললেন, আপনি আজ রাতে আপনার মেহমানকে অথবা মেহমানদেরকে খাওয়াতে দেরী করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? তিনি (আমার আম্মা) বললেন, আমি তার অথবা (বললেন,) তাদের সামনে খাবার পেশ করেছিলাম কিন্তু তিনি অথবা (বললেন,) তারা খেতে রাজি হননি। তখন আবু বকর রাগান্বিত হলেন। তিনি তিরস্কার করলেন এবং নাক, কান ও ঠোঁট কাটার বদদোয়া করলেন এবং খাবার গ্রহণ করবেন না বলে কসম খেলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমি লুকিয়ে থাকলাম। তিনি ডাকলেন, আরে অকর্মার ধাড়ি, তাঁর স্ত্রী (আমার মা)-ও এই বলে কসম খেলেন যে, তিনি (আমার পিতা আবু বকর) খাবার গ্রহণ না করলে তিনি (আমার মা)-ও খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন মেহমান বা মেহমানগণ কসম খেয়ে বললেন যে, তিনি খাবার গ্রহণ না করলে তিনি বা তারাও খাবার গ্রহণ করবেন না। তখন আবু বকর বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তিনি খাবার আনিয়ে নিজে খেলেন এবং তারাও সাথে বসে খেলেন। তারা খাবারের যে গ্রাস মুখে তুলছিলেন তার স্থানে পূর্বের চেয়েও খাবারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি ডেকে বললেন, হে বনী ফিরাসের বোন! এ কি ব্যাপার! তাঁর স্ত্রী বললেন, হে আমার চোখের শীতলতা! আমরা খেতে বসার পূর্বে যে পরিমাণ খাবার ছিল এখন তা তার চেয়েও বেশী হয়ে গিয়েছে। তারা সবাই মিলে খাবার খেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি (হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর) উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেই খাবার খেয়েছিলেন।"(বুখারী)[৩৮৮]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তালহা তার স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষভাবে খাবার প্রস্তুত করতে বললেন এবং পরে আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.amarboi.org

ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত পাত্রের ওপর রাখলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেন, দশজনকে খেতে আসতে বলো। তাদেরকে খাবার অনুমতি দেয়া হলে তারা প্রবেশ করলো। তিনি বললেন, তোমরা খাও এবং আল্লাহর নাম নাও। তারা সবাই খেলেন এবং আশিজন মানুষকে তিনি এভাবে খাওয়ালেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে খেলেন, বাড়ির লোকজন খেল এবং কিছু অবশিষ্ট রেখে দিলেন। (অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু তালহা, উম্মে সুলাইম এবং আনাস ইবনে মালেক খেলেন এবং তারপরও কিছু খাবার অবশিষ্ট থাকলো। আমরা প্রতিবেশীদের বাড়িতে উপহার হিসেবে তা পাঠিয়ে দিলাম।)" (মুসলিম)[৩৮৯]

শায়খ আবু নি'মাতুল্লাহ আনকারাবী বলেছেন ঃ[৩৯০] উম্মে সুলাইমের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাবার গ্রহণের ব্যাপার থেকে ইসলামী পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন যে, নারী যদি এমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে কোন গায়ের মাহরামের সাথে একই মজলিসে খাবার গ্রহণ করে যাতে তাকে নির্দিষ্ট করে চেনা সম্ভব না হয় তাহলে তা বৈধ। কারণ নারীর মুখমন্ডল এবং দুই হাত ঢাকা ফরয নয়। তাই কামাতুর দৃষ্টি ছাড়া গায়ের মাহরাম ব্যক্তি নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে।[৩৯১]

মুআত্তা গ্রন্থে বলা হয়েছে, মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ গায়ের মাহরাম পুরুষ ও নিজের ক্রীতদাসের সাথে একই স্থানে বসে কি নারী খাবার গ্রহণ করতে পারে? জবাবে মালেক বললেন, নারীর যদি পূর্বাহ্লেই এ কথা জানা থাকে যে, খাবার মজলিসে পুরুষও থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেছেন, কখনো কখনো নারী তার স্বামী বা স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণকারী অপর কোন পুরুষ বা অনুরূপভাবে তার ভাইয়ের সাথে একই মজলিসে খাবার গ্রহণ করে থাকে।[৩৯২]

পানাহারে পুরুষের সাথে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলি প্রণিধানযোগ্য ঃ

عن عائشة : ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقرب اليه لحم فجعل يناولها قالت عائشة : فقلت يارسول الله : لاتغمر يدك ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا عائشة، ان هذه كانت تأتينا ايام خديجة وان حسن العهد من الايمان .

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। সেই সময় তাঁর সামনে গোশত পরিবেশন করা হলে তিনি (পাত্র থেকে) গোশত উঠিয়ে তাকে দিতে থাকলেন। আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি

www.amarboi.org

বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার হাত এভাবে ডুবাবেন না। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! এতো খাদীজা জীবিত থাকতে আমাদের কাছে আসতো। তাছাড়া উত্তম আচরণ ঈমানের অংগ।" ৩৯৩

"উম্মে হানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতেমা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁ পাশে বসলেন এবং উম্মে হানী ডান পাসে এসে বসলেন। ইতিমধ্যে একটি বালিকা পানীয় ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসলো এবং তা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিবেশন করলে তিনি পান করলেন। তারপর উম্মে হানীকে পরিবেশন করলে তিনিও পান করলেন।..."৩৯৪

عن ام عمارة بنت كعب : ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها: كلى فقالت : انى صائمة .

"উম্মে আমারা বিনতে কা'ব থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গেলে তিনি তাঁর জন্য খাবার আনালেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমিও খাও। উম্মে আমারা বললেন, আমি রোযা রেখেছি।"৩৯৫

"সাফীনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আলী ইবনে আবু তালেবকে দাওয়াত দিয়ে তার জন্য খাবার প্রস্তুত করলে ফাতেমা বললেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিলে তিনিও আমাদের সাথে খেতেন। অতপর তারা তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনিও আসলেন।...."৩৯৬

সফর ব্যপদেশে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা হাবশায় অবস্থানকালে দেখা একটা গির্জার কথা তার কাছে উল্লেখ করলেন, যার মধ্যে বহু সংখ্যক ছবি ছিল। অতপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেও তার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাদের (হাবশার অধিবাসী) অবস্থা এই যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে এবং তার মধ্যে ঐসব ছবি অংকন করে। কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত হবে।" (বুখারী)৩৯৭

"উম্মে খালেদা (তিনি তার পিতা খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস ও মা হুমায়না বিনতে খালাফের সাথে হিজরত করেছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যখন হাবশা থেকে (মদীনায়) ফিরে আসলাম তখন আমি একটি ছোট্ট বালিকা। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একখানা নকশা করা রেশমী বস্ত্র পরিধান করালেন। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে নকশাগুলো স্পর্শ করতে ও বলতে থাকলেন, সানাহ! সানাহ!! হুমাইদী বলেছেন, এর অর্থ বাহ্ কি সুন্দর! বাহ্ কি সুন্দর!"(বুখারী)৩৯৮

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের খবর পৌঁছলো। আমরাও তাঁর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ... আমরা সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়ে একটি জাহাজে আরোহণ করলাম এবং জাহাজযোগে হাবশায় নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে পৌঁছলাম... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খায়বার বিজয়কালে আমরা হাবশা থেকে ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম... আসমা বিনতে উমাইসও হিজরতকারীদের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং আমাদের সাথেই সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। আসমা একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯৯]

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা মারওয়ান এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত। তারা বর্ণনা করেছেন, ... মুমিনা নারীরাও হিজরত করে আসলেন। সেই সময় যারা হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (মদীনায়) চলে এসেছিলেন তাদের মধ্যে উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও ছিলেন। তখন তিনি যুবতী ছিলেন। তার পরিবার-পরিজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো যাতে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন না।..." (বুখারী)[৪০০]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার অভিযানে যাত্রা করলেন.... আমরা যুদ্ধ করে খায়বার দখল করলাম। অতপর বন্দীদেরকে সমবেত করা হলে দেহইয়া কালবী এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বন্দীদের মধ্য থেকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং একটি দাসী গ্রহণ করো। তিনি তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে গ্রহণ করলে এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কুরায়যা ও নাযীর গোত্রের নেত্রী সাফিয়াকে দেহইয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন। সে তো কেবল আপনারই উপযুক্ত হতে পারে। তিনি বললেন, তাকে সহ দেহইয়াকে ডাকো। দেহইয়া তাকে নিয়ে হাজির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাকে বাদ দিয়ে বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য কোন দাসীকে গ্রহণ কর। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। ... ফেরার সময় পথিমধ্যেই উম্মে সুলাইম তাকে বাসর শয্যার জন্য সাজিয়ে প্রস্তুত করে দিলেন। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, তাকে সাজিয়ে প্রস্তুত করার জন্য উম্মে সুলাইমের হাতে সোপর্দ করা হলো এবং তার বাড়িতে ইদ্দত পালনের জন্য দেয়া হলো। রাতের বেলা উম্মে সুলাইম তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপহার হিসেবে পাঠালেন।"(বুখারী ও মুসলিম) [৪০১, ৪০২]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার ও মদীনার মাঝে তিন দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করে সাফিয়া বিনতে হুয়াইয়ের সাথে বাসর যাপন করলেন। আমি মুসলমানদেরকে তার ওয়ালীমা ভোজে দাওয়াত

www.amarboi.org

দিলাম। এতে গোশত বা রুটি ছিল না। তিনি চর্মনির্মিত ফরাশ বিছাতে নির্দেশ দিলে তা বিছিয়ে তার ওপরে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করা হলো। এটাই ছিল তাঁর ওয়ালীমা ভোজ। মুসলমানরা তখন বলাবলি করতে থাকলো যে, যদি তিনি তাঁর (সাফিয়া) জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি হবেন উম্মুল মুমিনীনদের একজন। আর যদি তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা না করে দেন তাহলে হবেন দাসী।... যখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন তখন নিজের পেছনে তার জন্য গদি পাতলেন এবং তাঁর ও লোকজনের মাঝে হিজাবের ব্যবস্থা করলেন।[৪০৩] অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর আবা দ্বারা আড়াল করলেন এবং নিজের উটের কাছে বসে হাঁটু পেতে দিলেন, যাতে সাফিয়া তাঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে উটের পিঠে আরোহণ করতে পারেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪০৪]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... অতপর তিনি (উম্মে সুলাইম) গর্ভধারণ করলেন। বর্ণনাকারী আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইমও তাঁর সাথে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন কখনো রাতের বেলা মদীনায় প্রবেশ করতেন না। কাফেলা মদীনার সন্নিকটবর্তী হলে উম্মে সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হলো। আবু তালহা তার জন্য সেখানে থেকে গেলেন।...." (মুসলিম)[৪০৫]

"রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে গিয়ে লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।" (বুখারী)[৪০৬]

"ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। সেই সফরে এক আনসারী মহিলা একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিল। উটটি দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে মহিলা সেটিকে অভিসম্পাত দিল। তা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উটের পিঠের সব কিছু নামিয়ে নিয়ে সেটিকে পরিত্যাগ করো, কেননা সেটি এখন অভিশপ্ত। ইমরান বলেন, আমি এই মুহূর্তেও যেন উটটিকে মানুষের মাঝে চলাফেরা করতে দেখছি এবং কেউ সেটিকে বাধা দিচ্ছে না।" (মুসলিম)[৪০৭]

"আবু বারযা আল আসলামী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বালিকা একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে পথ চলছিল। উটটির পিঠে লোকজনের কিছু আসবাব ও মালপত্র ছিল। হঠাৎ সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল এবং পাহাড়ী পথটিও সংকীর্ণ ছিল। বালিকাটি উটকে বললো, হাল (এটা ছিল উটকে হাঁকিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ ধ্বনি), হে আল্লাহ! তুমি এর ওপরে লানত করো। হাদীস বর্ণনাকারী আবু বারযা আল আসলামী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অভিশপ্ত উটটি যেন আমাদের সংগী না হয়।" (মুসলিম)[৪০৮]

www.amarboi.org

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মক্কা থেকে ফিরে আসছিলাম। যে সময় আমরা (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন একটি বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেলাম। উমর বললেন, গিয়ে দেখে আস কাফেলার লোকজন কারা? ইবনে আব্বাস বলেন, আমি গিয়ে সেখানে সুহাইবকে দেখতে পেলাম। আমি ফিরে এসে তাকে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, তার সাথে তার স্ত্রীও আছে। তিনি বললেন, তার সাথে তার স্ত্রী থাকলেও ডেকে আন। আমি পুনরায় সুহাইবের কাছে গিয়ে বললাম, চলুন, আমীরুল মুমিনীনের সংগী হবেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪০৯]

"আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে ক্ষুধার কথা বললো। তারপর আরেক ব্যক্তি এলো এবং সে ডাকাতির অভিযোগ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আদী, তুমি কি হিরা (শহর) দেখেছো? আমি বললাম, আমি হিরা (শহর) দেখিনি, তবে ঐ শহরটি সম্পর্কে আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, উটের হাওদায় বসে একজন মহিলা একাকিনী হিরা থেকে যাত্রা করে (মক্কায় গিয়ে) কা'বার তাওয়াফ করছে। (এই দীর্ঘ পথে) সে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় করবে না। হাদীসের বর্ণনাকারী আদী ইবনে হাতেম বলেন, আমি মনে মনে বললাম, 'তাঈ' গোত্রের এসব চোর, ডাকাত ও ফিতনাবাজরা তখন কোথায় থাকবে যারা বর্তমানে বিভিন্ন জনপদ ও শহরে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। .... আদী বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী সময়ে আমি উটের হাওদায় বসে মহিলাদেরকে হিরা থেকে যাত্রা করে (মক্কায় গিয়ে) কা'বাঘর তাওয়াফ করতে দেখেছি। পথিমধ্যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনি।"(বুখারী)[৪১০]

হাফেজ ইবনে হাজার "কা'বাঘর তাওয়াফ করবে" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইমাম আহমদ অন্য একটি সনদে আদী থেকে "কারো আশ্রয় বা নিরাপত্তা ছাড়াই" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।[৪১১] তিনি অন্য একটি স্থানে বলেছেন, আয়েশা বর্ণিত হাদীস "মেয়েদের সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্জ" কথাটিকে স্বামী বা মাহরাম না হলেও নির্ভরযোগ্য পুরুষের সাথে মেয়েদের হজ্জ করার বৈধতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। .... তবে শাফেয়ীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মশহুর মত হচ্ছে, মেয়েদের হজ্জ পালনের শর্ত হলো স্বামী, মাহরাম পুরুষ লোক বা নির্ভরযোগ্য নারীরা তার সাথে থাকতে হবে। অন্য একটি মতানুসারে একজন নির্ভরযোগ্য নারী হলেই যথেষ্ট হবে। কারাবিনী উদ্ধৃত অপর একটি মত ('মুহাযযিব' -গ্রন্থে যাকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে) অনুসারে পথেঘাটে নিরাপদ হলে নারী হজ্জের সফরে একাই যাত্রা করতে পারে। এ নির্দেশ ওয়াজিব হজ্জ বা উমরার ব্যাপারে প্রযোজ্য। কিন্তু

কাফফাল এ ব্যাপারে বিরল ও স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করে সব রকম সফরের ক্ষেত্রেই একে প্রয়োগ করেছেন এবং রুয়ানী একে উত্তম বলে মন্তব্য করে বলেছেন, তবে এটা নসের পরিপন্থী... পথঘাট নিরাপদ হলে নারী নির্ভরযোগ্য অন্যান্য নারীদের সাথে সফর করতে পারে তার দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করা যায়... (হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হজ্জের অনুমতি দান করেছিলেন।) এ ব্যাপারে হযরত উমর, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্য কোন সাহাবাও তাঁদের এই সফরের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি। উম্মুল মুমিনদের মধ্য থেকে যিনি এ সফর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তিনি মাহরাম আত্মীয় না থাকার কারণে সফর স্থগিত করেননি বরং বিশেষ কারণে করেছিলেন। আদী ইবনে হাতেম বর্ণিত হাদীসকে নিরাপদ পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে নারীর একাকী সফর বৈধ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ অদূর ভবিষ্যতে সওয়ারীর পিঠে আরোহিণী স্বামী ছাড়াই একাকী হিরা থেকে সফর করবে। হাদীসের ব্যাখ্যায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, হাদীসের এই কথাটি ঐ অবস্থার অস্তিত্বের প্রমাণ, তার জায়েজ হওয়ার প্রমাণ নয়। এর জবাব দেয়া হয়েছে এই বলে যে, এটা ইসলামের কার্যকারিতার প্রশংসা এবং এর মাধ্যমে তার আলোকস্তম্ভকে উর্ধে তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই একে বৈধতার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়... অতপর আল্লামা ইবনে হাজার বলেছেন, উপরোক্ত ইংগিতসমূহ বৈধতার সপক্ষে মজবুত দলীল হিসেবে কাজ করে।[৪১২]

"যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য মাহরাম পুরুষ ছাড়া এক দিনের দূরত্বে সফর করা হালাল নয়" - এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইবনে দাকীক আল ঈদ বলেছেন, المرأة শব্দটি ব্যবহার করে এখানে সকল নারীকে বুঝানো হয়েছে। মালেকীদের কেউ কেউ বলেছেন, এ কথা বলে যুবতী নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই যৌনাবেগ তিরোহিত বয়স্কা মেয়েরা স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেভাবে ইচ্ছা সব রকম সফর করতে পারে...। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে মালেকীরা ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নির্দেশটি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। শাফেয়ীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে নারী কাফেলার মধ্যে থেকে একাকিনী সফর করতে পারে। এক্ষেত্রে সে কারো নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী হবে না।[৪১৩]

ইমাম মালেকের আল মুদাউওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ আমি প্রশ্ন করলাম, যে নারীর অভিভাবক নেই সে যদি হজ্জ করতে চায় সেক্ষেত্রে ইমাম মালেকের মত কি? জবাবে বলা হলো, যে নারী বা পুরুষ তার আস্থাভাজন সে তার সাথে হজ্জের জন্য সফর করতে পারে।[৪১৪]

www.amarboi.org

মৃত্যু সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

এক ঃ শোক, দাফন, দোয়া ও সমবেদনা প্রকাশের অনুষ্ঠান

عن انس رضي الله عنه قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب اباه · فقال: ليس على ابيك كرب بعد هذا اليوم · فلما مات قالت : يابتاه اجاب ربا دعاه · يابتاه من جنة الفردوس مأواء · يا ابتاه الي جبريل· ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام : يانس اطابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ·

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি বেহুশ হয়ে পড়তে থাকলেন। তখন ফাতেমা আলাইহাস সালাম বলতে থাকলেন, আহ! আমার আব্বার কি কষ্ট! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজকের এ দিনের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই। তিনি ইনতিকাল করলে ফাতেমা বলতে থাকলেন, আহ! আমার আব্বা তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আহ! আমার আব্বা, জান্নাতুল ফিরদাউস যাঁর ঠিকানা। আহ! আমার আব্বা, তাঁর মৃত্যুর খবর আমি জিবরাঈলকে শুনাবো। তাঁকে দাফন করা হলে ফাতেমা বললেন, হে আনাস! আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর মাটি চাপা দিয়ে কি তোমাদের মন সন্তুষ্ট হতে পারলো?" (বুখারী)[৪১৫]

"উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) কাছে এ মর্মে খবর পাঠালেন যে, তাঁর একটি পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত। সুতরাং আপনি আসুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সালাম জানিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা নিয়ে যান তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁরই। প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং পূর্ণ সওয়াবের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা) আল্লাহর কসম দিয়ে পুনরায় বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। কাজেই তিনি যেতে প্রস্তুত হলে সা'দ ইবনে 'উবাদা, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আরো অনেকে তাঁর সংগী হলেন। অতপর শিশুটিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে তুলে দেয়া হলো। সেই সময় তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল এবং শব্দ হচ্ছিল... যেন সে পুরানো ও শুকনো মশক। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই চোখে অশ্রু নেমে এলো। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কি? তিনি বললেন, এটা

www.amarboi.org

রহমত। আল্লাহ তাঁর বান্দার হৃদয়ে এই রহমত দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াবানদেরকেই এটা দান করে থাকেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪১৬]

হাফেজ ইবনে হাজার "সন্তানকে তাঁর কোলে তুলে দেয়া হলো" ... হাদীস বর্ণনাকারীর এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ স্থানে কিছু কথা উহ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে মূল কথাগুলো ছিল, তাঁরা সবাই গেলেন এবং তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলে অনুমতি প্রদান করা হলো এবং তাঁরা প্রবেশ করলেন। অতপর সন্তানটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে তুলে দেয়া হলো। আবদুল ওয়াহেদের বর্ণনায় এই উহ্য কথাগুলোর আংশিক উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার ভাষা হলো ঃ "অতপর আমরা প্রবেশ করলে শিশুটিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে তুলে দেয়া হলো"...। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, হাদীসটিতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে... শোক প্রকাশ ও রোগ পরিচর্যার জন্য বিনা অনুমতিতে যাওয়া বৈধ।[৪১৭] এ কথা বলে হাফেজ ইবনে হাজার (র) রসূল (স)-এর সাথে সাহাবা কিরামের যাওয়ার প্রতি ইংগিত দিয়েছেন।

"খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী মহিলা সাহাবা উম্মুল আলা তাকে জানিয়েছেন যে, নবী (স) যখন মুহাজিরদেরকে লটারির মাধ্যমে (পুনর্বাসনের জন্য) আনসারদের মধ্যে ভাগ করছিলেন তখন উসমান ইবনে মায'উন আমাদের ভাগে পড়েন। আমরা তাকে আমাদের বাড়িতে স্থান দেই। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং সেই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মৃত্যুর পর তাকে গোসল করিয়ে তার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারাই কাফন দেয়া হলো। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন। আমি বললাম, হে আবুস সায়েব! তোমার ওপরে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। তোমার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তাহলে বলুন, আল্লাহ তাআলা আর কাকে সম্মানিত করবেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার ব্যাপার তো হলো এই যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর শপথ আমি তার জন্য কল্যাণই আশা করি। আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহর রসূল, তা সত্ত্বেও আমি জানি না যে, আমার সাথে কি আচরণ করা হবে। উম্মুল আলা বলেন, আল্লাহর শপথ! এরপর আমি আর কাউকে পবিত্র বলে প্রশংসা করি না।" (বুখারী)[৪১৮]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা নিহত হলে আমি তার মুখমন্ডলের ওপর থেকে বারবার কাপড় সরাতে থাকলাম। আমি তখন কাঁদছিলাম। সবাই আমাকে নিষেধ করছিল কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন না। আমার ফুফু ফাতেমা কাঁদতে থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কাঁদ বা না কাঁদ তোমরা তাকে না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে তাদের ডানা দিয়ে ছায়াদান করতে থাকবে।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪১৯]

www.amarboi.org

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদর যুদ্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে হারেসা শাহাদত লাভ করার পর হারেসার মা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! হারেসার সাথে আমার হৃদয়ের যে গভীর বন্ধন তা আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করেন। সে যদি জান্নাত লাভ করে থাকে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করবো না। অন্যথায় আমি কি করি তা আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছো? জান্নাত কি শুধু একটি? জান্নাত তো অনেক। আর সে আছে সর্বোচ্চ ফিরদাউসে। তিনি আরো বললেন, একটি সকাল বা একটি বিকাল নিজেকে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা পৃথিবী ও তার সব কিছু থেকে উত্তম। আর জান্নাতে তোমাদের কারোর ধনুকের রশি পরিমাণ কিংবা পা রাখার জায়গার সমান স্থান পৃথিবী ও তার সবকিছু থেকে উত্তম। আর জান্নাতের কোন রমণী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দিতো, তাহলে জান্নাত ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সব কিছু ঝলমল করে উঠতো এবং সুগন্ধিতে ভরে উঠতো। বেহেশতী রমণীর ওড়না পৃথিবী ও তার সবকিছু থেকে উত্তম।" (বুখারী) [৪২০ক]

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালামার কাছে (তাকে দেখতে) গেলেন। তখন (সে মৃত্যুবরণ করেছিল এবং) তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রূহকে যখন কবজ করা হয় তখন চক্ষু তার অনুগমন করে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকরা চিৎকার করে উঠলো। তিনি বললেন, নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করো না। কেননা তোমরা যা বলো তা শুনে ফেরেশতারা 'আমীন' বলে থাকে। তারপর তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করে দাও। তার রেখে যাওয়া সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারী হও। হে রব্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তা আলোকিত করে দাও।" (মুসলিম) [৪২০খ]

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন রোগাক্রান্ত বা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে তখন ভাল কথা বলবে। কারণ তোমরা যা বলো, ফেরেশতারা তাতে আমীন, আমীন বলতে থাকে। উম্মে সালামা বর্ণনা করেছেন, আবু সালামা মারা গেলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি তার জন্য এই বলে দোয়া করো, হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তার স্থলে আমাকে উত্তম তত্ত্বাবধায়ক দান করো। আবু সালামা বলেন, আমি তাই বললাম। কাজেই আল্লাহ আমাকে তার পরিবর্তে উত্তম তত্ত্বাবধায়ক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন।" (মুসলিম) [৪২১]

www.amarboi.org

দুই ঃ মৃতকে গোসল ও কাফন দেয়ার অনুষ্ঠান

"উম্মে আতিয়া আল-আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যার মৃত্যু হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, প্রয়োজন মনে করলে কুলপাতা দিয়ে সিদ্ধ পানি দ্বারা তিন, পাঁচ অথবা আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষ বারে তাতে কর্পূর বা কর্পূর জাতীয় কিছু মিশিয়ে নাও। এ কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। আমরা এ কাজ শেষ করে তাঁকে অবহিত করলে তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি) আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তার গায়ে জড়িয়ে দাও। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৪২২] ডানদিক থেকে প্রথম শুরু করো এবং অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দাও।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪২৩]

তিনঃ জানাযার নামায পড়ার অনুষ্ঠান

"সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ইনতিকাল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আসার জন্য খবর পাঠালেন। যাতে তারাও তার জানাযা পড়তে পারেন। তাই করা হলো এবং তার জানাযা তাঁদের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ) হুজরার সামনে রাখা হলো এবং তারাও তার জানাযা পড়লেন। পরে মাকায়েদের দিকে অবস্থিত দরজা বাবুল জানায়েয দিয়ে তা বের করে নেয়া হলো। পরে তাঁরা জানতে পারলেন যে, মানুষ ঐ কাজকে দূষণীয় মনে করেছে এবং বলাবলি করছে যে, ইতিপূর্বে জানাযা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হতো না। এ খবর আয়েশার কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে মানুষ কত দ্রুত সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে। মসজিদের ভিতর জানাযা নিয়ে যাওয়ায় তারা আমাদের প্রতি দোষারোপ করলো অথচ (ভুলে গেল যে,) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যেই সুহাইল ইবনে বায়দার জানাযা পড়েছিলেন।" (মুসলিম)[৪২৪, ৪২৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযা সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী বলেছেন, ... এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামা যে মতটি পোষণ করেছেন সেটিই বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ সাহাবা কিরাম একা একা তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। নিয়ম ছিল একদল প্রবেশ করতো এবং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জানাযা পড়ে বের হয়ে যেতো। তারপর আরেক দল প্রবেশ করতো এবং অনুরূপভাবে জানাযা পড়তো। অতপর পুরুষদের পরে মেয়েরা এবং মেয়েদের পরে শিশুরা প্রবেশ করে জানাযা পাঠ করে।[৪২৬]

চার ঃ জানাযার অনুগমন করার অনুষ্ঠান

عن ام عطية رضى الله عنها قالت : نهينا عن ابتاع الجنائز و لم يعزم علينا .

www.amarboi.org

"উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছিল বটে কিন্তু কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৭]

"কিন্তু আমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি" এ উক্তির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, অর্থাৎ অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়ে আমাদেরকে যেভাবে তাগিদ দিয়ে কড়াকড়িভাবে নিষেধ করা হতো এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তা করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি (উম্মে আতিয়া) যেন বলছেন, হারাম বলে নয় বরং অপছন্দনীয় বলে আমাদেরকে জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে।* কুরতুবী বলেছেন, উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে 'মাকরূহ তানযিহী' পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা। অধিকাংশ ইসলামী পণ্ডিত এ মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম মালেকও জায়েযের সপক্ষে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মদীনাবাসীগণও এ মতের সমর্থক। ইবনে আবু শায়বা মুহাম্মদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতার মাধ্যমে আবু হুরাইরা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা নারীদের জানাযার অনুগমনের বৈধতা প্রমাণ করে। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

ان رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان فى جـنـازة فرأى عمر امرأة فصاح بها ٠ فقال : دعها ياعمر ٠

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জানাযার সাথে ছিলেন। হযরত উমর সেই জানাযার সাথে এক মহিলাকে দেখে তাকে চিৎকার করে ডাকলেন। তিনি(নবী) বললেন, হে উমর, তাকে থাকতে দাও।" ইবনে মাজা ও নাসায়ী ভিন্ন একটি সনদে মুহাম্মদ ইবনে 'আমর ইবনে আতা ও সালামা ইবনুল আযরাকের মাধ্যমে আবু হুরাইরা থেকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।[৪২৮]

ইমাম মালেক ইবনে আনাসের আল মুদাউওয়ানাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম কি মহিলাদেরকে জানাযার সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। মালেক বলেছেন, নারী যদি তার সন্তান, পিতা, স্বামী ও বোনের জানাযায় অংশগ্রহণ করে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই, যদি জানাযা যাওয়ার পথ ও কবরগুলি পরিচিত হয়।"[৪২৯]

ইবনে দাকীক আল-ঈদ বলেছেন, বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যার সবগুলো অথবা কিছুসংখ্যক এই হাদীসটি অপেক্ষাও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মেয়েদের জানাযার সাথে গমন সমর্থন করে। এর মধ্যে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কিত হাদীসটি

** মেয়েদের জানাযা বহনের বৈধতা সম্পর্কে ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ দেখুন। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে মেয়েদের জানাযার অনুগমন নিষিদ্ধ হওয়ার অকাট্যতা খণ্ডন করা হয়েছে।*

www.amarboi.org

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এটি তাঁর উচ্চমর্যাদার কারণেও হতে পারে। তবে উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীসটি সাধারণভাবে সকল মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অথবা দুটি হাদীসই মেয়েদের অবস্থার তারতম্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ইমাম মালেক নারীদের জানাযার অনুগমন জায়েয বলে গণ্য করলেও যুবতী মেয়েদের জন্য মাকরূহ মনে করেছেন।[৪৩০, ৪৩১]

"পুরস্কৃত হয়ে নয় বরং গোনাহর বোঝা নিয়ে ফিরে যাও" হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি একটি "দুর্বল" (যয়ীফ) হাদীস।[৪৩২]

পাঁচ ঃ কবর যিয়ারত করার অনুষ্ঠান

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ চলতে এক মহিলাকে কবরের পাশে বসে কাঁদতে দেখে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ কর।"(বুখারী ও মুসলিম) [৪৩৩]

"কবর যিয়ারত অনুচ্ছেদের" ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, এর অর্থ কবর যিয়ারত সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান। এখানে কবর যিয়ারতের সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করা হয়নি। কারণ এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কবর যিয়ারতের বৈধতার সমর্থনে যেসব হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে, সেসব হাদীস ইমাম বুখারীর হাদীস যাচাইয়ের মানদণ্ডে টিকেনি, তাই তিনি এর সমর্থনে তা উদ্ধৃত করেননি। ইমাম মুসলিম অবশ্য এ বিষয়ে বুরাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কবর যিয়ারত সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বাতিলের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ .... كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

"ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো..।" ইমাম মুসলিম আবু হুরাইরা থেকে 'মারফু সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে زوروا القبور فانها تذكر الموت....

"তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়...।" তবে মেয়েদের কবর যিয়ারত সম্পর্কে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে যে, সাধারণ অনুমতির মধ্যে মেয়েরাও অন্তর্ভুক্ত এবং এটাই অধিকাংশের মত। তবে শর্ত হচ্ছে, ফিতনা থেকে মুক্ত থাকার মত অবস্থা থাকতে হবে। এ অনুচ্ছেদে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে তা কবর যিয়ারতের বৈধতাকে সমর্থন করে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাকে কবরের পাশে বসতে নিষেধ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবর যিয়ারত করা মূলত মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কবর যিয়ারতের অনুমতিতে যারা নারী ও পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাদের মধ্যে অন্যতম। ইবনে আবী মুলাইকা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আবী মুলাইকা) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের কবর যিয়ারত করতে দেখেছেন। তাকে বলা

www.amarboi.org

হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ কাজ করতে নিষেধ করেননি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি নিষেধ করেছিলেন কিন্তু পরে আবার অনুমতি দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কবর যিয়ারতের অনুমতি শুধুমাত্র পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয নয়। শায়খ আবু ইসহাক তার মুহায্যাব গ্রন্থে এর সমর্থনে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসকে এর সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে 'মহিলাদের জানাযার অনুগমন' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে ইতিপূর্বেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া لعن الله زوارات القبور "আল্লাহ অধিক কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন" হাদীসটিকে তিনি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আব্বাস ও হাসসান ইবনে সাবেত বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে অনুরূপ হাদীস বিদ্যমান।

মেয়েদের জন্য কবর যিয়ারত করা 'মাকরূহ' বলে যারা মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তা কি মাকরূহ তাহরিমী না তানযিহী? ইমাম কুরতুবী বলেছেন, এ হাদীসে কবর যিয়ারতকারী মেয়েদের যে বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে তা কাজটির আধিক্য দাবী করে। ফলে হাদীসে উল্লেখিত লানত সেই মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা অধিক মাত্রায় কবর যিয়ারত করে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, এভাবে স্বামীর অধিকার খর্ব হয়, তাবাররুজ تبرج বা সাজসজ্জার প্রকাশ ঘটে এবং তাদের থেকে চিৎকার করে কান্না ও অনুরূপ বিষয় প্রকাশিত হয়। তবে এ সব কারণ না ঘটলে অনুমতি লাভের ব্যাপারে কোন বাধা নেই। কেননা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবারই মৃত্যুর স্মরণ প্রয়োজন...। এ হাদীসটিতে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিনম্রতা এবং অজ্ঞ-অশিক্ষিতদের প্রতি দয়া, বিপদগ্রস্তের অক্ষমতা গ্রহণ, সর্বাবস্থায় "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" (সৎ কাজে আদেশ দান ও মন্দ কাজে নিষেধকরণ)-এর কাজ চালু রাখা...। এ হাদীস দ্বারাই কবর যিয়ারতের বৈধতার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়, যিয়ারতকারী নারী বা পুরুষ কিংবা কাফের বা মুসলমান যেই হোক না কেন। কারণ হাদীসটিতে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি। ইমাম নববী বলেছেন, অধিকাংশ মনীষী অকাট্যভাবে বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[৪৩৪]

www.amarboi.org

শাসক বা কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

মহান আল্লাহর বাণী,

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكي الي الله والله يسمع تحاوركما ط إن الله سميع بصير. (سورة المجادلة : الاية-١)

"আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথা শুনছেন। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখে থাকেন।" (আল মুজাদালা ঃ ১)

عن عائشة قالت: انى لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تقول : يارسول الله اكل شبابي ونثرت له بطني حتي ان اكبرت سنى وانقطع ولد يظاهر منى . اللهم انى اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الي الله .

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যেন খাওলা বিনতে সা'লাবার কথা এখনো শুনতে পাই যখন সে তার স্বামীর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই বলে অভিযোগ করছিল যে, হে আল্লাহর রসূল! সে আমার যৌবন উপভোগ করেছে এবং আমি আমার পেটকে ক্রমান্বয়ে তার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছি। এমনকি যখন আমার বয়স বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সন্তান ধারণ-ক্ষমতা রহিত হয়েছে তখন সে আমার সাথে যিহার করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার অভিযোগ পেশ করছি। তিনি অবিরাম এসব অভিযোগ পেশ করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে জিবরাঈল এই আয়াতগুলো নিয়ে আসেন, قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله.

'আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে।"(ইবনে মাজা) [৪৩৫]

আত-তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থে ইমরান ইবনে আবু আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, জাহেলী যুগে যে ব্যক্তিই যিহার করতো তার স্ত্রী চিরতরে তার জন্য হারাম হয়ে যেতো। ইসলামী যুগে যিহারকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আওস ইবনে সামেত। কোন একটি ব্যাপারে তিনি তার স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবার সাথে ঝগড়ার সময় বলে ফেলেন, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মত। অতপর তিনি যা বলেছেন, সে বিষয়ে লজ্জিত হয়ে স্ত্রীকে বলেন, আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য

www.amarboi.org

হারাম হয়ে গিয়েছো। তার স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা বললেন, তুমি তো তালাক শব্দ উচ্চারণ করনি। আর এ কথা বললে তো তালাক হতো সেই যুগে যখন আমাদের মাঝে আল্লাহর নবী আসেননি। সুতরাং তুমি যা করেছো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও। তিনি (আওস ইবনে সামেত) বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমি লজ্জা বোধ করি। তুমিই বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও। হয়তো তুমি তাঁর নিকট থেকে কল্যাণকর কিছু লাভ করে ফিরবে এবং যে কষ্টকর অবস্থায় আমরা আছি তার সাহায্যে এ থেকে মুক্ত হতে পারবো। কারণ তিনি এ ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তখন খাওলা পোশাক পরিধান করে বের হলেন এবং আয়েশার (রা) ঘরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আওসকে তো আপনি ভাল করেই জানেন। সে আমার চাচার সন্তান, আমার সন্তানের পিতা এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় মানুষ। আপনি তো জানেন তার দ্বারা ছোটখাটো গোনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। সে অক্ষম ও হীনবল হয়ে পড়েছে এবং তার জিহ্বাও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তার জন্য কোন কিছু করার মত লোক আমি ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমার জন্যও কোন কিছু করার মত লোক সে ছাড়া আর কেউ নেই। সে একটি কথা বলে ফেলেছে। যে মহান সত্তা আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন তার শপথ! সে তালাক কথাটি উল্লেখ করেনি। বরং বলেছে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি দেখছি তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো। কিন্তু সে কয়েক বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাকুতি-মিনতি করার পর বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার চরম মনোকষ্টের এবং তার বিচ্ছেদে হৃদয়ের প্রচণ্ড যাতনার অভিযোগ পেশ করছি। হে আল্লাহ! তোমার নবীর ওপর নাযিল করে তার জবানীতে এমন কিছু আমাকে শুনাও যার মধ্যে আমার দুঃখ, বেদনা ও মনোকষ্ট লাঘবের কারণ থাকবে। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি দয়া ও মমতাবোধের কারণে আমি এবং আহলে বায়েতের যেসব লোক আমার সাথে ছিলেন তারা কাঁদলাম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সে এভাবে কাকুতি-মিনতি করে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী নাযিলের সময় হলে তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়তেন, তাঁর চেহারার রং বদলে যেতো, সামনের দাঁতে শীতলতা অনুভব করতেন এবং তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। এমনকি তাঁর শরীর থেকে মুক্তার দানার মত ঘাম ঝরতে থাকতো। আয়েশা (রা) বললেন, হে খাওলা! এখনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হবে এবং সে অহী কেবল তোমার ব্যাপারে নাযিল হবে। খাওলা বললেন, হে আল্লাহ! কল্যাণকর বিষয় যেন নাযিল হয়। কারণ আমি তোমার নবীর নিকট কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই তালাশ করিনি। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর থেকে অহী নাযিলের অবস্থা দূরীভূত না হতেই আমার মনে হলো, যদি বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধান নাযিল হয় তাহলে বিচ্ছেদের মর্মান্তিক বেদনায় বেচারী খাওলার প্রাণ প্রবাহ নিশেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রসূলের (স) ওপর অহী নাযিলের বিশেষ অবস্থা দূরীভূত হলো। তিনি

www.amarboi.org

মুচকি হেসে বললেন ঃ হে খাওলা, সে বললো, আমি হাজির আছি! সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুচকি হাসি দেখে খুশীতে উঠে দাঁড়ালো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর বিষয়ে অহী নাযিল করেছেন। অতপর তিনি তিলাওয়াত করে শুনালেন ঃ

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها ....

"আল্লাহ সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে... শেষ পর্যন্ত।' এরপর তিনি বললেন, তুমি তোমার স্বামীকে একটি ক্রীতদাস আজাদ করতে বলো। সে বললো, ক্রীতদাস আজাদ করা কেমন? আল্লাহর কসম! তার কোন ক্রীতদাস নেই এবং আমি ছাড়া তার কোন খাদেমও নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে একাধারে বিরতিহীনভাবে দুই মাস রোযা রাখতে বলো। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! সে তা করতে সক্ষম নয়। সে তো দিনে এত এবং এতবার পান করে। শরীর দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। সে তো হাঁটার অযোগ্য কঠিন ভূমির মত। তখন তিনি বললেন, তাহলে তাকে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে বলো। সে বললো, সে কেমন করে তা করবে? তাতে তো অনেক খাদ্যের প্রয়োজন তখন তিনি বললেন, তাহলে তাকে উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েসের কাছে গিয়ে কয়েক ওয়াসাক খেজুর নিয়ে ষাটজন মিসকীনকে সাদকা করে দিতে বলো। তখন সে উঠে তার কাছে চলে গেল এবং গিয়ে দেখলো যে, সে দরজার সামনে বসে তার (খাওলা) জন্য অপেক্ষা করছে।

সে (আওস ইবনে সামেত) তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে খাওলা! তোমার খবর কি? সে বললো ঃ ভাল, কিন্তু তুমি তো পেরেশান হয়ে আছো। আল্লাহর রসূল তোমাকে উম্মুল মুনযির বিনতে কায়েসের কাছে গিয়ে কয়েক ওয়াসাক খেজুর নিয়ে ষাটজন মিসকীনকে সাদকা করতে আদেশ দিয়েছেন। খাওলা বর্ণনা করেন, সে আমার নিকট থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল এবং ঐ পরিমাণ খেজুর পিঠে বহন করে নিয়ে আসলো। অথচ সে কখনো পাঁচ সা পরিমাণ ওজনও বহন করতে পারতো না। খাওলা বলেছেন, অতপর সে প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ্দ পরিমাণ খেজুর খাওয়াতে শুরু করলো।[৪৩৬ক]

عن جبير بن مطعم عن ابيه قال : أتت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم فامرها أن ترجع اليه. قالت : ارأيت إن جئت ولم اجدك ؟ كأنها تقول : الموت – قال : عليه السلام : ان لم تجدينى فأتى أبابكر .

"জুবায়ের ইবনে মুতয়েম তার পিতা (মুতয়েম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে ফিরে গিয়ে আবার আসতে বললেন। মহিলা বললো, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তাহলে কি হবে? অর্থাৎ মহিলা বুঝাতে চাচ্ছিল যে, আপনি যদি মরে যান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে না পেলে তুমি আবু বকরের কাছে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩৬খ]

www.amarboi.org

"কা'ব ইবনে মালেক (যে তিনজন সাহাবা তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন তাদের একজন) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অতপর হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহর (স) কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া একজন খুনখুনে বৃদ্ধ। তার কোন খাদেম নেই। আমি তার খেদমত করলে আপনি অপছন্দ করবেন? তিনি বললেন, না। তবে সে যেন তোমার কাছে ঘেঁষতে না পারে। সে বললো, আল্লাহর কসম! কোন জিনিসের প্রতি তার কোন আগ্রহ বা আকর্ষণ নেই। আল্লাহর শপথ! যে ঘটনা ঘটেছে তা সংঘটিত হওয়া থেকে সর্বক্ষণ সে কেঁদে চলেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩৭]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফাতেমা ও আব্বাস আলাইহিমাস সালাম আবু বকরের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (স)-এর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার চাইতে আসলেন এবং তাঁরা ফাদাকে তাদের ভূমি ও খায়বারে তাদের (ভূমির) অংশ দাবী করলেন। আবু বকর তাদেরকে বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমরা (নবী-রসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না; আমরা যা পরিত্যাগ করে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। তবে মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন এই মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম? এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নীতি অবলম্বন করতে দেখেছি আমিও তাই করবো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, ফলে ফাতেমা তার (আবু বকর) সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন এবং আমৃত্যু তার সাথে কথা বলেননি। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৪৩৮] অতপর তিনি আবু বকরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪৩৯]

"যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে এক যুবতী মহিলা তার কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়ার সংস্থান হতে পারে এমন কিছুই রেখে যাননি। কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দুধেল উট-বকরীও রেখে যাননি। কঠিন দুর্ভিক্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি শংকিত। আমি খুফাফ ইবনে আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী (স) এর সাথে হুদায়বিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর পথ চলা বন্ধ করে সেখানে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ। তারা তো আমার নিকটের লোক। অতপর তিনি আস্তাবলে রক্ষিত উটের মধ্য থেকে বোঝা বহনে সক্ষম একটি উট এনে দুটি বস্তায় খাদ্যভরতি করলেন এবং তার মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড় চোপড় দিয়ে মহিলার হাতে তার লাগাম দিয়ে বললেন, এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও। এগুলো নিশেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা হয়তো এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমাকে দান করবেন। এ দেখে এক ব্যক্তি বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তাকে অনেক বেশী দিলেন। উমর তাকে বললেন, তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক। আল্লাহর কসম! আমি জানি এ মহিলার পিতা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাফেরদের একটা দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল এবং অবশেষে তা দখলও করেছিল। পরে আমরা (তাদেরকে গনীমতের অংশ প্রদান করার পর) তা থেকে আমাদের গনীমতের অংশ পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলাম।" (বুখারী)[৪৪০]

www.amarboi.org

সুপারিশের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (ক্রীতদাসী) খরিদ করে মুক্ত করে দিতে চাইলে তার মালিক তার 'ওয়ালা' বা অভিভাবকত্ব লাভের শর্ত জুড়ে দিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, তুমি তাকে আজাদ করে দাও। কারণ অভিভাবকত্ব তারই থাকে যে অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আমি তাকে আজাদ করে দিলাম। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দিলেন। (অর্থাৎ দাসত্ব বন্ধনে থাকাকালীন তার যে বিয়ে হয়েছিল ইচ্ছা করলে সে তা বাতিল করতে পারে কিংবা বহালও রাখতে পারে)। সে বললো, সে (তার স্বামী) যদি আমাকে এতো এবং এতো পরিমাণ (অর্থাৎ অঢেল) অর্থ দান করে, তবুও আমি তার কাছে থাকবো না। সুতরাং সে এখতিয়ারকে কাজে লাগালো (অর্থাৎ স্বামী থেকে আলাদা হয়ে গেল)।"[৪৪১]

"ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। আমার চোখের সামনে এখনো যেন সে দৃশ্য ভাসছে - মুগীস কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে ছুটছে। চোখের পানিতে তার দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাসকে বললেন, হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের অত্যধিক ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরার ততোধিক উপেক্ষা আশ্চর্যজনক নয় কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরাকে বললেন, তুমি যদি মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করতে! সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন, না, আমি বরং সুপারিশ করছি। সে বললো, তাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই।" (বুখারী)[৪৪২]

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাই'-এর বোন উম্মে হারেসা একটি লোককে আহত করলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচারপ্রার্থী হলো। তিনি বললেন, এর জন্য কিসাস গ্রহণ করতে হবে। তখন রুবাই'-এর মা বললো, হে আল্লাহর রসূল! তার থেকেও কি কিসাস গ্রহণ করা হবে? আল্লাহর কসম! তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে রুবাই'য়ের মা, কিসাস গ্রহণ আল্লাহর বিধান। সে বললো, না, আল্লাহর শপথ! তার থেকে কখনো কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। আনাস বলেন, সে এ দাবী পরিত্যাগ করলো না। শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ দিয়াত গ্রহণ করলো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর এমন বান্দাও আছে যে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তাকে তা পূরণ করার সুযোগ দান করেন।" (মুসলিম)[৪৪৩ক]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলা চুরি করলো।... তার কওমের লোকজন ভীত হয়ে উসামা ইবনে যায়েদের কাছে সুপারিশের জন্য আসলো। উক্ত মহিলার ব্যাপারে উসামা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বললে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে আছে, ঐ মহিলাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো। উসামা ইবনে যায়েদ তার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে সুপারিশ

www.amarboi.org

করলে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছো?" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৩খ]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মুসলিমের রেওয়ায়েত থেকে এ কথা জানা যায় যে, সুপারিশকারী সুপারিশপ্রার্থীর উপস্থিতিতে সুপারিশ করতে পারে। তাহলে সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৪৩গ]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে বর্ণনা করা হলো যে, আয়েশা প্রদত্ত দান অথবা বিক্রয়ের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আল্লাহর শপথ! আয়েশাকে এ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় আমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবো। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, সেকি সত্যিই এ কথা বলেছে? সবাই বললো, হ্যাঁ বলেছে। তখন আয়েশা বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করছি, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে কখনো কথা বলবো না। বিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আয়েশার কাছে সুপারিশকারী পাঠালেন। কিন্তু আয়েশা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তার ব্যাপারে কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না কিংবা আমার শপথও ভঙ্গ করবো না। বিষয়টি দীর্ঘায়িত হয়ে পড়লে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের সাথে কথা বললেন। তারা উভয়েই ছিলেন বনী যুহরা গোত্রের লোক। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, তোমরা আমাকে আয়েশার কাছে নিয়ে চলো। তার জন্য আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা হালাল নয়। অতপর মিসওয়ার ও আবদুর রহমান নিজ নিজ চাদর গায়ে জড়িয়ে তাকে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দুজনই আয়েশার কাছে গিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আসসালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? আয়েশা বললেন, হ্যাঁ, ভেতরে প্রবেশ করো। তারা বললো, আমরা সবাই ভেতরে আসবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা সবাই ভেতরে প্রবেশ করো। তিনি জানতেন না যে, তাদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনে যুবায়ের হিজাবের ভেতর প্রবেশ করলেন এবং আয়েশাকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দোহাই দিতে দিতে কাঁদতে থাকলেন। মিসওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাকে এই বলে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বলুন এবং তার ওজর কবুল করুন। তারা আরো বলতে থাকলেন, আপনি তো জানেন যে, সম্পর্ক ছিন্ন করতে নবী (স) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা ও সালাম বন্ধ রাখা বৈধ নয়। তারা যখন এভাবে বারবার আয়েশাকে এর ভাল ও মন্দ দিক সম্পর্কে বুঝাতে থাকলেন তখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় তাদেরকে এই বলে বুঝাতে থাকলেন যে, আমি তার সাথে কথা না বলার শপথ করেছি। আর শপথ তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তারা দুজন অনবরত বুঝাতে থাকলে অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বললেন এবং এই শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে চল্লিশজন ক্রীতদাস আজাদ করে দিলেন। এরপর তিনি যখনই তার এ শপথের কথা বলতেন, তখনই কাঁদতেন। এমনকি অশ্রুতে তাঁর ওড়না ভিজে যেতো" (বুখারী)[৪৪৪]

www.amarboi.org

সাক্ষ্যদান, বিচারকার্য সম্পাদন ও শাস্তি কার্যকর করার সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

প্রথমত, সাক্ষীর দায়িত্বগ্রহণ

মহান আল্লাহর বাণী,

واستشهدوا شهيدين من رجالكم ج فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى (سورة البقرة، الاية : ٢٨٢)

"তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানিয়ে নাও। যদি দুজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারীকে সাক্ষী বানাও, যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন লোক এই সাক্ষী হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।" (আল বাকারা ঃ ২৮২)

"ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, (তালাকের পর) রুজু করার সময় মেয়েদের উপস্থিত থাকা, দলীল লিপিবদ্ধ করা, ঋণপ্রদান এবং অনুরূপভাবে মৃত্যুকালে ওসিয়ত করার সময় উপস্থিত থাকার চেয়ে সহজতর। কাজেই শরীয়ত প্রণেতা যখন ঋণপত্র লেখার সময় নারীর উপস্থিত থাকা বৈধ করেছেন, সেক্ষেত্রে ওসিয়ত ও তালাকের পর রুজু করার সময় তার উপস্থিতি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ ঋণপত্র পুরুষরাই লিপিবদ্ধ করে থাকে এবং তা সাধারণত পুরুষদের সমাবেশেই লিখিত হয়।"[৪৪৫]

দ্বিতীয়ত, সাক্ষ্যদান

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। (অপবাদের ঘটনা প্রসংগে) তিনি বলেছেন, যখন আমার সম্পর্কে যা কিছু বলার তা বলা হয়েছিল... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আসলেন এবং আমার কাজের মেয়েকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে এছাড়া খারাপ আর কিছুই জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন আর বকরী এসে আটার খামির খেয়ে ফেলতো। তাঁর কোনো সাহাবা তাকে ধমক দিয়ে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্য কথা বলো। এমনকি তারা তার কাছে অপবাদের ঘটনা খুলে বললো। তখন সে বললো, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম!! একজন স্বর্ণকার তার খাটি স্বর্ণখন্ড পরীক্ষা করে যা জানে আমিও তার সম্পর্কে ততটুকুই জানি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৬]

তৃতীয়ত, দাবী উত্থাপন, অনুসন্ধান ও নির্দেশ জারি

"আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাই'-এর বোন উম্মে হারেসা এক ব্যক্তিকে আহত করলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ

www.amarboi.org

উত্থাপন করলে তিনি বললেন, কিসাস, কিসাস (অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ করা হবে)।"(মুসলিম)৪৪৭

عن جابر ان امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتى بها النبى صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم • فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لوكانت فاطمة لقطعت يدها • • •

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনী মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হলো। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামার শরণাপন্ন হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! ফাতেমা চুরি করলেও আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম...।" (মুসলিম)৪৪৮

"খানসা বিনতে খিদাম আনসারিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তার পিতা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় অথচ সে ছিল বালেগা ও পূর্ববিবাহিতা (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা)। সে ঐ বিয়েতে অমত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি ঐ বিয়ে বাতিল করে দেন।" (বুখারী)৪৪৯

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! দীনদারী ও চরিত্রগত ব্যাপারে সাবেতের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি কুফরীর আশংকা করছি। (অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে, তবে আমি আর সহ্য করতে পারছি না)। ৪৫০ক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে তার বাগান ফেরত দেবে? সে বললো, হ্যাঁ। অতপর সে তার বাগান ফেরত দিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিয়ে বাতিল করে তাদেরকে পৃথক করে দিলেন।" (বুখারী)৪৫০খ

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস তাকে তিন তালাক বায়েন দিয়ে দিল। তখন সে (ফাতেমার কাছে) অনুপস্থিত ছিল। তাই সে তার প্রতিনিধিকে কিছু যব দিয়ে তার কাছে পাঠালো। কিন্তু ফাতেমা তাকে অত্যন্ত সামান্য মনে করলে তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস বললো, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তোমার কোন প্রাপ্য নেই। তখন ফাতেমা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি বললো। জবাবে তিনি বললেন, তার কাছে তোমার কোন খোরপোশ প্রাপ্য নয়।..." (মুসলিম)৪৫১

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। হযরত আবু বকরও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় রিফা'আ আল কারযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর

www.amarboi.org

রসূল! আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক বায়েন দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! তার কাছে কাপড়ের কুপি ছাড়া আর কিছুই নেই। সে তার বড় চাদরের আঁচল তুলে দেখালো। খালেদ ইবনে সাঈদ দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে তখনো ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে খালেদ বললো, হে আবু বকর! এই মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যা প্রকাশ করছে তা থেকে তুমি কি তাকে বিরত রাখবে না? (আয়েশা বলেন,) আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসি দেয়ার অধিক আর কিছুই করলেন না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তাহলে রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হতে পারে না যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তার স্বাদ আস্বাদন করবে। পরে এটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫২]

"সা'ঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন....... আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর)! লিআনকারীদের মধ্যে কি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে? তিনি জবাব দিলেন, সুবহানাল্লাহ! অবশ্যই। সর্বপ্রথম এ প্রসংগে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞেস করেছিল। সে বলেছিল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন যদি আমাদের মধ্য থেকে কেউ তার স্ত্রীকে ব্যভিচার করতে দেখে তাহলে সে কি করবে? যদি সে তা ব্যক্ত করে তাহলে জঘন্য কথা ব্যক্ত করবে আর যদি নিরব থাকে তাহলে এমন জঘন্য কথাকে কেমন করে হজম করবে? ইবনে উমর বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে চুপ করে রইলেন এবং কোনো জবাব দিলেন না। এরপর ঐ ব্যক্তি আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। এবার সে বললো, যে কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন আমি নিজে তার মধ্যে পড়ে গিয়েছি। তখন মহান আল্লাহ সূরা নূরের এ আয়াতগুলি নাযিল করলেন ঃ

والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله لا انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرؤا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله لا انه لمن الكاذبين لا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ،

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের-সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার কসম খেয়ে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, ' সে মিথ্যাবাদী

www.amarboi.org

হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লানত।' তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় এই মর্মে যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বারে বলে, 'তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।'(আন নূরঃ৬-৯)[৪৫৩] তিনি পুরুষটিকে এ আয়াত পড়ে শুনালেন, তাকে উপদেশ দিলেন এবং বুঝালেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে সহজ। সে জবাব দিল ঃ না, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহর কসম! আমি তার প্রতি কোনো মিথ্যা আরোপ করিনি। এরপর তিনি তার স্ত্রীকে ডাকলেন, তাকে ভয় দেখালেন ও বুঝালেন এবং বললেন দেখ দুনিয়ার আযাব আখেরাতের আযাবের চেয়ে অনেক সহজ। কিন্তু সে বললো ঃ না, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম! আমার স্বামী মিথ্যাবাদী। তখন তিনি পুরুষটি থেকে শুরু করলেন। সে চারবার সাক্ষ্য দিল আল্লাহর নাম নিয়ে যে, সে সত্যবাদী। পঞ্চম বার সে বললো, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর পড়বে আল্লাহর লানত। এরপর মহিলাটিকে ডাকা হলো। সে আল্লাহর নাম নিয়ে চারবার এই মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বার সে বললো, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব পড়বে। তারপর তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম, তবে এখানে মুসলিমের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে)[৪৫৪]

"ইবনে আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দুজন মহিলা ঘরের মধ্যে সেলাই করছিল। সেই কক্ষের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক গল্প গুজব করছিল। ইতিমধ্যে উক্ত দুই মহিলার একজন বেরিয়ে আসলো। তার হাতের তালুতে সূঁচ ফুটিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। অভিযোগটি ইবনে আব্বাসের কাছে পেশ করা হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ দাবী করলেই যদি তা পূরণ করা হতো তাহলে মানুষের রক্তপাত হতো এবং তাদের অর্থ-সম্পদও হাতছাড়া হতো। তাই ইবনে আব্বাস বললেন, অপর মহিলাটিকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখাও এবং কুরআনের আয়াত ان الذين يشترون بعهد الله (যারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি বিক্রি করে) পাঠ করে শোনাও। সবাই তাকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে ভীতি প্রদর্শন করলে সে অপরাধ স্বীকার করলো। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হলফ করতে হবে বিবাদীকে।" (বুখারী)[৪৫৫]

"সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরওয়া নাম্নী এক মহিলা মারওয়ানের কাছে সাঈদের বিরুদ্ধে তার ভূমি সংক্রান্ত অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলে সাঈদ বললেন, আমি তার ভূমি সংক্রান্ত অধিকার কি করে খর্ব করতে পারি? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (অন্যের) এক বিঘত পরিমাণ ভূমি ভোগ দখল করবে কেয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৬]

www.amarboi.org

চতুর্থত, শাস্তি কার্যকর করা

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

الـزانيـة والـزانى فـاجـلـدوا كل واحـد منهمـا مائـة جلـدة ص ولا تاخـذكم بهمـا رأفـة فـى ديـن الـلـه ان كنـتم تؤمـنـون بالـلـه والـيـوم الاخـر ولـيـشـهـد عذابهما طـائـفـة من المؤمـنيـن ٠ (سـورة النـور – الايـة ٢)

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও করুণা যেন তোমাদের মনে না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকো। আর তাদেরকে শাস্তি দানের সময় যেন মুমিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।"(আন-নূর ঃ ২)

"আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা তার পিতা বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন,.... তিনি বলেছেন, অতপর গামেদিয়া এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনায় লিপ্ত হয়েছি। আমাকে পবিত্র করে দিন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরদিন সে আবার এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনি মা'য়েযকে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও সম্ভবত সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আল্লাহর কসম! আমি যিনার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে এখন চলে যাও এবং সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করো। সন্তান প্রসব করার পর সে শিশুটিকে এক খন্ড কাপড়ে জড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এনে বললো, আমি এই শিশুটিকে প্রসব করেছি। নবী বললেন, এখন চলে যাও এবং দুধ না ছাড়া পর্যন্ত তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অতপর দুধ ছাড়ানোর পর শিশুটিকে নিয়ে সে আবার আসলো। তখন শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! এটি হচ্ছে সেই শিশু। আমি তাকে দুধ ছাড়িয়েছি এবং এখন সে খাবার খেতে শুরু করেছে। তখন তিনি শিশুটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে রজম করার আদেশ দিলে সবাই তাকে 'রজম' (পাথর ছুঁড়া) করলো। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ একটি পাথর হাতে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করলো। তাতে রক্ত ছিটকে খালেদের মুখমন্ডলে পড়লে তিনি তাকে গালি দিলেন। তার প্রতি খালেদের এই গালি শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ খালেদ, থামো! যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি জুলুমবাজ ট্যাক্স আদায়কারীও করতো তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো। তারপর তিনি তার জানাযা পড়লেন এবং তাকে দাফন করা হলো।". (মুসলিম)[৪৫৭]

"আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি আপনাকে

www.amarboi.org

আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মধ্যকার বিবাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ যে তার চেয়ে বুদ্ধিমান ও চতুর ছিল উঠে বললো, সে ঠিকই বলেছে। আপনি আমাদের বিবাদ আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করে দিন এবং হে আল্লাহর রসূল, আমাকে অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বর্ণনা করো। তখন সে বললো, আমার পুত্র এই ব্যক্তির পরিবারে মজদুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমি একশত বকরী ও একজন খাদেমের বিনিময়ে তার সাথে আপোস করেছি। তাছাড়া আমি বহুসংখ্যক পন্ডিত লোকদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, আমার পুত্রকে একশতটি বেত্রাঘাত করে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমি তোমাদের দুজনের মধ্যকার বিবাদ আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। একশত বকরী ও খাদেম তুমি ফেরত পাবে। তোমার ছেলেকে একশতটি বেত্রাঘাত করা হবে ও এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা হবে। আর হে উনাইস! তুমি সকালে এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে। যদি সে অপরাধ স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করবে। স্ত্রীলোকটি যিনার অপরাধ স্বীকার করলে তাকে রজম করা হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৮]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়কালে এক মহিলা চুরি করলে তার কওমের লোকজন ভীত হয়ে উসামা ইবনে যায়েদকে সুপারিশকারী হিসেবে প্রেরণ করলো। উসামা তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর নির্ধারিত দন্ডবিধির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছো? এ কথা শুনে উসামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা (ভাষণ) দিতে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন, অতপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন অভিজাত খান্দানের লোক চুরি করলে তারা তার বিচার করতো না। কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার ওপর হদ্দ (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর করতো। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। (নাসায়ী বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ[৪৫৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বেলাল! ওঠো, তার হাত কেটে দাও। এরপর সে উত্তম তওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আয়েশা বলেন, এর পর সে আমার কাছে আসতো আর আমি তার প্রয়োজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬০, ৪৬১]

www.amarboi.org

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়েদ ইবনে হারেসা, জা'ফর ইবনে আবু তালেব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের খবর আসলো তখন তিনি এমনভাবে বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে শোকের চিহ্ন ফুটে উঠলো। আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, জাফরের পরিবারের মহিলারা কান্নাকাটি করছে। তিনি তাকে তাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করতে আদেশ দিলেন। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে জানালো যে, সে তাদেরকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেছে কিন্তু তারা তা শুনছে না। তিনি বললেন, তাদেরকে নিষেধ করো। সে তৃতীয় বার এসে বললো, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাকে হার মানিয়েছে। আয়েশা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, তাদের মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬২]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চোখের অশ্রু বা হৃদয়ের শোক ও দুঃখের কারণে আল্লাহ কাউকে শাস্তি দান করবেন না। তবে শাস্তি দেবেন বা দয়া করবেন এর কারণে, এ বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইংগিত করলেন। মৃতকে তার পরিজনদের বিলাপের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এভাবে কান্নাকাটি করলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেত্র দ্বারা প্রহার করতেন এবং কংকর ও মাটি নিক্ষেপ করতেন।" (বুখারী)[৪৬৩]

'অবগতির পর পাপী ও ঝগড়াটেদের ঘর থেকে বহিষ্কারকরণ' এই বাক্য দিয়ে ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন। বিলাপ করে কান্নাকাটি করায় উমর আবু বকরের বোনকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

এ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে সহীহ সনদে যুহরীর মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে এটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আবু বকর মৃত্যুবরণ করলে আয়েশা কান্নার জন্য পেশাদার ক্রন্দনকারী নিয়োগ করেন। উমর তা অবহিত হয়ে নিষেধ করলে তারা তার নিষেধাজ্ঞা মানতে অস্বীকার করে। তখন তিনি হিশাম ইবনুল ওয়ালীদকে নির্দেশ দেন যে, আবু কুহাফার কন্যা অর্থাৎ উম্মে ফারওয়াকে বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি তাকে দুররা দিয়ে কয়েক বার আঘাত করলে তা জানতে পেরে ক্রন্দনকারিণীরা পালিয়ে যায়। যুহরীর মাধ্যমে অন্য একটি সনদে ইসহাক ইবনে রাহাবিয়াহ্ তার মুসনাদে এই বলে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি একজন একজন করে ঐ মহিলাদেরকে বের করে এনে দুররা দিয়ে প্রহার করেন।[৪৬৪]

www.amarboi.org

মুবাহালায় অংশগ্রহণের সময় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون • الحق من ربك فلا تكن من الممترين • فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين • (سورة ال عمران الايات ٥٩-٦١)

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মত, যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন হয়ে যা আর তা হয়ে গিয়েছে। এটা প্রকৃত সত্য যা তোমার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে। তুমি সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরে এ ব্যাপারে যেই তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে (হে মুহাম্মদ) তাকেই তুমি বলে দাও ঃ এসো, আমরা এবং তোমরা নিজেরাও থাকি এবং নিজ নিজ স্ত্রী-সন্তানদেরকেও নিয়ে আসি, তারপর আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করি, যে মিথ্যাবাদী তার ওপর আল্লাহর লানত পতিত হোক।"(আলে ইমরান ঃ ৫৯-৬১)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে... "তুমি বলে দাও আমরা এবং তোমরা নিজেরাও থাকি এবং নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আসি" এর অর্থ 'মুবাহালা'র সময় তাদেরকে উপস্থিত করি... তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরদিন সকালে হাসান ও হুসাইনকে একটি রেশমী কাপড়ে আবৃত করে বের হলেন। হযরত ফাতেমা তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। সে সময় তাঁর কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন...।

www.amarboi.org

বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত

পরিশ্রম ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে

"আবু হুমাইদ আস-সা'য়েদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছে তিনি এক মহিলাকে তার বাগানের মধ্যে দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদের বললেন, তোমরা এই বাগানের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করো। তিনি নিজেও ঐ বাগানে দশ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর আছে বলে অনুমান করলেন। তিনি ঐ মহিলাকে বললেন, বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখো। আমরা তাবুকে পৌঁছার পর তিনি বললেন, আজ রাতে প্রচণ্ড ঝন্‌ঝাবাত্যা প্রবাহিত হবে। সুতরাং কেউ যেন সে সময় উঠে না দাঁড়ায়। আর যাদের সাথে উট আছে তারা যেন উটগুলোকে বেঁধে রাখে। সুতরাং আমরা উটসমূহ বেঁধে রাখলাম। রাতের বেলা প্রচণ্ড ঝন্‌ঝা প্রবাহিত হলো। সেই সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে বাতাস তাকে উঠিয়ে 'তাঈ' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। 'আয়লাহ্'র * শাসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপহার পাঠালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একখানা চাদর পাঠালেন এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী নিজ এলাকায় শাসনের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে তাকে একখানা সনদপত্র লিখে দিলেন। অতপর ফেরার পথে ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছে সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বাগানে উৎপন্ন খেজুরের পরিমাণ কত হয়েছে? সে বললো, দশ ওয়াসাক, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমান করেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬৫, ৪৬৬]

এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের কাজে মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাত হওয়া এবং মেয়েদের খেলাধুলা পর্যবেক্ষণ করা কোন বিরল বা দুর্লভ ঘটনা নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হাবশীদের খেলাধুলা দেখেছিলেন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কিছুটা সারল্য ও প্রফুল্লতার ক্ষেত্রে

عن مسروق قال : دخلنا على عائشة رضى الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بابيات له وقال : حسان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك. قال مسروق : فقلت لها لما تأذنى لهيدخل عليك وقد قال الله تعالى :والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم . فقالت : واى

** আয়লাহ হেজাযের উত্তর দিকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত একটি নগরী।*

www.amarboi.org

عذاب اشد من العمي قالت له انه كان ينافح اويهاجى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা (একদা) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। সেই সময় তাঁর কাছে হাসসান ইবনে সাবেত উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি–যার মধ্যে মেয়েদের বিষয়ে আলোচনা আছে- আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন। তিনি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

حصان رزان ماتزن بريبة : وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

"কলুষ-কলঙ্কহীন পবিত্র চরিত্র তাঁর
বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল ও শানিত ব্যক্তিত্ব
সন্দেহ-সংশয় দিয়েও করা যায় না তাকে অভিযুক্ত
অভুক্ত থাকেন তিনি, তবুও পূতপবিত্র নারীদের
মাংস ভক্ষণ করে করেন না ক্ষুধা নিবারণ"*

(হাসসান ইবনে সাবেতের মুখে নিজের প্রশংসামূলক এই পংক্তিগুলোর আবৃত্তি শুনে) আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু আপনি যা বলছেন, নিজে তো তেমন নন। মাসরূক বলেন, তখন আমি আয়েশাকে বললাম, আপনি তাকে আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রদান করেন কেন? অথচ মহান আল্লাহ তো তার সম্পর্কেই বলেছেন, والذين تولى كبره منهم له عذاب عظيم. 'তাদের মধ্য থেকে অপবাদ রটনার ব্যাপারে যে বেশী তৎপর হয়েছে তার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে।' এ কথা শুনে আয়েশা বললেন, অন্ধত্ব থেকে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি আরো বললেন, হাসসান ইবনে সাবেত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিন্দাগাথা(কবিতা)-এর মাধ্যমে কাফেরদের প্রচারণার জবাব দিতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)৪৬৭

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন... আসমা বিনতে উমায়েস... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কাছে আসলেন। তিনি হিজরতকারীদের সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। আসমা হাফসার কাছে থাকতেই উমরও হাফসার কাছে গেলেন। আসমাকে দেখে 'উমর বললেন, এ কে? হাফসা বললেন, আসমা বিনতে উমায়েস। উমর প্রশ্ন করলেন, এই কি সেই হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা? এই কি সেই সমুদ্র যাত্রাকারিণী আসমা? আসমা

অসাক্ষাতে কোন মানুষের নিন্দাবাদ করা গীবত। গীবত এবং মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে সমপর্যায়ের বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার চরিত্র এতই পূতপবিত্র ও কলুষ-কলঙ্কহীন যে, তিনি কখনো কারো গীবত করেন না। গোশত না খেয়ে ক্ষুধিত থাকার কথা বলে এ বিষয়টিকে বুঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

www.amarboi.org

বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর বললেন, আমরা তোমাদের পূর্বে হিজরত করেছি। তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী নিকটবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! কখখনো তা নয়। আপনারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনকে উপদেশ দান করতেন। কিন্তু আমরা ছিলাম হাবশায়। সেটি ছিল বহু দূরে অবস্থিত একটি শত্রুদেশ। আমাদেরকে সেখানে কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণেই আমরা এসব কষ্ট সহ্য করেছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি যা বললেন, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি খাদ্য গ্রহণ করবো না কিংবা পানিও পান করবো না। আল্লাহর শপথ! আমি মিথ্যে বলবো না, অপব্যাখ্যা করবো না কিংবা বাড়িয়েও বলবো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬৮]

"সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেই সময় কতিপয় কুরাইশ মহিলা নবী (স)-এর সাথে আলাপ করছিল এবং তাদের প্রয়োজনীয় কথা অধিকমাত্রায় জানার জন্য উচ্চস্বরে দাবী জানাচ্ছিল। উমর (রা) প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তারা উঠে ত্বরিতে পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। সে সময় তিনি হাসছিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে হাসিখুশীতে রাখুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেসব মহিলা আমার কাছে ছিল তাদের কর্মকাণ্ডে আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার কণ্ঠ শুনেই তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাদের উচিত ছিল আপনাকে ভয় করা। অতপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আত্মঘাতকের দল! তোমরা আমাকে ভয় করে থাক অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভয় কর না। তারা বললো, তা ঠিক, কারণ তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে কঠোর ও অত্যন্ত রূঢ়ভাষী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! শয়তান তোমাকে কোন পথ দিয়ে যেতে দেখলে সে পথে না গিয়ে অন্য পথে চলে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬৯]

খুশীর খবর শোনা ও বারবার শুনতে চাওয়ার ক্ষেত্রে

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে (আসমা বিনতে উমাইস) বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমর এসব কথা বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি উমরকে কি বলেছো? আসমা বলেন, আমি বললাম, আমি তাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। তিনি বললেন, তোমাদের তুলনায় উমর আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। উমর ও তার সংগীদের মাত্র একটি হিজরত হয়েছে। আর তোমরা জাহাজে আরোহণকারীদের

www.amarboi.org

দুটি হিজরত হয়েছে। আসমা বিনতে উমাইস বর্ণনা করেছেন, আমি আবু মূসা ও জাহাজে আরোহণকারী অন্যদের এ হাদীস সম্পর্কে জানার জন্য দলে দলে আমার কাছে আসতে দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার চেয়ে পৃথিবীর আর কোন বস্তুই তাদের কাছে অধিক মূল্যবান ও আনন্দদায়ক ছিল না। আসমা বলেন, আমি দেখেছি আবু মূসা আমার নিকট থেকে এ হাদীসটি বারবার শুনতে চাইতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭০]

শরীয়তের যে নীতি "হারাম ফী যাতিহি" (বস্তুটি নিজেই হারাম) এবং 'মাকরূহ' অথবা "হারাম লিগাইরিহি" (বস্তটির সাথে বাইরের কোন কারণ যুক্ত হওয়ায় হারাম) এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে সে নীতির ভিত্তিতে উপরোক্ত ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা যায়। 'হারাম ফী যাতিহি' এমন অকাট্য হারামকে বলা হয় যার নিকটবর্তী হওয়ার কোন পথই খোলা নেই। কিন্তু 'মাকরূহ' বা 'হারাম লিগাইরিহি' এমন 'মাকরূহ' বা হারাম যেখানে বাইরের কারণটি অনুপস্থিত থাকলেই তার 'মাকরূহ' বা 'হারাম' হওয়া রহিত হয়ে যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে হাদীসে বর্ণিত সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থাগুলি কিংবা ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত থেকে পুরুষদের এক ধরনের খেলা দেখা। এ ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা না থাকলেই মাকরূহ বা হারাম হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়।

www.amarboi.org

বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরস্পর অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাগৃহের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। কুরাইশদের দলবল তাদের আসরে উপস্থিত ছিল। তাদের একজন বললো, তোমরা কি এই প্রদর্শনকারী (ভন্ড)কে দেখতে পাচ্ছ? তোমাদের কেউ কি অমুক গোত্রের জবাইখানায় গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি, রক্ত ও বাচ্চাদানীটা নিয়ে এসে তার সিজদায় যাবার সময় পিঠের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে? তাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা ব্যক্তি এ কাজের জন্য প্রস্তুত হলো। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গেলে সে ঐগুলো তাঁর পিঠের ওপর চাপিয়ে দিল। ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা থেকে উঠতে পারলেন না। তখন তারা হাসতে থাকলো। এমনকি হাসির চোটে একে অপরের গায়ের ওপর ঢলে ঢলে পড়তে থাকলো। কোন একজন গিয়ে ফাতেমাকে এ খবর জানালো। সেই সময় তিনি একজন বালিকা মাত্র ছিলেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে আসলেন এবং তাঁর পিঠের ওপর থেকে আবর্জনাগুলো সরিয়ে ফেললেন। তখনো নবী (স) সিজদা থেকে উঠতে পারেননি। অতপর ফাতেমা তাদেরকে তিরস্কার করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ (স) নামায শেষ করার পর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করো। হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করো। হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করো। অতপর তিনি নাম ধরে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমর ইবনে হিশাম, 'উতবা ইবনে রাবীআহ, শাইবা ইবনে রাবীআহ, ওয়ালীদ ইবনে 'উতবা, উমাইয়া ইবনে খালাফ, 'উকবা ইবনে আবী মু'আইত ও আমারা ইবনে ওয়ালীদকে পাকড়াও করো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের টেনে নিয়ে বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করে মাটিচাপা দেয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই কূপবাসীদের ওপর চিরদিনের জন্য লানত নির্ধারিত হয়ে গেছে।" (বুখারী)[৪৭১]

'নারী নামাযের স্থান থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে নিক্ষেপ করতে পারে' এই অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে ইমাম বুখারী এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

عن عمر رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب ، فانزل الله اية الحجاب.

"উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে সৎ ও পাপী সব রকমের মানুষই এসে থাকে। তাই আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনদেরকে হিজাব অবলম্বনের আদেশ দিতেন তাহলে খুবই ভাল হতো। তখন আল্লাহ তাআলা হিজাবের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন।"(বুখারী)[৪৭২]

"আয়েশা থেকে (অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে) বর্ণিত। ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে বললেন, হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে আমাকে যে ব্যক্তি কষ্ট দিয়েছে তার থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর শপথ আমি আমার স্ত্রী

www.amarboi.org

সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছুই জানি না। আর তারা এমন একটি লোকের কথা বলছে যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না এবং সে কখনও আমার সাথে ছাড়া আমার বাড়িতে প্রবেশ করে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৩, ৪৭৪]

عـن انـس بـن مـالـك أنـه راى على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليـه وسلـم بـرد حـريـر سـيراء ·

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা উম্মে কুলসূমের গায়ে রেশমী ঝালরযুক্ত চাদর দেখেছেন।" (বুখারী)[৪৭৫]

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে সুলাইমের কাছে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। রসূলুল্লাহ (স) ইয়াতীম বালিকাটিকে দেখে বললেন, তুমিই কি সেই মেয়ে? তুমি তো বেশ বড় হয়ে গিয়েছো। তুমি যেন আর বড় না হও। একথা শুনে ইয়াতীম বালিকাটি কাঁদতে কাঁদতে উম্মে সুলাইমের কাছে ফিরে গেলে উম্মে সুলাইম বললো, বেটি, তোমার কি হয়েছে? বালিকাটি বললো, আমি যেন বড় না হই এই কথা বলে আল্লাহর নবী আমাকে বদ দোয়া করেছেন। এখন তো আর কখনো আমি বড় হবো না। এ কথা শুনে উম্মে সুলাইম মাথায় ওড়না জড়াতে জড়াতে দ্রুত বেরিয়ে এলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, কি ব্যাপার! উম্মে সুলাইম, তোমার কি হয়েছে? উম্মে সুলাইম বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমার ইয়াতীম মেয়েটিকে বদ দোয়া করেছেন? তিনি বললেন, কিভাবে হে উম্মে সুলাইম? উম্মে সুলাইম বললেন, সে বলছে যে, সে যেন বড় না হয় এ কথা বলে আপনি তাকে বদ দোয়া করেছেন? এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি কি জান না, আমার রবের সাথে আমার শর্ত আছে? আমি তাকে বলেছি, আমি মানুষ বৈ কিছু না। অন্য মানুষেরা যেমন খুশী বা রাগান্বিত হয় আমিও তেমনি খুশী বা রাগান্বিত হই। সুতরাং আমার উম্মতের কাউকে যদি আমি এমন বদ দোয়া করি যার উপযুক্ত সে নয় তাহলে সে দোয়াকে তুমি তার জন্য কিয়ামতের দিন পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা ও নৈকট্যের কারণ বানিয়ে দিয়ো।" (মুসলিম)[৪৭৬]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য) খেজুর গাছ উপহার দিতো। তিনি বনী কুরায়যা ও বনী নাযীরের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে আমার পরিবারের লোকেরা তাকে দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ বা তার কিছু অংশ ফেরত চাইতে বললো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই গাছগুলো উম্মে আয়মানকে দান করেছিলেন। সেই সময় উম্মে আয়মন এসে আমার গলায় কাপড় জড়িয়ে বলতে থাকলেন, এরূপ কখনো হতে পারে না। যে মহান সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই তাঁর শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গাছগুলো আর তোমাকে দেবেন না। কারণ তিনি ঐ গাছগুলো আমাকে দান করেছেন অথবা তিনি যা বলেছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে আয়মনকে বলছিলেন, তোমাকে অতগুলোই দেয়া হবে (তুমি ওগুলি ফেরত দাও)। কিন্তু তিনি বলে যাচ্ছিলেন, আল্লাহর কসম!

www.amarboi.org

এরূপ কখনো হতে পারে না। অবশেষে তিনি তাকে তা দিলেন। আনাস বলেন, আমার মনে হয় তিনি বললেন, তার দশগুণ তোমাকে দেয়া হবে অথবা তিনি যেরূপ বলেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৭]

"ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... একজন আনসারী মহিলা বন্দী হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী আদবা আহত হয়। মহিলাকে বেঁধে রাখা হয়। তারা তাদের জন্তুগুলিকে আরামের জন্য ঘরের সামনে বসিয়ে রাখতো। এক রাতে মহিলাটি বন্ধনমুক্ত হয়ে উটের কাছে যায়। কিন্তু যখনই সে উটের নিকটবর্তী হচ্ছিল, তখনই তা ডাকাডাকি শুরু করছিল। তাই সে অবশেষে আদবার কাছে গেলে সেটি কোন শব্দ করেনি। বর্ণনাকারী ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, সেটি ছিল অত্যন্ত অনুগত উটনী। মহিলা তার পেছনের দিকে বসে চলার জন্য ইংগিত দিলে সেটি চলতে শুরু করে। পরে তারা তার পলায়নের বিষয় বুঝতে পেরে তার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু ব্যর্থ হয়। বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করে যে, যদি আল্লাহ তাকে এই উটনীর পিঠে সওয়ার করে মুক্তি দেন তাহলে এটিকে জবাই করবে। সে মদীনায় আগমনের পর লোকজন উটটিকে দেখে বলাবলি শুরু করলো যে, এতো দেখছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী আদবা। মহিলাটি বললো, এ উটনীর ব্যাপারে মানত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি আমাকে এর পিঠে আরোহণ করিয়ে মুক্তি দেন তাহলে আমি এটিকে জবাই করবো। তখন সবাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাকে অবহিত করলে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! সে উটনীটাকে কি ক্ষতিকর প্রতিদান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ মর্মে মানত করেছে যে, তার পিঠে আরোহণ করিয়ে আল্লাহ তাকে মুক্ত করলে সে তাকে জবাই করবে। গোনাহ ও অপরাধমূলক কোন মানত কিংবা যা মানুষের নিজের মালিকানাধীন নয় এমন মানত পূরণ করা বৈধ নয়।" (মুসলিম)[৪৭৮]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইনতিকাল করেন। এ সময় একদিন নামাযের সময় হলে আযান দেয়া হলো। তিনি বললেন, তোমরা আবু বকরকে বলো, লোকদের নামায পড়াতে। আবু বকর নামায পড়ানোর জন্য বের হলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা উপশম বোধ করলেন এবং দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, আসেম থেকে ইবনে হিব্বান বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে, তিনি কিছুটা উপশম বোধ করলে বারীরা* ও নূবার উপর ভর দিয়ে বের হলেন।[৪৮০] ... ইবনে মাজা সালেম ইবনে 'উবায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরা ও অপর এক ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। উত্তম সনদে ইবনে আবী শায়বা বর্ণিত একটা হাদীসে আছে, বারীরা ও নূবা'র কাঁধে ভর দিয়ে।[৪৮১] এসব হাদীসের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইমাম নববীর ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরা ও নূবা'র কাঁধে ভর দিয়ে ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আব্বাস ও আলীর কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের স্থান পর্যন্ত পৌছেছিলেন।[৪৮২]

** বারীরা একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত আয়েশা তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নূবা একজন ক্রীতদাসের নাম।*

www.amarboi.org

মুসলিম পুরুষদের অমুসলিম মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত

ঈমানদারদেরকে কষ্টদানের ক্ষেত্রে

عن جندب بن سفيان رضى الله عنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين اوثلاثا فجاء ت امرأة فقالت : يامحمد انى لارجو ان تكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين اوثلاثا . فانزل الله عزوجل : والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى .

"জুনদুব ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠতে পারলেন না। তখন এক মহিলা এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। দুই অথবা তিন রাত ধরে আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখিনি। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ

والضحى والليل اذا سجى . ماودعك ربك وما قلى 'দিনের আলোর শপথ, এবং রাতের শপথ যখন তা নিবিড়ভাবে ছেয়ে যায়। তোমার রব না তোমাকে ত্যাগ করেছেন, না ভুলে গিয়েছেন।" [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের স্বল্পকাল পরে মক্কায় এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।] (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৩]

মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে

"আবু যর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা আমাদের কওম গিফার থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের কওম গিফার হারাম মাসকেও হালাল* মনে করতো। আমি নিজে, আমার ভাই উনায়েস ও আমাদের মা কওম থেকে যাত্রা করে আমাদের এক মামার বাড়ি গিয়ে উঠলাম। মামা আমাদেরকে খুবই সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তার গোত্রের লোকজন আমাদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠলো। তারা আমার মামাকে বললো, তুমি যে সময় তোমার পরিবার থেকে দূরে ছিলে তখন উনায়েস তার কাছে গিয়েছে (অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে)। অতএব তিনি ফিরে এসে তাকে যা বলা হয়েছিল সে কথাটা প্রচার করে দিলেন (তার নিজের বোকামির কারণে)। তখন আমি তাকে বললাম, পূর্বে আপনি আমাদের প্রতি কল্যাণ ও সদাচরণ

** অর্থাৎ আরবের অন্য সব গোত্র হারাম মাসসমূহে যুদ্ধবিগ্রহ মহাপাপ মনে করে সেই সময় যুদ্ধবিগ্রহ ও খুন-খারাবি থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু আমাদের গোত্র গিফার তা মনে করতো না তারা হারাম মাসসমূহেও যুদ্ধ ও খুন-খারাবি হালাল মনে করতো।*

www.amarboi.org

করেছেন, তাকে এখন কলুষিত করে ফেলেছেন। তাই এর পরে আপনার সাথে আর একত্রে থাকা সম্ভব নয়। আমরা আমাদের উটগুলিকে প্রস্তুত করে তাতে সবকিছু উঠিয়ে রওয়ানা হলাম। তখন মামা একখানা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আমরা চলতে চলতে অবশেষে মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থানে থামলাম। উনায়েস আমাদের যে উটগুলি ছিল সেগুলি এবং তার সমসংখ্যক অন্যজনের উটের ওপর বাজী ধরে দুজনে এক গণকের কাছে গেলো। গণক উনায়েসকে বিজয়ী ঘোষণা করলো। উনায়েস আমাদের উটের দল এবং তার সমসংখ্যক উট নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসলো। আবু যর হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে সামেতকে বললেন, হে ভাতিজা! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমি তিন বছর পর্যন্ত নামায পড়েছি। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম, কার উদ্দেশ্যে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিকে মুখ করে পড়তেন? তিনি বললেন, আমার রব আমাকে যে দিকে মুখ করাতেন। আমি অনেক রাত্রে নামায পড়তাম। অবশেষে রাত শেষ হয়ে আসলে আমি মাটির ওপর কাপড়ের বান্ডিলের মত সূর্য অনেক উপরে না ওঠা পর্যন্ত পড়ে থাকতাম।

যাই হোক, উনায়েস বললো, মক্কায় আমার প্রয়োজন আছে। তাই আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি সবকিছু দেখাশোনা করবে। উনায়েস রওয়ানা হয়ে মক্কায় গিয়ে পৌছলো। কিন্তু ফিরতে অনেক বিলম্ব করে ফেললো। অতপর সে ফিরে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সেখানে কি করেছো? সে বললো, মক্কায় তোমার দীনের অনুসারী এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকজন কি বলে? উনায়েস বললো, লোকেরা তাকে কবি, গণক ও যাদুকর বলে থাকে। উনায়েস নিজেও একজন কবি ছিল। সে বর্ণনা করেছে, আমি গণকদের কথা শুনেছি। কিন্তু তার কথা গণকদের কথার মতো নয়। তার কথাকে আমি কবিদের কথার সাথে তুলনা করেছি কিন্তু কেউই বলেনি যে, তা কবিতা। আল্লাহর শপথ! তিনি সত্যবাদী এবং তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আবু যর বলেন, আমি (উনায়েসকে) বললাম, আমি নিজে গিয়ে দেখে না আসা পর্যন্ত তুমি সব কিছু দেখাশোনার দায়িত্বে থাকো। তিনি বলেন, অতপর আমি মক্কায় পৌছে তাদের মধ্য থেকে একজন অতি দুর্বল মানুষকে খুঁজে বের করে (যাতে সবল মানুষের সাহায্য নিলে সে আমার ক্ষতি না করে বসে) জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটিকে তোমরা সাবী (ধর্মত্যাগী) বলে থাকো সে কোথায়? তখন সে আমার দিকে ইংগিত করে বললো, এই লোকটা 'সাবী' ধর্মত্যাগী। তখন মক্কা উপত্যকার সমস্ত লোক আমার প্রতি ঢিল ও ইট-পাটকেল বর্ষণ করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত আমি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম। অতপর জ্ঞান ফিরলে আমি উঠে বসলাম। তখন যেন আমি একটি লাল মূর্তি। আমি যমযমের পাশে এসে শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেললাম এবং যমযমের পানি পান করলাম। হে ভাতিজা! আমি সেখানে মোট তিরিশ রাত ও দিন অতিবাহিত করেছি। ঐ

www.amarboi.org

সময় আমি যমযমের পানি ছাড়া কোন খাবার পাইনি। তাই আমি মোটা হয়ে গেলাম এবং আমার পেটের ভাঁজ তিরোহিত হলো। আমি ক্ষুধাজনিত কোনো দুর্বলতা অনুভব করিনি। তিনি বলেন, এ সময় এক চাঁদনি রাতে মক্কাবাসী ঘুমিয়ে পড়লো। তখন কোনো তাওয়াফকারীই বায়তুল্লায় ছিল না, কেবলমাত্র মক্কাবাসী দুজন মহিলা ইসাফ ও নায়েলাকে ডাকছিল। (ইসাফ ও নায়েলা ছিল দুটি মূর্তি। ইসাফ পুরুষ ও নায়েলা মেয়ে। মুশরিকদের ধারণা তারা দুজন কাবাঘরের মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে চেহারা বিকৃত হয়ে সেখানে নিষ্প্রাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছিল।) তিনি বলেন, মহিলা দুজন তাওয়াফ করতে করতে আমার নিকটবর্তী হলে আমি বললাম, তাদের একজনকে অপরজনের (ইসাফ ও নায়েলা) সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। আবু যর বলেন, কিন্তু তারা তাদের ডাকাডাকি থেকে বিরত হলো না। তিনি বলেন, তারা পুনরায় আমার কাছে আসলে আমি বললাম, তার (ইসাফ) পুরুষাঙ্গ কাঠের মত। (তাদের পূজাকে ব্যঙ্গ করে কাঠখোট্টা ভাষায় এ কথা বললাম যেহেতু) রূপকের ভাষায় বর্ণনা করতে আমি অক্ষম ছিলাম। তখন মহিলা দুজন চিৎকার করে এই কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আমাদের গোত্রের কেউ এখানে থাকলে দেখাতাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়ে গেল।" (মুসলিম)[৪৮৪ক]

পরিস্থিতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের শেষাংশ

"আবু যর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তারা (উল্লেখিত দুই মহিলা) যখন চলে যাচ্ছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের সাথে তাদের দেখা হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, একজন 'সাবী' এসেছে। সে কাবা ও তার গিলাফের মাঝে লুকিয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে তোমাদেরকে কি বলেছে? মহিলা দুজন বললো, সে এমন কথা বলেছে যা বলা যায় না। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন। তিনি এবং তার সঙ্গী হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন এবং নামায পড়লেন। আবু যর বলেন, নামায শেষ করলে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁকে ইসলামের সম্বর্ধনা বাক্য দিয়ে সর্বপ্রথম সম্বোধন করলাম। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ (হে আল্লাহর রসূল! আপনার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক)। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ" (তোমার ওপরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি গিফার গোত্রের লোক..." (মুসলিম)[৪৮৪খ]

"বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সেই দিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের মোকাবিলা করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একদল তীরন্দাজকে একটি স্থানে মোতায়েন করে বললেন, তোমরা কোন অবস্থাতেই এখান থেকে নড়বে না। তোমরা যদি দেখ যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে

www.amarboi.org

বিজয়ী হয়েছি তবুও স্থান ত্যাগ করবে না। কিংবা যদি দেখ যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে তবুও আমাদের সাহায্য করবে না। আমরা যখন তাদের মোকাবিলা করলাম, তখন তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। আমরা দেখলাম, মুশরিকদের মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার ওপর টেনে তোলার কারণে তাদের পায়ের মলগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে...।" (বুখারী)[৪৮৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে ইসহাক যুবাইর ইবনুল আওয়াম থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে যুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেছেন, আমি দেখলাম হিন্দ বিনতে উতবা ও তার সঙ্গিনীরা পরিধেয় বস্ত্র উঠিয়ে পালাচ্ছে। সেই সময় তাদের দেহের নিম্নভাগে বস্ত্রের লেশমাত্র ছিল না।"[৪৮৬]

কঠোর ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মুশরিকদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র আসেম ইবনে উমরের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা রওয়ানা হয়ে উসকান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌছলে হুসাইন গোত্রের শাখা বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। তারা প্রায় একশ'জন তীরন্দাজের একটি দলকে তাদের পেছনে লাগিয়ে দিল। তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন একটি স্থানে গিয়ে উপনীত হলো যেখানে মুসলিম গোয়েন্দা দলটি অবস্থান করছিল এবং খেজুর খেয়েছিল। তারা (বনী লেহইয়ান গোত্রের তীরন্দাজরা) খেজুরের আঁটি দেখতে পেল, যা মুসলিম গোয়েন্দা দলটি মদীনা থেকে এনেছিল। তারা বুঝতে পারলো যে, ঐগুলো ইয়াসরিবের খেজুরের আঁটি। সুতরাং পদচিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তাদের সন্ধান লাভ করলো। আসেম ও তার সঙ্গীগণ যখন বুঝতে পারলেন তখন তারা একটি টিলার ওপরে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলার পর বললো, তোমরা যদি টিলা থেকে নেমে আস, তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম বললেন, আমি কোন কাফেরের নিরাপত্তায় বিশ্বাস করে এখান থেকে নামবো না। অতপর তিনি এই বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের খবর তোমার নবীকে জানিয়ে দাও। এরপর তারা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আক্রমণ করলো। এভাবে তারা আসেম ইবনে সাবেতসহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। তখন অবশিষ্ট থাকলেন খুবায়েব (ইবনে আদী), যায়েদ (ইবনুদ্ দাসেনা) ও অপর একজন। এবার তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করলে তাতে বিশ্বাস করে তারা(টিলা থেকে) নীচে নেমে আসলো। কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে বেঁধে ফেলতে লাগলো। এতে (তাদের দুজনের সংগী) তৃতীয় মুসলমানটি

www.amarboi.org

বললেন, এ আচরণের দ্বারা যা করা হলো তা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এবং টানাহেঁচড়া করে সাথে করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় তাকে হত্যা করলো। অতপর তারা খুবায়েব ও যায়েদকে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করলো। হারেস ইবনে আমের ইবনে নাওফালের পুত্রেরা খুবায়েবকে কিনে নিল। কারণ বদর যুদ্ধের দিন খুবায়েব হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকলেন। অবশেষে তারা তাকে হত্যা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যায়েদ ক্ষৌরকর্মের জন্য হারেসের এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলে তাকে তা দেয়া হলো। হারেসের কন্যা(পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণের পর) বর্ণনা করেছেন যে, তাকে ক্ষুর দেয়ার পর আমি আমার একটি শিশু সন্তান সম্পর্কে অসাবধান হয়ে পড়লে সে তার কাছে চলে যায়। তিনি শিশুটিকে নিজের উরুর ওপর বসান। এ অবস্থা দেখামাত্র আমি ভীষণ শংকিত হয়ে পড়ি, যা তিনি বুঝতে পারেন। তখন তার হাতে ঐ ক্ষুরটি ছিল। তিনি বললেন, আমি তাকে হত্যা করবো মনে করে কি তুমি ভীত হয়ে পড়েছো? ইনশাআল্লাহ আমি তা করবো না। হারেসের কন্যা বলতো, আমি খুবায়েবের চাইতে উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আমি তাকে আঙুরের ছড়া থেকে আঙুর খেতে দেখেছি। অথচ সেই সময় মক্কায় কোন প্রকার ফল ছিল না। আর সেও লৌহ-শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। ঐ আঙুর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিযিক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরপর তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হারামের সীমার বাইরে নিয়ে গেলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকায়াত নামায পড়ার সুযোগ দাও। নামায শেষে তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি এ আশংকা না থাকতো যে তোমরা বলবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে অতিমাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছি, তাহলে নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নিহত হওয়ার পূর্বে ২ রাকায়াত নামায পড়ার নিয়ম প্রচলন করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি একজন একজন করে তাদের পাকড়াও করো। অতপর তিনি নিম্নোক্ত পংক্তি দুটি আবৃত্তি করলেন ঃ

ما ان ابالی حین اقتل مسلما : علی ای شق کان لله مصرعی

'আমি যেহেতু মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি, তাই মৃত্যুর কোন পরোয়া করি না। আর মৃত্যুর পর যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন, তাতেও কোন পরোয়া নেই।'

وذلك فی ذات الاله وان یشأ : یبارك علی اوصال شلو ممزع

'আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন দেহের প্রতিটি টুকরায় বরকত দান করবেন।'

এরপর উকবা ইবনুল হারেস অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করে ফেললো। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসেম ইবনে সাবেতের হত্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার মৃতদেহের কিছু অংশ আনার জন্য লোক পাঠায়। কারণ তিনি বদর যুদ্ধে তাদের একজন

www.amarboi.org

বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বোলতা বা ভীমরুলের বিশাল একটি ঝাঁক প্রেরণ করলেন, যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসেমের লাশকে রক্ষা করলো। ফলে তারা তার মৃতদেহের কোন অংশ নিয়ে যেতে সক্ষম হলো না।"(বুখারী)[৪৮৭]

বিচারকার্যের সময়

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো যে, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ও এক নারী যেনা করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের বিষয়ে তাওরাতে কি আছে? তারা বললো, আমরা তাদের লাঞ্ছিত ও বেত্রাঘাত করি। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে রজমের বিধান আছে। তখন তারা তাওরাত এনে খুললো এবং তাদের একজন রজমের আয়াতটির ওপর হাত রেখে তার আগের ও পরের আয়াত পাঠ করলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠিয়ে নিলে সেখানে রজমের আয়াতটি দেখা গেল। তখন তারা বলে উঠলো, হে মুহাম্মদ! সে (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) ঠিকই বলেছে, এর মধ্যে রজমের কথাও আছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজমের নির্দেশ দিলে তাদের দুজনকে রজম করা হলো। হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি দেখলাম পুরুষ লোকটি মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৮]

কল্যাণ প্রার্থনা ও কল্যাণ পেশের ক্ষেত্রে

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা যখন কোন এক সফরে ছিলাম আমরা একটি স্থানে থামলে একজন দাসী এসে বললো, গোত্রের অধিপতি দংশিত হয়েছে। আমাদের গোত্রের পুরুষরা সবাই অনুপস্থিত। ঝাড়ফুঁক করতে পারে এমন কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছে? (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, [৪৮৯ক] মুসলমানরা ঐ গোত্রের লোকদের মেহমান হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।) তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার সাথে গেল ... সে ঝাড়ফুঁক করায় সর্দার সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তিরিশটি বকরী দেয়ার নির্দেশ দিল এবং আমাদেরকে দুধ পান করালো। সে ফিরে আসলে আমরা তাকে বললাম, তুমি কি ভাল কিছু পড়ে ঝাড়ফুঁক করো, না মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করো? সে বললো, আমি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতেহা) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়ফুঁক করিনি। আমরা বললাম, এ বিষয়ে তোমরা কেউ কিছু বলো না যতক্ষণ না আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করি। আমরা মদীনায় এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি

www.amarboi.org

বললেন, সে কি করে জানলো যে, এ সূরা ঝাড়ফুঁকের কাজে লাগে? তোমরা বকরীগুলো নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নাও এবং আমার জন্য একটা অংশ রাখো" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৯খ]

"ইমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক সফরে ছিলাম... লোকজন তাঁর কাছে এসে পিপাসার কথা জানালো। তখন তিনি সেখান থেকে এক ব্যক্তিকে ডাকলেন... এবং আলীকেও ডেকে বললেন, তোমরা পানির সন্ধানে যাও। তারা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা এক মহিলার সাক্ষাত পেলেন, যে একটি উটের পিঠে দুই দিকে দুটি পানি ভরতি মশক ঝুলিয়ে নিজে তার মাঝখানে উটের পিঠে বসে অগ্রসর হচ্ছে। তারা দুজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি কোথায়? সে বললো, গতকাল ঠিক এই সময় আমি পানির কাছে ছিলাম। আমার গোত্রের লোকেরা আমার পেছনে আসছে। তারা তাকে বললেন, আমাদের সাথে চলো। সে তখন বললো, কোথায় যাব? তারা বললেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। সে বললো, যাকে ধর্মত্যাগী সাবী বলা হয় তার কাছে? তারা বললেন, হ্যাঁ, তিনিই যাকে তোমরা তা বলে থাক। কিন্তু এখন আমাদের সাথে চলো। তারা তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাকে সব কিছু বর্ণনা করলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, লোকজন তাকে তার উট থেকে নামালো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্র আনতে বললেন। তিনি দুই মশকের মুখ থেকে তাতে পানি ঢাললেন। মশক দুটির বড় মুখ বাঁধলেন এবং পানি ঢালার মুখ খোলা রাখলেন। তারপর লোকজনকে ডেকে বললেন, তোমরা নিজেরা পানি পান করো এবং অন্যদের পান করাও। লোকজন নিজেরা পানি পান করলো এবং অন্যকেও পান করালো। সবশেষে যে লোকটির গোসলের প্রয়োজন ছিল তাকে এক পাত্র পানি দিয়ে বললেন, যাও, গোসল করো। স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পানি দিয়ে কি করা হচ্ছিল তা দেখছিল। আল্লাহর শপথ! পানি নেয়া শেষ হলে আমাদের মনে হচ্ছিল যেন পানি নেয়ার প্রারম্ভে মশকটি যেমন ভর্তি ছিল এখন তার চেয়েও অধিক ভর্তি আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বললেন, তোমরা স্ত্রীলোকটির জন্য কিছু সংগ্রহ করো। সবাই তার জন্য খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলো এবং তা একটি কাপড়ে পোটলা করে বাঁধলো। অতপর মহিলাকে উটের পিঠে উঠিয়ে কাপড়ের পোটলাটা তার সামনে রাখা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, দেখ, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি। বরং আল্লাহ আমাদের পান করিয়েছেন।..." (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯০]

বন্দীদের সাথে

"ইয়াস ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সালামা আমার কাছে বলেছেন, আমরা ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে আমাদের নেতা নিয়োগ

করেছিলেন। আমাদের ও ফাযারা গোত্রের জলাশয়ের মধ্যে অল্প-সময়ের পথের ব্যবধানে আবু বকর আমাদেরকে থামতে নির্দেশ দিলেন। আমরা শেষরাতে বিশ্রামের জন্য থামলাম। অতপর আক্রমণ চালিয়ে জলাশয়ের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এই যুদ্ধে কিছু সংখ্যক লোক নিহত ও কিছু সংখ্যক বন্দী হলে আমি একদল লোক দেখলাম। তাদের মধ্যে যুবক ছিল। আমার আশংকা হলো যে, তারা আমাদের আগেই গিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করতে পারে। তাই তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। তারা তীর বর্ষিত হতে দেখে থেমে গেল। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে পুরনো পশমী বস্ত্র পরিহিতা এক মহিলা ছিল এবং তার সাথে ছিল তার একটি কন্যা। কন্যাটি ছিল আরবের অন্যতম সুন্দরী। আমি তাদেরকে থামিয়ে আবু বকরের কাছে নিয়ে আসলাম। আবু বকর আমাকে মহিলার কন্যাটিকে গনীমত হিসেবে দান করলেন...” (মুসলিম)[৪৯১]

“আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ করলেন। আনাস বলেন, আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে খায়বার দখল করলাম। বন্দীদেরকে একত্র করা হলে দেহইয়া এসে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে একটি দাসী নিয়ে নাও। তিনি গিয়ে সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে নিলে এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রের নেতা হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়াকে দেহইয়ার দাসী হিসেবে দান করেছেন? সে তো আপনার ছাড়া আর কারো উপযুক্ত হতে পারে না। নবী (স) বললেন, তাকে সহ দেহইয়াকে ডেকে আন। দেহইয়া সাফিয়াকে নিয়ে হাজির হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়াকে দেখে দেহইয়াকে বললেন, তাকে বাদ দিয়ে বন্দীদের অন্য কাউকে দাসী হিসেবে নিয়ে যাও। আনাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়াকে মুক্ত করে দেয়ার পর বিয়ে করলেন...।”(বুখারী ও মুসলিম)[৪৯২]

উপহার প্রদানের সময়

“আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ইহুদী মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বকরীর বিষাক্ত গোশত উপহার দিলে তিনি তা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মহিলাকে পাকড়াও করে এনে নবী (স)কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, না। এরপর থেকে আমি বিষের প্রতিক্রিয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠের নীল হয়ে যাওয়া শিরা সব সময় দেখতে পেতাম।” (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯৩]

www.amarboi.org

পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জি

[এখানে সহী বুখারীর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে বরাত দেয়া হয়েছে তা নেয়া হয়েছে সহী বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী, প্রকাশক মুস্তফা আল হালাবী কায়রো থেকে। অন্যদিকে সহী মুসলিমের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে বরাত দেয়া হয়েছে তা নেয়া হয়েছে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের আস সহীহ গ্রন্থ থেকে।]

১. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ কর্তৃক মেয়েদেরকে এবং মেয়ে কর্তৃক পুরুষদেরকে সালাম দেয়া, ১৩ খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।

২. সহী বুখারী, ইসতিযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ কর্তৃক মেয়েদেরকে এবং মেয়ে কর্তৃক পুরুষদেরকে সালাম দেয়া, ১৩ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৩ ও ৪. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ২৭০, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৫. দেখুন সহী আল জামে আস সাগীর, ৪৮৯১ নং হাদীস।

৬. সহী বুখারী, মানাকিব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খাদীজাকে বিয়ে ও তার মর্যাদা, ৮ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা ও গুণাবলী, ৭ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৭. সহী বুখারী, ফারদুল খামসে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান, ৭ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামাজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাশতের নামায মুসতাহাব হওয়া প্রসংগে, কমপক্ষে দুই রাকায়াত ও পূর্ণাংগ আট রাকায়াত, ২ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৮. সহী মুসলিম, আশারিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেহমান অন্যকে নিজের সংগে নিয়ে যেতে পারেন যদি তিনি নিশ্চিত হন যে, মেজবান তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না, ৬ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী, নিকাহ্ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বর ও কনের জন্য উপহার, ১১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, ৮ খণ্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

১১. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মদীনায় বসবাসের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেখানকার কঠোরতা ও পরিশ্রমে সবর কবার সওয়াব, ৪ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা ।

১২. কিতাব আহকামিল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, ১ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৩. কিতাব আহকামিল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, ১ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কিবলাহ সংক্রান্ত, ২ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

১৫. ফাতহুল বারী, ২ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

.১৬ সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেছেন, ৯ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী, আবওয়াবু সিফাতিস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া... ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা ।

www.amarboi.org

১৮. সহী বুখারী, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়ে, শিশু এবং মসজিদে গমনকারী অন্যদের কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

১৯ ও ২০. সহী মুসলিম, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড, ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠা।

২১. দেখুন, আহকামুল আহকাম শারহু উমদাতিল আহকাম, ১ খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

২২. দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ৯০০ নং হাদীস , ২ খণ্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত, ২ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায প্রথম প্রত্যুষে অন্ধকারের মধ্যে পড়া মুস্তাহাব, ২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

২৪. ফাতহুল বারী, ২ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়ে, শিশু এবং মসজিদে গমনকারী অন্যদের কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ, ৯ খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী বুখারী,আবওয়াবুল আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআত করা, ২ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও মাগরিবে কিরাআত করা, ২ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী, আবওয়াবুল আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া..., ২ খণ্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এশার ওয়াক্ত এবং তা দেরী করে পড়া, ২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী বুখারী, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জুময়ার দিনে মসজিদে গমনকারী নারীকে কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লোকেরা যখন জুমার নামায এড়িয়ে চলতে চায়, ৩ খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, (ওয়া ইযা রাআও তিজারাতান আও লাহ্ওয়ানিন ফাদ্দু ইলাইহা) ৩ খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

৩১. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী মুসলিম, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামায ও খুতবার পরিসর কমিয়ে আনা, ৩ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী মুসলিম, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামায ও খুতবার পরিসর কমিয়ে আনা, ৩ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৩৪. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৫. বন্ধনীর মধ্যেকার অংশটি মুসলিমে অতিরিক্ত আছে।

৩৬. সহী বুখারী,তাহাজ্জুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বনকে অপছন্দ করা, ৩ খণ্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তন্দ্রা এলে নামায পূর্ণ করে শয়ন করার অনুমতি, ২ খণ্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৭. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৮. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৩৯. কিতাবুল মাজমু শারহুল মুহায্যিব, ৩ খন্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা।

৪০. আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে কিয়াম করা, ২ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা, দেখুন সহী সুনানে আবু দাউদ, ১২২৭ নং হাদীস।

৪১. আন নাসায়ী, সাহু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়লো তার সওয়াব, ৩ খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা। দেখুন, সহী সুনানে আন নাসায়ী ১২৯২ নং হাদীস ।

৪২. আল-মুয়াত্তা, রাতের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায প্রসংগ, ১ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী মুসলিম, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া, ৩ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৫. দেখুন, ইমাম নববী লিখিত মুসলিমের শরাহ গ্রন্থ, ৭ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৪৬. প্রথম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৪৭. ২ খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী, আবওয়াবুল কাসুফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাসূফের নামাযে কবরের আযাব থেকে বাঁচার প্রসংগ, ৩ খন্ড ১৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাতুল ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাসূফের নামাযে কবরের আযাব থেকে বাঁচার প্রসংগ, ৩ খন্ড ৩০ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী মুসলিম, সালাতুল ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কাসূফের নামাযে নবীর সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা উপস্থাপন করা হয়, ৩ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী মুসলিম, সালাতুল ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কাসূফের নামাযে নবীর সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা উপস্থাপন করা হয়, ৩ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী, জুমুয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় আল্লাহর প্রশংসার পর "আম্মা বা'দ" বলা, ৩ খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইসতিসকা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবী (স)-এর সামনে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

৫২. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৫৩. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ খন্ড ১৫৫, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও চিরুনি করা, ১ খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৫৫. বন্ধনীর মধ্যবর্তী অংশ বুখারী বর্ণিত একটি হাদীসের অংশবিশেষ। তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ই'তিকাফ করা... ৫ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী বুখারী, তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ করার পর বের হতে চাইলে.. ৫ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ই'তিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী কখন ই'তিকাফ শুরু করবে..., ৩ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫৭. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ১৮০ ও ১৮১ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী বুখারী, তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ (রমযানের) শেষ দশদিনে ই'তিকাফ করা, ৫ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ই'তিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করা..., ৩ খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫৯. সহী বুখারী, তারাবীর নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর ই'তিকাফ, ৫ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৬০. ১ খণ্ড, ২৩০, ২৩১ পৃষ্ঠা।

৬১. ই'লামূল মুয়াককিয়ীন, ৩ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী এবং কোলের ইয়াতীম শিশুকে যাকাত দেয়া, ৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়, স্বামী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও যাকাত দান, ৩ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী বুখারী, সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায, ৩ খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবীর (স) সামনে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

৬৪. সহী বুখারী, গ্রহণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দান করা, ৩ খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী বুখারী, সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুতবাদান, ৩ খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায, ৩ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব প্রসংগে, ৩ খন্ড ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী বুখারী, সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে মেয়েদের নামায পড়া, ৩ খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

৬৮. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৪৭৯, ৪৮০ পৃষ্ঠা। দেখুন সহী সুনানে আন নাসায়ী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, ১৯৪৯ নং হাদীস, ২ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের পূর্ব আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা।

৭০. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী মুসলিম, জুময়ার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামায ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ, ৩ খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা।

৭২. সহী বুখারী, ইতিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী কি তার প্রয়োজনে মসজিদের দরজায় যেতে পারে? ৫ খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ

www.amarboi.org

কাউকে একাকী কোন নারীর সাথে দেখা যায় এবং যে তার স্ত্রী বা মাহরাম হলে কুধারণা দূর করার জন্য বলা যে সে অমুক, ৭ খন্ড ৮ পৃষ্ঠা।

৭৩. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা।

৭৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা।

৭৫. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের রোযা রাখা, ৫ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে আশূরার দিনে কোন কিছু খেল সে দিনের অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বিরত থাকে, ৩ খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা।

৭৬. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

৭৭. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৭৮. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, ২ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

৭৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা, ১০ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাফেয হায়সামী বলেছেন, হাদীসটি বারবার রেওয়ায়েত করেছেন। এর সনদের রাবীগণ সিহাহ গ্রন্থসমূহের রাবীদের সমপর্যায়ভুক্ত।

৮০. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে আসহাবুল হিরাব, ২ খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গোনাহ হয় না এমন খেলাধুলার অনুমতি আছে, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৮১. ফাতহুল বারী : ২ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

৮২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের পূর্বে নারীকে দেখা, ১১ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা এবং মোহরানা হিসেবে কুরআন শিক্ষা দেয়ার বৈধতা, ৪ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

৮৩. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা।

৮৪. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের উপস্থিতিতে মসজিদে বিচার অনুষ্ঠান ও লিআনের শপথ গ্রহণ, ৪ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

৮৫. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ও অন্যান্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু খাটানো, ২ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

৮৬. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

৮৭. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা।

৮৮. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের খাদেম, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৮৯. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঝাড়ু দেয়া এবং খড়কুটা, ময়লা তুলে ফেলে দেয়া, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর জানাযা পড়া, ৩ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৯০. ফাতহুল বারী ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা।

৯১. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৯২. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে মেয়েদের ঘুমানো, ২ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৯৩. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

৯৪. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যাওয়া, ২ খন্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

৯৫. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যাওয়া, ২ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৯৬. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার আশংকা না থাকলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে যাওয়া, ২ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৯৭. দেখুন, আহকামুল আহকাম গ্রন্থের ব্যাখ্যা উমদাতুল আহকাম, ১ খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা।

৯৮. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৯৯. সহী মুসলিম, ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

১০০ক. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা...., ২ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

১০০খ. দেখুন, আল মাজমূ' শরহে মুহাযযিলিন নববী, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা ।

১০০গ. আল মাবসূত, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

১০০ঘ. আল মুদাউওনাহ, ১ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

১০০. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা..., ২ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

১০২. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় যদি খাটো হয়, ২ খন্ড ১৮ পৃষ্ঠা।

১০৩. সহী বুখারী, নামাযে করণীয় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীকে যদি বলা হয় এগিয়ে এসো অথবা অপেক্ষা করো এবং সে অপেক্ষা করে তাতে ক্ষতি নেই, ৩ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পেছনে নামাযরত মেয়ে নামাযীদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া যে, পুরুষরা সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগে তোমরা মাথা উঠাবে না, ২ খন্ড ৩২ পৃষ্ঠা।

১০৪. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১০৫. সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেছেন, ৯ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১০৬. সহী বুখারী, আযান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইমামতির উদ্যোগ নেয়ার পর নির্ধারিত ইমাম আগমন করলে, ২ খন্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং মেয়েদের হাত চাপড়িয়ে শব্দ করা, ২ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

১০৭, ১০৮. সহী বুখারী, নামায পড়ার নিয়ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা ও ভোরের অন্ধকারে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খন্ড ৪৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের সময় এবং তা বিলম্বে পড়া, ২ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১০৯. সহী বুখারী, নামায পড়ার নিয়ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের দাঁড়ানো পর্যন্ত মুসল্লীদের অপেক্ষা করা, ২ খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

১১০. সহী বুখারী, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের কান্নার কারণে যে নামায সংক্ষিপ্ত করে, ২ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামায সংক্ষিপ্তকরণের জন্য ইমামদের নির্দেশ, ২ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

১১১. সহী বুখারী, নামায পড়া, নিয়ম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের দাঁড়ানো পর্যন্ত মুসল্লীদের অপেক্ষা করা, ২ খন্ড ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

১১২. সহী বুখারী, নামায পড়ার নিয়ম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফিরানো, ২ খন্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

১১৩. সহী বুখারী, কিবলামুখী হওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বন্টন এবং মসজিদে (খেজুরের) কাঁদি ঝুলানো, ২ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

১১৪. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

১১৫. সহী বুখারী, তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেভাবে প্রথমে অহী আসা শুরু হয়, ১৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহীর সূচনা, ১ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

১১৬. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের মহিলাদের উপদেশ দেয়া, ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১১৬ ক. সহী বুখারী, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের কর্জ দেয়া, ১২ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১১৭. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক ঈদের দিন মেয়েদেরকে উপদেশ দান, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১১৭ক. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড ২০২, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১১৭খ. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা।

১১৭গ. সহী মুসলিম, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনুগত্যের ঘাটতির কারণে ঈমানে ঘাটতি হয়, ১ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

১১৮. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযগ্রস্তা নারীর রোযা না রাখা, ১ খন্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনুগত্যের ঘাটতির কারণে ঈমানের ঘাটতি হয়, ১ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

১১৯. সহী বুখারী, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য কি আলাদা দিন নির্ধারিত করা যেতে পারে? ১ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

১২০. সহী বুখারী, আল ই'তিসাম (আঁকড়ে ধরা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নারী ও পুরুষ উম্মতদেরকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান অনুসারে শিক্ষাদান... ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেক কাজ অধ্যায়, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা

www.amarboi.org

ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এমন সন্তান রেখে মারা গেল যাকে সে নেক কাজ হিসেবে গণ্য করে তার মর্যাদা, ৮ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১২১. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

১২২. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের দিন রোযা রাখা, ৫ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের দিন হাজীদের রোযা না রাখা উত্তম, ৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১২৩. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১২৪. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের অবশিষ্ট হাদীস সম্পর্কে, ৮ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

১২৫. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর ওপর যাকাত..., ৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয় ও স্বামীর জন্য খরচ করা ও দান করার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা ।

১২৬. সহী মুসলিম, দুধ পান করানো অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্কদের দুধ পান করানো, ৪ খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

১২৭. সহী বুখারী, দান ও তার মর্যাদা এবং দানের জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা, ৬ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১২৮. সহী বুখারী, স্বামী কর্তৃক খোরপোশ না দেয়ার ক্ষেত্রে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতে তার সম্পদ থেকে নিজের ও সন্তানের ন্যায়ত প্রয়োজন মাফিক নিতে পারে, ১১ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিচারকার্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দের বিচার, ৫ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

১২৯. সহী বুখারী, দান ও দান করার মর্যাদা এবং দানের জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে উপহার দেয়া, ৬ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতা মুশরিক হলেও তাদের জন্য দান ও ব্যয় করার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

১৩০. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী কোন প্রকার খোরপোশ পাবে না, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৩১. সহী বুখারী, মাগাযী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জা'ফী বলেছেন, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা ও গর্ভবতী নারীর সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালনের পরিসমাপ্তি, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১৩১ক. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৪০০ ও ৪০১ পৃষ্ঠা।

১৩২. সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা আদায় করা, ৩ খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

১৩৩. সহী বুখারী, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা ব্যবহারকারিণী নারী, ১২ খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, লিবাস ও সাজগোজ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলার ব্যবহার হারাম... ৬ খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৩৪. সহী মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয থেকে গোসলকারিণীর রক্ত প্রবাহের স্থানে সুগন্ধি কাপড় ব্যবহার করা মুস্তাহাব, ১ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

১৩৫. সহী বুখারী, ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে লজ্জার স্থান, ১ম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম, হায়েয অধ্যায় , অনুচ্ছেদ ঃ বীর্যপাত হলে নারীর জন্য গোসল ওয়াজিব, ১ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৩৬. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযের রক্ত ধুয়ে ফেলা, ১ খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক রক্ত ও তা ধুয়ে ফেলার নিয়ম, ১ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৩৭. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযার শিরা, ১ খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর গোসল ও নামায, ১ খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠা।

১৩৮. সহী বুখারী, অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলা, ১ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর গোসল ও নামায, ১ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।

১৩৯. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী ও বিধবা নারীর প্রয়োজনে দিনের বেলা বাড়ি থেকে বের হওয়া, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

১৪০. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ পালন ও মানত পূরণ এবং নারীর পক্ষ থেকে পুরুষের হজ্জ আদায়, ৪ খন্ড ৪৩৬ পৃষ্ঠা।

১৪১. সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোযা আদায়, ৩ খন্ড ১৫৬ পৃষ্ঠা।

১৪২. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বৃদ্ধ ও সাময়িক অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়... ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১৪৩. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর হজ্জের সিদ্ধান্ত ও তাকে সাথে নিয়ে হজ্জকারীর পুরস্কার, ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১৪৪. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে ঈমান আনার নির্দেশ, দীনের বিধানাবলী ও সেদিকে আহ্বান... ১ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা।

১৪৫. সহী বুখারী, তাফসীর ও সূরা হাশর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ما اتاكم الرسول فخذوه ১ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, লিবাস ও সাজগোজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলার ব্যবহার হারাম হওয়া প্রসংগে, ৬ খন্ড, ১৬৬, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

১৪৬. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ)., অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবী তালেব, আসমা বিনতে উমায়েস ও জাহাজে আরোহণ করে হিজরতকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৪৭, ১৪৮. সহী মুসলিম, ফিতনা (ফিতনাসমূহ) ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ও দাজ্জালকে হত্যা, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৪৯. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৫০: সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

১৫১. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

১৫২. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

১৫৩. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জা'ফী বলেছেন, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা ও অন্য যেসব নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসবের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১৫৪. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে মুতআ প্রসংগে, ৪ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

১৫৫. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। তবে ঋতুবতী নারীকে তা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ৪ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

১৫৬. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয ও নিফাসগ্রস্তা মেয়েরা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে? ৪ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের বর্ণনা, ৪ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

১৫৭. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর হজ্জের সিদ্ধতা ও তাকে সাথে নিয়ে যে ব্যক্তি হজ্জ করে তার পুরস্কার প্রসংগে, ৪ খন্ড ১০১ পৃষ্ঠা।

১৫৮. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলা হায়েয ও নিফাস অবস্থায় আছে তারা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে বা তালবিয়া পাঠ করবে? ৪ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের দিকসমূহের বর্ণনা, ৪ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

১৫৯. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইহরামকালে (আঠালো বস্তু দিয়ে) মাথার চুল জড়িয়ে নেয় এবং মাথা মুন্ডন করে, ৪ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে ইফরাদকারী ইহরাম না খোলা পর্যন্ত হজ্জে কিরানকারী ইহরাম খুলবে না, ৪ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

১৬০. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে সওয়ারী জন্তুর পিঠে অবস্থান করা, ৪ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ পালনকারীর আরাফাতে অবস্থানের দিন আরাফাতের ময়দানে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা উত্তম, ৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৬১. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যারা নিজ পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেভাগে রাতের বেলায় পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করে, ৪ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বলদের আগেভাগে পাঠিয়ে দেয়া, ৪ খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

১৬২. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম, ৪ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৬৩. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চুল ছোট করে কাটার চেয়ে মাথা মুণ্ডন উত্তম এবং চুল ছোট করে কাটার বৈধতা, ৩ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

১৬৪. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বৃদ্ধাবস্থার কারণে হজ্জ করতে অক্ষম অথবা মৃত্যুর কারণে হজ্জ করতে অক্ষম, ৪ খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১৬৫. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে ইফাদা বা যিয়ারতের সময় কোন মহিলার ঋতুস্রাব দেখা দিলে, ৪ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী মহিলাকে তা থেকে অব্যাহতি দান, ৪ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

১৬৬. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা, ৪ খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উট বা অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফের বৈধতা, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

১৬৭. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়ে, ৪ খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উট বা অন্য কোন সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফের বৈধতা, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

১৬৮. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায় তবে ঐ তাওয়াফ বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা? ৪ খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের বর্ণনা, ৪ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

১৬৯. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ, ৪ খণ্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

১৭০. এখানে সাধারণ ঈমানদারদের স্ত্রীদের থেকে নবী (স.-এর স্ত্রীদের হজ্জ পালনের পার্থক্য লক্ষণীয়। তাদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার কারণে তারা পুরুষদের থেকে অধিক দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

১৭১. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা, ৪ খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।

১৭২. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জন্য জিহাদ ও শাহাদতের দোয়া করা, ৬ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইমারা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

১৭৩. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ মেয়েদের যুদ্ধাভিযান ও পুরুষদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ ও সীরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের যুদ্ধাভিযান, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৭৪. ফাতহুল বারী ৬ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

১৭৫. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে লোকদের কাছে মশক ভরতি করে পানি নিয়ে যাওয়া, ৬ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

১৭৫ক. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদের চিকিৎসা করা, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৭৫খ. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েরা আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠাতো, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

১৭৫গ. সহী মুসলিম, জিহাদ ও সীরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে থেকে মেয়েদের যুদ্ধ করা, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৭৬. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে থেকে মেয়েদের যুদ্ধ করা, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৭৬ক. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের গণীমত থেকে অংশ না দিয়ে কিছু পরিমাণ দেয়া, ৬ খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা।

১৭৬খ. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মেয়েদের বড় চাদর না থাকলে, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১৭৬গ. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের গনীমতের নির্দিষ্ট অংশ না দিয়ে কিছু পরিমাণ দেয়া, ৫ খন্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা।

১৭৭. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা।

১৭৭ ক. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কিত বর্ণনা, ২ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৭৭খ. ফাতহুল বারী, ৬ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

১৭৮. সহী মুসলিম, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষরোপণ ও ফসল বপনের মর্যাদা, ৫ খন্ড, ২৭, ২৮ পৃষ্ঠা।

১৭৯. সহী বুখারী, পথে অবরুদ্ধ ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তির করণীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ, ৪ খন্ড ৪৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে উমরা করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

১৮০. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ দীনের ব্যাপারে সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশ হওয়া, ১১ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোগ বা অনুরূপ কোন অক্ষমতার সাথে ইহরাম খোলাকে শর্তাধীন করা, ৪ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

১৮১. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত, ৩ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুঃখ-কষ্টের প্রথম পর্যায়েই ধৈর্যধারণ করা, ৩ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

১৮২. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৩৬৭, ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

১৮৩. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি, ৩ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১৮৪. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় বসে পড়ে এবং তার চেহারায় শোকের চিহ্ন ফুটে ওঠে, ৩ খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অতিমাত্রায় বিলাপ করা, ৩ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৮৫. সহী বুখারী, অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার জন্য মেয়েদের বাইরে যাওয়া, ১ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানবিক প্রয়োজনে মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার বৈধতা, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১৮৬. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আহযাব, মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা নবীর বাড়িতে প্রবেশ করো না, ১০ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানবিক প্রয়োজনে মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার বৈধতা, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১৮৭, ১৮৮. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আত-তাহরীম, অনুচ্ছেদ ঃ 'তাবতাগী মারদাতি আজওয়াজিক' (তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করে), ১০ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা ও স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান প্রসংগে, ৪ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৮৯. সহী বুখারী, যুদ্ধাভিযানসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল জা'ফী বর্ণনা করেছেন, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান প্রসবের মাধ্যমে সদ্য বিধবা ও অন্যান্য নারীদের ইদ্দত পালন, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১৯০. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী ও সদ্য বিধবার প্রয়োজনে দিনের বেলা বাড়ির বাইরে যাওয়া, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

১৯১. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদের উপদেশ দান, ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদ অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১৯২. সহী বুখারী, যুদ্ধাভিযানসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেছেন, ৯ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১৯৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আইয়ামে জাহেলিয়াত, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯৪. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মদীনায় বসতি স্থাপনে উৎসাহ দান এবং তার দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ, ৪ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

১৯৫. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদিকে অভিশাপ দেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, ৮ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

১৯৬. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সাকীফ গোত্রের মহা মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকারীর বর্ণনা, ৮ খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৯৭. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাঠমিস্ত্রী, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

১৯৮. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার, ১৩ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

১৯৯. ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা।

২০০. নাসায়ী, জুমুয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ভাল প্রসংগে, ১৩৪১ নং হাদীস।

২০১. সহী মুসলিম, ফাদায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর মানুষের নিকটবর্তী হওয়া এবং লোকদের তাঁর নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করা, ৭ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

২০২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহরাম মহিলাকে সওয়ারীর পেছনে বসান, ৭ খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২০৩. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

২০৩ক. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদেরকে উপদেশ দান, ৩ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

২০৩খ. সহী বুখারী, মানাকিব (গুণাবলী) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

২০৪ ও ২০৫. সহী মুসলিম, ইমারত (নেতৃত্ব) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথের সৈনিককে সওয়ারী প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা এবং উত্তমরূপে তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করার মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

২০৬. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের খেদমত করা, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

২০৭. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া, খড়কুটা ও নোংরা বস্তু উঠিয়ে ফেলে দেয়া, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর জানাযা পড়া, ৩ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

২০৮. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

২০৯. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহরাম নারীকে সওয়ারীর পেছনে বসানোর বৈধতা, ৭ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

২১০. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সৈনিককে সজ্জিত করে দেয় এবং তার পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, ৬ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথের সৈনিককে সাহায্য-সহযোগিতা করা, ৬ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

২১১. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পরনারীর সাথে নির্জনে থাকা ও তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

২১২. সহী মুসলিম, ইমারত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারী সৈনিকদের স্ত্রীগণ হারাম এবং যারা এ ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ৬ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

২১৩. সহী মুসলিম, হদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচার করার কথা স্বীকার করে, ৫ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

২১৪. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের পূর্বে নারীর প্রতি তাকানো, ১১ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা এবং মোহরানা হিসেবে কুরআন শিক্ষাদান, ৪ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

২১৫. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের প্রস্তাবদাতা যদি বলে যে, অমুকের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিন, ১১ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

২১৬. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

২১৭. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি, ৮ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

২১৭ক. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড ১৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২১৮. সহী বুখারী, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কিত বর্ণনা, ২ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের স্বামীকে মুক্ত করে দেয়ার পর বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

২১৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক নিজেকে সৎ পুরুষের কাছে সমর্পণ করা, ১১ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

২২০. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

২২১. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

২২২. উমদাতুল আহকাম, ২ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

২২৩. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

২২৪. দেখুন, নববীকৃত মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ১০ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

২২৫. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লার বাণী
لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ১১ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

২২৫ক. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী, ১ খন্ড, ২১২, ২১৩ পৃষ্ঠা।

২২৬. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ
اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ، ১১ খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা।

২২৭. সহী বুখারী, যুদ্ধসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল জা'ফী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ৮ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, বিধবা ও অন্যান্য নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত, ৪ খন্ড, ২ পৃষ্ঠা।

২২৮. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা।

২২৯. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ইচ্ছা পোষণকারী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা বৈধ, ৪ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

২৩০. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের মুহূর্তে কি বলতে হবে? ৩ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২৩১. সহী বুখারী, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেয়ালা ও পাত্র থেকে পান করা, ১২ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কড়া হয়নি এমন নাবীয বৈধ হওয়া, ৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

২৩২. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, হিজাবের নির্দেশ নাযিল হওয়া এবং ওয়ালীমা ভোজের বৈধতা, ৪ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২৩৩. ইবনে মাজা, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কোন মহিলার প্রতি তাকানো, হাদীস বিশেষজ্ঞ ফুয়াদ আবদুল বাকী বলেছেন, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ, ১ খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা। হাদীসটি সহী সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে, ১৫১২ নং হাদীস ।

২৩৪. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ও অভাবী লোকের বিয়ে করা, ১১

www.amarboi.org

খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা, কুরআন শিক্ষা এবং লোহার আংটি মোহরানা হওয়া বৈধ; ৪ খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

২৩৫. সহী মুসলিম, কৃচ্ছতা ও কোমলতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিজরতের হাদীস সম্পর্কে। একে হাদীসুর রাহলও বলা যায়, ৮ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

২৩৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা।

২৩৭. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সুরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ১০ খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা।

২৩৮. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজ দাসীকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৭, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২৩৯. এ হাদীসটি শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'মুসলিম নারীর হিজাব' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, ৫০ পৃষ্ঠা। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। তবে একটি স্থানে সনদে ইবনে আবির রিজাল ও ইবনে উমরের মধ্যে 'ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। তবে এটি আতা থেকে 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

২৪০. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমরার তাওয়াফে এবং হজ্জের প্রথম তাওয়াফে 'রমল' উত্তম, ৪ খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।

২৪১. তিরমিযী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হে উমর, শয়তানও তোমাকে ভয় করে। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহী, ৯ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা। নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন হাদীসটি সহী। (দেখুন, সহী সুনানে আত তিরমিযী ২৯১৩ নং হাদীস।)

২৪২. ফাতহুল বারী, ৯ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

২৪৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়েশার বিবাহ, ৮ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা কর্তৃক ছোট অবিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে দেয়া, ৪ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

২৪৪. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৪৫. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ২২৪, ২২৫ পৃষ্ঠা।

২৪৬. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে মেয়েরা নববধূকে বাসর ঘরে স্বামীর কাছে পাঠায় এবং বরকতের জন্য দোয়া করে, ১১ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২৪৭. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২৪৮. দেখুন, তাফসীরে তাবারী, সূরা আল জুমআর واذا رأوا تجارة او لهوا আয়াতের তাফসীর, আয়াত ১১।

২৪৯. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

২৫০. দেখুন, আদদুররুল মানসূর, আয়াত و اذا رأوا تجارة اولهوا সূরাতুল জুমআ, আয়াত ১১-এর ব্যাখ্যা।

www.amarboi.org

২৫১ক. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ ও ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানো, ১১ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

২৫১খ. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

২৫২. সহী বুখারী, আনসারদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

২৫৩. দেখুন, ৪০৮২ নং হাদীস, বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

২৫৪. এ হাদীসটি মিশকাতুল মাসাবীহতে আছে, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ঘোষণা, ৩১৫৯ নং হাদীস, হাদীস বিশেষজ্ঞ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

২৫৫. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী :

لاتدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الى ১০ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, অধ্যায় বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, ৪ খন্ড, ১৫১ খন্ড।

২৫৬ক. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের ওয়ালীমাতে নববধূ কর্তৃক আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন, ১১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে নাবীয কড়া হয়নি তা বৈধ, ৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

২৫৬খ. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা।

২৫৭ক. সহীহুল জামেউস সাগীর, ৪৩৩৬ নং হাদীস, সহী সুনানে আন নাসায়ী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের ঈদসমূহ, ১ খন্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা। ১৪৬৫ নং হাদীস।

২৫৭খ. সহী বুখারী, হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদে ও মুসলমানদের দোয়ায় হাজির হওয়া এবং নামাযের স্থান থেকে দূরে অবস্থান করা, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২৫৮. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২৫৯. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

২৬০. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

২৬১. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

২৬২. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবস্থানের দিনগুলিতে ও আরাফাতের দিনে তাকবীর বলা, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদে মেয়েদের ঈদগাহে যাওয়ার বৈধতা প্রসংগে, ৩ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

২৬৩. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ঈদগাহে যাওয়া, ৩ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

২৬৪, ২৬৫. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ১১৭, ১১৮ পৃষ্ঠা।

২৬৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

২৬৭. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে শরীক হতে ব্যর্থ হলে দুই রাকায়াত নামায পড়বে, ৩ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

২৬৮. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের অনুসারীদের জন্য দুই ঈদের সুন্নাত, ৩ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গোনাহ নেই এমন সব খেলাধুলার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

২৬৯ক. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে শরীক হতে ব্যর্থ হলে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং মেয়েরাও তাই করবে, ৩ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

২৬৯খ. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশী এবং তাদের মত অন্যদেরকেও মেয়েদের দেখা, ১১ খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা।

২৭০. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনে যুদ্ধাস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে খেলা, ৩ খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খেলাধুলার অনুমতি, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

২৭১. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

২৭২. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

২৭৩, ২৭৪. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

২৭৫,২৭৬. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের বন্দোবস্ত করা এবং মেহমানের জন্য লৌকিকতা, ১৩ খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

২৭৭. সহী বুখারী, সাহু সিজদা সম্পর্কে অনুচ্ছেদমালা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা, হাত দ্বারা ইশারা করা এবং শ্রবণ করা, ৩ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও তার কসর পড়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুই রাকয়াত নামায পড়েছেন, ২ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

২৭৮. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

২৭৯. সহী মুসলিম, সাহাবা কিরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষের নীচে বাইয়াতকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৮০. সহী বুখারী, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্থায়ীভাবে দীন পালনই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, ১ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও তার কসর পড়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে যে ব্যক্তি তন্দ্রা যায়, ২ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা।

২৮১. সহী বুখারী, দোয়াসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, ১৩ খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা।

২৮২. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ১০ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।

২৮৩. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের ঘটনা, ৮ খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের ঘটনা প্রসংগে এবং অপবাদদাতার তওবা কবুল প্রসংগে, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২৮৪. সহী বুখারী, নফল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে, চাশতের নামায পড়া, ৩ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও তার কসর পড়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাশতের নামাযের মুস্তাহাব হওয়া এবং দুই রাকায়াতের কম না হওয়া, ২ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

২৮৫. সহী মুসলিম, দুগ্ধ পান করানো অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক অথবা দুব'ার চুষে খাওয়া, ৪ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

২৮৬. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবী তালেব, আসমা বিনতে উমায়েস এবং জাহাজে আরোহণকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

২৮৭. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহরাম নারীর সাথে নির্জনে দেখা করা ও কাছে যাওয়া, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

২৮৮. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসংগে, ৬ খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

২৮৯. সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সুস্পষ্ট করে কুরআন পাঠ... ২ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

২৯০. সহী মুসলিম, কৃচ্ছতা ও কোমলতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই তোলার নিন্দনীয়তা প্রসংগে, ৮ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

২৯১. সহী বুখারী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগ, ৮ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২৯২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সৎ ব্যক্তির কাছে নারীর নিজেকে বিয়ে করার জন্য পেশ করা, ১১ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

২৯৩. সহী বুখারী, আনসারদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খাদীজাকে বিয়ে করা এবং খাদীজার মর্যাদা, ৮ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মুমিনীন খাদীজার মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

২৯৪. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়ফুঁক... পছন্দনীয় হওয়া, ৭ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

২৯৫. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের গুণাবলী, ৮ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তার মায়ের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

২৯৬. সহী বুখারী, জিহাদ ও জিহাদের সফর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন সৈনিককে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করে দেয় কিংবা বিশ্বস্ততার সাথে তাদের ঘরবাড়ি পাহারা দেয়, ৬ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা।

২৯৭. ৬ খন্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা।

২৯৮. সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামাযেও জামায়াত জায়েয, ২ খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

২৯৯. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সম্মুখে আনন্দচিত্ত হওয়া, ১৩ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৩০০. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানকে উপনাম দিয়ে ডাকা এবং সন্তান জন্মের পূর্বেই ডাকা, ১৩ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবজাতকের 'তাহনীক' করা মুস্তাহাব, ৬ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা এবং মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামাযের জন্য জামায়াত করা, ২ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৩০১, ৩০২. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩০৫, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৩০৩ক ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৩০৩খ. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের জন্য খাদ্য প্রস্তুত ও লৌকিকতা প্রদর্শন, ১৩ খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

৩০৪. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৩০৫. সহী বুখারী, ইসতিযান (অনুমতি প্রার্থনা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন গোত্রে গিয়ে সেখানে দিবাকালীন বিশ্রাম গ্রহণ করে, ১৩ খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘামের সুগন্ধি, ৭ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।

৩০৫ক. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘামের সুগন্ধি ও তা থেকে বরকত গ্রহণ, ৭ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা।

৩০৬, ৩০৭. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩১২, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

৩০৮. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের শাহাদতের জন্য দোয়া করা, ৬ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইমারত (নেতৃত্ব) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩০৯. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা।

৩১০. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা।

৩১১. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা।

৩১২. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুন্ডনের পূর্বেই কুরবানী করা, ৪ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফী নাসখিত তাহাললুলে মিনাল ইহরাম, ৪ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

৩১৪. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা।

৩১৫. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও শিশুদের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ১১ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

৩১৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ তোমরা আমার সর্বাধিক প্রিয়জন, ৮ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৩১৭. সহী বুখারী, কসম ও মানত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কসমের প্রকৃতি, ১৪ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩১৮. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে উতবা প্রসংগে, ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দের বিচার বা মকদ্দমা, ৫ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৩১৯. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা, ৮ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম, ১ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৩২০. সহী বুখারী, তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের স্বপ্ন, ১৬ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩২১. সহী বুখারী, মারদা অধ্যয়, অনুচ্ছেদ ঃ বাতাস যে ব্যক্তিকে আছড়িয়ে ফেলে, ১২ খন্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেককাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কোন বিপদের কারণে মুমিন বান্দা যে পুরস্কার লাভ করে, ৮ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৩২২. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে রোযা না ভাঙা, ৫ খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনাস ইবনে মালেকের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

৩২৩. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘামের সুগন্ধি ও তা থেকে বরকত লাভ, ৭ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

৩২৪. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় হিজরত, ৮ খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জন্মের সময় নবজাতকের 'তাহনীক' করা ভাল, ৬ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৩২৫. সহী বুখারী, অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, ১ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহরে নবুওয়াতের প্রমাণ, তার বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহে তার অবস্থান, ৭ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৩২৬. সহী বুখারী, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ক্রয়-বিক্রয়, ১৬ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা।

৩২৭. সহী বুখারী, অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর পেশাব করা, ১ খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের বিধান এবং তা ধুয়ে ফেলার নিয়ম-পদ্ধতি, ১ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৩২৮. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মানুষকে সান্নিধ্য দান এবং তা দ্বারা তাদের বরকত হাসিল, ৭ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৩২৯. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির সন্তান মারা যায় এবং সে তার জন্য নেকীর আশা করে, ৮ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৩৩০, ৩৩১. সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সাথে অনাহূত কেউ গেলে মেহমানের করণীয়। তাকে অনুমতি দেয়া মেজবানের জন্য ভাল, ৬ খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৩৩২. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের ওপর নামায পড়ো, ২ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায জামায়াতে পড়ার বৈধতা, ২ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৩৩. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

৩৩৪. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে দেখা করতে গিয়ে রোযা না ভাঙা, ৫ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৩৩৫. সহী বুখারী, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন গোত্রে গিয়ে দুপুরে তাদের কাছে আরাম করলো, ১৩ খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ইমারত (নেতৃত্ব) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩৩৬, ৩৩৭. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা।

৩৩৮. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাওয়াযু ইসতিতবায়িহি গায়রাহু ইলা দারি মাই ইয়াসিকু বিরিদাহু, ৬ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৩৯. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের আলামতসমূহ, ৭ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাওয়াযু ইসতিতবায়িহি গাইরাহু ইলা দারি মাই ইয়াসিকু বিরিদাহু, ৬ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৪০. বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ মুসলিম অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

৩৪১. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবপরিণীতা বধূর নিজে তার বিয়ের ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে পুরুষদের আপ্যায়ন করা, ১১ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা (পানীয় দ্রব্য) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে নাবীয কড়া নয়, ৬ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৩৪২. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৪৩. সহী মুসলিম, ফিতনাসমূহ, কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৩৪৪. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৫. সহী বুখারী, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া, ১৩ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা।

৩৪৬. সহী মুসলিম, ফিতনাসমূহ ও কিয়ামতের আলামতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থানকাল প্রসংগে, ৮ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৩৪৭. ফাতহুল বারী, ১০ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৩৪৮. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খাদীজার মর্যাদা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাকে বিয়ে করা, ৮ খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদাবলী, ৭ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৩৪৯. সহী বুখারী, দান ও তার মর্যাদা এবং দানের জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ দানকৃত বস্তুর মর্যাদা, ৬ খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিজয়ের

www.amarboi.org

কারণে অভাবশূন্য হওয়ার পর মুহাজিরগণ কর্তৃক আনসারদের দান করা গাছ, ফল প্রভৃতি প্রত্যর্পণ করা, ৫ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৩৫০. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তাঁতি, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

৩৫১. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাসমূহ, ৭ খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা।

৩৫২. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়া এবং ওয়ালীমার ভোজের প্রমাণ, ৪ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৩৫৩. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবদম্পতিকে উপহার দেয়া, ১১ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যয়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, হিজাবের বিধান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল এবং ওয়ালীমা ভোজের প্রমাণ, ৪ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৩৫৪. সহী বুখারী, দান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দানগ্রহণ, ৬ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, শিকার ও যবেহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপের গোশ্‌ত মুবাহ্ হওয়া, ৬ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৩৫৫. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে অবস্থান, ৪ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত দিবসে আরাফাতের ময়দানে হাজীদের রোযা না রাখা উত্তম, ৩ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৫৬. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৩৫৭, ৩৫৮. সহী বুখারী, তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসা শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে, ১৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী নাযিলের সূচনা, ১ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

৩৫৯, ৩৬০. সহী বুখারী, তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ১৬ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, স্বপ্ন অধ্যায়, ৭ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

৩৬১. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আয়েশাকে বিবাহ এবং আয়েশার মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা প্রসংগে, ৭ খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৩৬২. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ 'উমর ইবনুল খাত্তাবের গুণাবলী, ৮ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আনাস ইবনে মালেকের মা উম্মে সুলাইমের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৬৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবের গুণাবলী, ৮ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৩৬৪. সহী বুখারী, তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের মধ্যে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা, ১৬ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৬৫. ফাতহুল বারী, ১৬ খন্ড ৪৮ পৃষ্ঠা।

৩৬৬. উম্মুদ দারদার একজন আনসার (পুরুষ)-এর পরিচর্যা করা, হাদীসটি ইমাম বুখারী তার আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং সহীহ বুখারীতেও সন্নিবিষ্ট করেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারী, ১২ খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা।

৩৬৭. সহী বুখারী, রোগ ও রোগী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক পুরুষ রোগীদের খোঁজ খবর ও তত্ত্বাবধান, ১২ খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা।

৩৬৮ক. ফাতহুল বারী, ১২ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

৩৬৮খ. এ হাদীসটি শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহীহা গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীস নং ৯৯৫।

৩৬৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দীনের ক্ষেত্রে সমতা, ১১ খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম (ইহরামকারী) ব্যক্তির অসুস্থতার সাথে শর্তযুক্ত করে ইহরাম খুলে ফেলা, ৪ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৩৭০ক. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ রোগ-ব্যাধি, দুঃখ এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া বা অনুরূপ কোন বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে মুমিন কন্যা যে পুরস্কার লাভ করে, ৮ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৩৭০খ. আবু দাউদ, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক রোগীদের খোঁজখবর ও তত্ত্বাবধান, ৩ খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা। দেখুন, সহী আল জামে আস সাগীর, হাদীস নং ৬৩৭ ও সহী সুনানে আবু দাউদ, ২৬৫১ নং হাদীস।

৩৭০গ. দেখুন, সহী সুনানে আন নাসায়ী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় তাকবীরের সংখ্যা, ১৮৭২ নং হাদীস।

৩৭১. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ১০ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৩৭২. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির সামনে কান্নাকাটি করা, ৩ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা, ৩ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৩৭৩ক দেখুন মুআত্তা, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা নিষেধ, দেখুন সহী সুনানে আন-নাসায়ী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে, হাদীস নং ২৯৯৩, ২ খন্ড, ৬৭২ পৃষ্ঠা।

৩৭৩ খ) হাদীসটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে আছে, ৫ খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা। হাফেজ হায়সামী বলেছেন, তাবারানী এটি রেওয়ায়েত করেছেন, এর রাবীগণ সহী-এর রাবীদের সমপর্যায়ভুক্ত। এটি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, তাবারী এটি সহী সনদে বর্ণনা করেছেন, ফাতহুল বারী, ১২ খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

৩৭৪. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৭৫. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৭৬ক. সহী মুসলিম, পানীয় দ্রব্য অধ্যায়,অনুচ্ছেদ ঃ রসুন ও অনুরূপ বস্তু খাওয়া মুবাহ, তবে পন্ডিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করার ক্ষেত্রে রসুন খাওয়া পরিত্যাগ করা উত্তম, ৬ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৩৭৬খ. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা।

৩৭৭. সহী বুখারী, তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দর্শন, ১৬ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

৩৭৮. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ৫ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৩৭৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ একটি বকরী যবেহ করে হলেও ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করা, ১১ খন্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৩৮০. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৩৮১. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অর্থ-সম্পদে সমমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, ১১ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তাফসীর অধ্যায়, ৮ খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

৩৮২. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক নিজেই বিয়ের প্রস্তাব দিলে, ১১ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৮৩. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৮৪, ৩৮৫. সহী মুসলিম, দুগ্ধদান করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মানুষকে দুগ্ধ পান করানো, ৪ খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৩৮৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ৮ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, আশরিবা (পানীয় দ্রব্য) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ মেহমানকে সম্মান করা ও তার জন্য ত্যাগ স্বীকারের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

৩৮৭. সহী মুসলিম, শিকার ও যবেহ করা এবং যেসব জন্তুর গোশত খাওয়া বৈধ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপের গোশ্ত মুবাহ, ৬ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

৩৮৮. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেজবানের প্রতি অতিথির উক্তি ঃ আল্লাহর শপথ! আমি খাব না যতক্ষণ তুমি না খাবে, ১৩ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

৩৮৯. সহী মুসলিম, আশরিবা (পানীয় দ্রব্য) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাওয়াযু ইসতিতবায়িহি গায়রুহু ইলা দারি মাই য়াসিকু বিরিদাহু বিযালিকা, ৬ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৩৯০. তিনি হচ্ছেন আবু নি'মাতুল্লাহ মুহাম্মদ শুকরী ইবনে হাসান আংকারাবী (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আংকারার অধিবাসী), মুসলিম শরীফের টীকাকার।

৩৯১. দেখুন, সহী মুসলিমের টীকা, ৬ খন্ড, ১২০ খন্ড।

৩৯২. মুআত্তা মালেক, ২ খন্ড, ৯৩৫ পৃষ্ঠা।

৩৯৩. দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ২১৬ নং হাদীসের টীকা, হাদীসটির সকল রাবী নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিমের রাবীদের সমপর্যায়ের।

www.amarboi.org

৩৯৪. মিশকাতুল মাসাবীহ, আলবানী কর্তৃক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাকৃত। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ উত্তম, হাদীস নং ২০৭৯।

৩৯৫, ৩৯৬. মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৩২২১, হাদীসটি সম্পর্কে শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন যে, এর সনদ হাসান।

৩৯৭. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৯৮. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৩৯৯. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাফর ইবনে আবুতালেব, আসমা বিনতে উমায়েস ও জাহাজে আরোহণকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৪০০. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের শর্ত ইসলামে জায়েয, ৬ খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা।

৪০১, ৪০২. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত প্রসংগে যা বলা হয়, ২ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৪০৩. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দত পূরণ হওয়ার পূর্বে দাসীকে নিয়ে সফর করা যায় কিনা? ৫ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৪০৪. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসী গ্রহণ এবং দাসীকে মুক্ত করার পর বিয়ে করা, ১১ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দাসীকে মুক্ত করে অতপর বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৪০৫. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালহা আনসারীর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৪০৬. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দান থেকে মেয়েদের নিহত ও আহতদের ফেরত পাঠানো, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

৪০৭. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ, ৮ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৪০৮. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতিকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ, ৮ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৪০৯. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ আপনজনদের কোন কোন কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়, ৩ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আপনজনদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়। ৩ খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

৪১০. সহী বুখারী, নবীদের কাহিনী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের আলামতসমূহ, ৭ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।

৪১১. ফাতহুল বারী ঃ ৭ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪১২. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ৪৪৬, ৪৪৭ পৃষ্ঠা।

৪১৩. আহকামুল আহকাম... শরহু উমদাতিল আহকাম, ২ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪১৪. ১ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা।

৪১৫. মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতা ও ওফাত, ৯ খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

৪১৬. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ আপনজনদের কোন কোন কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়, ৩ খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা, ৩ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৪১৭. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

৪১৮. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফনে আবৃত করার পর তার কাছে যাওয়া, ৩ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৪১৯. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফনে আবৃত করার পর তার কাছে যাওয়া, ৩ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

৪২০ক সহী বুখারী, রিকাক (মর্মস্পর্শী বিষয়াবলী) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের নিয়ামতরাজি ও দোযখের দুঃখ-কষ্ট, ১৪ খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

৪২০খ. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া, ৩ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৪২১. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে কি বলতে হবে? ৩ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

৪২২. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যা বে-জোড় সংখ্যায় ধোয়া উত্তম, ৩ খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

৪২৩. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুল পাতা দেয়া পানি দ্বারা মৃতকে অযু ও গোসল করানো, ৩ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে গোসল দেয়া, ৩ খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

৪২৪, ৪২৫. সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানাযা পড়া, ৩ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

৪২৬. দেখুন, সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ব্যাখ্যা, ৭ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৪২৭. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া, ৩ খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের প্রতি জানাযার সাথে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা, ৩ খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

৪২৮. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

৪২৯. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪৩০, ৪৩১. আহকামুল আহকাম শরহু উমদাতিল আহকাম, ১ খন্ড, ৩২৪, ৩২৫ পৃষ্ঠা।

৪৩২. দেখুন, দাকীক আলজামে আসসাগীর হাদীস নং ৮৭৩।

৪৩৩. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত, ৩ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করা, ৩ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

৪৩৪. ফাতহুল বারী ঃ ৩ খন্ড, ৩৯১, ৩৯২ পৃষ্ঠা।

৪৩৫. সহীহ সুনানে ইবনে মাজা, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যিহার, ১ খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা। হাদীস নং ১৬৭৮।

৪৩৬ক. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ৩৭৯, ৩৮০ পৃষ্ঠা।

৪৩৬খ. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হুমাইদী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ৮ খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

৪৩৭. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে মালেক বর্ণিত হাদীস ও মহান আল্লাহর বাণী وعلى الثلثة الذين خلفوا ৯ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কা'ব ইবনে মালেক ও তার দুই বন্ধুর তাওবা সম্পর্কিত হাদীস, ৮ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৮. সহী বুখারী, এক-পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক পঞ্চমাংশ ফরয হওয়া, ৭ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, আমরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, যা রেখে যাই তা সাদকা, ৫ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৪৩৯. সহী বুখারী, ফারায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি আমরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, যা রেখে যাই তা সাদকা, ৫ খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৪০. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

৪৪১. সহী বুখারী, দাসমুক্তি ও তার মর্যাদা প্রসঙ্গে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্ব বিক্রি ও তা দান করা, ৬ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪৪২. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ, ১১ খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৪৪৩ক. সহী মুসলিম, কাসামাহ, মুহারিবীন, কিসাস ও দিয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত ও অনুরূপ অংগের ক্ষেত্রে কিসাসের প্রমাণ, ৫ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।

৪৪৩খ. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেছেন, ৯ খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চোর, উচ্চ বংশজাত ও অন্যদের হাতকাটা, ৫ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৪৪৩গ. ফাতহুল বারী ঃ ১৫ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪৪৪. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সম্পর্কত্যাগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য তিন দিনের অধিক তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা বৈধ নয়, ১৩ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা।

৪৪৫. ই'লামুল মুওয়াককিয়ীন, ১ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪৪৬. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা নূর, অনুচ্ছেদ ঃ ان الـذيـن يـحـبـون ان تشـيـع الـفـاحـشـة في الـذيـن امـنـوا ১০ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের ঘটনা, ৮ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৭. সহী মুসলিম, কাসামাহ, মুহারিবীন, কিসাস ও দিয়াত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত ও অনুরূপ অঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণের প্রমাণ, ৫ খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।

৪৪৮. সহী মুসলিম, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সম্ভ্রান্ত বংশজাত ও অন্যান্য চোরের হাত কাটা এবং হুদুদের ক্ষেত্রে সুপারিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ৫ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৪৪৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার কন্যার অমতে বিয়ে দিলে সে বিয়ে প্রত্যাখ্যাত হবে, ১১ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

৪৫০ক, ৪৫০খ. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খুলা, তালাকের নিয়ম-পদ্ধতি, ১১ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

৪৫১. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৪৫২. সহী বুখারী, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পাড়বিশিষ্ট ইজার, ১২ খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী তালাকদাতা স্বামীর জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না যতক্ষণ না পরবর্তী স্বামী গ্রহণ করবে এবং স্বামী তাকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দেবে এবং সে ইদ্দত পালন করবে, ৪ খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

৪৫৩. সূরাতুন নূর, আয়াত ৬-৯।

৪৫৪. সহী বুখারী, লিআন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লি'আনে অংশগ্রহণকারিণীর মোহরানা, ১১ খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, লি'আন অধ্যায়, ৪ খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা।

৪৫৫. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আল-ইমরান, অনুচ্ছেদ ان الـذيـن يـشـتـرون بـعـهـد الـلـه وايـمـانـهـم ثـمـنـا قـلـيـلا اولـئـك لاخـلاق لـهـم ৯ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা।

৪৫৬. সহী বুখারী, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সাত জমিন প্রসংগে যা বলা হয়েছে, ৭ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পানি সেচ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জুলুম করা, ভূমি জবরদখল করা প্রভৃতি হারাম, ৫ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

৪৫৭. সহী মুসলিম, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যেনার স্বীকারোক্তি করলো, ৫ খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৪৫৮. সহী বুখারী, যুদ্ধরত কাফের ও মুরতাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত বা পলাতক ব্যক্তির ওপর অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের জন্য ইমাম কাউকে নির্দেশ দিতে পারেন কিনা, ১৫ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যেনার স্বীকারোক্তি করে, ৫ খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪৫৯. ফাতহুল বারী, ১৫ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৪৬০. ৪৬১. সহী বুখারী, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত হওয়ার পর হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা মাকরূহ, ১৫ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, হুদুদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চবংশজাত ও অন্যান্য চোরের হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করার নিষেধাজ্ঞা, ৫ খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৪৬২. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে যে ব্যক্তির চোখে মুখে বিষণ্নতা ফুটে ওঠে, ৩ খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খুব বিলাপ করে কান্নাকাটি করা, ৩ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৬৩. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির পাশে কান্নাকাটি করা, ৩ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

৪৬৪. ফাতহুল বারী, ৫ খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা।

৪৬৫, ৪৬৬. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা, ৪ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাসমূহ, ৭ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

৪৬৭. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস, ৮ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাসসান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৬৮. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালেব, আসমা বিনতে উমায়েস ও জাহাজে আরোহণকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৪৬৯. সহী বুখারী, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পরিচয়, ৭ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৪৭০. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালেব, আসমা বিনতে উমায়েস ও তাদের সাথে জাহাজে আরোহণকারীদের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৪৭১. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর দেহ থেকে নারী কর্তৃক কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ২ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৪৭২. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لاتدخلوا بيوت النبى إلا ان يؤذن لكم الى طعام ১০ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৭৩, ৪৭৪. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরাতুন নূর অনুচ্ছেদ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ১০ খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অপবাদের হাদীস ও অপবাদদাতার তাওবা কবুল প্রসংগে, ৮ খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪৭৫. সহী বুখারী, লিবাস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের জন্য রেশম, ১২ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা।

৪৭৬. সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে অভিশাপ দিয়েছেন, বদ দোয়া করেছেন বা গালি দিয়েছেন সে যদি তার উপযুক্ত না হয়, তাহলে তা ঐ ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা, পুরস্কার ও রহমতের কারণ হবে, ৮ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৪৭৭. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন, ৮ খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু এলাকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা, ৫ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৭৮. সহী মুসলিম, মানত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করলে কিংবা মালিকানা বহির্ভূত কোন জিনিসের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে না, ৫ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

৪৭৯. সহী বুখারী, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোগী কি পরিমাণ রোগ নিয়ে নামাযের জামায়াতে শরীক হবে? ২ খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন দেখা দিলে ইমাম কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করবে, ২ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৪৮০. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

৪৮১. হুদাস সারী, ২ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৪৮২. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

৪৮৩. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ ما ودعك ربك وما قلى ১০ খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক ও মুনাফিকদের দেয়া যে সব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, ৫ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

৪৮৪ক, ৪৮৪খ. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৪৮৫. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ওহুদ যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা।

৪৮৬. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

৪৮৭. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাজী', রে'ল ও যাকওয়ান যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা।

৪৮৮. সহী বুখারী, যুদ্ধরত কাফের ও মুরতাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জিম্মিদের সম্পর্কিত বিধান ও তাদের রক্ষা করা এবং তারা যেনায় লিপ্ত হলে তা বিচারের জন্য ইমামের সামনে উপস্থাপন করা হলে, ৫ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

৪৮৯ক. সহী বুখারী, ইজারা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মা ইউতা ফির রুকইয়া, ৫ খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

৪৮৯খ. সহী বুখারী, কুরআনের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফাতিহাতুল কিতাবের মর্যাদা, ১০খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন ও দোয়ার সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করে পারিশ্রমিক গ্রহণের বৈধতা, ৭ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪৯০. সহী বুখারী, তায়াম্মুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পানির অভাবে পবিত্র মাটি দ্বারা অযু করা মুসলমানের জন্য যথেষ্ট, ১ খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামায আদায়, ২ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৪৯১. সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত এবং বন্দীর বিনিময়ে মুসলমানদের ফিদইয়া, ৫ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

৪৯২. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে, ২ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজ ক্রীতদাসীকে মুক্ত করার পর বিয়ে করার মর্যাদা, ৪ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৯৩. সহী বুখারী, হিবা (দান) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দেয়া উপহার গ্রহণ, ৬ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিষ (প্রয়োগ), ৭ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পেশাগত কাজে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণের পক্ষে শরীয়ত সমর্থিত ঘটনাবলী

www.amarboi.org

www.amarboi.org

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীর পেশাগত কাজে অংশগ্রহণের ঘটনাবলী

হেদায়াতের যে নূর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন মুসলিম নারী তার জীবনে সেই নূরের পথেই চলে থাকে। নারীর পেশাগত কাজ সম্পর্কিত যে সব বাস্তব ঘটনাবলী আমরা এখানে পেশ করছি তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোন প্রসংগে কেবল উদাহরণ হিসেবে এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্য সকল নবী রসূলদের যুগে মুসলিম নারীগণ ব্যবহারিক জীবনে এসবের যে চর্চা করেছেন তা যদি একত্র করা হয় তবে দেখা যাবে সেগুলি মূলত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে আমাদের তথা সর্ব যুগে প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হতে থাকবে এবং তার নতুন নতুন রূপ সামনে আসবে, যা হবে সকল যুগের পরিবেশ ও অবস্থার উপযোগী।

আমরা এ অধ্যায়ে যে সব ঘটনা তুলে ধরেছি তার কোন কোনটিতে নারীর কাজ ছিল নিছক স্বেচ্ছামূলক। শরীয়ত প্রণেতা যখন এ ধরনের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন তখন সে কাজ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হোক বা স্বেচ্ছামূলক হোক তাতে কিছু আসে যায় না। প্রয়োজনে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাক্ষাত যে শরীয়ত সম্মত তা প্রমাণ করাই আমাদের এ আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে সব ক্ষেত্রে নারীরা কাজ করেছে আমরা এখন সে বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো ও লালন পালন করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى۰ (سورة الطلاق الاية ٦)

"তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেরা যে স্থানে বাস করো তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও। অসুবিধায় ফেলার জন্য তাদেরকে কষ্ট দিয়োনা। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করতে থাক। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে থাকে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করো এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজদের মধ্যে উত্তম পন্থায় পরামর্শ করো। আর তোমরা নিজ নিজ দাবীতে অনড় থাকলে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।"(আত তালাক ঃ ৬)

www.amarboi.org

عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لى الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم . ثم دفعه الى ام سيف امرأة قين يقال له ابوسيف ... وفى رواية عن انس بن مالك قال : ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان ابراهيم مسترضعاً له فى عوالى المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينًا فيأخذه فيقبله ثم يرجع .....

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমার পিতার নামানুসারে আমি তার নাম রেখেছি ইবরাহীম। তারপর তাকে আবু ইউসূফ নামের এক কর্মকারের স্ত্রী উম্মে সাইফের কাছে স্তন্যদানের জন্য অর্পণ করলেন। .... আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেছেন, আমি নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক দয়ালূ ও স্নেহশীল লোক আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, মদীনার আওয়ালী অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইবরাহীম স্তন্য পানের জন্য ধাত্রী মাতার কাছে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করতেন। তিনি সেখানে আগুন জ্বালতেন। তার স্বামী ছিল কর্মকার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে (ইবরাহীম) কোলে নিয়ে চুমু খেতেন এবং তারপর ফিরে আসতেন ....।" মুসলিম[১]

পশুচারণ

"মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আসসালমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার একজন দাসী ছিল। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী ওহোদ ও জাওয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরী চরাতো। একদিন সে আমাকে জানালো যে, হঠাৎ একটি বাঘ এসে তার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমি এমন একজন লোক যে অন্যদের মত শুধু আফসোস করলাম। তবে আমি তার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করেছিলাম। পরে আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি আমার একাজকে গুরুতর বলে মনে করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কি তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন; আল্লাহ্ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহ্র রসূল। তিনি বললেন, সে মুমিন, তাকে মুক্ত করে দাও।" মুসলিম[২]

www.amarboi.org

"সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কা'ব ইবনে মালেকের এক দাসী সালা' পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাতো। একটি বকরী হঠাৎ করে আহত হলে সে সেটিকে ধরে পাথর দ্বারা যবেহ করলো। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন? তোমরা তা খেতে পার।" বুখারী [৩]

হাফেজ ইবনে হাজার মায়মূনা বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে হাদীসটি তার দাসীকে মুক্ত করে দেয়া সম্পর্কে 'খাস' বা নির্দিষ্ট। নাসায়ীর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার ভ্রাতৃকন্যার বকরী চরানোর বিনিময়ে কি তা তাকে দিয়ে দাওনি? [৪]

চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপন

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগান থেকে ফল সংগ্রহের ইচ্ছা করলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করলো। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে ঘটনা বললে তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই। তুমি গিয়ে তোমার বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করো। কারণ তুমি হয়তো তা দান করবে কিংবা তার সাহায্যে কল্যাণকর কোন কাজ করবে।" মুসলিম[৫]

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মুবাশশির আনসারীর খেজুর বাগানে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই খেজুর বাগান কে করেছে, মুসলমান না কাফের? সে বললো, মুসলমান এ খেজুর বাগান তৈরী করেছে। তিনি বললেন, কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে কিংবা চাষাবাদ করে ফসল ফলায় আর তা থেকে কোন মানুষ, জীবজন্তু বা অন্য কিছু খেয়ে থাকে তাহলে তা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হয়।" মুসলিম[৬]

"আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছে এক মহিলাকে তার খেজুর বাগানে দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা এই বাগানে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ অনুমান করলেন। তিনি বাগানের মালিক মহিলাকে বললেন, বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখো। আমরা তাবুকে পৌছলে তিনি বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড বাত্যা প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন রাতের বেলা উঠে না দাঁড়ায় এবং যার সাথে উট আছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। তাই আমরা উটগুলো বেঁধে রাখলাম। রাতে প্রচন্ড ঝন্‌ঝা প্রবাহিত হলো। সেই সময় একব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। সেই সময় আইলার শাসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার জন্য একখানা চাদর পাঠালেন এবং তাকে ঐ এলাকার শাসক

www.amarboi.org

হিসেবে বহাল রেখে ফরমান লিখে দিলেন। ফেরার পথে তিনি ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলে সেই মহিলাকে তার বাগানে উৎপন্ন খেজুরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, দশ ওয়াসাক, যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমান করেছিলেন... ।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭]

কুটির শিল্প

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান করো। যয়নাব তার স্বামী আবদুল্লাহ ও পোষ্য ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি (যয়নাব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন আমি আপনার এবং আমার পোষ্য ইয়াতীমদের জন্য যেসব ব্যয় করেছি তা কি দান হিসেবে আমার জন্য গণ্য হবে?" (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

ইবনে মাজার একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে ঐ মহিলা হস্তশিল্পী ছিলেন।[৯] এ ছাড়া তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী ও তার সন্তানদের মা ছিলেন একজন কারিগর মহিলা। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন (হস্ত) শিল্পী মহিলা। শিল্পকর্ম বিক্রি করে উপার্জন করে থাকি। এ ছাড়া আমার, আমার স্বামীর ও আমার সন্তানদের জন্য উপার্জনের আর কোন উপায় নেই। আমি তাদের জন্য ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি তাদের জন্য যা ব্যয় করবে সে জন্য পুরস্কার লাভ করবে।"[১০]

"সা'দ ইবনে সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা চতুর্দিকে নকশা করা একখানা 'বুরদাহ' নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, বুরদাহ কাকে বলে তা কি তোমরা জান? তাকে বলা হলো, হ্যাঁ জানি। নকশাকরা পাড়বিশিষ্ট কাপড়। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড় খানা আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি .... ।" (বুখারী)[১১]

কুটির শিল্প অন্য একটি পেশাগত কর্ম সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরায় উল্লেখিত আমাদের একটি সরস কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। সেটিও ছিল এক ধরনের ব্যবসায় যা অনেক সময় গৃহাভ্যন্তরে প্রস্তুত করা হয়। রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয ইবনে আফরা থেকে আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। রুবাই' বিনতে মু'আওয়েয বলেছেন, আমি একদল আনসার মহিলার সাথে উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসন যুগে আবু জাহলের মা আসমা বিনতে মাখরাবার কাছে গেলাম। তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবী'আহ ইয়ামান থেকে তার কাছে আতর পাঠাতো এবং সে তা বিক্রি করতো। আমরা তার নিকট থেকে আতর কিনতাম। আমার শিশিতে আতর ঢালার পরে সে আমার সঙ্গী সাথীদের যেমন ওজন করে দিয়েছিল আমারটাও তেমনি

www.amarboi.org

ওজন করে দিয়ে বললো, লিখে দাও, তোমাদের কাছে আমার পাওনা রইলো। আমি বললাম, ঠিক আছে তাকে লিখে দাও যে রুবাই' বিনতে মু'আওয়েযের কাছে তার পাওনা রইলো। সে বললো, রাখো, তুমি তো এমন ব্যাক্তির কন্যা যে তার প্রভুর হত্যাকারী (রুবাই' এর পিতা মুআওয়েয ইবনে আফরা বদর যুদ্ধে আবু জাহলকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন)। আমি বললাম, না, আমি বরং এমন এক ব্যক্তির কন্যা যিনি তার ক্রীতদাসের হত্যাকারী। তখন সে বললো, আল্লাহর কসম! আমি কখনো তোমার কাছে কোন জিনিস বিক্রি করবো না। জবাবে আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমিও তোমার নিকট থেকে কখনো কোন জিনিস কিনবো না। আল্লাহর কসম! তোমার আতর মোটেই ভাল নয় এবং তাতে কোন সুগন্ধও নেই। ঝেটা আল্লাহর কসম! আমি তার আতরের মত এত সুন্দর আতর আর কখনো ব্যবহার করিনি। কিন্তু সেদিন আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম।"[১২]

পেশাগত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ..... ان لي غلاما نجارا ...... وفى رواية (قال) : فامرت عبد ها فقطع من الطرفاء فصنع منبرا ...

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে...অন্য একটি বর্ণনায় আছে।[১৩] সে তার ক্রীতদাসকে আদেশ করলে সে তারাফা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরী করে দিল...।" (বুখারী)[১৪]

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে আমরা পাঠকদেরকে বিশিষ্ট মহিলা সাহাবা উম্মে শারীকের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি মেহমানদের জন্য তার ঘরের দরজা খুলে রাখতেন। প্রথম যুগের মুহাজিরগণ তার বাড়িতে অবস্থান করতেন। এটা মেহমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু স্বেচ্ছামূলক। (দেখুন সামাজিক কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ)

অসুস্থদের চিকিৎসা

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হলেন। তাকে কুরাইশের একটি শাখা গোত্র বনী মু'ঈস ইবনে আমের ইবনে লুয়াইয়ের হাব্বান ইবনে আরিফা নামক এক ব্যক্তি দুই বাহুর মধ্যবর্তী শিরায় তীরবিদ্ধ করেছিল। কাছে রেখে সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন... মসজিদের আঙিনায় বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিল। তারা রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসছে দেখে ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে তাঁবুবাসীগণ! তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে এসব কি বয়ে

www.amarboi.org

আসছে? তারা জানতে পারলো যে, সা'দের জখম থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে। এ আঘাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।" (বুখারী)[১৫]

'বনী গিফারের তাঁবু' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে ইসহাকের মতে তাঁবুটি ছিল রুফাইদা আসলামিয়ার। হতে পারে তার স্বামী ছিল গিফার গোত্রের লোক।[১৬] আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মসজিদের আঙিনায় রুফাইদার তাঁবুতে রেখেছিলেন এজন্য যে রুফাইদা ছিল এমন এক মহিলা যে আহতদের চিকিৎসা করতো। তিনি বলেছিলেন, সা'দকে তার তাঁবুতে রেখে যাও যাতে আমি নিকটে থেকে তার তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা করতে পারি।"[১৭]

হাফেজ ইবনে হাজার উম্মে আতিয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ "আমরা অসুস্থদের পরিচর্যা করতাম এবং আহতদের চিকিৎসা করতাম" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসের কয়েকটি শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, অর্থাৎ নারী কর্তৃক পরোক্ষভাবে অন্য পুরুষের চিকিৎসাও পরিচর্যা করার বৈধতা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। তবে ফিতনার আশংকা না থাকলে প্রয়োজনে প্রত্যক্ষভাবেও তা করা বৈধ।"[১৮]

ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা

عن انس بن مالك قال : اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار ان يرقوا من الحمة والأذن ·

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক আনসারকে তার পরিবার-পরিজনকে বিষাক্ত প্রাণী দংশনের কারণে এবং কানের ব্যথায় ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দান করেছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

'সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সহীহা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে ঃ কোন এক আনসারীর পাঁজরে ঘা হলে তাকে জানানো হলো যে, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ ঘা উপশমের জন্য ঝাড়ফুঁক করে থাকেন। সে (আনসারী লোকটি) তার (শিফা বিনতে আবদুল্লাহ) কাছে গিয়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করতে বললে সে বললো, আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে আমি আর এজন্য ঝাড়ফুঁক করি না। এতে আনসারী লোকটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে গিয়ে শিফা বিনতে আবদুল্লাহ যা বলেছিল তা জানালো। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিফাকে ডেকে এনে বললেন, তুমি যা পড়ে ঝাড়ফুঁক করো তা আমাকে শুনাও। তিনি তাঁকে তা শুনালে তিনি বললেন, এ দিয়ে তুমি ঝাড়ফুঁক করতে থাকো আর হাফসাকে যেমন লেখা শিখিয়েছো তেমনি এই ঝাঁড়ফুঁকও তাকে শিখিয়ে দাও। (হাকেম)[২০]

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সেবা পেশ করা

عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم

www.amarboi.org

Contents

فنسقى القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينة ۔

"রুবাই' (মহিলা সাহাবী) বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা লোকজনকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় পাঠিয়ে দিতাম।"(বুখারী)[২১]

"উম্মে আতিয়া আনসারিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি পেছনে তাঁবুর পাহারায় থাকতাম এবং সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম।" (মুসলিম)[২২]

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ

সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক আলোচনায় মুসলিম নারীর স্বেচ্ছামূলকভাবে মসজিদে নববীকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে এ কাজ করার অনুমতি থাকার বিপরীতে নারী কর্তৃক স্বেচ্ছামূলকভাবেও একাজ করার অনুমতি রয়েছে। এ বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

গৃহকর্ম

"উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। .... তিনি দাসীটিকে তাঁর (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠালেন। আমি বললাম, তাঁর (নবী) পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সালামা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আমি শুনেছি, আপনি এই দুই রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করে থাকেন। অথচ দেখছি আপনি নিজেই তা পড়ছেন---ক্রীতদাসটি তাই করলো।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

"উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (উম্মে সালামার) ঘরে একজন দাসী দেখলেন যার চেহারা রোদে পোড়া মত ছিল। তিনি বললেন, তাকে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করো। কারণ সে বদ নজরের শিকার হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৪]

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যেসময় যুবায়ের আমাকে বিয়ে করেন তখন পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া তার না ছিল কোন ধন-সম্পদ, না ছিল দাস-দাসী। আমিই তার ঘোড়াকে খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম, চর্মনির্মিত পানির বড় বালতি সেলাই করতাম এবং আটার খামির তৈরী করতাম-- আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জায়গীর হিসেবে যে ভূমি দান করেছিলেন সেই ভূমি থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে আনতাম। উক্ত ভূমি খন্ডটি দুই তৃতীয়াংশ ফারসাখ[১] দূরে অবস্থিত ছিল.. অবশেষে আবু

(১) ফারসাখ দৈর্ঘ্য পরিমাপের একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এক ফারসাখ তিন মাইলের সমান।

www.amarboi.org

বকর(আসমার পিতা) আমার জন্য একজন খাদেম পাঠালেন। সেই তখন থেকে ঘোড়ার রাখালি করতো। তিনি যেন এভাবে আমাকে মুক্ত করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

"আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সুফফার অধিবাসীগণ সবাই ছিলেন দরিদ্র্য মানুষ। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার কাছে দুজনের খাদ্য আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে (আসহাবে সুফফার মধ্যে থেকে) নিয়ে যায় এবং চারজনের খাদ্য থাকলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ জনকে নিয়ে যায়। ফলে আবু বকর তিন জনকে নিয়ে আসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজনকে নিয়ে গেলেন। আবদুর রহমান বলেন! আমাদের সংসারে আমি, আমার পিতা (আবু বকর) ও আমার মা ছিলেন। (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবু উসমান বলেন, আমি জানিনা তিনি (আবদুর রহমান) একথাও বলেছিলেন কিনা যে, আমার স্ত্রী এবং একজন খাদেমও ছিল যে আমার ও আবু বকর উভয়ের গৃহে কাজ করতো।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

عن معاوية بن سويد قال : لطمت مولي لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابى فدعاه ودعانى ثم قال : امتثل منه· فعفا· ثم قال كنا بنى مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اعتقوها · قالوا ليس لهم خادم غيرها · قال : فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ·

"মু'আবিয়া ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমাদের একজন ক্রীতদাসকে চপেটাঘাত করে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। তারপর যোহরের কিছু পুর্বে ফিরে এসে আমার পিতার ইমামতিতে নামায পড়লাম। তিনি ঐ ক্রীতদাস ও আমাকে ডেকে নিয়ে তাকে বললেন, ওর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করে দিল। তিনি (মুআবিয়া ইবনে সুওয়াইদ) আরো বললেন, আমরা বনী মাকরান গোত্রের লোক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদের একজনমাত্র দাসী ছিল। আমাদের কেউ তাকে চপেটাঘাত করলে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন। তিনি বললেন, তাকে (দাসীটিকে) আযাদ করে দাও। সবাই বললো। সে ছাড়া আমাদের আর কোন দাসী (খাদেম) নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা তার খেদমত গ্রহণ করতে থাক। যখনই তাকে ছাড়া চলার মত পরিস্থিতি হবে তখনই যেন তারা তকে আযাদ করে দেয়।"(মুসলিম)[২৭]

নারীর পেশাগত কাজের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় আধুনিক সামাজিক দিক

এক. নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সার্বজনীনতার সথে সাথে শিক্ষার উন্নতি-অগ্রগতি, বহুমুখিতা ও বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত হওয়া- যার ফল হচ্ছে কতিপয় পেশাগত কাজে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন।

দুই. রোগীর শুশ্রুষা ও পরিচর্যা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তার বহুমুখিতা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এর সার্বজনীনতার বিষয়টি পূর্বোক্ত বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়ে এমন এক সামাজিক প্রয়োজন সৃষ্টি করেছে যে কারণে সমাজ কোন কোন ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায় নারীর স্পেশালাইজেশন দাবী করে।

তিন. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতি। বিশেষ করে বিমান পরিবহন ব্যবস্থা এমন সব এয়ার হোস্টেসের প্রয়োজন অনুভব করে যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে মহিলা বিমানযাত্রীদেরকে বিশেষ প্রকৃতির সেবা পেশ করতে সক্ষম।

চার. গৃহকর্মে ব্যবহৃত নানা রকম তৈজসপত্র এবং মেয়েদের রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ মহিলাকর্মী প্রয়োজন।

পাঁচ. একজন পুরুষের যৌন পরিপক্কতার স্তরে উপনীত হওয়া এবং বিবাহযোগ্য আর্থিক সংগতি লাভের মাঝে সময়গত ব্যবধান অনেক বেশী। এই দিকটি যুবকদের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ও মানসিক যন্ত্রণার কারণ। ফলে যুবকরা পেশাগত কাজের মাধ্যমে স্ত্রীর অর্জিত অর্থের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং এভাবে উভয়ে সম্মিলিতভাবে অতি দ্রুত একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ছয়. পূর্বের যে সব বৃহৎ পরিবার একত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই বাড়িতে বাস করতো এবং ছেলে ও মেয়েদের অনেককে বিয়ে দেয়ার পরও ঐক্যবদ্ধ ছিল সেই সব পরিবার ভেঙ্গে স্বতন্ত্র ছোট ছোট পরিবার অস্তিত্ব লাভ করেছে। এসব আধুনিক ছোট পরিবার গঠনের জন্য পুরুষ বড় রকমের আয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। ফলে অপরপক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা একান্ত জরুরী হয়ে দেখা দেয়। অধিকন্তু সামাজিক জটিলতার সাথে সাথে এই দিকটি নারীর অভিভাবকের, সে পিতা হোক বা ভাই, আর্থিক সমার্থ্য বহুলাংশে দুর্বল করে দেয়। কেননা নারী যখন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে আসে অথবা বিধবা হয় তখন অভিভাবককেই তার জীবন যাত্রার ব্যয় মেটাতে হয়। ফলে সে উপার্জনের জন্য কাজ করতে বাধ্য হয়।

সাত. জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে কোন কোন মুসলিম সমাজে আয়ের স্ট্যান্ডার্ড নিম্নগামী হয়েছে। এই অবস্থার সাথে পূর্ব বর্ণিত দুটি প্রেক্ষিত যুক্ত হওয়ায় পরিবারের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে যুবকগণ নারীর আর্থিক সহযোগিতা লাভের জন্য তাদের পেশাগত কর্মের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।

আট. শিল্প হোক ব্যবসায় কিংবা শিক্ষা বা চিকিৎসা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ সকল ধরনের সেবার ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিরাজমান। অথচ পূর্বে এমন অবস্থা ছিল না। তখন অনেক পেশাগত কাজ

www.amarboi.org

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কোন কোনটি যেমন সুতাকাটা, বস্ত্র বয়ন অথবা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা কিংবা চামড়া পাকা করা এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা গৃহাভ্যন্তরেই সম্পন্ন হতো। ফলে পেশাগত কাজ করতে গিয়ে নারীর গৃহত্যাগ করতে হতো না। পূর্বে যখন গৃহের অভ্যন্তরেই এসব কাজ সম্পন্ন হতো তখন নারী তার পেশাগত কাজ এবং গৃহের তত্ত্বাবধান ও শিশুপালন একই সাথে আঞ্জাম দিতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়।

নয়. নারীর এই অবস্থা এবং তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঘরকন্নার কাজের প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান সময়ে নিম্নোক্ত কারণে সমাজ পেশাগত কাজে যোগ্য নারীর সংখ্যা আরো অধিক বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঃ

(ক) কিছুসংখ্যক নারী নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক সময় কাজ করবে।

(খ) সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনের জন্য কিছুসংখ্যক নারীকে দীর্ঘ ছুটি দিতে হবে।

(গ) গৃহ পরিবেশ ও গৃহকর্মের চাপের কারণে কিছুসংখ্যক নারীকে পেশাগত কাজের বাইরে রাখতে হবে।

www.amarboi.org

আমাদের যুগে নারীর পেশাগত কাজে শরীয়তের নির্দেশনা

জরুরী মুখবন্ধ

শরীয়তের নির্দেশনা পেশ করার পূর্বে আমি দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম বিষয়টি আমাদের যুগে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত দাবীর সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় বিষয়টি নারীর পেশাগত কাজের ব্যাপারে দিক নির্দেশনার জন্য কাংখিত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, পাশ্চাত্যবাদীরা নারীর পেশাগত কাজ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত দাবী বার বার করে থাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যেমন তারা বলে থাকে, বিবাহিতা নারী যাতে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য তাকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। পরিবার ব্যবস্থা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্য এ দাবীই যথেষ্ট। পরিবারের ন্যায় কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানটি এর সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিজেদের মধ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব বণ্টনের ওপর নির্ভরশীল। তাই পরিবার নামক এই প্রতিষ্ঠানটি এর সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর সংঘাতমুখর হওয়ার ওপরে টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে তারা এ দাবীও করে যে, নারী যাতে তার ব্যক্তিসত্তা তথা অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য পেশাগত কাজ করা তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ ধরনের দাবীকারীরা ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে। ঘরের রাণী হয়ে থেকেও নারী ঘরের কাজ আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে কিছুটা সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটা পেশাগত কাজের মাধ্যমে নিজেকে জীবন্ত ও কল্যাণকর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করার পরিপন্থী নয়।

চরমপন্থীদের এ দাবীও প্রত্যাখ্যান করা উচিত যে, নারীর জন্য পেশাগত কাজ চরম প্রয়োজন ছাড়া নিষিদ্ধ। প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও সিদ্ধ করে দেয় এবং প্রয়োজনের আলোকেই তা নির্ধারিত হয়। এভাবে নারীর পেশাগত কাজ না খেয়ে মৃত্যুর ভয়ে মৃত বস্তু খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। নাউযুবিল্লাহ! আমরা জানিনা এই নিষেধাজ্ঞা কোথা থেকে এসেছে। গৃহের সাথে নারীর সম্পৃক্ততার মাত্রা এমন একটি সামাজিক বিষয় সমাজ ও নারীর অবস্থা অনুসারে যার রূপ ও আকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য কোন ধর্মীয় নির্দেশ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি, যা নারীর পেশাগত কাজের ব্যাপারে দিক নির্দেশনার জন্য কাংখিত গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে, আমি বলবোঃ

বর্তমান সমাজে শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে নারীর পেশাগত কাজকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে যে পরিবার সমাজের মৌলিক ভিত্তি সে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রসারিত হয়। এই অগ্রগতি যাতে সঠিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে

www.amarboi.org

পারে এবং আমরা যাতে এর সুফল ভোগ করতে এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারি সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং প্রশিক্ষণগত উন্নয়ন ও অগ্রগতি এর সহগামী হওয়া উচিত। কারণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র অত্যন্ত জটিল এবং তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় ও প্রভাব গ্রহণ করে।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নিষ্ঠাবান গবেষকদেরকে নারী ও পুরুষের মধ্যে বয়সের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা এবং উপযুক্ত পেশাগত কাজের পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার তাওফিক দান করেন। কারণ এই গবেষণা কর্মই জীবনের সবক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জরুরী এবং এর মাধ্যমেই আসবে স্বাভাবিক দিক নির্দেশনা। এগুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়াত ও আলোর ওপর নির্ভর করে আমাদের সমাজের উত্থান আশা করতে পারি।

শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনাসমূহ

প্রথম দিক নির্দেশনা

নারীকে পর্যাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো, নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তানাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর তাৎপর্য অনুসারে বিয়ের পর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : المرأة راعية على اهل بيت زوجها وهى مسئولة عنهم ٠
"নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়িকা। সেই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[২৮]

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার যথাযথ সেবা গ্রহণ করা যায়।

عن ابي بردة عن ابيه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران ٠

"আবু বুরদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তির যদি কোন দাসী থাকে আর সে তাকে অতি উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখায় এবং তারপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।" (বুখারী)[২৯]

www.amarboi.org

দাসীকে শিক্ষাদান ও শিষ্ট করে গড়ে তোলার মাহাত্ম্য যখন এই তখন নিজের কন্যাকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা নিসন্দেহে মহোত্তম।

عن عائشة قالت : جاء تنى امرأة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : من بلى من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار .

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলো। তার সাথে ছিল তার দুটি শিশু কন্যা। সে আমার কাছে কিছু চাইলো। কিন্তু আমার কাছ থেকে একটিমাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলো না। আমি তাকে খেজুরটি দিলে সে তা দুই ভাগ করে তার দুই মেয়েকে দিল এবং উঠে চলে গেল। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে যাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে সে যদি তাদের প্রতি দয়াদ্র আচরণ করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার অন্তরাল হয়ে যাবে।" (বুখারী)[৩০]

আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার মেয়েদের প্রতি ইহসান সম্পর্কিত বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ঃ (...... তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করলো, বিয়ে দিল এবং উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল......)। (তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলো এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করলো.......)। (তাদেরকে শিষ্টাচার ও ভদ্রোচিত রীতিনীতি শিক্ষা দিল, তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের আচরণ করলো এবং তাদের ভরণপোষণ করলো) এসব বর্ণনার পর হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, 'ইহসান' শব্দটি এসব গুণাবলীর সম্মিলিত অর্থ প্রকাশ করে। আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে সংক্ষেপে 'ইহসান' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।[৩১]

এখানে আমরা দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই ঃ

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, হাদীসটিতে উল্লেখিত "ইহসান" শব্দটি আমাদের দিক নির্দেশনা দেয় যে, কন্যা সন্তানের প্রতি ইহসানের অর্থ হলো তাকে সুন্দর ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠনে এবং কল্যাণকর জ্ঞানার্জনে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, যদিও নৈতিক চরিত্রের রয়েছে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য। কল্যাণকর জ্ঞানের প্রকৃতি ও মূল্যমান স্থান ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে মেয়েদেরকে সক্ষম করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, আয়েশা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত মহিলা আরো কত অধিক সম্মানের পাত্রী হতো যদি সে মানুষের কাছে ভিক্ষা না করে কিংবা যে সাদকাকে

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "মানুষের ময়লা বলে"[৩২] উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা লালন-পালন করার পরিবর্তে কোন কাজ করতে সক্ষম হতো এবং নিজের ও তার দুই কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হালাল রুজি থেকে করতে পারতো।

ইতিপূর্বে ভূমিকাতেই আমরা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, তালাকপ্রাপ্তি বা বিধবা হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য অভিভাবকের সামর্থের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তা এড়ানোর জন্যও নারীর উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বর্তমান সময়ে জোর দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইবনে আবেদীন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন ঃ পিতার কর্তব্য হচ্ছে কন্যাকে এমন কোন নারীর তত্ত্বাবধানে দেয়া যে তাকে সূক্ষ্ম সূচিকর্ম ও সেলাইয়ের কাজ শেখাতে পারবে।[৩৩] এভাবে প্রয়োজনে সে যেন নিজেই নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। এখানে আমরা যেসব বিষয় উল্লেখ করলাম তা সবই হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের ইহ্সান শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি। উক্ত তিনটি বিষয়ের প্রথমটি হচ্ছে, কোন একটি পেশাগত কাজের জন্য তাত্ত্বিক শিক্ষাদান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কিছুটা উন্নত মানের প্রশিক্ষণের তাগিদসহ পেশাগত বিষয়ে বাস্তব শিক্ষাদান। পেশাগত কাজের বাস্তব অনুশীলনের পূর্বেই যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত পুনঃপ্রশিক্ষণের পর সে যেন সন্তোষজনকভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। তৃতীয়টি হচ্ছে, মহিলাদের পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধানসমূহ শিক্ষা দেয়া। এগুলো সবই হবে মূল শিক্ষার অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় দিকনির্দেশনা

নারীর কর্তব্য সময়কে পূর্ণরূপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদক ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য কোন পর্যায়ে এবং কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা কোন অবস্থাতেই কর্মহীনা ও বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকবে তা পেশাগত বা অপেশাগত কোন কল্যাণপ্রসূ কাজে ব্যয় করবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

من عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (سوالنحل ، الاية ، ٩٧)

"পুরুষ বা নারী যে-ই ভাল কাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।" (আন- নাহল ঃ ৯৭)

মানুষ সে নারী হোক বা পুরুষ, কিয়ামতের দিন তার সৎ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে আয়াতটিতে কত উত্তম কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে যা

www.amarboi.org

বলা হয়েছে তা আমাদের আয়ুষ্কালকে উত্তমরূপে কাজে লাগানোর দিক নির্দেশনা দান করে এবং অন্যায় ও অনর্থক কাজে আমাদের জীবনকাল ব্যয় ও নষ্ট করা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে ব্যয় করছি আমাদের অচিরেই তার হিসাব দিতে হবে, যেমন আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাল বা মন্দ কাজেরও হিসাব দিতে হবে।

عن ابى برزة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزول قدما عبد حتى يسأل : عن عمره فيما افناه ، وعن علمه ما فعل فيه ، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيم ابلاه ٠

"আবু বারযা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা তার আয়ুষ্কাল কিভাবে ব্যয় করেছে, অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কি কাজ করেছে, অর্থ-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে ও কি কাজে ব্যয় করেছে এবং দেহটাকে কি কাজে নিয়োজিত রেখেছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে তার পা দুটি সরিয়ে নিতে পারবে না।" (তিরমিযী)[৩৪]

তৃতীয় দিক নির্দেশনা

স্বামী তার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। এটা তার জন্য ওয়াজিব। তাই তার কর্তব্য স্ত্রীকে খোরপোশ ও জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহ থেকে মুক্ত রাখা। অনুরূপ পিতা তার কন্যার ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়ী। স্বামী এবং পিতা যদি মৃত্যু মুখে পতিত হয় অথবা অক্ষম হয় এবং স্ত্রী বা কন্যার আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম কাউকে রেখে না যায় তাহলে রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করবে।

ব্যয় নির্বাহে স্বামীর কর্তব্য

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم ٠ (سورة النساء ، لاية : ٣٤)

"পুরুষ নারীর জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদা দান করেছেন এবং এজন্য যে পুরুষ নারীর জন্য অর্থ ব্যয় করে।" (আন-নিসা ঃ ৩৪)

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

www.amarboi.org

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... তাদের (স্ত্রীদের)কে খাদ্য ও বস্ত্র উত্তমরূপে দেয়া তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য...।" (মুসলিম)[৩৫]

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে 'উতবা এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ স্বভাবের লোক। আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় ব্যয় সে নির্বাহ করে না। তবে আমি তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে নিয়ে সে অভাব পূরণ করি। তিনি বললেন, যুক্তিসংগতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মত নিতে পারো।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬]

ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার দায়িত্ব

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....ابدأ بمن تعول تقول المرأة: اما ان تطعمني و اما ان تطلقني ... ويقول الابن: اطعمني الى من تدعني ؟

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... নিজের পরিবার থেকে (ব্যয়) শুরু কর। এটা কি ভাল কথা যে স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও.... সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছো ?" (বুখারী)[৩৭]

"সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার জন্য পরিত্যাগ করছো?" এ কথার ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... সন্তানদের মধ্যে যার বা যাদের অর্থ সম্পদ আছে কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্য আছে তাদের ভরণ-পোষণ করা যে পিতার দায়িত্ব নয় মনীষীগণ এটিকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। কেননা যে সন্তান বলে যে, আমাকে কার জন্য পরিত্যাগ করছো, তার অবস্থাই এমন বলে প্রতীয়মান হয় যার পিতার পক্ষ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর যার কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা আছে বা অর্থ-সম্পদ আছে সে এরূপ কথা বলতে পারে না।[৩৮]

খায়রুর রামালী বলেছেন, মেয়েরা যদি সূচীকর্ম বা সূতাকাটার মত কাজের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে নিজ উপার্জন থেকেই জীবন-যাপনের ব্যয় নির্বাহ করবে।[৩৯]

ব্যয় নির্বাহে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

عن ابى هريرة رضى الله عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. وفى رواية ومن ترك كلا فالينا -

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। মুমিনদের

www.amarboi.org

কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা তার ওয়ারিশদের জন্য। অন্য একটি রেওয়ায়েতে[৪০] আছে। আর কেউ অভাবী সন্তান রেখে গেলে তার দায়িত্ব আমার।" (বুখারী)[৪১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... হাদীস সংকলক (ইমাম বুখারী) হাদীসটিকে 'নাফাকাত' অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত দিতে চেয়েছেন যে, সন্তান-সন্ততি রেখে যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু কোন সম্পদ রেখে গেল না, মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে সেসব সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।[৪২]

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسئول عن رعيته ۰ فالامير الذى على الناس فهو راع وهو مسئول عنهم ۰

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষের ওপর যিনি শাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনিও একজন তত্ত্বাবধায়ক। ফলে তিনিও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৩]

"যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বাজারে গেলাম। এক যুবতী মহিলা উমরের কাছে এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট সন্তানাদি রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহর শপথ! তাদের না আছে খাদ্য, না আছে ক্ষেত-খামার কিংবা দুধেল পশু...। উমর তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলেন, স্থান ত্যাগ করলেন না...। তারপর তিনি (বায়তুল মালের) আস্তাবলে বাঁধা একটি শক্তিশালী উটের কাছে গেলেন এবং খাদ্য ভর্তি দুটি বস্তা তার পিঠে চাপিয়ে তার মাঝে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়- চোপড় রেখে তার লাগাম মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটি চালিয়ে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ না হতেই আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন...।"(বুখারী)[৪৪]

চতুর্থ দিক নির্দেশনা

পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক ও প্রধান। তাই পেশাগত কাজের জন্য স্ত্রী বা কন্যার তার নিকট অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الرجال قوامون على النساء (سورة النساء ، الاية : ٣٤)

"পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক।" (আন-নিসা ৩৪)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... والرجل راع علي اهل بيته وهو مسئول عنهم ·

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... পুরুষ তার পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

এ কথা সবারই জানা যে, শরীয়ত এবং প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব এবং পেশাগত কাজে স্ত্রী বা কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই শরয়ী কোন বিধান বা বৈধতা ছাড়া সে নারীর বা সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে বাধা দিতে পারে না, যেমন পারে না বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতে।

পঞ্চম দিক নির্দেশনা

মুসলিম নারীর নিজের পবিত্রতা রক্ষা এবং পবিত্র ও চরিত্রবান সমাজ গঠনের জন্য অবিলম্বে বিয়ে করা বৈধ অথবা অত্যাবশ্যক। এভাবে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে মুসলিম সমাজের সদস্যরা নিয়মিত হিসেবে সুন্দর মানসিক ও উত্তম নৈতিক চরিত্রগত স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে। পেশাগত কাজ যদি নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখার কিংবা বিনা প্রয়োজনে বিলম্বিত বিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা নারীর জন্য মাকরূহ বা হারাম বলে গণ্য হবে। অপরদিকে কোন পেশাগত কাজ যদি তার বিবাহ সম্পাদনে সহায়ক হয় তাহলে সেটা হবে তার জন্য বৈধ কাজ।

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে আমি আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি কখনো রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না, আমি (রাত জেগে) নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এসবই আমার সুন্নাতে (রীতিনীতি)। যারা আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে তারা আমার নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬]

عن عبد الله : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه ، اغض البصر واحصن للفرج

"আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা যুবকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের কিছুই ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে যুব সমাজ! যাদের বিয়ে করার সামর্থ রয়েছে তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ তা দৃষ্টি আনতকারী এবং গুপ্তাংগের হিফাজতকারী।" (বুখারী)[৪৭]

www.amarboi.org

নারীর অবস্থার বিচারে বিবাহের বিষয়টি কখনো শুধু বৈধ এবং কখনো আবার অত্যাবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়। পেশাগত কাজ যখন নারীকে বিবাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ হয় তখন তার পেশাগত কাজ গ্রহণ মাকরূহ বা হারাম বলে গণ্য হবে।

"উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (তোমরা যদি এ আশংকা বোধ কর যে ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে তোমরা অন্য পছন্দনীয় নারীকে বিয়ে কর।) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে ভাগ্নে! আয়াতে উল্লেখিত এসব ইয়াতীম তাদের অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতো। অভিভাবকগণ তাদের রূপ, লাবন্য ও সহায়-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে মহরানা হ্রাস করে তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো। ফলে পূর্ণ মহরানা প্রদান করে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (বুখারী)[৪৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস যেহেতু ইয়াতীমদের বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই এর মধ্যে অবিলম্বে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার ইংগিত পাওয়া যায়। অবশ্য বিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে না পরে দিতে হবে সে ব্যাপারে ফকীহ্গণ মতভেদ করেছেন। তবে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরে বিয়ে দেয়ার মতটিই অধিক নির্ভুল ও বিশুদ্ধতম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে অবিলম্বে বিয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, যাতে তাদের সতীত্ব সুরক্ষিত করা যায় এবং পবিত্রতার পূর্ণতা সাধন হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য পূর্ণতা লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لو كان اسامة جارية لكسوته وحليته حتى انفقه "উসামা যদি মেয়ে হতো তাহলে আমি তাকে পোশাক ও গহনা দিয়ে সাজিয়ে বিয়ে দিতাম।"[৪৯]

কাজেই আমরা বলবো, মেয়েদেরকে অবিলম্বে বিয়ে দেয়া উত্তম এবং পেশাগত কাজের অজুহাতে বিলম্ব বিবাহ অপছন্দনীয়। তবে ত্বরিত ও বিলম্ব বিবাহের সংগা যুগ ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে দেয়াকে প্রাচীনকালে ত্বরিত বিয়ে বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু আমরা মনে করি বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কয়েক বছর পর পর্যন্ত বিলম্ব করে বিয়ে দেয়াকেও ত্বরিত বিয়ে দেয়া বলে আখ্যায়িত করা যায়। গ্রাম্য ও শহুরে পরিবেশেও এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বর্তমান।

মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে মহান শরীয়ত বিবাহের জন্য বহু সংখ্যক সহজসাধ্য ও সুবিবেচনা প্রসূত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে কোন মুসলমান তার মেয়ে অথবা বোনকে কোন সৎ ব্যক্তির সামনে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে অথবা কোন মুসলিম নারী নিজেকে কোন সৎ মানুষের কাছে বিয়ের জন্য পেশ করতে পারে। তাছাড়াও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মহরানা হিসেবে লোহার

www.amarboi.org

আংটি গ্রহণ করা অথবা কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দেয়া। (পরিবার সম্পর্কিত আলোচনা সহজীকরণের এসব দিকগুলোর পক্ষের দলীলসমূহ দেখুন)

বিয়ে সহজীকরণের জন্য শরীয়ত প্রণেতার দেয়া এ পদ্ধতি গ্রহণ করে আমরা বলতে চাই যে, নারীর বিয়ের জন্য তার পেশাগত কাজ যদি সহায়ক হয় তাহলে তা করা নারীর জন্য উত্তম। বিশেষ করে যখন বিবাহে উৎসাহী পুরুষদের অধিকাংশের আয় পরিবার পালনের মানের নীচে যায়। বরং এই মানদূব তখন উত্তম ওয়াজিবের পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন মেয়ে পক্ষ তাদের মেয়ের বিয়ে সহজলভ্য হওয়ার জন্য এর তাগিদ অনুভব করে। এটি ফিকহের এই মূলনীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ -

ما لايتم الواجب الابه فهو واجب "যার সাহায্য ছাড়া ওয়াজিব সম্পাদন সম্ভব নয় তা ওয়াজিব।" উলামা কিরামের ইজতিহাদ অনুসারে যার সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিয়ে দরকার তার জন্য বিয়ে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। নারী-পুরুষ ভেদে সব যুবক-যুবতীর জন্য এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন এ বিষয়ে উত্তেজনা ও ফিতনা সৃষ্টিকারী বহু উপাদান বর্তমান তখন কোন প্রশ্নই আসে না।

ষষ্ঠ দিক নির্দেশনা

পরিবারের আর্থিক সামর্থ ও সমাজের প্রয়োজনের গন্ডির মধ্যে মুসলিম নারী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহী হবে। পেশাগত কাজ তাকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখুক তা মোটেই সমীচীন নয়।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة (سورة النحل ، الاية ٧٢)

"আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের এ স্ত্রীদের থেকে পুত্র ও নাতি-নাতনী দান করেছেন।" (আন-নাহল ঃ ৭২)

عن جابر قال : .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكيس الكيس ياجابر ٠

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে জাবের, সন্তান কামনা করো, সন্তান কামনা করো!" (বুখারী ও মুসলিম)[৫০]

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ ... "আয়াদ বলেছেন, ইমাম বুখারী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ "আল কায়েস" অর্থ সন্তান কামনা বলে উল্লেখ করেছেন। এটি বিশুদ্ধ মত। 'সাহেবুল আফআল' বলেছেন, كاس الرجل فى عمله কথাটির অর্থ লোকটি বুদ্ধিমান। কাসায়ী বলেছেন, كاس الرجل কথাটির অর্থ লোকটি সন্তান লাভ করেছে।[৫১]

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সন্তান কামনায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم "তোমারা অধিক স্নেহশীলা ও সন্তান উৎপাদনকারী মহিলাকে বিয়ে করো। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ব করবো।" (নাসায়ী)[৫২]

সপ্তম দিকনির্দেশনা

নারী তার ঘর ও সন্তানাদির উত্তমরূপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিতা নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত নয়।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجًا لتسكنوا اليها وجعل مودة و رحمة ۰ (سورة الروم ، الاية ۰ ٢١)

"তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়টি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (আর রূম ঃ ২১)

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ... নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩]

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه علي ولد فى صغره و ارعاه على زوج فى ذات يده ۰

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উটের পিঠে আরোহণকারিনী আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা ও স্বামীর সম্পদের হিফাজতকারিনী।" (বুখারী)[৫৪, ৫৫]

সহানুভূতি ছাড়াও নিজের শান্ত-নিরিবিলি সুন্দর কুটীরে নারী, পুরুষ ও শিশু সবারই শান্তি, স্বস্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

পুরুষের জন্য প্রয়োজন তার নিজ গৃহে নিজের স্ত্রীর সাথে অফুরন্ত ভালবাসার ছায়ায় মানসিক ও স্নায়বিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা। মহান আল্লাহ ঠিকই বলেছেন, "যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে," যেমন সে তার শিশু সন্তানদের সাথে মিশে সুখ ও আনন্দ লাভ করে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্র যাই হোক না কেন সেই উৎপাদনকে সুন্দর করা এবং সেক্ষেত্রে উদ্ভাবন করা ছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আনন্দ ও আরামের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

www.amarboi.org

পেশাগত কাজ সম্পাদন করার পরও বাড়ি ও সংসার নারীর জন্য জান্নাতে পরিণত হয়। সেখানে তাকে আনন্দ ও পুনরায় কর্মশক্তি অর্জনরূপ নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করা হয়। আর তা হয় স্বামীর সানন্দ সমর্থন, সহযোগিতা এবং সন্তানদের আদর সোহাগ করার মত সৌভাগ্য লাভের মধ্য দিয়ে। এটা তার সাংসারিক ও পেশাগত কাজের অতিরিক্ত পুরস্কার, যার সাহায্যে সে পরোপকার, বদান্যতা ও নতুন কিছু করার পর্যায়ে উপনীত হতে পারে।

শিশু সন্তানদের জন্য বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে দরকার পবিত্র পারিবারিক যত্ন ও তত্ত্বাবধান। যেমন সন্তানকে মায়ের স্তন্যদান অতপর তাকে কমপক্ষে তিন বছরের জন্য সন্তানকে লালন পালনের সুযোগ দান। তবে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। এরপর সন্তান পরিপক্কতার সীমানায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা যুগপৎ তাদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবে। এসব হবে এমন একটি পরিবেশে যেখানে আল্লাহ ভীতির সাথে সাথে প্রবাহিত হবে ভালবাসা ও অপত্য স্নেহের ফল্গুধারা। একটি বাড়ি ও পরিবার এভাবে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের জান্নাতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু নারীর বুদ্ধিমত্তা, সুস্থ আবেগ ও মনন এবং যত্নশীল হাত ছাড়া এ জান্নাতের কুঁড়িসমূহ প্রস্ফুটিত হওয়া, তার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়া এবং সে নিয়ামত দ্বারা সবার উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। তাই নারী যখন পেশাগত কাজ আঞ্জাম দেবে তখন তাকে চলতে হবে ভারসাম্য রক্ষা করে ও হিসেবী পদক্ষেপ নিয়ে, যাতে তার এই কাজ গৃহের অধিকার খর্ব না করে। এবং পেশাগত কাজের সাফল্য যেন তাকে এই সমন্বিত ভূমিকা থেকে মোটেই দূরে সরিয়ে না দেয়। এই আনুসঙ্গিক ও অস্থায়ী কাজ এবং পেশাগত কাজের কিছু চাকচিক্য ও বাহ্যিক জৌলুস যেন তাকে তার প্রকৃত জীবন ও মৌলিক ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন করতে না পারে।

অষ্টম দিক নির্দেশনা

দুটি অবস্থায় পেশাগত কাজ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। এক, পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। দুই, মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্ত নারীদের জন্য ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজসমূহ আদায় করার সময়। এ অবস্থায় পরিবার ও সন্তান সন্ততির প্রতি দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথাসম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারী চেষ্টা করবে।

প্রথমত নিজের ও সন্তান-সন্ততির জীবিকার জন্য নারীর প্রয়োজন

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার বাসস্থান থেকে খেজুর আহরণে মনস্থ করলেন। এতে এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বাগান থেকে খেজুর আহরণ করো।" (মুসলিম)[৫৬]

www.amarboi.org

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলো। তার সাথে ছিল তার দুটি শিশু কন্যা। সে আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না। আমি তাকে খেজুরটি দিলে সে তা দুই ভাগ করে তার দুই কন্যাকে দিল....।" (বুখারী)[৫৭]

প্রথম দিক নির্দেশনায় যে কথাটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখানে তার পুনরুল্লেখ করতে চাই ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত মহিলার বিষয়টি কত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক হতো এবং দুই কন্যার প্রতি তার ইহসান কত বড় হতো যদি সে নিজে কাজ করতে সক্ষম হতো এবং যে সাদকা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, إنـمـا هـي أوسـاخ النـاس "তা হচ্ছে মানুষের ময়লা,"[৫৮] সেই সাদকা খেয়ে জীবন ধারণ বা ভিক্ষা করে জীবন ধারণের পরিবর্তে যদি নিজের পবিত্র ও হালাল উপার্জন দ্বারা নিজের ও দুই কন্যার খাবার সংস্থান করতে সক্ষম হতো। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর জীবিকার ব্যয় নির্বাহ করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন কি ছিন্ন করে দুজনকে পৃথক করে দেয়া হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ... এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর দুটি মত রয়েছে.... তাঁর দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার নারীর নেই। তবে স্বামী তার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করবে এবং তাকে জীবিকা উপার্জনের জন্য মুক্ত করে দেবে। .... ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদের মত হলো, নারীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার থাকবে না ... তবে এক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে, জীবিকা উপার্জনের জন্য তার পথ উন্মুক্ত করে দেবে, যাতে সে নিজের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত উপার্জন করতে পারে। এ মাসয়ালা সম্পর্কে আরো একটি মত হলো, স্বামী যদি নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে স্ত্রী তার জন্য ব্যয় করবে। এটা ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযমেরও মত। 'মহল্লী'তে বলা হয়েছে ঃ স্বামী যদি নিজের জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় এবং তার স্ত্রী সচ্ছল হয় তাহলে সে স্বামীর জন্য ব্যয় করতে শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট বলে গণ্য হবে এবং স্বামী সচ্ছলতা ফিরে পাওয়ার পর স্ত্রী কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে না....। ইমামগণ বলেছেন, মহান আল্লাহ হকের অধিকারীর ওপর ধৈর্য ধারণ অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন এবং সেই অধিকার ত্যাগ করে তা সাদকা হিসেবে গণ্য করেছেন। এ দুটি ছাড়া আর যে পথ আছে তা জুলুম, যা তার জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ যা বলেছেন আমরাও এ মহিলার জন্য হুবহু তাই বলবো ঃ হয় তুমি সচ্ছলতা ফিরে পাওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও আর নয় তো সাদকা হিসেবে প্রদান করো। এ দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন অধিকার তোমার নেই।[৫৯]

আমি মনে করি নারী উত্তরাধিকার সূত্রে কোন মিরাস লাভ করার কারণে সম্পদশালিনী হোক কিংবা পেশাগত কাজের মাধ্যমে উপার্জন দ্বারা সম্পদশালী হোক

www.amarboi.org

তাতে কোন পার্থক্য নেই। যে উপার্জন নারীর নিজের ও তার পরিবারের সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দেয় তা কতই না উত্তম!

দ্বিতীয়ত ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত যেসব কাজ সমাজের জন্য প্রয়োজন

'ফরযে কিফায়ার পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়' আমাদের এ উক্তিটির অর্থ কি?

যার কাছে ওয়াজিব (অথবা ফরয) পালনের দাবি জানানো হচ্ছে তার দিক থেকে বিচার করলে ওয়াজিব বা ফরয দুই প্রকার; ওয়াজিব (ফরয) আইনী ও ওয়াজিব (ফরয) কিফায়ী। মুকাল্লাফ (শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালনে আদিষ্ট) ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে শরীয়ত প্রণেতা কোন কিছু পালনের দাবি করলে তাকে 'ওয়াজিব বা ফরয আইনী' বলে। আদিষ্ট 'মুকাল্লাফ' ব্যক্তির পক্ষ থেকে অপর কোন 'মুকাল্লাফ' ব্যক্তি তা পালন করলে আদায় হবে না। যেমন ঃ নামায, যাকাত, হজ্জ, ওয়াদা পালন এবং জুয়া ও মদ থেকে বিরত থাকা। শরীয়ত প্রণেতা কোন কিছু পালনের দাবী স্বতন্ত্রভাবে সব মুকাল্লাফ ব্যক্তির কাছে না করে 'মুকাল্লাফ' ব্যক্তিবর্গের সমষ্টির কাছে যদি এমনভাবে করেন যে, কোন একজন 'মুকাল্লাফ' পালন করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং অন্য সবার গোনাহ মাফ হবে, কিন্তু কেউ-ই পালন না করলে সবাই গোনাহগার হিসেবে গণ্য হবে, তাকে ওয়াজিব বা ফরয কিফায়ী বলে। যেমন ঃ আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ, জানাযার নামায আদায়, হাসপাতাল নির্মাণ, ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার, অগ্নি নির্বাপণ, চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রী প্রস্তুতকরণ, বিচার কার্য, ফতোয়া দান, সালামের জবাব দান এবং সাক্ষ্য দেয়া। এসব ওয়াজিব শরীয়ত প্রণেতার প্রাপ্য। তিনি চান উম্মতের কোন না কোন ব্যক্তি তা পালন করুক। 'মুকাল্লাফদের একজন তা সম্পাদন করলো, না সবাই করলো, তা দেখার শরীয়ত প্রণেতার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এখানে যে কল্যাণ লাভ উদ্দেশ্য মুকাল্লাফদের একটি অংশ করলেও সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সবার করা না করার ওপর তা নির্ভরশীল থাকে না। কাজেই ওয়াজিব কিফায়া বা ফরয কিফায়া আদায়ের জন্য উম্মতের সকল সদস্যই দায়ী। উম্মতের সকল সদস্যের কাছে শরীয়ত প্রণেতার দাবী হচ্ছে ওয়াজিব বা ফরয কিফায়া যেন পালিত হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক ও আর্থিকভাবে ওয়াজিব বা ফরয কিফায়া আদায় করতে সক্ষম তাকে তা আদায় করতে হবে। আর যে আদায় করতে সক্ষম নয় সে সক্ষম ব্যক্তিকে তা আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবে ওয়াজিব বা ফরয কিফায়া আদায় হলে সবাই গোনাহ থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হলে সবাই গোনাহগার হবে। সক্ষম ব্যক্তি গোনাহগার হবে এ কারণে যে সে একটি ওয়াজিব বা ফরয আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করেছে এবং অন্যরা গোনাহগার হবে এ কারণে যে তারা ওয়াজিব আদায়ে সক্ষম ব্যক্তিকে তা আদায়ে উৎসাহিত করেনি। ওয়াজিব যাতে আদায় হয় সে জন্য এ ধরনের যৌথ গ্যারান্টি থাকা প্রয়োজন। একদল লোক যদি একজন ডুবন্ত মানুষকে দেখতে পায় এবং তাদের মধ্যে সাঁতারে পারদর্শী লোকজন থাকে যারা তাকে উদ্ধার

www.amarboi.org

করতে সক্ষম এবং সাঁতার জানে না এমন লোকজনও থাকে যারা তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম নয়, তাহলে সাঁতার জানা লোকদের জন্য তাকে উদ্ধার করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ওয়াজিব পালনে অগ্রসর না হয় তাহলে অন্যরা (যারা সাঁতার জানে না) এ ওয়াজিব পালনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবে ওয়াজিবটি আদায় হলে কেউ-ই গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু ওয়াজিবটি আদায় না হলে সবাই গোনাহ্গার হবে। ওয়াজিব কিফায়া পালনের জন্য কোন ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেলে সেটা তার জন্য ওয়াজিব আইনী হয়ে যায়। সাঁতারে পারদর্শী একজন মাত্র লোক যদি ডুবন্ত কাউকে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখে, এমন ব্যক্তিকে যদি সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানানো হয় যে, একাই ঘটনাটি দেখেছে, দেশে বা এলাকায় যদি একজন ছাড়া আর কোন ডাক্তার না থাকে এবং তাকেই চিকিৎসার জন্য ডাকা হয় তাহলে ওয়াজিব কিফায়া আদায়ের জন্য তারাই নির্দিষ্ট হয়ে যান এবং ওয়াজিব কিফায়া তাদের জন্য ওয়াজিব আইনী হয়ে দাঁড়ায়।[৬০]

পেশাগত কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের কোন প্রয়োজনীয়তা সামগ্রিকভাবে গোটা নারী সমাজের জন্য যেসব কাজ সম্পাদন অত্যাবশ্যকীয় করে দেয় এবং ঐ কাজ যদি প্রকৃতপক্ষে এককভাবে নারীদের দায়িত্বভুক্ত হয় কিংবা তাতে তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা ঐ কাজ প্রকৃতপক্ষে এককভাবে পুরুষদের দায়িত্বভুক্ত হয় কিন্তু পুরুষদের একক প্রচেষ্টা তা সম্পাদনে অক্ষম হয়ে নারীদের প্রচেষ্টার মুখাপেক্ষী হয় তাহলে সমাজের প্রয়োজনের বিবেচনায় ঐসব কাজ আঞ্জাম দেয়া নারীর জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রথম প্রকারের কাজের উদাহরণ হচ্ছে নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং, শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান ও ঘর পালানো বখে যাওয়া শিশুদের সংশোধন এবং অনুরূপ সমাজ সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্র।

ফরযে কিফায়ার মর্যাদা সম্পর্কে হারামাইনের ইমাম জাওয়িনী অতীব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ... ফরয আইনীর চাইতে ফরয কিফায়া পালনের মাধ্যমে অধিক মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে। কেননা 'মুকাল্লাফ' ইবাদতকারীর জন্য যে আদেশ নির্দিষ্ট তা যদি সে পরিত্যাগ করে এবং শরীয়ত প্রণেতার আদেশ মেনে নিয়ে তা পালন না করে তাহলে সে-ই গোনাহ্গার হবে, অন্য কেউ নয়। আর যদি সে উক্ত নির্দেশ পালন করে তাহলে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। আর যদি কিফায়া ফরযসমূহের কোন একটি ফরয পালন না করা হয় তাহলে সবাই গোনাহ্গার হবে। তবে তার মাত্রা, মর্যাদা ও স্তরভেদ বিভিন্ন হবে। কাজেই যিনি ফরযে কিফায়া পালন করেন তিনি নিজেকে যেমন গোনাহ থেকে রক্ষা করেন তেমনি অন্য সবাইকেও শাস্তি ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং তিনি সর্বোচ্চ পুরস্কারও আশা করতে পারেন। যে ব্যক্তি সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করে তার মর্যাদাকে খাট করে দেখা যেতে পারে না। তাছাড়াও এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যা 'ফরযে কিফায়া' হলেও কোন কোন সময় কোন কোন মানুষের জন্য 'ফরযে আইন' বলে পরিগণিত হয়।[৬১]

www.amarboi.org

নবম দিক নির্দেশনা

পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজ নারীর জন্য 'মানদূব'। (ক) দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা, (খ) মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা, (গ) কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

(ক) দরিদ্র স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাহায্য করা

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন, আমি আমার স্বামী ও আমার কোলের ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে সাদকা (ব্যয়) করছি তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? আমরা তাকে এ কথা বললাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নাম বলবেন না। তখন বেলাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মহিলা দুজন কে? তিনি (বেলাল) বললেন, যয়নাব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। আত্মীয়তার (অধিকার রক্ষার) পুরস্কার ও দান করার পুরস্কার। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৬২] তুমি যে দান করবে তোমার স্বামী ও সন্তানই তা পাওয়ার অধিক হকদার।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩]

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে ঃ হাদীসে اتجزئ عنى ؟ (তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?) বলে যে সাদকার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাকে ওয়াজিব সাদকা বলে গণ্য করেছেন। মাযেরী এ মতটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন এবং 'আয়াদ এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীসের ولو من حليكن (তোমাদের অলংকারাদি থেকে হলেও) উক্তি এবং সাদকা তার নিজস্ব শিল্পকর্ম থেকে হওয়া, তা নফল সাদকা হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ইমাম নববী এ মতটি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ "তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে" উক্তিটির ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এর অর্থ তা কি আমার জন্য দোযখের আগুন থেকে রক্ষার কারণ হবে? অর্থাৎ সে আশংকা করছিল যে, স্বামীর অর্থ ব্যয় তার উদ্দেশ্যপূর্ণ করবে না। তাছাড়া শিল্পকর্মের প্রতি যে ইংগিত দেয়া হয়েছে ইমাম তাহাবী তাকে আবু হানীফার মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাই তিনি একে ইবনে মাসউদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত দেখিয়ে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন হস্তশিল্পে পারদর্শী একজন মহিলা। তাই তিনি তার স্বামী ও সন্তানের জন্য ব্যয় করতেন। এটা ইংগিত দেয় যে, তা ছিল নফল সাদকা।[৬৪]

আমরা বলতে চাই যে, নারী 'মানদূব' পেশাগত কাজ দ্বারা যে মাল উপার্জন করে তা কতই না সুন্দর। কারণ এ উপার্জন নারীর নিজের ও তার পরিবারের জন্য সম্মানজনক জীবনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

www.amarboi.org

(খ) মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করা

এর উদাহরণ সেইসব মহিলা যাদেরকে আল্লাহ সবিশেষ প্রতিভা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন। যেমন চমৎকার বাকপটুতার অধিকারী মেয়েদের উন্নত মানের উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা এবং মর্মস্পর্শী কথা। অথবা তাদের আবেগময় সূক্ষ্ম বচন শৈলী ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তব্য। অথবা তাদের বুদ্ধিদীপ্ত মেধা যা বিমুগ্ধ করতে সক্ষম এবং নতুন নতুন কল্যাণকর বিষয় উদ্ভাবনে দক্ষ। এসব মেয়েদের সহজাত অতুলনীয় মেধা ও যোগ্যতার পরিচর্যা প্রয়োজন, যাতে তারা ঐ সবের যথোপযুক্ত ব্যবহারে সক্ষম হয়। ঐ সব সহজাত মেধা ও যোগ্যতা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অনেক পুরুষের চেয়েও অধিক সুফল বয়ে আনে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় 'নাকেসাতু আকলিন ও দীনিন' হাদীসের টীকা দেখুন)।

(গ) কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা

عن عائشة ام المؤمنين قالت :...... فكانت اطولنا يداً زينب (بنت جحش) لانها كانت تعمل بيدها وتصدق.

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারিনী ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।" (মুসলিম)[৬৫]

عن عائشة رضى الله عنها : ..... ولم ار امرأة قط خيرا فى الدين من زينب (بنت جحش) واتقى لله واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تصدق به وتقرب به لله تعالى .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... দীনের ব্যাপারে যয়নাব (বিনতে জাহশ)-এর চাইতে উত্তম কোন নারী আমি দেখিনি। তিনি সর্বাধিক খোদাভীরু, সত্যবাক, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারিনী ও সাদকা দাতা ছিলেন এবং নিজেকে অধিক মাত্রায় এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন যার উপার্জন থেকে দান করতেন এবং তার সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রয়াসী থাকতেন।" (মুসলিম)[৬৬]

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি তার খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর আহরণ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, তুমি বরং তোমার বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করো। কেননা তুমি হয়তো তা দান করবে কিংবা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবে।" (মুসলিম)[৬৭]

www.amarboi.org

দশম দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজের চাপ বেশী থাকলে ঘর কন্নার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করা স্বামীর জন্য উত্তম। কিন্তু পেশাগত কাজটি যদি অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছন, ... আর পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের তত্ত্বাবধায়ক। সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮]

عن الاسود بن يزيد ، سألت عائشة ضى الله عنها ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصنع فى البيت ؟ قالت : كان يكون فى مهنة اهله. فاذا سمع الاذان خرج.

"আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়িতে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজে সাহায্য করতেন এবং আযান হলে বেরিয়ে যেতেন। (বুখারী)[৬৯]

আল্লাহ ইমাম বুখারীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সহী আল বুখারীতে যে সব অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন তার মধ্যে বিচক্ষণতার প্রমাণ রয়েছে। মনীষীগণও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এ হাদীসটি তিনি তার সহী আল বুখারী গ্রন্থে কয়েকটি অনুচ্ছেদের অধীনে বর্ণনা করেছেন, যার শিরোনামগুলি হচ্ছেঃ পরিবারে পুরুষের কাজ,[৭০] যে ব্যক্তি তার পরিবারে কাজ করে[৭১] এবং একজন পুরুষ তার পরিবারে কেমন হবে?[৭২]

সন্তান পালন এবং পারিবারিক সকল কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার মাধ্যমে একজন পুরুষ উত্তমরূপে তার দায়িত্ব পালন ও তত্ত্বাবধান কার্য করতে পারে। এই সাহায্যের প্রয়োজন আরো তীব্র হয়ে দাঁড়ায় যখন স্ত্রীর পেশাগত কাজের দায়িত্ব আরো অধিক হয়। এভাবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সাহায্য করার ফলে উভয় পক্ষের কাংখিত ভালবাসা ও মমত্ববোধ লাভ গৃহের বাইরে ও ভেতরে ছাড়াও তাদের উভয়ের দেয়া শ্রমের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজেই তার বকরী দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন (আহমদ),[৭৩] কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য পুরুষরা বাড়িতে যে কাজ করে থাকে তিনিও তাই করতেন (আহমদ)[৭৪] এবং এসব করতেন গৃহের কাজের জন্য স্ত্রীদের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, তখন নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকলে সে ক্ষেত্রে তা কেমন হওয়া উচিত?

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপারটি আল্লাহর কিতাবের তিনটি আয়াত প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে।

www.amarboi.org

(এক) تعاونوا على البر والتقوى -নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। (আল মায়েদা, ২)

(দুই) ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف -নারীদেরও পুরুষের ওপর ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন রয়েছে পুরুষদের নারীদের ওপর। (আল বাকারাঃ ২২৮)

(তিন) لا يكلف الله نفسا الا وسعها -কোন প্রাণসত্তার অধিকারীর ওপর আল্লাহ তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। (বাকারা ঃ ২৮৬)

একাদশ দিক নির্দেশনা

স্ত্রীর পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকার ক্ষেত্রে উক্ত কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে কাজ করবে।

"ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মায়মূনা বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে জানালেন যে, তিনি তার এক দাসীকে দাসত্বের শৃংখলমুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু সে ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি নিতে পারেননি। অতপর তার পালার দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে আসলে তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি জানেন যে, আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করেছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি দাসীটিকে তোমার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে তাহলে সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করতে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭৫]

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যয়নাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... তখন বেলাল আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন আমার স্বামী ও পোষ্য সন্তানদের জন্য যা খরচ করি তা আমার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা? .... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে, আত্মীয়তার অধিকার রক্ষার পুরস্কার এবং সাদকার পুরস্কার।" (বুখারী ও মুসলিম) [৭৬]

বিভিন্ন কাজে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতি প্রশংসনীয় ব্যাপার। যে পরিবারে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মমত্ববোধ রয়েছে এবং যে পরিবারে কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্য ভাগ করে নেয়া হয় এমন পরিবারে এটাই মূল বিষয়। কিন্তু যেখানে পারস্পরিক সম্মতি অনুপস্থিত এবং পেশাগত কাজের মাধ্যমে নারী যা উপার্জন করে তা নিয়ে বরং মতদ্বৈধতা রয়েছে সেখানে এর সমাধান কি? মায়মূনা (রা) বর্ণিত হাদীসে স্ত্রীর নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে স্বামীর পরামর্শ গ্রহণের প্রতি ইংগিত থাকলেও উক্ত হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে স্ত্রী পুরোপুরি স্বাধীন। (মুসলিম পরিবার শীর্ষক আলোচনায় স্বামী-স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পরে আলোচনা করবো)।

www.amarboi.org

ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নাব বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ দ্বারা স্বামীকে সাহায্য করা 'মানদূব'। তবে পেশাগত কাজের মাধ্যমে স্ত্রীর উপার্জন অবশ্যই স্বামীর জন্য কিছু কায়িক ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী যদি পেশাগত কাজে নিজেকে নিয়োজিত না করে সম্পূর্ণ সময়টাই গৃহের কাজে নিয়োজিত করতো তাহলে স্বামীকে এই কষ্ট পোহাতে হতো না। এককভাবে পরিবারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব পালনের কারণে স্ত্রীর অবকাশের সবটাই স্বামীর অধিকারের মধ্যে গণ্য। তাই স্ত্রীর পেশাগত কাজ থেকে উপার্জিত অর্থের আংশিক স্বামীর এই কষ্টের বিনিময় হওয়া উচিত। অবশ্য এই বিনিময়ের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা যাবে সে ব্যাপারে ইলমী গবেষণা সংস্থা থেকে ফতোয়া গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে, যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিষয়টির মীমাংসার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এখানে আমরা বিবেচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করছি ঃ

(ক) পরিবারের প্রকৃত ব্যয়ের পুরোটাই পুরুষ নির্বাহ করবে। (কারণ, পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য সেই প্রকৃতপক্ষে দায়ী)।

(খ) নারী পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে পরিবারের প্রকৃত ব্যয়ের অতিরিক্ত যে ব্যয় হচ্ছে তা নারী নির্বাহ করবে। কারণ তার জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে।

(গ) বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক কাজের যে প্রতিকূল প্রভাব পুরুষকে বরদাশত করতে হয় তার বিনিময়ে নারী তার উপার্জিত অর্থের কিছুটা পুরুষের হাতে তুলে দেবে। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার নিরিখে এই পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। তাদের উভয়ের মধ্যে যে আর্থিকভাবে অধিক সচ্ছল হবে সে তার নিজের অধিকারকে কিছুটা উপেক্ষা করবে, যাতে অপরজন সৎ ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সেই ভালবাসা ও মমত্ববোধ কতই না উত্তম, যা সব রকম অবস্থা ও পরিবেশে তাদের দাম্পত্য বন্ধনকে দৃঢ় রাখতে ও সমস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম।

দ্বাদশ দিক নির্দেশনা

যেসব কার্যকারণ কর্মজীবী মহিলাদেরকে তাদের পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে তার প্রস্তুতির জন্য সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজ দায়ী। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض • (سورة التوبة الاية ٧١)

"মুমিন নারী ও পুরুষরা পরস্পরের বন্ধু।" (তওবা ঃ ৭১)

عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله وسلم : ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى

عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمي •

"নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক দয়ামায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অংগ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭]

মুসলিম সমাজ, তার জনগণ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার বুদ্ধিজীবীগণ পরস্পর দায়প্রবণ ও সহানুভূতিশীল। এ সমাজের কল্যাণকামীদের উচিত নারীরা সময়ের পরিবেশগত কারণে বাধ্য হয়ে তার গৃহের তত্ত্বাবধান ও সন্তানদের পরিচর্যা এবং পেশাগত কাজের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তা উৎরানোর ব্যাপারে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দান করা। এ জন্য যা করা উচিত তা হলো,

০ প্রতিটি এলাকা ও মহল্লায় এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা।

০ নারীর গৃহ ভিত্তিক পেশাগত কাজের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

০ যেসব গৃহভিত্তিক বৃত্তিমূলক কাজ ও গৃহকর্ম যৌথ ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী তার গন্ডি বিস্তৃত করা। যেমন ঃ

(ক) গৃহভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, তা হাতে তৈরী কুটীর শিল্প হোক অথবা বিভিন্ন প্রকার হালকা ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করে কারখানায় চূড়ান্তভাবে পেশ করার পূর্বে কর্মবিভাগের মাধ্যমে গৃহে তৈরী করা হোক। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের সাফল্যের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এমনকি অনেক দেশ এক্ষেত্রে গৃহভিত্তিক পারিবারিক উৎপাদনের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে।[৭৮]

(খ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে সেবামূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ। যেমন ঃ প্রস্তুত বা আধা প্রস্তুত খাবার তৈরী করা কিংবা যে পরিবারে একটিমাত্র শিশু আছে সেই পরিবারের গৃহকে সীমিত সংখ্যক শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা।

ত্রয়োদশ দিক নির্দেশনা

নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দুটি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীলঃ এক, সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান করতে হবে যাতে কোন পেশাগত বা বৃত্তিমূলক কাজে স্ত্রীর অংশগ্রহণ ছাড়াই সে একাই পরিবারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হয়। দুই, সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক। তাই নিজের অধীনস্তদের

www.amarboi.org

বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক সব মানুষের তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...।"[৭৯]

কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ

১. সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের সময় নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের কথা বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়টি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

২. জরুরী পরিস্থিতিতে নারী যাতে তার শিশুর দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে সেজন্য মহল্লায় মহল্লায় শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংলগ্ন শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৩. নারী ও পুরুষের সাক্ষাতের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে কর্মক্ষেত্র অথবা সাধারণ পরিবহন সর্বত্র নির্দিষ্ট পরিবহন মাধ্যমের নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার।

৪. নারী যাতে তার গৃহ ও সন্তান এবং তার পেশাগত কাজের তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন, সন্তান প্রসব ও লালন পালনের জন্য পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে উপযুক্ত ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে (যা তিন বছর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে)। কর্মজীবী মহিলাদের শিশু পালনের সময় পূর্ণ বা অর্ধবেতনে অর্ধসময় কাজের অনুমতি প্রদান করতে হবে। অথবা দৈনন্দিন কর্মসময় (এক ঘন্টা বা অনুরূপ পরিমাণ) হ্রাস করতে হবে, যাতে চাকুরীজীবীদের কর্মস্থলে গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে যে ভীড়ের মধ্যে পড়তে হয় মহিলাদের তা থেকে রক্ষা পেতে সুবিধা হয়।

চতুর্দশ দিক নির্দেশনা

যেসব পেশাগত কাজ নারীর প্রকৃতি এবং তার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্টের প্রতিকূল তা থেকে নারীকে রক্ষা করতে হবে। এ ধরনের কাজ দুই প্রকারের ঃ এক প্রকারকে শরীয়ত প্রণেতা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আরেক প্রকারকে মুসলমানরা প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এক. শরীয়ত প্রণেতা যেসব বৃত্তিমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছেন

عن ابى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة .

"আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারেনা যারা তাদের কাজকারবারের কর্তৃত্ব একজন মহিলার ওপর ন্যস্ত করলো।" (বুখারী)[৮০]

এ হাদীসটি সম্পর্কে ডঃ মুস্তাফা আসসাবায়ী বলেন, এতে যে কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা ব্যাপক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বুঝানো হয়েছে। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উক্তি করেছিলেন তখন, যখন তাঁর কাছে খবর পৌছেছিল যে,

www.amarboi.org

পারস্যের অধিবাসীরা কিসরার মৃত্যুর পর তার এক কন্যাকে তাদের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কেননা ইজমার ভিত্তিতে সাধারণভাবে মেয়েদের সব কর্তৃত্বই নিষিদ্ধ নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে ঃ মেয়েরা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও দুর্বলবুদ্ধিদের অলী হতে পারে, যে কোন জনসমষ্টির আর্থিক ও কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার উকিল হতে পারে এবং সাক্ষীও হতে পারে। এ বিষয়ে ফকীহদের মত হলো সাক্ষ্য দান হচ্ছে 'বিলায়েত' বা কর্তৃত্ব। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা নারীর বিচারকার্যের কর্তৃত্ব জায়েয বলেছেন। অথচ বিচারকার্যের ক্ষমতাও বিলায়েত বা কর্তৃত্ব। তাই আমরা বুঝি হাদীসটির উক্তি থেকে এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব লাভ থেকে নারীকে নিষেধ করা হয়েছে এবং দায়িত্বের গুরুত্ব অনুসারে অনুরূপ সকল কর্তৃত্বই নারীর জন্য নিষিদ্ধ...। তবে অন্যান্য সকল কাজ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণের ব্যাপারে নারীর জন্য ইসলামে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা তা সম্পাদনের পূর্ণ যোগ্যতা তার মধ্যে বিদ্যমান। তবে ইসলামের মূলনীতি ও নৈতিকতার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক।[৮১]

নারীর বিশেষ করে বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কাজী ইবনে রুশদ বলেছেন, বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য পুরুষ হওয়ার শর্তের ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহর মত হচ্ছে, ফয়সালার বিশুদ্ধতার জন্য বিচারকের পুরুষ হওয়া শর্ত। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের বিচারক হওয়া বৈধ। ইমাম তাবারী বলেছেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে সব বিষয়ে নারীর শাসক হওয়া বৈধ... যারা নারীর বিচারক হতে পারার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন তারা বিচার কার্যকে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বলে মনে করেন.... আর যারা অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে নারীর সিদ্ধান্ত দেয়ার কর্তৃত্বকে বৈধ মনে করেন তারা একে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সাক্ষ্যদানের মত মনে করেন। আর যারা সর্ব বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্তকে কার্যকর মনে করেন তারা বলেন, মানুষের সমস্যার ব্যাপারে যে ফয়সালা দিতে পারে তার সিদ্ধান্ত বৈধ। তবে চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ব্যাপারে ইজমার মাধ্যমে যে বিশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে সে বিষয়টি স্বতন্ত্র।[৮২]

দুই. মুসলমানগণ যেসব কাজে নিয়োগ থেকে নারীকে বিরত রাখতে চায়

এর মধ্যে পড়ে এমন সব কষ্টকর দৈহিক কাজ যা চরম শ্রম দাবি করার সাথে সাথে নারীর কাঁধে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া যে কাজ কষ্টদায়ক মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না এবং যা এমন রুঢ়তাও কঠোরতা দাবি করে যা তার আবেগ-অনুভূতিকে নিস্তেজ করে দেয়।

নারীর পক্ষে যেসব রাষ্ট্রীয় পদের দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ সে বিষয়ে আমরা এখানে শায়খ মুহাম্মদ আলগাযালীর একটি মত পেশ করছি। আমরা মনে করি এ ধরনের মতামত সম্পর্কে আমাদের যুগের মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে আরো অধিক আলোচনা পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

www.amarboi.org

যেসব ভিত্তির ওপর নারী ও পুরুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তা মহান আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে বিধৃত,

لاضيع عمل عامل منكم من ذكر او أنثى بعضكم من بعض (ال عمران ، الاية ١٩٥)

"নারী হোক বা পুরুষ, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করবো না। তোমরা পরস্পর একই প্রজাতিভুক্ত।" (আল ইমরান, ১৯৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون • (سورة النحل، الاية ٩٧)

"নারী হোক বা পুরুষ যে ব্যক্তিই নেক কাজ করবে সে যদি মুমিন হয় তাহলে আমি তাকে পৃথিবীতে পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করবো এবং এ ধরনের লোকদেরকে (আখেরাতে) তাদের সর্বোত্তম আমল অনুসারে প্রতিদান দেব।" (আন নাহল ঃ ৯৭) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, النساء شقائق الرجال "নারী হলো পুরুষের সহোদরা।" এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়ে দীন ইসলাম কোন আদেশ বা নিষেধ দেয়নি। তাই ঐগুলো ক্ষমাযোগ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শারে' বা শরীয়ত প্রণেতা ঐ বিষয়ে চুপ থেকে তা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ঐসব বিষয়ে কেউই তার নিজের মতামতকে দীন বলে চালাতে পারে না, চালাতে চাইলেও তা নিছক তার মতামত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাই বোধ হয় ইমাম ইবনে হাযমের উক্তির তাৎপর্য। তিনি বলেছেন, খিলাফতে 'উযমা বা রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছাড়া ইসলাম কোন নারীর জন্যই কোন পদে সমাসীন হওয়া নিষিদ্ধ করেনি। যারা ইবনে হাযমের এমত গ্রহণ করেননি তাদেরকে আমি বলতে শুনেছি যে, তার ঐ মত মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর পরিপন্থী ঃ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم (سورة النساء ، الاية ٣٤)

"পুরুষ নারীদের ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং পুরুষ তার অর্থ ব্যয় করে থাকে।" (আন নিসা ঃ ৩৪)

উপরোক্ত আয়াত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, কোন কাজেই পুরুষের ওপর নারীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বৈধ নয়। কিন্তু এমতটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তিই আয়াতটির অবশিষ্ট অংশ পাঠ করবে সেই দেখতে পাবে যে, পুরুষের উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃত্ব গৃহ ও পরিবারের পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ। খলীফা হযরত উমর (রা) যখন শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে (আবদুল্লাহর মেয়ে শিফাকে) মদীনার বাজারে "আমর

বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করার সরকারী বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাজারের সকল মানুষের ওপরই তার অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতেন, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম করতেন এবং এর বিরোধিতাকে বাধা দিতেন। কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি ডাক্তার হয় এবং সে কোন হাসপাতালে কর্মরত থাকে তাহলে তার এই কাজে স্বামীর কোন দখল থাকতে পারে না এবং হাসপাতালে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তার কোন কর্তৃত্বও খাটতে পারে না। বলা হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস خاب قوم ولوا امرهم امرأة "যে জাতি তার সব কাজের দায়িত্ব কোন নারীর ওপর ন্যস্ত করল সে জাতি ব্যর্থ হলো" দ্বারা ইবনে হাযমের এ বক্তব্য বাতিল হয়ে গেছে।.... মুসলমানদের সকল কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মেয়েদের ওপর ন্যস্ত করা গোটা জাতিকে ব্যর্থতার সম্মুখীন করার নামান্তর। কাজেই ছোট বা বড় কোন কাজের দায়িত্বই মেয়েদের ওপর অর্পণ করা উচিত নয়।... ইবনে হাযম এক্ষেত্রে হাদীসটিকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বিষয়ে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। এর চেয়ে ছোট কাজের ব্যাপারে এ হাদীসে কিছুই বলা হয়নি। আমরা আলোচ্য হাদীসটিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করতে চাই। আমরা নারীকে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান করতে আগ্রহী নই। আমাদের আগ্রহের বিষয় একটিই, আর তা হচ্ছে, রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হবেন জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। বর্ণিত হাদীসটি সনদ ও মতনের দিক দিয়ে সহী হওয়া সত্ত্বেও আমি তার 'মওযু' হওয়া সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করেছি। তাহলে হাদীসটির অর্থ কি? পারশ্য যখন ইসলামী বিজয়ের ধাক্কায় একের পর এক পর্যুদস্ত হয়ে চলছিল তখন তাদের শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী ও ধিকৃত রাজতন্ত্র। তাদের ধর্ম ছিল মূর্তিপূজা। আর রাজপরিবার কোন পরামর্শের ধার ধারতো না কিংবা বিরোধী কোন মতামতকে মর্যাদা দিতো না এবং তার সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই খারাপ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা পিতা বা ভাইদেরকে হত্যা করতো। গোটা জাতি ছিল দাসমনোভাবাপন্ন ও বিপথে পরিচালিত। পারস্যের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল এবং পরাজয়ের এ প্লাবনকে রোধ করার জন্য সামরিক নেতাদের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পৌত্তলিকতা রাষ্ট্র ও তার জনগণকে এমন এক যুবতী নারীর উত্তরাধিকার বানিয়ে দিল যে কিছুই জানতো না। এসব কার্যক্রম এ ইংগিতই বহন করছিল যে, গোটা রাষ্ট্র ধ্বংস হতে চলেছে। এই সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মহাজ্ঞানের অধিকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য কথাটিই বলেছিলেন। তাঁর উক্তির মধ্যে গোটা পরিস্থিতির বর্ণনা ফুটে উঠেছিল। সেই সময় পারশ্যে যদি 'শূরা' ব্যবস্থা থাকতো আর শাসক মহিলাটি যদি ইহুদী নারী গোল্ডামায়ারের মত হতো- যে ইসরাঈলের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেছিল- এবং সামরিক বাহিনী পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রধানের হাতে থাকতো, তাহলে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্যও ভিন্ন

www.amarboi.org

হতো। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, এ কথার অর্থ কি? জবাবে আমি বলবো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সূরা নামল পাঠ করে শুনালেন এবং এই সূরার মাধ্যমেই তিনি তাদের সামনে সাবা'র রানীর কাহিনী বর্ণনা করলেন। যিনি অত্যন্ত কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ঈমান ও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ওপর যে অহী নাযিল হয়েছিল হাদীসের মাধ্যমে তার পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত দেয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। রানী বিলকিস ছিলেন বিশাল একটি দেশের সম্রাজ্ঞী। হুদহুদ পাখি যার বর্ণনা দিয়েছিল এভাবে ঃ

انـى وجـدت امـرأة تملكهـم وأوتيت من كل شئ ولـها عـرش عظيـم.

(النمل، ٢٣)

"আমি সেখানে এক নারীকে দেখেছি যে তার কওমের শাসক। তার আছে সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম ও উপায় উপকরণ এবং তার সিংহাসন বড়ই জৌলুসপূর্ণ।"(আন নামলঃ২৩)

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং সাথে সাথে অহংকার ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করলেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের পত্র লাভের পর তিনি তার জবাব দেয়ার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে তারা তাকে সাহায্য করবে বলে দ্রুত এগিয়ে আসলো। তারা বললো ঃ

نحـن اولـوا قـوة واولوابـأس شـديـد والامر إليك فـانظرى ماذا تـأمـريـن .

(النمـل ، الايـة ٣٣)

"আমরা শক্তিমান ও যোদ্ধা জনগোষ্ঠী। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার। নিজেই ভেবে দেখুন, আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেবেন।" (আন নামল ঃ ৩৩)

সচেতন ঐ মহিলা তার শক্তি ও জাতির নিশর্ত আনুগত্যে প্রতারিত হলেন না। বরং বললেনঃ সুলায়মান কি জালেম- স্বৈরাচারী- যে ক্ষমতা, আধিপত্য ও সম্পদ চায় অথবা সে সত্যিই নবী, যে ঈমানের অধিকারী এবং মানুষকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে চায়, তা আমি পরীক্ষা করবো। অতপর তিনি যখন সুলায়মানের সাক্ষাত লাভ করেছেন তখনো বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন এবং তিনি কি চান ও কি করবেন তা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তার কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, তিনি সত্যিই নবী। সাথে সাথে তিনি সুলায়মান আলাইহিস সালাম প্রেরিত পত্রের কথাও স্মরণ করেছেন।

انـه مـن سـليمان وانـه بـسـم الله الرحمن الرحيـم . الا تـعلـوْ على وأتونـى مسـلمين . (النمـل ، ٣٠-٣١)

www.amarboi.org

"ঐ পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে তা শুরু করা হয়েছে। (পত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে,) আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হও।" (আন নামল ঃ ৩০, ৩১)

অতপর তিনি পৌত্তলিকতা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং এ কথা বলে ইসলাম গ্রহণ করলেন যে,

رب انى ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

(سورة النمل ، الاية ٤٤)

"হে আমার রব, আজ পর্যন্ত আমি নিজের ওপর জুলুম করে এসেছি। এখন আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি।" (আন-নামলঃ ৪৪) সেই জাতি কি ব্যর্থ হয়েছে যারা এই ধরনের নারীর ওপর তাদের সকল কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছিল? এই নারী সেই পুরুষের চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যাকে সামূদ জাতির লোকেরা আল্লাহর নিদর্শন উটটিকে হত্যা করে তাদের নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে ক্রুদ্ধ করতে আহ্বান জানালো ঃ

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر . انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتظر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

"অবশেষে তারা তাদের লোকটিকে আহ্বান জানালো এবং সে ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীটাকে হত্যা করলো। অতপর দেখে নাও কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। আমি তাদের জন্য একটি বিকট শব্দ (বিস্ফোরণ) পাঠালাম এবং তারা পরিণত হলো খোঁয়াড় নির্মাতার দলিত শাখা প্রশাখার ন্যায়। আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এ কুরআনকে সহজ মাধ্যম করেছি। আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?' (আল কামার ঃ ২৯-৩২)

আমি আরো একবার দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে চাই যে, নারীদের বড় বড় পদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দানের শখ আমার নেই। কারণ এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতার অধিকারিনী তাদের মধ্যে বিরল এবং কালে ভদ্রে তার প্রকাশ ঘটে। আমার অনুসন্ধানের বিষয় হলো হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত এ হাদীসটির ব্যাখ্যা এবং এই হাদীস ও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেকার অসামঞ্জস্য দূর করা। ইংল্যান্ড তার স্বর্ণযুগে উপনীত হয়েছে রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে এবং এখনো দেশটি একজন রানী ও একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে।* দেশটিকে এখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার চরম শিখরে উন্নীত বলে গণ্য করা হয়। যারা এসব মহিলাদেরকে নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যাশিত সেই ব্যর্থতা কোথায়?

* উননব্বুই নব্বুই সালের দিকে, তখন মর্গারেট থ্যাচার ছিলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী।

www.amarboi.org

যেভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে মুসলমানরা চরম আঘাত লাভ করছে, ইসলামী সত্তা দুভাগে বিভক্ত হয়ে জাতির জন্য মসিবতের কারণ হয়েছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিদায় নিয়েছেন সে সম্পর্কে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। আর গোল্ডামায়ার যখন তার জাতিকে নেতৃত্ব দান করেছে তখন আরবরা যে দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য আরেকটি প্রজন্ম দরকার। কাহিনী কেবল নারী ও পুরুষ হওয়ার নয়, বরং কাহিনী হচ্ছে নৈতিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক ঔদার্যের। ইন্দিরা গান্ধী (মধ্যবর্তী) নির্বাচন দিলেন এজন্য যে, তিনি জানতে চাইলেন জাতি তাকে শাসন করার জন্য মনোনীত করে কিনা। তাঁর স্বেচ্ছা প্রদত্ত এ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেন। পুনরায় তার জাতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাকে বেছে নেয়। এতে তার জোর-জবরদস্তির লেশ মাত্র ছিল না। এই দুজনের মধ্যে কে আল্লাহর সাহায্য-সহানুভূতি ও খেলাফত তথা ক্ষমতা লাভের অধিক হকদার? আমরা এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তি কেন উল্লেখ করবো না? তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কোন কোন সময় কাফের রাষ্ট্রকে তার ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের কারণে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার জুলুম-নির্যাতনের কারণে সাহায্য করেন। এখানে নারী ও পুরুষ হওয়ার পার্থক্য হবে কেন? দীনদার নারী, পার্টি স্পিরিট যাকে সাহায্য ও শক্তি যোগায়, শ্মশ্রুধারী কাফের পুরুষের চেয়ে উত্তম।[৮৩]

যাই হোক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অমারা শায়খ আল গাযালীর মতামত পর্যালোচনা করার পর তার উক্তি হুবহু উদ্ধৃত করা উত্তম বলে মনে করি। তিনি (আল্লাহ তাঁকে নিরাপত্তা দান করুন) বলেছেন, আল্লাহ জানেন আমার মত আমার নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি ভিন্নমত পোষণ ও বিরল মতের অনুসরণ পছন্দ করি না বরং জামায়াত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে থাকাই পছন্দ করি এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে জাতির ঐক্য টিকিয়ে রাখাই অধিক পছন্দ করি।[৮৪]

পঞ্চদশ দিক নির্দেশনা

পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ যে ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের দাবি করে সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর অংশগ্রহণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। ঐসব নিয়ম-নীতি আমরা পূর্বেই একটা বিশেষ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। এখানে ঐসব নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে কয়েকটি পুনরায় উল্লেখ করছি। যেমন, শালীন পোশাক পরা, দৃষ্টি আনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত না করা এবং ভীড় এড়িয়ে চলা। অনুরূপ বার বার দীর্ঘ সময় ধরে দেখা-সাক্ষাত বর্জন করা অর্থাৎ প্রত্যেকের কাজ আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কাজের পুরো সময়টাতে নারী ও পুরুষকে একত্রে একই স্থানে রাখা থেকে বিরত থাকা। তবে কাজের প্রকৃতিই যদি পরস্পর সহযোগিতা ও মত বিনিময় অথবা অন্য কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে নারী পুরুষের পুন পুন, পরস্পর দেখা-সাক্ষাত দাবি করে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে তা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

www.amarboi.org

কিন্তু বর্তমানে যেসব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে যদি এসব নিয়ম-নীতির কিছু অভাব থেকে থাকে তাহলে কি নারী অথবা সমাজের জন্য কল্যাণকর দিকসমূহ আমরা পরিত্যাগ করবো এবং মুসলিম নারীর কাছে দাবি করবো যে তারা যেন ঐসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে? নাকি শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পালন করার যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে ঐসব নিয়ম-কানুনকে উপেক্ষা করবো? ফাসাদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রয়োজন কতটা এবং তা প্রতিরোধ করার পর কতটা কল্যাণ অর্জিত হবে তা পরিমাপ করা শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব। এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া বলেন, হারামকে অনিবার্য করে তোলে এমন ফাসাদ বা অনিষ্টকর জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। তবে যে প্রয়োজন অনুমতিকে অনিবার্য করে তোলে এমন প্রয়োজন দেখা দিলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। ফলে ইসতিহবাব বা ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তা আরো বেশী গ্রহণযোগ্য।[৮৫]

বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে সুস্পষ্ট কল্যাণ লাভের জন্য তা উপেক্ষা করা যায়। যেমন কোন নারীর সাথে নিভৃতে সাক্ষাত করা, সফর করা বা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। কেননা এসব কাজ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এজন্য নারীকে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া সফরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে... এই নিষেধাজ্ঞা এ কারণে যে, এর অবর্তমানে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখনই সুস্পষ্ট কল্যাণ অর্জিত হবে তখন তা আর বিপর্যয়ের সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।[৮৬]

শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি হলো, একই কাজে যখন বিপর্যয় ও কল্যাণ একসাথে দেখা দেবে তখন অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে।[৮৭]

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

(উল্লেখ্য, সহী বুখারীর বরাতের ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর গ্রন্থের যে খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে তা কায়রোর মুস্তাফা আল হালাবী থেকে প্রকাশিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত এবং সহী মুসলিমের বরাতের ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর গ্রন্থের যে খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে তা ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের আল জামে আসসহীহ থেকে গৃহীত।)

১. সহী মুসলিম, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : শিশু ও পরিবার পরিজনের প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া ও বিনম্র আচরণ এবং তাঁর মর্যাদা, ৭ খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা।

২. সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কথা বলা হারাম ও তার বৈধতা মানসুখ হওয়া, ২ খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা।

৩. আল বুখারী, যবেহ ও শিকার করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী ও দাসীর যবেহকৃত জন্তু, ১২ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা।

৪. ফাতহুল বারী, ৬ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৫. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বায়েন তালাকের ইদ্দত পালনকারিনীর বাইরে গমনের বৈধতা, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৬. সহী মুসলিম, পানিসেচ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকার্যের মর্যাদা, ৫ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

৭. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭। সহী মুসলিম, মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা, ৭ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়দের জন্য অর্থ ব্যয় করা ও সাদকা দেয়ার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৯. ইবনে মাজা, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়দের সাদকা দেয়া, এটি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর সনদ বিশুদ্ধ। হাদীসটি সহীহ ইবনে মাজা গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। ১৪৮৫ নং হাদীস, ১ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা।

১১. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ ৮ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

১১. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তাঁতি, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

১২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৭ খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী, হিবা ও তার মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বন্ধুর কাছে কিছু চাওয়া, ৬ খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : কাঠমিস্ত্রী, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আহযাব যুদ্ধ শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন, ৮ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

১৬. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

১৭. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা।

১৮. ফাতহুল বারী ৩ খণ্ড; ১২৩ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্লুরিসি (ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ) ১২ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুদৃষ্টি প্রভৃতি রোগে ঝাড়ফুক করা, ৭ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা।

২০. দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ১৭৮ নং হাদীস।

২১. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের আহত ও নিহত মুজাহিদদের ফেরত পাঠানো, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

২২. সহী মুসলিম, জিহাদ ও সায়ের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বিজয়িনী মহিলাদের গণিমতের মাল দেয়া হতো, কিন্তু অংশ দেয়া হতো না, ৫ খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, সাহু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কথা বলা ও হাত দিয়ে ইশারা করা; ৩ খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও তা কসর করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর যে দুই রাকাত নামায পড়তেন তার বর্ণনা, ২ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী বুখারী, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চোখের রোগে ঝাড়ফুক করা, ১২ খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চক্ষুরোগ, জ্বর প্রভৃতি রোগে ঝাড়ফুক করা, ৭ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

২৫. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহরাম নারীকে সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নেয়া, ৭ খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, নামাযের ওয়াক্তসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেহমান ও পরিবারের লোকদের সাথে রাতের বেলা কথাবার্তা বলা, ২ খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পানীয় দ্রব্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অতিথিকে সম্মান করা ও তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার মর্যাদা, ৬ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীদের সাহচর্য দান এবং দাসকে চপেটাঘাত করার কাফফারা, ৫ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো ও তোমাদের 'উলুল আমর' বা কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের আনুগত্য করো, ১৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯।

২৯. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বন্দী গ্রহণ করা এবং যে তার দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করে, ১১ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানদের প্রতি দয়া করা ও তাকে চুম্বন করা, ১৩ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৩১. ফাতহুল বারী, ১৩ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩২. সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের সাদকা গ্রহণ বর্জন করা, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৩৩. দুররুল মুখতার গ্রন্থের ইবনে আবেদীনকৃত হাশিয়া দেখুন, ৬ খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা।

৩৪. দেখুন, সহী সুনানে আত তিরমিযী, কিয়ামতের বর্ণনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিসাব ও কিসাস, ১৯৭০ নং হাদীস, ২ খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জ, ৪র্থ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

৩৬. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণের ব্যয় এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়ের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী সংসার খরচ না দিলে স্ত্রী স্বামীর অগোচরে নিজের ও সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ নিতে পারবে, ১১ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দার অভিযোগের বিচার, ৫ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৩৭. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণের ব্যয় এবং পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করার মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের পরিবার ও সন্তানদের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব, ১১ খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা।

৩৮. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা।

৩৯. ইবনে আবেদীন লিখিত দুররুল মুখতারের টীকা, ২ খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী, ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, খরচ করা থেকে বিরত থাকা এবং দরিদ্র হওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋণ রেখে মৃত্যু বরণকারীর জানাযা, ৫ খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ কেউ ঋণ বা শিশু সন্তান রেখে মারা যায় তার দায়িত্ব আমার, ১১ খন্ড. ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

৪২. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীর ওপর হাত তোলা. ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৬, সহী মুসলিম. নেতৃত্ব. অধ্যায়. অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমকে শাস্তি দেয়া, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়া অভিযান, ৮ খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীর ওপর হাত তোলা, ৬ খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমকে শাস্তি দেয়া, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের জন্য উৎসাহ দান, ১৮ খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, ৬ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী বুখারী, যার বিয়ে করার সামর্থ নেই সে রোযা রাখবে অধ্যায়, ১১ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম মেয়েকে বিয়ে দেয়া, ১১ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা।

৪৯. এটি একটি সহী হাদীস, ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

সহীহ্ জামে আস সাগীর গ্রন্থেও এ হাদীসটি ৫১৫৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থনা ও নিরীক্ষণ নাসেরুদ্দীন আলবাণী।

৫০. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান কামনা করা, ১১ খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুগ্ধদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা উত্তম, ৪ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৫১. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

৫২. দেখুন, সহীহ্ সুনানে আন নাসায়ী, বিবাহ্ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধ্যা নারীকে বিয়ে করা অপসন্দনীয়, হাদীস নং ৩০২৬, ২ খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীদের গায়ে হাত তোলা মন্দ কাজ, ৬ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমকে শাস্তি দেয়া, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৫৪, ৫৫. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণ ব্যয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণ এবং সাংসারিক ব্যয়, ১১ খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

৫৬. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিনীর বাইরে গমন, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের প্রতি দয়া ও তাকে চুম্বন করা, ১৩ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৫৮. সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের সাদকা গ্রহণ পরিত্যাগ করা, ৩ খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৫৯. যাদুল মা'আদ, স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা দান।

৬০. গ্রন্থ, ইলমু উসূলিল ফিকহ, আবদুল ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠা।

৬১. আল গিয়াসী, ৩৫৮, ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দের যাকাত দান, ৪ খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ইয়াতীম শিশু ও স্বামীকে যাকাত দান, ৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয় ও স্বামীর ভরণ-পোষণের ব্যয় ও সাদকা দেয়া, ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৬৪. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মুমিনীন যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিনীর বাইরে গমন, ৪ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৬৮. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীদের গায়ে হাত তোলা মন্দ কাজ, ৬ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমকে শাস্তি দান। ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঘর-কন্নার কাজে স্বামীর সাহায্য-সহযোগিতা, ১১ খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

৭০. সহী বুখারী, ভরণ-পোষণ অধ্যায়, ১১ খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

৭২. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, ১১ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।

৭৩. দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ৬৭১ নং হাদীস।

৭৪. দেখুন, সহীহ আল জামে আসসাগীর, ৪৮১৩ নং হাদীস।

৭৫. সহী বুখারী, দান ও তার মর্যাদা এবং দানের জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী কর্তৃক স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা, ৬ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণ করা ও তাদের সাদকা দেয়ার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

৭৬. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশু সন্তানদের ও স্বামীকে যাকাতের অর্থ দান করা, ৪ খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দের ভরণ পোষণ ও সাদকা দানের মর্যাদা ৩ খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৭৭. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, ১৩ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেককাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুমিনদের পরস্পরের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৭৮. মিসরের জাতীয় উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর বক্তব্য, আল আহরাম, ২৬/১১/১৯৮২ ইং, নারী ও শিশু ১০ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদাসীর গায়ে হাত তোলা ভাল কাজ নয় ৬ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমকে শাস্তি দান, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কিসরা ও কায়সারের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র, ৯ খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৮১. ফিকহ ও আইনের চোখে নারী, ৩৯, ৪০ ও ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৮২. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২ খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।

৮৩. ফিকহবিদ ও হাদীসবিদদের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা।

৮৪. পূর্ববর্তী বরাত, ৪১ পৃষ্ঠা।

৮৫. মাজমুয়াতু ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ২৬ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৮৬. মাজমুয়াতু ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ২৩ খন্ড, ১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৮৭. মাজমুয়াতু ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ২০ খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠ।

www.amarboi.org

সপ্তম অনুচ্ছেদ

সামাজিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা

www.amarboi.org

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ঘটনাবলী

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে হেদায়াত নাযিল করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাতে সুস্পষ্টরূপে যা বর্ণনা করেছেন মুসলিম নারী তার জীবনে সেই হেদায়াতের আলোকেই পথ চলে থাকে। নারীর সামাজিক তৎপরতার যে সব বাস্তব কাহিনী আমরা এখানে পেশ করছি তা উদাহরণ মাত্র। এসব উদাহরণ প্রসংগক্রমে কুরআনের আয়াত ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। মুমিন নারীগণ জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে যা অনুশীলন করেছেন তা যদি আমি একত্র করি তবে দেখা যাবে ঐসব অনুশীলনের কোন কোনটি হুবহু আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত। এভাবে আমাদের যুগে এবং পরবর্তী প্রতিটি যুগে উক্ত হেদায়াতের যে প্রয়োগ ও অনুশীলন হচ্ছে ও হবে তার ক্ষেত্র ও উদাহরণ আরো বিস্তৃততর হয়ে পড়ছে এবং প্রতি যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহু নতুন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক তৎপরতা বলতে আমরা এখানে দুই প্রকারের তৎপরতা বুঝিয়েছি। এক. যা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ একদল লোক সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জন্য বা সমাজের জন্য কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ইবাদত সংস্কৃতি অথবা বিনোদনের ক্ষেত্রে। দুই. শিক্ষা। আমর বিল মা'রূফ কিংবা বর্তমানকালে যেসব কাজকে কল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কাজ বলে স্বেচ্ছায় এ ধরনের কাজের মাধ্যমে সমাজ সেবার জন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে তৎপরতা চালায়।

সমকালীন সমাজে সামাজিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারী যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিবেচনায় রেখে আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং সহী বুখারী ও মুসলিমের সেই সব হাদীস উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেছি এ ধরনের তৎপরতার সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটাইনি। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে যেসব নসে গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাত ছাড়াই নারীর সামাজিক তৎপরতার প্রতি ইংগিত রয়েছে সেসব নসের উল্লেখেও আমরা আগ্রহ দেখিয়েছি। আর এসব করেছি সর্বাবস্থায় সামাজিক কাজকর্মে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য। এখানে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নারীর সামাজিক তৎপরতার কতিপয় চিত্র তুলে ধরছি ঃ

এক. মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ

ক. ইবাদতমূলক তৎপরতার উদাহরণ

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো... আমি আমার প্রয়োজন সেরে এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে

www.amarboi.org

আছেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এমনকি আমি বসে পড়তে মনস্থ করলাম। কিন্তু তারপর এক দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, এতো আমার চেয়ে দুর্বল (সে তো দাঁড়িয়ে আছে)। তাই আমিও দাঁড়িয়ে থাকবো। অতপর তিনি রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এমনকি সেই সময় যদি কেউ এসে দেখতো তাহলে তার ধারণা হতো যে, তিনি রুকু' করেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন তখন সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়েছে। তখন তিনি লোকদের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ...।" (বুখারী ও মুসলিম, এটি মুসলিমের বর্ণনা)[১ক]

খ. সাংস্কৃতিক তৎপরতার উদাহরণ

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... অতপর আমি মসজিদে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামাজ পড়লাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন। তিনি বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকো। তারপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সমবেত করেছি? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কোন উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতিকর খবরের জন্য সমবেত করিনি। বরং এ উদ্দেশ্যে সমবেত করেছি যে, তামীমে দারী নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে ছিল একজন খৃষ্টান। সে আমার কাছে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যা আমি মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের ইতিপূর্বে যে কথা বলেছিলাম তার সাথে হুবহু মিলে যায়...।" (মুসলিম)[১খ]

গ. বিনোদনমূলক তৎপরতার উদাহরণ

ঈমানদার নারীদের সাথে অবসর সময় কাটান

"রুবাইয়ে' বিনতে মুআওয়েয ইবনে আফরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আশূরার দিন প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের জনপদে লোক পাঠিয়ে এ মর্মে ঘোষণা করলেন যে, যারা সকালে আহার করেছে তারা দিনের অবশিষ্টাংশে কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীস বর্ণনাকারিণী রুবাইয়ে' বিনতে মুআওয়েয বলেন, এরপর থেকে আমরা রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশু সন্তানদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা রঙিন পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে ঃ এবং আমরা মসজিদে যেতাম। তারা (শিশুরা) খাবার চাইলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম, যাতে তাদের রোযা পূর্ণ হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[১গ]

আমরা এখানে প্রত্যেক প্রকার তৎপরতা ও কর্মকান্ডের মাত্র একটি করে উদাহরণ পেশ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। কারণ মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ ও

www.amarboi.org

দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কিত আলোচনায় মুসলিম নারী জামায়াতে ফরয, নফল, জানাযা ও সূর্যগ্রহণের নামায প্রভৃতি বারটি ইবাদতমূলক কাজের উদ্দেশ্যে কিভাবে মসজিদে যেতো তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে পড়ে সাংস্কৃতিক তৎপরতার কোন কোন বিষয়। যেমন ঃ বিভিন্ন বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর থেকে প্রদত্ত খুতবা (বক্তৃতা) শোনা এবং 'আসসালাতু জামেয়াহ' বলে মুয়াযযিন যে সাধারণ সমাবেশের জন্য আহ্বান জানাতো সেই সমাবেশে হাজির হওয়া। একইভাবে বিনোদনমূলক তৎপরতায় অংশগ্রহণও এর মধ্যে পড়ে। যেমন ঃ ঈদের দিনে হাবশীদের খেলাধুলা দেখা।

দুই. সাধারণ অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ

ক. সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"আবুবকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমরা রাতের বেলায় মদীনায় এসে পৌছলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার বাড়িতে অতিথি হবেন এ বিষয়ে মদীনাবাসী মুসলমানগণ বিতর্কে লিপ্ত হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকুল বনী নাজ্জার গোত্রে উঠবো এবং এভাবে তাদেরকে সম্মানিত করবো। নারী ও পুরুষরা তাদের ঘরের ছাদে উঠলো এবং ছোট ছোট শিশু ও খাদেমরা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ডাকতে শুরু করলো। হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল।" (মুসলিম)[২ক]

খ. ঈদের অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঈদের দিন বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও তাদের নিভৃত কক্ষ থেকে বের করে আনতাম; এমনকি ঋতুবতীদেরকেও বের করে আনতাম। তারা লোকদের পেছনে থাকতো। লোকেরা তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলতো এবং তাদের সাথে দোয়ায় শরীক হতো। এভাবে সবাই ঐ দিনের কল্যাণ ও পবিত্রতা লাভের আশা করতো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২খ]

গ. বিবাহ অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমার মা উম্মে রূমান আমার কাছে আসলেন.... অতপর তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে কিছুসংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন। তারা বললেন, আগমন কল্যাণ ও বরকতময় হোক এবং ভবিষ্যত জীবনে উত্তম অংশ লাভ করো। তিনি (আমার মা) আমাকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা আমার সবকিছু ঠিকঠাক করলেন। অতপর দুপুরের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনই কেবল আমাকে সচকিত করে তুললো। তারা (আনসার মহিলারা) তখন আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলেন......।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইমাম আহমদ হাদীসটি ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, ... আয়েশা বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খাটিয়ার ওপর বসেছিলেন। কতিপয় আনসার নারী এবং পুরুষ তাঁর কাছে বসেছিল। তিনি (আমার মা) আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। হঠাৎ নারী ও পুরুষ সবাই (ঘর থেকে) বেরিয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে আমাদের বাড়িতেই বাসর যাপন করলেন।[৪]

এখানেও আমরা প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ পেশ করা যথেষ্ট মনে করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ও দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কিত আলোচনার সময় অন্য অনেক উদাহরণের সাথে এ উদাহরণটিও পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট থাকে। স্বাগত অনুষ্ঠানকে নিছক বিনোদনমূলক তৎপরতা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু ঈদের অনুষ্ঠানসমূহে থাকে ইবাদতমূলক কাজকর্ম যা ঈদের নামাযের সময় সংঘবদ্ধভাবে তাকবীর পাঠের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সাংস্কৃতিক কাজ ঈদের খুতবা শোনার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয় নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সব মুসলমানের ঈদগাহে গমন এবং এই পবিত্র সমাবেশে তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে। আধুনিক ব্যাখ্যা অনুসারে এটা যেন বিরাট এক মহড়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা অনুসারে এটা মুসলমানদের সমাবেশে ও দোয়ায় অংশগ্রহণ। হাবশীদের খেলাধুলা দেখার মধ্যেও এটা প্রতিফলিত।

তিন. মসজিদের বাইরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

ক. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নারীদের জন্য বিশেষ সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কথাবার্তা শোনার সুযোগ তো শুধু পুরুষরাই লাভ করছে। কাজেই আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন। সেই দিন আমরা আপনার কাছে আসবো। আর আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাদের শিক্ষা দেবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক স্থানে সমবেত হও। তারা সমবেত হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে শিক্ষা দিলেন। অতপর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে নারীই তার তিনটি সন্তানকে অগ্রে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে এবং সে ধৈর্য ধারণ করে) ঐ সন্তানেরা তার জন্য দোযখের আগুন থেকে আড়াল তৈরি করে দেবে। তখন তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দুটি হলেও কি তা হবে? বর্ণনাকারী বলেন, মহিলা তার প্রশ্ন দুবার করলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, দুটি হলেও, দুটি হলেও... দুটি হলেও।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫]

www.amarboi.org

খ. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য উম্মুল মুমিনীনদের দরজা উন্মুক্ত থাকা

"সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত।... তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতর সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে বলবো না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তিনি আয়েশা। তুমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে এবং পরে আমার কাছে তিনি তোমাকে যে জবাব দেন তা জানাবে। আমি তখন তার কাছে যাবার জন্য রওয়ানা হলাম এবং হাকীম ইবনে আফলাহ-এর কাছে গিয়ে তাকে আমার সাথে আয়েশার কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছে যাব না। কারণ আমি তাকে দুটি দল সম্পর্কে কোন কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করে তাদের সাথে গেলেন। সা'দ বলেন, আমি তখন তাকে কসম দিয়ে বললে তিনি প্রস্তুত হলেন। আমরা আয়েশার কাছে রওয়ানা হলাম এবং সেখানে পৌছে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি বললেন, হাকীম নাকি? তিনি তাঁকে চিনে ফেললেন। জবাবে হাকীম বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবনে হিশাম। তিনি বললেন, কোন্ হিশাম? তিনি বললেন, আমেরের পুত্র হিশাম। তিনি তার জন্য রহমতের দোয়া করলেন এবং ভাল কথা বললেন। কাতাদা বলেন, আমের ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নবীর আখলাক ছিল আল কুরআন। সা'দ বলেন, তখন আমার ইচ্ছে হলো উঠে চলে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না। কিন্তু পরে আমার মনে হলো (আরো কিছু কথা জিজ্ঞেস করি)। তাই আমি বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের ইবাদত সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন, তিনি বললেন ....।"(মুসলিম)[৬]

"আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মারওয়ান তাকে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যে, কেউ ভোর পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকলে রোযা রাখবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রী সহবাসের কারণে, স্বপ্নদোষের কারণে নয়, গোসল ছাড়াই ভোর পর্যন্ত থাকতেন কিন্তু রোযা ভঙ্গ করতেন না কিংবা কাযাও করতেন না।" (মুসলিম)[৭]

"উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.amarboi.org

সাল্লামের রোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ বৃদ্ধি পেলে তিনি বললেন, লোকজন কি নামায পড়ে নিয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমাকে (কাপড় ধোয়া) পাত্রে কিছুটা পানি দাও। আমরা তাকে পানি দিলাম। তিনি গোসল করলেন। তিনি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সংগা হারিয়ে ফেললেন ... লোকজন মসজিদে এশার নামাযের নিমিত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে লোকদের নামায পড়িয়ে দিতে বললেন। সংবাদবাহক তাঁর কাছে এসে বললো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে লোকদের নামায পড়িয়ে দিতে বলেছেন। আবু বকর ছিলেন কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি বললেন, হে উমর! তুমি নামায পড়িয়ে দাও। উমর তাঁকে বললেন, এ জন্য আপনিই অধিক উপযুক্ত। অতএব ঐ দিন কটি আবু বকর নামায পড়ালেন। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের নামাযের জন্য বের হলেন। তাদের একজন হলেন আব্বাস এবং সেই সময় আবু বকর লোকদের সাথে নামায পড়ছিলেন। তাঁকে দেখে আবু বকর পিছিয়ে আসতে উদ্যত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইংগিত করে পিছিয়ে আসতে নিষেধ করলেন। তিনি (নবী স) বললেন, আমাকে তার (আবু বকর) পাশে বসিয়ে দাও। তারা তাঁকে হযরত আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিল। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর নামায পড়তে শুরু করলেন কিন্তু তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায অনুসরণ করতে থাকলেন আর লোকজন আবু বকরের নামায অনুসরণ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮]

"আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের কাছে আসলো। তখন আবু হুরাইরা তাঁর কাছে বসেছিলেন। লোকটি বললো, আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে ফতোয়া দিন, যে তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সন্তান প্রসব করেছে। ইবনে আব্বাস বললেন, দুটি মেয়াদ (স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন এবং সন্তান প্রসব)-এর মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদটি ইদ্দত পালন করবে। আমি বললাম, واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত)। আবু হুরাইরা বলেন, আমি বললাম, আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ আবু সালামার সাথে আছি। তখন ইবনে আব্বাস তার দাস কুরাইবকে উম্মে সালামার কাছে এ বিষয়ে জানতে পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন, সুবাইয়া আসলামিয়ার স্বামী যখন মৃত্যুবরণ করে সে তখন গর্ভবতী ছিল। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। অতপর তার বিয়ের প্রস্তাব আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবুস সানাবেল ছিল অন্যতম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯]

www.amarboi.org

চার. আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর কাজ করা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (سورة التوبة – الاية : ٧١)

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (তাওবা ঃ ৭১)

আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, এ আয়াতে নারী ও পুরুষের ওপরে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" (ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা)-এর কাজ ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীরা তা শিখতো এবং সে অনুপাতে কাজ করতো।[১০] নারীরা যে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ শিখতো এবং সে অনুপাতে আমল করতো তা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুলাইম থেকে তাবারানী বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত দ্বারা। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি দেখলাম সামরা বিনতে নাহীক- তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন- মোটা কামিজ ও দোপাট্টা পরিধান করে মানুষকে শিষ্টাচার শেখাচ্ছেন। ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছেন। (তাবারানী)[১১]

পাঁচ. স্বেচ্ছায় সমাজসেবা ও কল্যাণমূলক কাজ করা

ক. মুহাজিরদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা

"আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাদের হাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসারগণ ভূমির মালিক ছিলেন। আনসারগণ এই শর্তে তাদের ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যে, প্রতিবছর তার উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) দেয়া হবে। এর বিনিময়ে মুহাজিরগণ কেবল কাজ ও শ্রম দান করবেন... আনাস ইবনে মালেকের মা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি খেজুর গাছ (খেজুর ভোগ করার জন্য) দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তা তাঁর আযাদকৃত দাসী উম্মে আয়মানকে অর্থাৎ উসামা ইবনে যায়েদের মাকে দিয়েছিলেন।..." (বুখারী ও মুসলিম)[১২]

খ. জ্ঞানী ও মর্যাদাবান লোকদের আপ্যায়ন

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি উম্মে শারীকের কাছে চলে যাও। উম্মে শারীক ছিলেন একজন ধনাঢ্য আনসার মহিলা। তিনি আল্লাহর পথে প্রচুর দান খয়রাত করতেন। তার কাছে অনেক মেহমানের আনাগোনা হতো... আমি বললাম, ঠিক আছে,

www.amarboi.org

আমি তাই করবো। তিনি বললেন, তা করার দরকার নেই। কারণ উম্মে শারীক এমন একজন মহিলা যার কাছে যথেষ্ট সংখ্যক মেহমান এসে থাকেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,[১৩] উম্মে শারীকের কাছে প্রথম যুগের মুহাজিররা এসে থাকে।"(মুসলিম)[১৪]

গ. মসজিদের মিম্বর দান

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে এমন কিছু (আসন) তৈরী করে দেব, যার ওপর আপনি বসবেন? ... সে তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী করে দিল। পরে জুমআর দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মিম্বরের ওপর বসলেন।" (বুখারী)[১৫]

ঘ. স্বেচ্ছায় মসজিদ পরিষ্কার করা

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিতো। (বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে ঃ[১৬] আমি মনে করি সে ছিল একজন মহিলা)। সে মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। সবাই বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন? আমাকে তার (পুরুষ) কবর দেখিয়ে দাও অথবা বললেন, ঐ মহিলার কবর দেখিয়ে দাও। তিনি ঐ মহিলার কবরে জানাযা পড়লেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭ক]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মহিলাটি মসজিদের জন্য যে খেদমত দান করলেন তা জায়েয। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই খেদমতকে স্বীকৃতি দান করেছেন।[১৭খ]

ঙ. স্বেচ্ছায় রোগীর সেবা করা

"খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল আ'লা নাম্নী একজন আনসার মহিলা যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত করেছিলেন- তাকে বলেছেন যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা লটারী করলে উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থানের বিষয়টি তাদের ভাগে পড়লো। উম্মুল আলা বলেন, আমাদের কাছে থাকা অবস্থায় উসমান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তাকে দেখাশোনা করতে থাকলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন। আমরা তার (ব্যবহার্য) কাপড় দিয়ে তাকে কাফন দিলাম...।" (বুখারী)[১৮]

চ. যুদ্ধের পর আহতদের সেবাযত্ন করা

"আবু হাযেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাহল ইবনে সা'দকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! সেই সময় কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং কে পানি ঢালছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি। আর যা দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছিল তাও আমি জানি। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা (ফাতেমা) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতেমা যখন বুঝলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি একখন্ড চাটাই নিয়ে পুড়িয়ে তার ছাই জখমের ওপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের (ডানদিকের) দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, মুখমন্ডল যখম হয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধটি করেছেন আমি তাতে শরীক হতে পারিনি। আল্লাহ যদি কোন সময় আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ দেন তাহলে আপনি দেখবেন আমি কি করি। পরে যখন ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো তখন আনাস ইবনে নযর বলেছিলেন, হে আল্লাহ! এদের অর্থাৎ রসূলের সাহাবাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তোমার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি এবং ওদের অর্থাৎ মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। অতপর তিনি অগ্রসর হলে সা'দ ইবনে মু'আযের সাথে সাক্ষাত হলো। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মু'আয, নযরের (আনাস ইবনে নযর) প্রভুর শপথ করে বলছি, এই মুহূর্তে জান্নাতই আমার একমাত্র কাম্য। আমি ওহুদের ওপ্রান্ত থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। পরবর্তী সময়ে সা'দ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আনাস ইবনে নযর যেমনটি করেছে আমি তো তেমনটি করতে সক্ষম হইনি। আনাস ইবনে মালেক বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি এবং তার দেহে তরবারি, বর্শা ও তীরের আশিটিরও অধিক জখম দেখতে পেয়েছি। মুশরিকরা নাক-কান কেটে এবং চক্ষু উৎপাটন করে তার লাশ বিকৃত করে ফেলার কারণে তার বোন ছাড়া আর কেউ তাকে চিনতে পারেনি। সে আঙুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে সক্ষম হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, তাবারী এ হাদীসটি আবু হাযেম থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ওহুদের দিন মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সাহাবাদের সাহায্য করার জন্য মেয়েরা বেরিয়ে পড়লেন। যারা বেরিয়েছিল ফাতেমা ছিলেন তাদের অন্যতম।[২১]

ছয়. পুরুষদের সাথে সাক্ষাত ছাড়াই নারীর সামাজিক তৎপরতার কতিপয় ঘটনা

ক. কল্যাণমূলক কাজে দান

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আপনার সাথে মিলিত হবে (মৃত্যুবরণ করবে)? তিনি বললেন, তোমাদের

www.amarboi.org

মধ্যে যার হাত সবচাইতে লম্বা। তখন তারা একটি কাঠি নিয়ে মেপে দেখলেন যয়নাবের হাত সবচাইতে লম্বা। পরে আমরা (যয়নাব বিনতে জাহাশের মৃত্যুর পর) বুঝতে পারলাম যে, তাঁর হাত লম্বা হওয়া দ্বারা তাঁর অধিক দান খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। আর আমাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দান-খয়রাত করতে পছন্দ করতেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,[২২] তিনি সব সময় নিজেকে এমন কাজে ব্যাপৃত রাখতেন যার উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

عن جابر قال ... فاتى رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها ...

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী যয়নাবের কাছে গেলেন। যয়নাব তখন একখন্ড চামড়া পাকা করছিলেন...।" (মুসলিম)[২৪]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন, ... যয়নাব ছিলেন একজন হস্তশিল্পী মহিলা। তিনি চামড়া পাকা করতেন, সূচীকর্ম করতেন এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। হাকেম মুসলিমের শর্ত অনুসারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২৫]

খ. প্রতিবেশীদের খেদমত করা

"আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যুবায়ের যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন একটিমাত্র পানিবাহক উট ও একটি ঘোড়া ছাড়া তার কোন প্রকার জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ বা দাস দাসী কিছুই ছিল না। আমি তার ঘোড়াকে খাদ্য ও পানি দিতাম, তার পানির মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম এবং আটার খামির তৈরী করতাম। কিন্তু আমি ভাল করে রুটি তৈরী করতে পারতাম না। আমার কয়েকজন আনসার প্রতিবেশিনী আমাকে রুটি তৈরী করে দিতেন। তারা ছিলেন খুবই ভাল মহিলা...।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

গ. পরিধেয় বস্ত্র ধার দেয়া

"আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। তখন তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের সূতী কামিজ পরিধান করেছিলেন। তিনি বললেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার এরকমই একটা কামিজ ছিল। প্রয়োজনে লোক পাঠিয়ে আমার নিকট থেকে সেটি ধার না নিলে (বিয়ের জন্য) মদীনার কোন মেয়েকে সাজানোই যেতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৭]

www.amarboi.org

ঘ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ

"শিফা বিনতে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হাফসার কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাকে বললেন,

الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟

"তুমি যেভাবে তাকে লেখা শিখিয়েছো ঠিক তেমনি এই পাঁজরের ঘায়ের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেবে না?" (আহমদ ও আবু দাউদ)[২৮]

নারীর সামাজিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক

১. নারী ও পুরুষের জন্য শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে শিক্ষার অগ্রগতি, বৈচিত্র ও বহু পর্যায় বিশিষ্ট হওয়া এবং এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতার অনুশীলনে নারীর সক্ষম হয়ে ওঠা।

২. একটি দিক হচ্ছে পার্টি স্পিরিট সৃষ্টি হওয়া এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা। এটা প্রচার মাধ্যম ও পরিবহন ব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষার প্রসারের অন্যতম ফল। এই পার্টি স্পিরিট জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করেছে। চিন্তার ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, অংশীদারী কারবার এবং প্রাইভেট সেকটর। বৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে পেশাভিত্তিক সংগঠন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দলসমূহ। ফলে সামাজিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এসব প্রতিষ্ঠান সৎ ও যোগ্য পুরুষদের পাশাপাশি সৎ ও যোগ্য নারীর অবদানের মুখাপেক্ষী।

৩. ব্যাপক অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার দিক। বিশেষ করে সেই সব সমাজে যেখানে চরম দারিদ্র, শিক্ষাহীনতা, রোগ-ব্যাধি ও বিপথগামিতা এবং ব্যাপক নৈরাজ্য ও উদাসীনতা বিরাজমান। এ অবস্থার ফলে বিভিন্নমুখী সামাজিক তৎপরতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং একদিকে তা যেমন শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি নারী ও পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। যাতে অনগ্রসরতার অভিশাপকে হালকা করা যায় এবং সমাজের পুনরুজ্জীবন ত্বরান্বিত হয়।

৪. এই বিষয়টি অর্থাৎ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের প্রতি একজন মুসলিমের দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত দীনী চেতনা সূচনা পর্বে ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে। একই সাথে এই দায়িত্ববোধের বাস্তব রূপায়ণে সংঘবদ্ধ সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

www.amarboi.org

আধুনিক সামাজিক তৎপরতার সংগা এবং সেখানে নারীর ভূমিকা

০ একজন মুসলমানের জন্য সামাজিক তৎপরতা হচ্ছে এমন প্রতিটি কর্মকান্ড যা সংঘবদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় এবং যার উদ্দেশ্য হয় সামাজিক জীবনে মানুষের জন্য কল্যাণ সুনিশ্চিত করা, তা সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত, শরীরচর্চাগত, বিনোদনমূলক অথবা সৌন্দর্যমূলক হতে পারে কিংবা দরিদ্রদের জন্য বস্তুগত সাহায্যদানও হতে পারে।

০ সামাজিক তৎপরতা এবং মুসলিম নারী ও পুরুষের প্রতিটি তৎপরতা এমনকি বিনোদনমূলক বিষয়টিও ব্যাপক অর্থে ইবাদতের গন্ডিভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা সম্পাদিত হয়। সেক্ষেত্রে নিয়ত যদি সৎ হয় তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ۰ (سورة الذاريات، الاية : ٥٦)

"আমি জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"(আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

০ সর্বোত্তম সামাজিক তৎপরতা হচ্ছে জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কাজ। ব্যক্তির পক্ষ থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের সাদকা বা দান হিসেবে সাহায্য দেয়া হলে তারা সেই সাহায্যকে উল্লেখিত ব্যক্তির দয়া ও করুনা হিসেবে মনে করে এবং এতে তাদের মর্যাদাবোধ আহত হয়। কিন্তু সামাজিকভাবে বিভিন্ন সেবার আকারে তাদের এই সাহায্য দেয়া হলে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে না।

০ দুই প্রকারের মানুষ সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রথম প্রকারের মধ্যে পড়ে সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী সেই সব ব্যক্তি যারা এ জন্য তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় করে, ব্যয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে পড়ে সেই সব ব্যক্তি যারা উপকারী কর্মকান্ডসমূহকে সুসমন্বিত করে। আমরা এখানে দান গ্রহণ ও প্রদানের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরতে চাই। যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে না, নিজের উন্নতি সাধন করে না এবং সামর্থও রাখে না সে দান করতেও পারে না। যে দুর্বল, মূর্খ এবং অক্ষম, সে দিবেই বা কি করে? এর অর্থ হচ্ছে, আজ যে গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করছে আগামীকাল সে দাতার ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

০ সামাজিক তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্তদের কল্যাণে কাজ করা, যাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলিম কল্যাণকর কাজে সাহায্য ও দান করতে সক্ষম হয়ে ওঠে, তাদের সামর্থ ও দানের প্রকৃতি যাই হোক না কেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে দান করতে বলা হলে আবু মাসউদ আনসারীর মত লোকেরা বাজারে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করতো এবং মুদ* পরিমাণ দ্রব্য লাভ

** এক মুদ প্রায় ৬২৫ গ্রামের সমান।*

www.amarboi.org

করতো।(বুখারী)[২৯] এ বিষয়টি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, দান করার উদ্দেশ্যে যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন।

০ ঘরকন্নার কাজ বিশেষভাবে নারীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিপরীতে পেশাগত কাজ যখন পুরুষের সাথে সম্পর্কিত তখন সামাজিক কাজকর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে অংশগ্রহণযোগ্য। এমন কি কতিপয় বিবেচনায় অনেক সময় তাতে নারীর অংশ অধিক। উক্ত বিবেচনার মধ্যে পড়ে ঃ

ক. নারীর অনুভূতি ক্ষমতা, অন্তরের কোমলতা ও স্নেহশীলতা।

খ. সামাজিক তৎপরতার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক সময় পেশাগত কাজটি একান্তভাবে নারীর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে তাকেই তা গ্রহণ করতে হয়।

গ. একদিকের বিচারে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও গৃহ ও পরিবারের কাজকর্মের দায়িত্বশীল হিসেবে মানুষের সাথে কাজ করার ও নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যাপারে সামাজিক তৎপরতা হচ্ছে নারীর জন্য বিশাল উন্মুক্ত ময়দানের মত। আরেকদিকের বিচারে গৃহ ও ঘরকন্নার কাজ সম্পন্ন করার পর যে বাড়তি সময় থাকে, তা কল্যাণকর অথবা উপভোগ্য পন্থায় কাটানোর জন্য কিংবা যুগপৎ কল্যাণকর ও উপভোগ্য পন্থায় কাটানোর জন্য সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের ন্যায়।

ঘ. নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের যে সব সেবার প্রয়োজন হয়, সে সব কাজের জন্য নারীদেরকে অধিক হারে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

০ স্থান, কাল বা ক্ষেত্রের বৈচিত্রের কারণেই হোক সামাজিক তৎপরতার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট রয়েছে যা নরীর অংশগ্রহণকে সহজসাধ্য করে দেয়। স্থানের বিচারে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মহল্লার মধ্যেই অবস্থিত হতে হবে। কালের বিচারে নারী তার অবসর ও অবকাশ অনুসারে সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করবে এবং তৎপরতার ক্ষেত্রের বৈচিত্রের বিচারে নারী তার সামর্থ অনুযায়ী জ্ঞান, অর্থ অথবা সেবা পেশ করবে।

০ অনুপম আদর্শের অধিকারিনী একজন নারী সম্পর্কে হযরত আয়েশার উক্তি বিস্ময়করভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন ঃ

ولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب ...... واشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تصدق به وتقرب به لله تعالي ٠

"আমি দীনের ব্যাপারে যয়নাব বিনতে জাহশের চেয়ে উত্তম মহিলা কখনো দেখিনি.......... তিনি নিজেকে বেশী করে এমন কাজে নিয়োজিত রাখতেন যার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দান করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতেন।"[৩০] আধুনিক কালের নারীদের জন্য যয়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অনুসরণ করা কতই না উত্তম! এভাবে তাঁরা আল্লাহর পথে কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কল্যাণকর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

www.amarboi.org

আমাদের যুগে নারীর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত কতিপয় দিক-নির্দেশনা

প্রথম দিক-নির্দেশনা

সমাজের কল্যাণকর কাজের জন্য পুরুষের মত নারীকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ۰(سورة الحج الاية : ۷۷)

"হে মুমিনগণ! রুকূ ও সিজদা করো এবং তোমাদের রবের ইবাদত করো আর কল্যাণ মূলক কাজ করো, যাতে সফলকাম হতে পারো।"(আল হজ্জ ঃ ৭৭)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে কাজই হোক না কেন সকল কাজই তার যথাযথ গুরুত্ব ও নিয়মমাফিক করা প্রয়োজন, যাতে নারী গৃহ ও সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সামঞ্জস্য বিধান যে সহজ, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামাজিক তৎপরতার সংগা প্রদানকালেই আমরা ইংগিত দিয়েছি।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۰ (سورة النساء ، الاية : ١٢٤)۰

"নারী হোক বা পুরুষ যে-ই নেক কাজ করবে সে যদি ঈমানদার হয় তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।"(আন নিসা ১২৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ۰ (سورة التوبة ، الاية ۷۱)۰

"ঈমানদার নারী ও পুরুষ একে অপরের বন্ধু । তারা পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (আত্ তাওবা ঃ ৭১)

وتعاونوا على البر والتقوى۰ (سورة المائدة، الاية : ۲)

"সুকৃতি ও খোদাভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো।" (আল-মায়েদা ঃ ২)

لاخير فى كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ـ (سورة النساء، الاية ١١٤)

www.amarboi.org

"মানুষের অধিকাংশ গোপন সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। হ্যাঁ কেউ যদি গোপনে কাউকে দান খয়রাতের অথবা কোন নেক কাজের কিংবা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সংশোধনের পরামর্শ দান করে তবে তা অবশ্যই ভাল কাজ।"(আন-নিসা ঃ ১১৪)

"নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি ঈমানদারদেরকে পারস্পরিক দয়া-মায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অংশ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩১]

"আবু মূসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়। তার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। একথা বলে তিনি আঙুলগুলো পরস্পর সন্নিবিষ্ট করে দেখালেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

عن جرير بن عبد الله : .... اتيت النبى صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط على والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ....

"জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (আল বাজালী) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি ইসলামের জন্য আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছি। তিনি সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনার শর্ত আরোপ করলেন। আমি এই শর্তেই তাঁর কাছে বাইয়াত হলাম।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৩]

عن تميم الدارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم .

"তামীম দারী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলমানদের নেতৃবর্গ ও মুসলিম জ সাধারণের জন্য।" (মুসলিম)[৩৪]

হাফেজ ইবনে হাজার মুসলমান জনসাধারণের কল্যাণ কামনা'র ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হওয়া, তাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করা, তাদেরকে উপকারী শিক্ষা দান করা, সব রকম কষ্টদায়ক বিষয় তাদের থেকে দূরে রাখা, নিজের জন্য পছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য পছন্দ করা ও অপছন্দনীয় বস্তু অপছন্দ করা।[৩৫]

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে নিজে তার প্রতি জুলুম করতে বা বিপন্ন অবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না। যে মুসলমান তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কষ্ট দূর করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৩৬]

www.amarboi.org

'তাকে বিপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করে না' এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, অর্থাৎ যে তাকে কষ্ট দেবে তার হাতে তাকে ছেড়ে দেয় না কিংবা কোন কষ্টকর অবস্থায় পরিত্যাগ করে না, বরং তাকে সাহায্য করে এবং তার কষ্ট দূর করে। অবস্থাভেদে এ কাজ কোন সময় ওয়াজিব এবং কোন সময় মানদূব হিসেবে পরিগণিত হয়।[৩৭]

"তাকে বিপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করে না" এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় আমরা এ কথা যোগ করতে চাই যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে তাকে ধ্বংসের জন্য পরিত্যাগ না করে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। এ ছাড়াও আরো বহু সংখ্যক কল্যাণকর কাজ এ ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন, প্রাণঘাতী রোগ-ব্যাধি, লাঞ্ছনাকর দারিদ্র, বিপথে পরিচালনাকারী অজ্ঞতা কিংবা বিপর্যয়কর রিক্ততা থেকে উদ্ধার করা।

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের দান করা কর্তব্য। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, দান করার মত কিছু না থাকলে? তিনি বললেন, নিজ হাতে কাজ করবে এবং (অর্জিত আয় দ্বারা) নিজের উপকার করবে এবং দান করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, যদি তা করার শক্তিও না থাকে? অথবা বললো, যদি তা না করে? তিনি বললেন, কোন অভাবী মজলুমকে সাহায্য করবে। তারা বললো, যদি তাও না করে? তিনি বললেন, ভাল কাজের আদেশ করবে অথবা বলেন, ন্যায়ের আদেশ করবে। তারা জিজ্ঞেস করলো, যদি তা-ও না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। কারণ সেটাই হবে তার জন্য সাদকা বা দান।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮]

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতিটি অস্থির (সন্ধিস্থল) ওপর একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। দুজন মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা একটি সাদকা এবং সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোন লোককে নিজের সওয়ারীর ওপর তুলে নেয়া অথবা তার সরঞ্জাম বহন করে নিয়ে যাওয়াও সাদকা। উত্তম কথা বলা এবং নামাযের জন্য গমন করার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা হিসাবে গণ্য।

পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমনঃ কাঁটা বা ইঁট ও পাথরের কুচি ইত্যাদি) অপসারণ করাও সাদকা।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯]

"আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, কোন্ প্রকার দাস-দাসীকে মুক্ত করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক এবং প্রভুর বেশী পছন্দনীয়। আমি বললাম, আমি যদি এ কাজ করতে না পারি? তিনি বললেন, কোন কারিগর বা শিল্পীকে (তার কারিগরী বা শিল্পকর্মে) সাহায্য করবে অথবা অদক্ষ কারিগর বা শিল্পীকে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে। আমি বরলাম, যদি তা-ও না পারি (তাহলে কি করবো)? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে। এটাও একটা সাদকা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পার।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪০]

www.amarboi.org

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চল্লিশটি উন্নত স্বভাব আছে। তার মধ্যে কাউকে বকরী দান করা হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের স্বভাব। সাওয়াবের আশায় ও আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জেনে যে ব্যক্তি এর যে কোন একটি স্বভাবের ওপর আমল করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (বুখারী)[৪১]

"আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা ফসল ফলায় আর তার কোন অংশ পাখি, মানুষ বা পশু খায় তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের সত্তুরেরও অধিক শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" –আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই একথা ঘোষণা করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ।"(মুসলিম)[৪৩]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথের ওপরে কাঁটাযুক্ত একটি বৃক্ষশাখা দেখতে পেয়ে তা উঠিয়ে নেয় এবং সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় (অর্থাৎ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়)।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পথ চলাকালে এক ব্যক্তির ভীষণ পিপাসা পেয়ে বসে। তাই সে একটি কূপে নেমে পানি পান করে কূপ থেকে বেরিয়ে আসে এবং দেখতে পায় যে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসাকাতর হয়ে কাদামাটি লেহন করছে। (এ অবস্থা দেখে) সে মনে মনে বললো, আমার যেমন ভীষণ পিপাসা পেয়েছিলো এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে। তাই সে তার চর্মের মোজায় পানি ভর্তি করে দাঁতে কামড়িয়ে ধরে উপরে ওঠে এবং কুকুরকে পান করায়। (এ কাজ করতে পারায়) সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়। সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে তাতেও আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫]

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পিপাসায় মৃতপ্রায় হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরছিল। বনী ইসরাঈলদের একজন বারবনিতা তা দেখে তার পায়ের (চামড়ার) মোজা খুলে তা দিয়ে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে কুকুরটিকে পান করায় এবং এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪৬]

عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما
منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه

www.amarboi.org

فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشأم منه فلا يرى الاما قدم وينظربين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة . وفي رواية فمن لم يجد فبكلمة طيبة .

"আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তোমাদের রব সরাসরি কথা বলবেন। তাঁর ও তোমাদের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডাইনে তাকাবে কিন্তু পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর বাঁয়ে তাকাবে কিন্তু পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনে তাকিয়েও দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোযখকে ভয় করো। অন্য একটি রেওয়ায়েতে [৪৭] বলা হয়েছে, আর যদি কেউ তাও না পায়, তাহলে অন্তত ভালো কথা বলবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

কুরআন ও হাদীসের এসব বাণী সাধারণত পুংলিঙ্গে ব্যক্ত করা হলেও এর দ্বারা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দিক-নির্দেশনা

সাধারণ অবস্থায় কল্যাণমূলক কাজ করা ও সে জন্য সাহায্য করা 'মানদূব'। তবে কোন সময় তা ফরযে আইন এবং কোন সময় ফরযে কিফায়ার মর্যাদা লাভ করে। তবে সামাজিক অঙ্গনে নারীর জন্য ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রগুলো কি সচেতন মুসলিম নারীর উচিত তা খুঁজে বের করা। এর মধ্যে পড়ে নারী ও অল্প বয়স্কা মেয়েদের যত্ন নেয়া এবং শিশু, বিশেষ করে ইয়াতীম শিশুদের যত্ন নেয়া। সাধারণ অবস্থায় সমাজসেবীদের জন্য প্রতিটি সমাজেই কল্যাণমূলক 'মানদূব' কাজ এবং মানুষের জন্য উত্তম কাজ করার বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত পেশ করেছি সেগুলো ছাড়াও শরীয়তের প্রথম দিক-নির্দেশনার আলোচনা প্রসংগে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইংগিত বহ 'নস'সহ বহু উদাহরণও পেশ করেছি। কল্যাণমূলক সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে সময় ব্যয় ও প্রচেষ্টা চালানো যেমন নারীর জন্য 'মানদূব', তেমনি অর্থ সম্পদ থাকলে তা ব্যয় করাও 'মানদূব'। আর নিজের অর্থ-সম্পদ না থাকলে স্বামীর সম্পদ থেকে তার স্বেচ্ছায় অনুমোদনযোগ্য সীমা পর্যন্ত ব্যয় করাও 'মানদূব'।

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যে মাল দিয়েছে তাছাড়া আমার আর কোন মাল নেই। আমি কি উক্ত মাল থেকে দান করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দান করো; কৃপণতা করে সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও আটকে রাখা হবে। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৪৯] স্বল্প পরিমাণ হলেও সাধ্যমত দান করো।"(বুখারী ও মুসলিম)[৫০]

عن عائشة رضى الله عنها قالت : اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب ·

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারী যখন কোন ক্ষতি(সাংসারিক ব্যয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি) না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে দান করে তখন সে সওয়াবের অধিকারিণী হয়। কারণ সে দান করলো। আর এভাবে তার স্বামীও সওয়াবের অধিকারী হয়। কারণ সে উপার্জন করেছে।"(বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

সামাজিক তৎপরতার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত সেটি প্রধানত পশ্চাৎপদ সমাজেই দেখা যায়, যেখানে অভাব থাকে তীব্র এবং মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন থাকে অধিক। এ ধরনের সমাজে মানুষের বদান্যতার মনোবৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সম্মান,, উদারতা ও দয়ার অনুভূতি হ্রাস পায়। পরিতাপের বিষয় যে, এ ধরনের সমাজেই ফরযে কিফায়াসমূহ প্রধানত উপেক্ষিত ও বর্জিত হয়। আমাদের সমাজ যে জিনিসটির বেশী মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ ও পন্থা। নারী হোক বা পুরুষ এ সমাজে ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ছাড়াও সমাজের প্রতি তার শরীয়ত নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে হবে সচেতন। আমাদের সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই পথই হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সমাজের ঐ সব অভাব এবং প্রয়োজন যদি পূরণ করা না হয় তাহলে আমরা নারী পুরুষ সবাই এই পশ্চাৎপদতার অপরাধে অংশীদার হবো। আমরা মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতি ও পুনর্জাগরণের জন্য সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনা থেকে পিছপা হয়ে আছি এবং মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য জিহাদ না করে বসে আছি। এ জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। অনেক সময় ফরযে কিফায়া সম্পর্কিত দীনি মাসয়ালাও আমরা কৌশলে এড়িয়ে চলি। এটা হয় (সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে) অজ্ঞতার কারণে, যা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের ফল। আর এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে জীবন যাপন করছে আমাদের সমাজের অসংখ্য নারী। অনেক সময় এই অজ্ঞতা হয় সমাজের প্রয়োজন, সমাজের অভাব অভিযোগের প্রকৃতি এবং এর অনিবার্য অনুষঙ্গী বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের প্রকৃতি সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে। আবার অনেক সময় এই অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় ঐ সব প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান না থাকার কারণে। আর এর চূড়ান্ত ফল দাঁড়ায় দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে পলায়ন। তাছাড়া যে সব ফরয গোটা উম্মতের জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত, তা সেই সব ব্যক্তির জন্যও ফরযে আইন হিসেবে পরিগণিত হয় এর ফরয হওয়া সম্পর্কে যাদের উপলব্ধি আছে এবং যারা এর গুরুত্ব অনুধাবন ও পালন করতেও সক্ষম। কিছু সংখ্যক ফরযে কিফায়া মূলত পুরুষদের জন্য ফরয হলেও সমাজের অবস্থা এবং সচেতন ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী পুরুষদের সংখ্যাল্পতার কারণে যেসব নারীকে আল্লাহ সচেতনতা ও সামর্থ দান করেছেন তাদের

www.amarboi.org

জন্যও তা ফরযে পরিণত হয়। পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনার দশম দিক- নির্দেশনায় "ফরযে কিফায়া আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলার বিপদ" শিরোনামে হারামাইনের ইমাম আল জাওয়িনীর যে উক্তি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তা দেখুন।

তৃতীয় দিক-নির্দেশনা

সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ যদি তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মিক ও সামাজিক দিক দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তাহলে এর অনুশীলন নারীর জন্য 'মানদূব'।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايات الله والحكمة ط إن الله كان لطيفا خبيرا ۰ (سورة الاحزاب ، الاية : ٣٤).

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে অবহিত।"(আল আহযাব ঃ ৩৪)

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রমযানের শেষ দশ দিন আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিধেয় বস্ত্র মজবুত করে বাঁধতেন।* তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৫২]

এ আয়াত থেকে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, নারীর জন্য উচিত কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও হিকমতের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। হাদীসেও রমযানের রাত্রি বিশেষ করে শেষ দশ রাত্রি জাগরণে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। উক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি কিভাবে মুসলিম নারী ইবাদত ও সাংস্কৃতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে আগ্রহী ছিল। তাই তারা জুময়ার নামাযে অংশগ্রহণ ছাড়াও মসজিদে ই'তিকাফ করেছে এবং 'তারাবীহ' ও 'কুসূফ' (সূর্যগ্রহণ) এর নামাযেও অংশগ্রহণ করেছে।

যে সব ঈমানদার নারী ও পুরুষ যথারীতি জুময়ার নামায পড়ে, তারা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিয়মিত পর্যাপ্ত মাত্রায় আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে জুময়ার নামাযের এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং জুময়ার নামাযে হাজির হওয়ার চরম গুরুত্ব সত্ত্বেও এতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক উপেক্ষার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে বরং এ সবগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা এ ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করছি। এ আলোচনা

** অর্থাৎ স্ত্রীদের সংসর্গ থেকে দূরে অবস্থান করে ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন।*

দ্বারা মেয়েদের জন্য জুময়ার নামায 'মানদূব' হওয়া সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে জুময়ার নামায, যা সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সামাজিক তৎপরতার প্রতিনিধিত্ব করে। সম্ভবত এর ফলে তা নারীর মন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে এবং তাকে বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ থেকে বের করে আনতে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া নারী এভাবে ব্যাপক সচেতনতা ও পরিপক্কতা লাভে সক্ষম হয়। জুময়ার খুতবা এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ খুতবায় থাকে অত্যন্ত কার্যকরী উপদেশ।

খুতবার আকারে এ উপদেশ দ্বারা জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করা হয় এবং আরব জাহান ও ইসলামী দুনিয়ায় বিরাজমান বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়।

প্রাচীন ফিক্‌হবিদদের মধ্যে কেউ কেউ নারীর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন ও জুময়ার নামায থেকে তাদেরকে দূরে রাখার পক্ষে যে মত পেশ করেছেন পরে আমরা তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবো। একই ভাবে জুময়ার জামায়াতে নারীর শরীক হওয়া যে 'মানদূব' তার সপক্ষেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও আলেমদের উক্তি পেশ করবো। তা ছাড়া শরীয়তসম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্বীকৃত কিছু বিষয়ও পেশ করবো। আমরা মনে করি, উদ্ধৃত হাদীস, আলেমদের উক্তি এবং শরীয়তসম্মত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে স্বীকৃত এসব যুক্তিতর্ক নারীর জন্য জুময়ার নামায 'মানদূব' হওয়ার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ক. ইমাম নববী তার আল মাজমু' শারহে মুহাযযিব গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের মনীষীগণ বলেছেন, জুময়ার নামায পরিত্যাগ করতে পারে এমন মা'যূর লোক দুই প্রকারের ঃ এক, এমন মা'যূর (অক্ষম) ব্যক্তি যে তার ওযর (অক্ষমতা) অবসানের ব্যাপারে আশাবাদী। ফলে এক সময় তার ওপর জুময়া ওয়াজিব হবে। যেমন ঃ দাস, রুগ্ন ব্যক্তি, মুসাফির এবং অনুরূপ অন্য লোকেরা। কাজেই তারা জুময়া অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই যোহরের নামায আদায় করবে। তবে জুময়া আদায়ের ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত যোহরকে বিলম্বিত করা উত্তম............। দুই, এমন 'মাযূর' (অক্ষম) ব্যক্তি যে তার 'ওযর' অবসানের আশা করতে পারে না, যেমন নারী ও স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। এ ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের দুটি মত বিদ্যমান। দুটি মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতটি হলো, আউয়াল ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ে নেয়া তাদের জন্য উত্তম। এতে আউয়াল ওয়াক্তের মর্যাদা সংরক্ষিত হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাদের জন্য যোহর বিলম্বে পড়া উত্তম, যাতে প্রথম প্রকারের মত জুময়ার নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কেননা তারা জুময়ার জন্য তৎপর থাকে এবং জুময়ার নামায যেহেতু কামেল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষদের নামায ফলে তা আগেভাগেই সম্পন্ন হওয়া উত্তম.........। আমাদের পন্ডিত ও মনীষীগণ বলেছেন, যোহরের নামায পড়লেও মা'যূরদের জুময়ার নামাযে হাজির হওয়া উত্তম। কেননা জুময়ার নামায পূর্ণাঙ্গতর। তারা আরো বলেছেন, পূর্বে আমরা এ কথা উল্লেখ করেছি যে, মা'যূর অর্থাৎ দাস, নারী, মুসাফির প্রভৃতিদের জন্য

www.amarboi.org

যোহর আদায় করা ফরয। তবে তারা যদি জুময়ার নামায পড়ে তবে তা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি যোহর পড়া পরিত্যাগ করে জুময়া পড়ে তাহলে 'ইজমা' অনুসারে শুধু জুময়াই যথেষ্ট হবে............। এ ক্ষেত্রে যদি এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তাদের ওপর ফরয হচ্ছে যোহরের চার রাকায়াত নামায। সেক্ষেত্রে জুময়ার দুই রাকায়াত দ্বারা তা আদায় হবে কিভাবে? এর জবাব হচ্ছে, জুময়ার নামায দুই রাকায়াত হলেও জুময়া যেহেতু যোহরের চেয়ে নিসন্দেহে পূর্ণাঙ্গতর তাই পূর্ণতার অধিকারীদের ওপর তা ওয়াজিব। মা'যূরদের দায়িত্বের বোঝা হালকা করার জন্য তাদের জন্য জুময়া ওয়াজিব করা হয়নি। তবে তারা যখন জুময়া পড়ছে তখন খুবই উত্তম কাজ করছে। এ কারণে জুময়া পড়াই তাদের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে। রুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রন্থকার এ বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রুগ্ন ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে এবং অযুকারী ব্যক্তি যদি মোজার ওপর মসেহ না করে পা ধুয়ে নেয়.........।[৫৩ক]

এগুলো হচ্ছে মাযূরদের সম্পর্কে জুময়ার বিধি-বিধান। কিন্তু মুহাযযাবের গ্রন্থকার শিরাজী এবং মুহাযযাব এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ মাজ্‌মূ'-এর গ্রন্থকার ইমাম নববী যুবতী ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারিণী প্রৌঢ়া মেয়েদেরকে এই বিধি-বিধান থেকে অব্যাহতি দান করেছেন। তারা বলেছেন, অন্য সব নামাযের মত জুময়ার নামাযে হাজির হওয়াও তাদের জন্য 'মাকরূহ'। 'মুহাযযাব'-এর লেখকের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে বের হতে নিষেধ করেছেন। তবে প্রৌঢ়া মেয়েরা মোজা অথবা পুরানো জুতা পরে বের হতে পারবে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেছেন, মোজা ও পুরানো জুতা পরিধান করে প্রৌঢ়া মেয়েদের নামাযের জামায়াতে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি 'গারীব'। ইমাম বায়হাকী হাদীসটিকে দুর্বল সনদে ইবনে মাস'উদের ওপর 'মাওকূফ' করে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ما صلت امراة صلاة افضل من صلاة بيته الامسجدى مكة والمدينة الا عجوزا فى منقلبها ·

"মক্কা ও মদীনার মসজিদে আদায়কৃত নামায এবং মোজা ও জুতা পরিধান করে মসজিদে গিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার আদায়কৃত নামায ছাড়া কোন মহিলা তার নিজ ঘরে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে উত্তম নামায কখনো পড়েনি।[৫৩খ]

এ হাদীসটির সাহায্যে যে যুক্তি খাড়া করা হয় তা খন্ডন করার জন্য ইমাম নববীর মন্তব্য যথেষ্ট। আমরা এখানে এতটুকু যোগ করতে চাই যে, ইমাম বায়হাকী বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীসটিতে নারীর মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এতে কেবল নারীর ঘরে আদায়কৃত নামাযের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'মাজমূ'-এর গ্রন্থকার ইমাম নববীর দলীল হচ্ছে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নারীরা যে সব ঘটনা ঘটিয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তা দেখতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করতেন। (মুসলিমের

www.amarboi.org

একটি বর্ণনায় আছে ঃ অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন) যেমন বনী ইসরাঈলের মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪]

এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য পেশ করে আমরা শেষ করবো। ইবনে কুদামা হাম্বলী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতই অধিক অনুসরণযোগ্য। যেসব নারী ঘটনা সংঘটিত করে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস বিশেষভাবে তাদের সাথেই সম্পর্কিত– অন্যদের সাথে নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐসব নারীরই বাইরে গমন মাকরূহ।[৫৫]

ইবনে কুদামার উক্তির সাথে আমরা এতটুকু যোগ করতে চাই যে, সাইয়েদা আয়েশা (রা)-এর উক্তিকে সেই সব নারীর জন্য তিরস্কার হিসেবে গণ্য করা যায়, যারা কোন অঘটন ঘটিয়েছে। তাঁর উক্তি রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির 'মানসূখ'কারী হতে পারে না যে, "তোমরা মেয়েদেরকে তাদের মসজিদের অংশ থেকে বঞ্চিত করোনা।" জ্ঞান ও মর্যাদার বিচারে কোন মানুষের আসন যত উচ্চই হোক না কেন তার উক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে 'মানসূখ' করত পারে কি?

মা'যূর হিসেবে জুময়ার নামায থেকে মেয়েদেরকে বিরত রাখার সপক্ষের যুক্তি খন্ডনকারী এই ব্যাখ্যা পেশ করার পর উক্ত মা'যূরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আহকাম মেয়েদের জন্যও প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। এ আহকামের সারকথা হলো মা'যূরদের জন্য জুময়ার নামাযে অংশগ্রহণ উত্তম। আর জুময়ার নামায দুই রাকায়াত হলেও তা নিসন্দেহে যোহরের নামাযের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতর। তাই মানুষ হিসেবে যারা পূর্ণাঙ্গ জুম'আ কেবল তাদের ওপরই ওয়াজিব। ইমাম নববীর মতে, মা'যূরদের দায়িত্ব লঘু করার জন্য জুময়ার নামায থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে অথবা ইবনে আবদুল বারের [৫৬ক] মতে, তারা যখন তা আদায় করেছে তখন উত্তম কাজই করেছে।

এ কথারই প্রতিধ্বনি করে ইমাম সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেছেন, মুসাফির, দাস, নারী এবং রুগ্ন ব্যক্তি যদি জুময়ার নামাযে শরীক হয়ে জুময়া আদায় করে তাহলে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস অনুসারে তা আদায় হয়ে যাবে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ "মেয়েরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জুময়ার নামায আদায় করতো। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, "তারা সুগন্ধি ব্যবহার না করে মসজিদে আসবে।"[৫৬খ] জুময়ার নামাযের 'সাঈ' তথা নামায পড়ার প্রস্তুতি নেয়া এবং এজন্য মসজিদে যাওয়া যে ফরয তা থেকে মেয়েদেরকে অব্যাহতি দেয়ার অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে জুময়ার নামায আদায় করতে হবে না বরং এর অর্থ সাঈ'র কষ্ট ও ক্ষতি থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা যদি এ কষ্ট স্বীকার করে তাহলে নামায পড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

খ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারী পুরুষ যে-ই জুময়ার জামায়াতে হাজির হতে চায়, তার গোসল করা উচিত (ইবনে খুযায়মা)[৫৭] নারীদের জুময়ার নামাযে হাজির হওয়া যে

www.amarboi.org

শরীয়তসম্মত তা এ হাদীস থেকে জানা যায়। একইভাবে "আমরা বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, জুময়ার দিনে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনে শুনে সূরা 'ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুময়ার দিনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরাটি পড়তেন।"(মুসলিম)[৫৮] এ হাদীস থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েদের জুময়ার নামাযে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায়। আরো একটি হাদীসে আছে ঃ চার শ্রেণীর লোক ছাড়া প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জুময়ার নামায পড়া ওয়াজিব। উক্ত চার শ্রেণীর লোক হচ্ছেঃ ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি।[৫৯ক] এ হাদীস থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে, নারীদের ওপর জুময়ার নামায ওয়াজিব নয়। এ মর্মে ইমাম মালেকের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, পুরুষ ছাড়া যারা জুময়ার নামাযে হাজির হয়, তারা যদি কেবলমাত্র ফযীলত লাভের জন্য হাজির হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে গোসল করার সাথে সাথে জুময়ার নামাযের সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে।[৫৯খ] ইমাম মালেকের এ উক্তি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, জুময়ার বিশেষ কিছু ফযীলত আছে, জুময়াতে হাজির হয়ে মেয়েরা তা প্রত্যাশা করতে পারে।

গ. জুময়ার নামাযে হাজির হওয়া মেয়েদের জন্য ওয়াজিব নয়, বরং শুধুমাত্র শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েরা জুময়াতে হাজির হতো। এভাবে জুময়াতে হাজির হয়ে জুময়ার খুতবা ও তার মধ্যে যে সব উপদেশ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য থাকে তা শোনা এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকার মাধ্যমে ফযীলত অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া এ ভাবে অন্যান্য ঈমানদার নারীদের সাথে সাক্ষাত এবং কল্যাণমূলক কাজে তাদের সহযোগিতা করা যেতে পারে। মেয়েদের জুময়াতে হাজির হওয়ার মাধ্যমে যখন এসব কল্যাণ অর্জিত হয় তখন আমরা একথা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, জুময়ার নামাযে মেয়েদের অংশগ্রহণ 'মানদূব'। কয়েকটি বিশেষ বিবেচনায় এই 'মানদূব' আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেচনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

০ শরীয়ত প্রণেতার (شارع) বিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে প্রতি জুময়ার দিনই পুরুষরা যখন উপদেশ (খুতবা) শোনার মুখাপেক্ষী তখন তা শোনার ব্যাপারে নারীরা মোটেই কম মুখাপেক্ষী নয়। অনেক সময় উপদেশ ও নসীহত প্রসংগে খুতবায় সামাজিক জটিলতা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে উপস্থিত মুসল্লীদেরকে অবহিত করা হয়, যা সমাধানের জন্য সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় অথবা উত্তেজনাকর কোন রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সতর্কীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

০ খুতবার এসব উপদেশপূর্ণ বক্তব্য শোনার ব্যাপারে নারীর মুখাপেক্ষিতা কোন অংশে কম না হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় তার জন্য এমন এক বা একাধিক জুময়া আসে যখন সে হায়েয, নিফাস, শিশুপালন বা ঘরের তত্ত্বাবধানের খাতিরে জুময়ায় হাজির হতে পারে না এবং বাধ্য হয়েই অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

www.amarboi.org

০ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও কুমারী মেয়েদেরকে ঈদের নামাযে হাজির হতে আদেশ করেছেন এবং এমনকি তাকিদ দিয়েছেন। জুময়ার নামাযের মধ্যে ঈদের নামাযের কোন কোন বৈশিষ্ট বিদ্যমান এবং এ দুটি নামাযের মধ্যে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যও রয়েছে। জুময়ার নামাযে থাকে খুতবা, এতে বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে হাজির হতে হয়, এতে জুময়ার দিনকে এক রকম সম্মান দেখানো হয়। তাছাড়া এটি এমন একটি দিন ইসলামী শরীয়তে যার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ কারণে জুময়ার নামাযের রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও ঈদের নামাযের মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী অবস্থান। এসব যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতা নারীদের জন্য জুময়ার নামাযে অংশগ্রহণ ফরয করেননি তাদের দায়িত্বের চাপ লঘু করার জন্য। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সামগ্রিক বিবেচনায় নারীর জুময়ার নামাযে হাজির হওয়া একটি লোভনীয় বিষয়। ফলে নারী, তার স্বামী ও অভিভাবক, সবারই এ লোভ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই এ কল্যাণ লাভের নিমিত্ত সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।

চতুর্থ দিক-নির্দেশনা

বিনোদনমূলক সামাজিক তৎপরতার অনুশীলন করে নারী যদি আনন্দদায়কভাবে এবং হালাল ও পবিত্রতার সীমার মধ্যে অবস্থান করে সময় কাটাতে পারে তবে তার জন্য ঐভাবে সময় কাটানো 'মুবাহ' এবং অনুরূপ তৎপরতা যদি তাকে তার বিভিন্ন দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনে সহায়ক হয় তাহলে ঐভাবে সময় কাটানো তার জন্য 'মানদূব'।

ইতিপূর্বেই আমরা রসূলের (স) সুন্নাহ থেকে মসজিদ এবং মসজিদের বাইরে নারীর বিনোদনমূলক সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ইংগিতবহ কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করেছি।

পঞ্চম দিক-নির্দেশনা

মুসলিম ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষাদানের এমন লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণে তাদেরকে সক্ষম করে তুলতে পারে এবং সাথে সাথে এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আর্কষণ করতে পারে যে, তাদের কাছে সমাজকে দেয়ার মত কিছু থাকলে আল্লাহর সামনে যে জবাবদিহি তাদেরকে করতে হবে তার ক্ষেত্র পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে মুসলিম সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি বিষয় থাকা জরুরী ঃ

এক, প্রথম দিকনির্দেশনায় উল্লেখিত 'নসে' (কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহে) মানুষের যেসব সদগুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর রূপায়ণ ও বিকাশ সাধন।

দুই, স্থানীয় সমাজ ও তার প্রয়োজন সম্পর্কে অধ্যয়ন।

তিন, দুটি ক্ষেত্রে সমাজ সেবার বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করতে হবে ঃ একাডেমিক বা তাত্ত্বিক শিক্ষাদানের সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ দিক-নির্দেশনা

নারী তার সময়কে পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে সমাজের জন্য নিজেকে কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং জীবনের কোন পর্যায়েই নিজেকে কর্মহীন রাখা পছন্দ করবে না। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর বাড়তি সময়কে সে ভাল কাজে ব্যয় করবে। আর ভাল কাজের জন্য সামাজিক তৎপরতা চালানোই হচ্ছে বৃহত্তর ক্ষেত্র।

মুহাল্লাব বলেছেন ,............... স্বামীর অনুমতি না নিয়েই নারী ফরয ছাড়াও এমন সব নফল কাজ করতে পারে যা স্বামীর জন্য ক্ষতিকর বা তার অত্যাবশ্যকীয় কাজে প্রতিবন্ধক নয়। তাছাড়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন কাজ শুরু করলে তা সে বাতিল করতে পারে না।[৬০]

সপ্তম দিক-নির্দেশনা

'মানদূব' জাতীয় সামাজিক তৎপরতায় নারী যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবে তখন তাকে সাহায্য করা স্বামীর জন্যও 'মানদূব'। কিন্তু নারীর সামাজিক তৎপরতা যদি ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তাকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

নারীর পেশাগত কার্য শিরোনামে অষ্টম দিক-নির্দেশনায় এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ পূর্বেই পেশ করা হয়েছে।

কিছু পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস উল্লেখ করেছি যে, 'নারী যখন কোন ক্ষতি (সাংসারিক ব্যয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি) না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে দান করে তখন সে সওয়াবের অধিকারিণী হয়। কারণ সে দান করেছে। আর এভাবে তার স্বামীও সওয়াবের অধিকারী হয়। কারণ সে উপার্জন করেছে।' (বুখারী ও মুসলিম)[৬১]

এ হাদীসে যা বলা হয়েছে তার ওপর কিয়াস করে আমরা বলতে চাই, নারী যখন কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে এবং সেজন্য কোনো ক্ষতি বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করে তার গৃহকর্মের সময় থেকে ব্যয় করে তখন সে তার কাজের বিনিময়ে পুরস্কারের অধিকারিণী হয়। তার স্বামীও পুরস্কারের অধিকারী হয় একদিকে গৃহ তত্ত্বাবধান ও অর্থব্যয়ের কারণে এবং অন্যদিকে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে স্ত্রীর অনুপস্থিতির কষ্ট বরদাশ্ত করার কারণে।

অষ্টম দিক-নির্দেশনা

পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যেসব কার্যকারণ নারীকে সাহায্য করে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মুসলিম সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض (سورة التوبة، الآية : ٧١)

"ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু।" (আত তাওবা : ৭১)

"নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একে অন্যের প্রতি দয়ামায়া, ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অংশ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহই জ্বর ও অনিদ্রায় অবসন্ন হয়ে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬২]

www.amarboi.org

মুসলিম সমাজ, তার জনগণ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর দয়া ও স্নেহপ্রবণ। তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সমাজকর্মীদের ব্যাপক ইতিবাচক কাজের উপদেশ দেয়া এবং তা সম্পাদনের আহ্বান জানানো।

ক. নিছক মেয়েদের জন্য হোক বা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই হোক, সকল মহল্লায় ব্যাপকভিত্তিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যাতে নারীর সামনে একাধিক দিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং মাত্রা ও ধরন যাই হোক না কেন, সমাজসেবায় সে যেন যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করতে পারে।

খ. নারী যাতে সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে জন্য তাকে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে গণযোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সকল উপায় উপকরণের মাধ্যমে তার ভূমিকা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরতে হবে এবং এ ভূমিকা পালনের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

গ. বিভিন্ন প্রকার সামাজিক তৎপরতা (সাংস্কৃতিক, শরীরচর্চা বিষয়ক, স্বাস্থ্যগত, সহযোগিতামূলক) দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পর্কিত হতে নারীদের ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

ঘ. দানের ব্যাপারে হোক বা গ্রহণের ব্যাপারে হোক, সামাজিক তৎপরতায় নারীকে সাহায্য করার জন্য পুরুষদের আহ্বান জানাতে হবে।

নবম দিক-নির্দেশনা

কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য নারীদেরকে উৎসাহিত করা ও এদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকে তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যে জনগণের আমীর বা নেতা সেও তত্ত্বাবধায়ক। তাকেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩]

কয়েকটি উপায়ে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। যেমন ঃ

ক. সরকারী যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের প্রতি নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তা নিছক নারীদের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হোক বা প্রতিষ্ঠিত সংগঠনসমূহের তৎপরতায় তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের দ্বারা হোক।

খ. সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ও সামাজিক তৎপরতার বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা সহজসাধ্য করে দেয়া, তা বিশেষভাবে নারীদের সাথে সম্পর্কিত হোক কিংবা তাতে নারীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হোক। তাছাড়া ঐসব প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য সব রকম বস্তুগত ও মানবিক সাহায্য দিতে হবে, যাতে সেগুলি নিজের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

গ. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। যখন তারা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কোন বড় দায়িত্ব পালনে রত থাকে তখন অব্যবহারিক (academic) কার্যকলাপের পাশাপাশি তাদের কর্মঘন্টা হ্রাস করে কিংবা সামাজিকভাবে অনুমতি প্রদান করে এটা করতে হবে।

www.amarboi.org

দশম দিক-নির্দেশনা

পেশাগত কাজে নারীর অংশগ্রহণে যেক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তার সাক্ষাতের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অংশগ্রহণের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। আমরা পূর্বেই একটা বিশেষ অধ্যায়ে ঐসব নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছি। এখানে পুনরায় তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। যেমন- শালীন পোশাক পরিধান, দৃষ্টি আনত রাখা, নিভৃতে সাক্ষাত ও ভীড় এড়িয়ে চলা এবং সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করা।

কিন্তু বর্তমানে যেসব বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে এসব নিয়ম-কানুন অনুপস্থিত বলে কি আমরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণসমূহ পরিত্যাগ করবো এবং মুসলিম নারীও তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করবে না অথবা প্রথমটি অর্থাৎ কল্যাণসমূহ গ্রহণ করবো এবং পাশাপাশি শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম-কানুন পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করার যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা চালাবো? ফাসাদ ও বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রয়োজন কতটা এবং তা প্রতিরোধ করার পর কতটা কল্যাণ অর্জিত হবে পূর্বেই তা পরিমাপ করা শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার যে উক্তি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখানে পুনরায় তা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন ঃ

০ হারামকে অনিবার্য করে তোলে এমন ফাসাদ বা অনিষ্টকর জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। তবে যে প্রয়োজন অনুমতিকে অনিবার্য বরং পছন্দনীয় বা বৈধ করে তোলে এমন প্রয়োজন দেখা দিলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়।[৬৪] যে নিষেধাজ্ঞা কোনো পথ রুদ্ধ করে সুনিশ্চিত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে তা মেনে চলতে হবে। যেমন কোনো নারীর সাথে নিভৃতে সাক্ষাত করা, ভ্রমণ করা বা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। কেননা এসব কাজ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণেই নারীকে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে... এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই যে, এর অবর্তমানে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমে যেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কল্যাণ অর্জিত হয়, সেক্ষেত্রে তা আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হয় না।[৬৫]

শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে যখন একই কাজে বিপর্যয় ও কল্যাণ এক সাথে দেখা দেবে তখন অধিক কল্যাণকর বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে।[৬৬]

www.amarboi.org

সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[উল্লেখ্য, সহী বুখারীর বরাতের ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পরে গ্রন্থের যে খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে তা কায়রোর মুস্তাফা আল হালাবী ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত এবং সহী মুসলিমের বরাতের ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর গ্রন্থের যে খন্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের আল জামে আস সহীহ থেকে গৃহীত।]

১ক. সহী বুখারী, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পরে আম্মা বাদ (অতপর) বলে, ৩ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বৃষ্টি প্রার্থনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা পেশ করা হয়েছিল... ৩ খন্ড, ৩২, ৩৩ পৃষ্ঠা।

১খ. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থান, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১গ. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের রোযা, ৫ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আশূরার দিন আহার করেছে সে যেন ঐদিন আর কিছু না খায়, ৩ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

২ক. সহী মুসলিম, 'যুহদ' ও অন্তরের কোমলতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিজরতের হাদীসকে যাত্রা করার হাদীসও বলা হয়ে থাকে, ৮ খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

২খ. সহী বুখারী, দুই ঈদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় অবস্থানের দিনসমূহে তাকবীর পাঠ, ৩ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, দুই ঈদে মহিলাদের ঈদগাহে গমন বৈধ, ৩ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আয়েশাকে বিয়ে করা, ৮ খন্ড, ২২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পিতা কর্তৃক কুমারী অল্পবয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দেয়া, ৪ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

৪. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ২২৪, ২২৫ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, কিতাব ও সুন্নাতকে মজবুত করে ধারণ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাঁর নারী ও পুরুষ উম্মতদেরকে শিক্ষা দেয়া, ১৭ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যার সন্তান মৃত্যুবরণ করে এবং সে পুণ্যের আশা করে, ৮ খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৬. সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের নামায একত্র করে পড়ে কিংবা না পড়েই ঘুমিয়ে যায় বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, ২ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক অবস্থায় যে ব্যক্তি ফজর পর্যন্ত থাকে তার রোযার বিশুদ্ধতা, ৩য় খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম বানানো তাকে অনুসরণ করার জন্য, ২ খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওজর দেখা দিলে ইমামের কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করা, ২ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৯. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আত তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ ওয়া উলাতুল আহমালি.. ১০ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান প্রসব পর্যন্ত বিধবা ও অন্যদের ইদ্দত পালন করতে হবে, ৪ খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১০. গ্রন্থ নিদাউন ইলাল জিনসিল লাতীফ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত)।

১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের গুণাবলী অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ঃ সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রসংগে, ৯ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা। হাফেজ হায়ছামী বলেছেন, তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য।

১২. সহী বুখারী, হিবা, তার মর্যাদা এবং সেজন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দানের মর্যাদা, ৬ খন্ড ১৭১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজির কর্তৃক আনসারদের দানকৃত বস্তুসমূহ প্রত্যর্পণ, ৫ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোশ লাভ করবে না, ৪ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে তার অবস্থান, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১৫. সহী বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাঠমিস্ত্রি, ৫ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের খাদেম, ২ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং আবর্জনা, খড়কুটা ইত্যাদি তুলে ফেলে দেয়া, ২ খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর জানাযা পড়া, ৩ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের মদীনায় আগমন, ৮ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়া, ৮ খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ওহুদ যুদ্ধ, ৫ খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

২০. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

৬ খন্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের জন্য জান্নাতের প্রমাণ, ৬ খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

২১. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

২২. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা প্রসংগে, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুসা ইবনে ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, ৪ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন যয়নাবের মর্যাদা প্রসংগে, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

২৪. সহী মুসলিম, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির মনে কোন মহিলাকে দেখার পর

www.amarboi.org

কোন আকাংখা জাগ্রত হয় এবং সে নিজের স্ত্রী বা দাসীর কাছে গিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে, ৪ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৫. ফাতহুল বারী, ৪ খন্ড, ২৯, ৩০ পৃষ্ঠা।

২৬. সহী বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পথ চলতে ক্লান্ত গায়ের মাহরাম কোনো মহিলাকে সওয়ারীতে তুলে নেয়া, ৭ খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী বুখারী, হিবা, তার মর্যাদা এবং সে জন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাসর শয্যা রচনার সময় নববধূকে কোন কিছু ধার দেয়া, ৬ খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৮. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা গ্রন্থে ১৭৮ নম্বর হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

২৯. সহী বুখারী, ইজারা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োগ করে এবং প্রাপ্ত মজুরী দান করে এবং বোঝা বহনকারীর মজুরী, ৫ খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

৩০. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৩১. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, ১৩ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারদের পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া ও স্নেহশীলতা প্রদর্শন, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৩২. সহী বুখারী, জুলুম-নির্যাতন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মজলুমকে সাহায্য করা, ৬ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারদের পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া, স্নেহশীলতা ও একাত্মতা প্রদর্শন, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী বুখারী, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ঃ দীন হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের নেতাদের কল্যাণ কামনা, ১ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতে মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না, ১ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতে মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না, ১ খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৫. ফাতহুল বারী, ১ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৩৬. সহী বুখারী, জুলুম-নির্যাতন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান মুসলমানের প্রতি জুলুম করতে কিংবা তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না, ৬ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জুলুম করা হারাম, ৮ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৩৭. ফাতহুল বারী, ৬ ষ্ঠ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৩৮. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সাদকা, ১৩ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ 'সাদকা' কথাটি সকল প্রকার ভাল কাজের জন্য প্রযোজ্য, ৩ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৯. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জীন প্রভৃতি গ্রহণ করলো, ৬ খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ 'সাদকা' কথাটি সর্বপ্রকার ভাল কাজের জন্য প্রযোজ্য, ৩ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৪০. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কোন ধরনের দাসমুক্তি উত্তম? ৬ খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল, ১ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা।

৪১. সহী বুখারী, হিবা ও তার মর্যাদা এবং সেজন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দানের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী, কৃষিকাজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিকাজ ও বৃক্ষ রোপণের মর্যাদা, ৫ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, পানি সেচ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ রোপণ ও কৃষিকাজের মর্যাদা, ৫ খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের শাখা, ১ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী, আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফাদলুত তাহাজ্জুদ ইলা যুহর, ২ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের মর্যাদা, ৮ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৪৫. সহী বুখারী, কৃষিকাজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পানি সিঞ্চনের মর্যাদা, ৫ খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি হত্যা করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হারাম জীবজন্তুকে পানি পান করানো ও তার বিধি-বিধান, ৭ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী বুখারী, নবীদের কাহিনী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবুল ইয়ামান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ৭ খন্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হত্যা করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হারাম জীবজন্তু হত্যা করা ও তার বিধি বিধান, ৭ খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৪৭. সহী বুখারী, রিকাক (কোমলতা) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, ১৪ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দান করতে উৎসাহিত করা, এক টুকরো খেজুর হলেও, ৩ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী, তাওহীদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন নবী-রসূল ও অন্যদের সাথে মহান ও পরাক্রমশালী রবের কথাবার্তা, ১৭ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দান করতে উৎসাহিত করা এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও, ৩ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

৪৯. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যথাসাধ্য সাদকা দেয়া, ৪ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ব্যয়ে উৎসাহ দান এবং গণনা অপছন্দনীয়, ৩ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী বুখারী, হিবা ও তার মর্যাদা এবং সেজন্য উৎসাহিত করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ (স্ত্রীলোকের) স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা, ৬ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ব্যয়ে উৎসাহ দান ও গণনা অপছন্দনীয়, ৩ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা।

৫১. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খাদেমকে দান করার নির্দেশ দিল কিন্তু নিজে দান করলো না, ৪ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদার কোষাধ্যক্ষের এবং সাদকাদাতা মহিলার পুরস্কার, ৩ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

৫২. সহী বুখারী, রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আমল, ৫ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ই'তিকাফ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের শেষ দশ দিনে ইবাদত-বন্দেগী, ৩ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৫৩ক. ৪ খন্ড, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫৩খ. ৪ খন্ড, ৯৪, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী বুখারী, নামাযের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীদের ইমামের দাঁড়ানোর অপেক্ষা করা, ২ খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে গমন, ২ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৫৫. আল মুগনী, ২ খন্ড, ৩৭৫, ৩৭৬ পৃষ্ঠা। (আল মানার প্রকাশিত, ১৩৬৭ সন)।

৫৬ক. আল কাফী ফী ফিকহি মদীনাতিল মালেকী, ১ খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা। (প্রকাশক ঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসাহ, প্রথম সংস্করণ)।

৫৬খ. আল মাবসূত, ২ খন্ড ২৩ পৃষ্ঠা।

৫৭. আবু আওয়ানা, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক তাদের সহী গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস (দেখুন, ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)।

৫৮. সহী মুসলিম, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামায ও খুতবা সংক্ষিপ্ত করা, ৩ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৫৯ক. আবু দাউদ, জুময়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ক্রীতদাস ও নারীদের জুময়া, ১ম খন্ড, ৬৪৪ পৃষ্ঠা। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এর সনদ সহী এবং বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাকেম তার মুসতাদরিক গ্রন্থে তারেক ও আবু মূসা আশ'আরীর মাধ্যমে এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৩ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)। দেখুন, সহী সুনান আবু দাউদ, ৯৪২ নং হাদীস।

৫৯খ. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৬০. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খাদেমকে দান করতে নির্দেশ দিল কিন্তু নিজে দান করলো না, ৪ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদার কোষাধ্যক্ষ ও সাদকাদাতা মহিলার পুরস্কার, ৩ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, ১৩ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সৎ কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারদের পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া ও স্নেহশীলতা প্রদর্শন, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদের মারধর করা ঘৃণার কাজ, ৬ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬৪. মাজমু'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ২৬ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৬৫. মাজমু'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ২৩ খন্ড, ১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৬৬. মাজমু'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ২০ খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

অষ্টম অনুচ্ছেদ

রাজনৈতিক তৎপরতায় মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা

www.amarboi.org

রসূলের (স) যুগে মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাবলী

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে হিদায়াত নাযিল করেছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সুন্নাতে সুস্পষ্টরূপে যা বর্ণনা করেছেন মুসলিম নারী তার জীবনে সেই হিদায়াতের আলোকেই পথ চলে থাকে। নারীর সামাজিক তৎপরতার যেসব বাস্তব ঘটনা আমরা এখানে পেশ করছি তা উদাহরণ মাত্র। কোন প্রসংগে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহে এসব উদাহরণ উল্লেখিত হয়েছে। মুমিন নারীগণ পূর্ববর্তী নবী-রসূল ও আমাদের নবীর যুগে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে বাস্তবে যা অনুশীলন করেছেন তা যদি আমি সংকলিত করে পেশ করি তাহলে দেখা যাবে, ঐসব অনুশীলনের কোন কোনটি হুবহু আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত। এভাবে আমাদের যুগে তথা প্রতিযুগে বাস্তব অনুশীলন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়ে চলেছে। অনুশীলন ও সমন্বয়ের আরো এমন নতুন নতুন প্রকৃতি ও ধরন আসবে যা সমকালীন সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতির উপযোগী হবে।

ইসলাম এমন একটি পদ্ধতি যা আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং বহু সংখ্যক সামাজিক পরিবেশ ও তার শাসন কর্তৃত্বে পরিবর্তন চায়। এ কারণে মক্কার জাহেলী সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণকারী দল ছিল চরম বিপ্লবী এবং আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত সরকারের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। ধর্মীয় তৎপরতাকে সাধারণত সামাজিক তৎপরতা বলে গণ্য করা হয়। আর তা হয় তখনই যখন এই তৎপরতা সমাজের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই তৎপরতা যখন কোন উপায়ে শাসন কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে এবং বিদ্রোহ সৃষ্টি ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন আধুনিক পরিভাষায় তা রাজনৈতিক তৎপরতা বলে আখ্যায়িত হয়। এ কারণে আমরা পরবর্তী উদ্ধৃতি ও প্রমাণসমূহ রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে তুলে ধরেছি। এসব উদ্ধৃতি ও প্রমাণসমূহের মধ্যে কিছু নতুন দীনে প্রবেশ অথবা প্রবেশ পূর্ববর্তী অনুসন্ধান সম্পর্কিত কিংবা সে উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ সম্পর্কিত অথবা উক্ত দীনের প্রতিরক্ষা বা তাকে শক্তিশালী করা সম্পর্কিত।

সমকালীন সমাজে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে নারী যে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র কুরআন এবং সহী বুখারী ও মুসলিমের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসগুলি এখানে উল্লেখের চেষ্টা করেছি, যদিও ইতিপূর্বে তা পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের যুগে সামাজিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিশেষ অধ্যায়ে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের সম্পর্কিত বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপ কুরআন ও হাদীসের যেসব 'নসে' নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করতে আমরা আগ্রহ দেখিয়েছি, যদিও সেসব ক্ষেত্রে গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে তার সাক্ষাত ঘটেনি। সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমরা তা করেছি।

www.amarboi.org

প্রথমত দারুল কুফরে

০ নারী কর্তৃক নতুন দীনের নবীকে মানসিক সান্ত্বনা দান।

০ নারীর নতুন দীন সম্পর্কে জানার অনুসন্ধান প্রচেষ্টা।

০ নতুন দীনের ওপর সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী হচ্ছে নারী।

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রথম দিকে যে অহী আসতো তা হচ্ছে নিদ্রিতাবস্থায় সত্য স্বপ্নের আকারে। ... জিবরাঈল ফেরেশতা সেখানে এসে তাঁকে বললেন, পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (علق) থেকে। পড়, তোমার রব সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাণী লাভ করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট এসে বললেন ঃ 'আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো।' তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করলেন। পরে তাঁর ভীতি দূর হলে তিনি খাদীজার কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আমি আমার নিজের (জীবন) সম্পর্কে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুস্থ ও দুর্বলদের সেবা করেন, অভাবীদের উপার্জনক্ষম করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্যপথে চলে যারা বিপদগ্রস্ত হয়, তাদেরকে সাহায্য করেন। অতপর খাদীজা তাঁকে সংগে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযার কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীলের তরজমা করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, ভাই, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তখন ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখতে পাও? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছিলেন তা তাকে বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এতো সেই "নামূস" (জিবরাইল ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ তা'আলা মূসার কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি সেই সময় (তোমার নবুওয়াত কালে) শক্তিমান যুবক হতাম। হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আমাকে বহিষ্কার করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যে ব্যক্তিই তদ্রূপ কিছু নিয়ে এসেছে তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি তোমার সে সময়ে বেঁচে থাকলে তোমাকে কার্যকররূপে সাহায্য করবো। তারপর অনতিবিলম্বে ওয়ারাকা ইনতিকাল করলেন এবং অহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

এখানে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এমন কথার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়-মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ইংগিত

www.amarboi.org

বহন করছে এবং তিনি যা দেখেছিলেন যুক্তি ও পর্যালোচনা দ্বারা তা সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সান্ত্বনার ভাষা ছিল সমবেদনা, সহানুভূতি ও স্নেহশীলতায় ভরা, যা থেকে মর্যাদাবোধ ও প্রশংসা ফুটে বের হচ্ছিল। অতপর একটা নির্ভরযোগ্য বড়ো উৎস থেকে এই নতুন দীন সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারিণী হয়ে যাচ্ছেন। সাইয়েদা খাদীজার ভূমিকা, তার দূরদর্শিতা ও সুব্যবস্থাপনা গোপন অবস্থায় নতুন দীনের প্রতি প্রথম ঈমান গ্রহণকারিণী অপর এক মহীয়সী মহিলার ভূমিকার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি তার সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, যে সমাজ তার দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাঁর সতর্কতা ছিল নিজের দুর্বল সংগঠনকে রক্ষা করার দূরদর্শিতা ও উত্তম কৌশলের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ঘটনাটি এই যে, আবু বকর (রা) কা'বার পার্শ্ববর্তী কুরাইশদের মসজিদে বক্তৃতা করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন মুসলমানগণ (৩৮ জন পুরুষ)। এতে কুরাইশরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাংঘাতিকভাবে মারধর করলো। তাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। সংগা ফিরে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি অবস্থা? তার মা বললেন, তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তিনি মাকে বললেন, আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের কাছে গিয়ে তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি উম্মে জামীলের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার কাছে গিয়ে বললেন, আবু বকর আপনার কাছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। উম্মে জামীল বললেন, আমি আবু বকরকে বা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে চিনি না। তবে আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে যেতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তাই করুন। তিনি তার সাথে রওয়ানা হলেন এবং গিয়ে দেখলেন আবু বকর মৃতপ্রায় বিছানায় পড়ে আছেন। উম্মে জামীল তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, যে কওম আপনার এ অবস্থা করেছে তারা অবশ্যই পাপাচারী ও কাফের। আমি আশা করি আপনার এ অবস্থার জন্য আল্লাহ অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবেন। আবু বকর বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি অবস্থা? উম্মে জামীল বললেন, আপনার মা কিন্তু শুনছেন। তিনি বললেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোথায় আছেন? উম্মে জামীল বললেন, আরকাম ইবনে আবীল আরকামের বাড়িতে। আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবো না। তারা (উম্মে জামীল ও হযরত আবু বকরের মা) তাঁকে সহযোগিতা করলেন। লোকজন শান্ত হলে তারা তাঁকে নিয়ে বের হলেন। তিনি তাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে চললেন। তারা উভয়ে তাঁকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে এগিয়ে আসলেন এবং উপস্থিত মুসলমানগণও এগিয়ে আসলেন এবং তাকে ঘিরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে থাকলেন।[২]

www.amarboi.org

নারীরা নতুন দীনের প্রতি ঈমান পোষণে অগ্রগামী হলেন

নারী নতুন দীন গ্রহণে পিতার চেয়ে অগ্রগামী

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে হাবীবা (বিনতে আবু সুফিয়ান) ও উম্মে সালামা হাবশায় যে গীর্জা দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন।"(বুখারী)[৩]

উপরোল্লিখিত হাদীসটি থেকে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পর যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন উম্মে হাবীবা ছিলেন তাদের অন্যতম। অথচ তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত শিরককে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। পিতার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে পিতার সাথে হযরত উম্মে হাবীবার (রা) একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল...। ঘটনাটি হচ্ছে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মদীনায় আগমন করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি আরো কিছুকাল বহাল রাখার ব্যাপারে আবু সুফিয়ান তাঁর সাথে কথা বললেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তখন আবু সুফিয়ান উঠে তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবার কাছে গেলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় বসতে উদ্যত হলে হযরত উম্মে হাবীবা (রা) তা গুটিয়ে নিলেন। তা দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, বেটি, তুমি কি এ বিছানাকে আমার অযোগ্য মনে করছো? নাকি আমাকেই বিছানার অযোগ্য মনে করছো? উম্মে হাবীবা বললেন, এটা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা আর আপনি হচ্ছেন মুশরিক ও অপবিত্র। আবু সুফিয়ান বললেন, আমাকে ছেড়ে এসে তুমি খারাপ হয়ে গিয়েছো।[৪]

নারী ঈমান গ্রহণে তার ভাইয়ের চেয়েও অগ্রগামী

"সা'ঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখেছি আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে 'উমর তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৫] আমাকে এবং তার ভগ্নীকে...।" (বুখারী)[৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন,.... 'উমর তার বোন ফাতেমা ও তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার বোনের বাড়িতে যে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিলেন সেটাই ছিল তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রথম কারণ। এ সম্পর্কিত ঘটনা কুরতুবী প্রমুখ মনীষীগণ দীর্ঘ কাহিনী আকারে বর্ণনা করেছেন।[৭]

www.amarboi.org

নারী ইসলাম গ্রহণে তার স্বামীর থেকেও অগ্রগামী

"উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি, আমার মা ও আমি ছিলাম দুর্বল মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। ছোট ছেলেদের মধ্যে ছিলাম আমি এবং মেয়েদের মধ্যে ছিলেন আমার মা।" (বুখারী)[৮]

অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী বলেছেন, ইবনে আব্বাস তার মা সহ দুর্বল মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তার পিতার সাথে তার কওমের ধর্ম আঁকড়ে ছিলেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ... ইবনে আব্বাসের মায়ের নাম লুবাবা বিনতে হারেস আল হিলালিয়াহ। তাকে উম্মুল ফাদাল উপনামে ডাকা হতো। ফাদাল ছিল আব্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র... তিনি তাঁর পিতার সাথে তাঁর কওমের ধর্ম আঁকড়ে ছিলেন না। গ্রন্থকার ইমাম বুখারী তাঁর দূরদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে এ উক্তি করেছেন। তাঁর উক্তির ভিত্তি হচ্ছে, আব্বাস বদর যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।... এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মতটি হলো, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি বছরের প্রথম দিকে হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কায় আগমন করেন এবং বিজয়াভিযানে অংশ নেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু।[৯]

ইবনে আব্বাস তাঁর বর্ণিত হাদীসে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির প্রতি ইংগিত করেছেন ঃ

مالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٠ (سورة النساء ، الاية : ٧٥)٠

"কেন তোমরা সেইসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করছো না, যাদেরকে দুর্বল পেয়ে পদানত করে রাখা হয়েছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার করো, যার অধিবাসীরা জালেম। আর নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারীর উদ্ভব ঘটাও।" (আন নিসা ঃ ৭৫)

"মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী আবদে শামস গোত্রের তাঁর এক জামাইয়ের কথা (আর সে ছিল আবুল আস ইবনে রাবী')উল্লেখ করে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়তার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, সে আমার কাছে সত্য কথা বলেছিল এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রক্ষা করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

www.amarboi.org

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... আবুল 'আস ইবনে রাবী' নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যয়নাবকে বিয়ে করেছিলেন। যয়নাব ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।[১১] আবুল 'আস বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্দী হয়ে আসলে যয়নাব তার মুক্তিপণ প্রেরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুক্তির সাথে যয়নাবকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার শর্তযুক্ত করেন। আবুল 'আস সে শর্ত পূর্ণ করেন। হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে, "সে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করেছে" তার অর্থ এটাই।[১২]

যে সব নারী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাদের স্বামীদের চেয়েও অগ্রগামিনী ছিল হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ আল আনসারিয়া তাদের অন্যতম। তিনি বহু পূর্বেই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরতের পূর্বে মক্কায় ছিলেন তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্বামী তাকে সব রকম উপায়ে কষ্ট দিতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে গিয়ে তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন এবং বললেন, হে আবু ইয়াযীদ, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার স্ত্রী হাওয়া যখন থেকে তোমার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে তখন থেকে তুমি তার সাথে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আচরণ করে আসছো। আল্লাহকে ভয় করো, তার ব্যাপারে আমাকে নিরুদ্বিগ্ন রাখো এবং তাকে নির্যাতন করো না। জবাবে সে বললো, ঠিক আছে, আমি তার সাথে সম্মানজনক ও আপনার পছন্দনীয় আচরণ করবো। আমি তার সাথে ভাল ছাড়া মন্দ আচরণ করবো না।[১৩]

অনুরূপ উম্মে সুলাইম তার প্রথম স্বামী আনাসের পিতা মালেক ইবনে নাদারের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে স্বামী এসে জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কি ধর্মহীনা হয়ে গিয়েছ?

তিনি বললেন, আমি ধর্মহীনা হইনি বরং এই ব্যক্তির (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান এনেছি। অতপর তিনি স্বামীর প্রতি ইংগিত করে (পুত্র) আনাসকে শিখাতে থাকলেন, বলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। বলো, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আনাস তাই বললে তার পিতা তাকে (আনাসের মা উম্মে সুলাইম) বলতে থাকলো, তুমি আমার সন্তানকে নষ্ট করো না। জবাবে তার মা বললেন, আমি তাকে নষ্ট করছি না। এরপর আনাসের পিতা মালেক (ইবনে নাদার) বাইরে বের হলে এক শত্রুর সাথে তার দেখা হয়ে যায় এবং শত্রু তাকে হত্যা করে ফেলে।[১৪]

অনেক সময় মেয়েরা স্বামীর সাথে ঈমান গ্রহণ করেছে। কিন্তু যখন তারা স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজ পছন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন স্বামী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পরও নিজে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে। উম্মে হাবীবাকে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ বিয়ে করেছিল এবং হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরতের সময় তারা উভয়ে (হাবশায়) হিজরত করেছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে 'মুরতাদ' হয়ে যায় এবং হাবশাতেই মৃত্যুবরণ করে। তা সত্ত্বেও উম্মে হাবীবা ইসলাম ও হিজরতের ওপর অবিচল থাকেন।[১৫]

www.amarboi.org

নারী ইসলাম গ্রহণে তার প্রভুর অগ্রগামী

عـن عـمـار بـن ياسـر قال: رأيـت رسـول الـلـه صـلـى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وابوبكر ·

“আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যখন তাঁর সাথে পাঁচজন ক্রীতদাস, দুইজন নারী ও আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না... ।” (বুখারী)[১৬]

চরম দুর্বল সামাজিক অবস্থান এবং নতুন দীনের প্রতি প্রভুদের উন্নাসিকতা সত্ত্বেও এসব ক্রীতদাসীরা তাদের প্রভুদের ইসলাম গ্রহণের আগেই নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এভাবে তাদের নৈতিক মনোবল এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা বিশাল দিগন্তের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ক্রীতদাসীর মধ্যে ছিলেন হামামা, উম্মে উবায়েস, যেন্নিরা, নাহদিয়া ও তাঁর কন্যা এবং বনী আদী গোত্রের ক্রীতদাসী। ঈমানদার নারী ও পুরুষদের সমাজের জুলুম নির্যাতনের মোকাবিলা শীর্ষক আলোচনায় এসব ক্রীতদাসীর কথা পরে বর্ণনা করা হবে।

নারী ইসলাম গ্রহণে পরিবারের সবার চেয়ে অগ্রগামী

“মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।... সেই সময় (অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর) উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবী মু'আইত মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (মদীনায়) চলে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তার পরিবারের লোকজন তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেননি।” (বুখারী)[১৭]

'আত-তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা(ইবনে আবী মুআইত) ছাড়া আর কোন কুরাইশ মহিলা মুসলমান হয়ে পিতামাতাকে ছেড়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে বলে আমরা জানি না।... উম্মে কুলসুমের দুই ভাই ওয়ালীদ ও 'আমারা ইবনে 'উকবা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিয়ে আসে।[১৮]

ঈমানদার নারী ও পুরুষ সমাজের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলা করেন

“সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখেছি, আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে 'উমর (তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[১৯] 'আমাকে এবং তার বোনকে।'(বুখারী)[২০]

ইমাম বুখারী (র) একাধিক অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। শিরোনামগুলো হচ্ছে, মারপিট, হত্যা ও অপমান-লাঞ্ছনাকে কুফরের ওপর

www.amarboi.org

অগ্রাধিকার দান। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... যে উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করা হয়েছে, সে বিষয়ে হাদীসটি সুস্পষ্ট। কারণ, সাঈদ (ইবনে যায়েদ) ও তার স্ত্রী (ফাতেমা) কুফরের ওপরে অপমান ও লাঞ্ছনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।[২১] তিনি আরো বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের কারণে উমর আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তা ইসলাম গ্রহণের কারণে এবং ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে বেঁধে রেখেছিলেন.......। কারণ সাঈদ ছিলেন উমরের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাবের স্বামী। তার পিতা ছিল 'উমরের চাচা যায়েদ....। 'উমর তার বোন ও বোনের স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার বোনের বাড়িতে যে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিলেন তাই ছিল তার ইসলাম গ্রহণের প্রথম কারণ। কুরতুবী প্রমুখ মনীষীগণ এতদসম্পর্কিত সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।[২২]

একটু আগেই আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করে এসেছি যে, "আমি এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি যখন তাঁর সাথে পাঁচজন ক্রীতদাস, দুজন নারী ও আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না।[২৩] পাঁচজন ক্রীতদাসের মধ্যে আম্মারের মা সুমাইয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, পাঁচজন ক্রীতদাসের মধ্যে আম্মার, তার পিতা ও মা থাকা স্বাভাবিক। কারণ এদের তিন জনকেই আল্লাহর পথে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। আম্মারের মা ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। আবু জেহেল একটি অস্ত্র দ্বারা তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছিল। এতেই তার মৃত্যু হয়েছিল।[২৪]

সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নির্যাতীত দাস-দাসীদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ওপরে নির্যাতন হতে দেখতেন তখনই তাদের প্রভুদের নিকট থেকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে তিনি বেলাল, তার মা হামামা .... উম্মে উবায়েস, যিন্নিরা, নাহ্দিয়া, তার কন্যা ও বনী আদী গোত্রের এক দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। উমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনী আদী গোত্রের এই দাসীর ওপর নির্যাতন চালাতেন।[২৫]

নারী নতুন দীন গ্রহণ করে জন্মভূমি থেকে হিজরত করেছে

কুফর থেকে হিজরত করা নারী ও পুরুষ সবার জন্য সমানভাবে ফরয

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ان الذين توفاهم الملئكة ظالمي انفسهم قالوا : فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض – قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مؤاهم جهنم وساء ت مصيرا– إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ·

www.amarboi.org

فـأولـئك عسى الـلـه ان يعـفـو عنهـم وكان الـلـه عفـوا غـفـورا – ومن يهاجـر فى سـبـيـل الـلـه يجـد فـى الارض مـراغما كثـيـرا وسعـة ومن يخـرج من بيته مـهاجـرا الى الـلـه ورسـولـه ثـم يـدركـه الموت فـقد وقـع اجـره على الـلـه وكان الـلـه غـفـورا رحـيـماً – (سـورة النسـاء : الايـات ٩٧–١٠٠)

"যে সব লোক নিজেদের ওপর জুলুম করছিল ফেরেশতারা যখন তাদের রূহ কবজ করেছিল তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বললো, আমরা সেখানে দুর্বল ও অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বললো, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা হিজরত করতে পারলে না? এরাই সেই সব লোক যাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত মন্দ জায়গা। হ্যাঁ, যে সব অসহায় পুরুষ, নারী, ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং তাদের বের হওয়ারও কোন পথ নেই, হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে আশ্রয় নেয়ার জন্য পৃথিবীতে বহু জায়গা এবং জীবন যাপনের জন্য বড় অবকাশ লাভ করবে। যে আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য নিজের ঘর থেকে বের হলো এবং পথিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করলো আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার অবধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" (আন নিসা ঃ ৯৭-১০০)

যায়ন ইবনে মুনাইয়ের বলেছেন, (.....আয়াতটি শুধুমাত্র মেয়েদের 'মুসতাদ'আফ' অসহায় হওয়ার ইংগিত প্রদান করে না বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের অসহায়ত্বের প্রতি সমানভাবে ইংগিত প্রদান করে।[২৬]

'মুসতাদ'আফ' (অসহায়) নারী ও পুরুষের হিজরতের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ومـالـكـم لا تقاتلـون فى سـبـيل الـلـه والمستـضـعـفـين مـن الرجـال والنسـاء والـولـدان الـذيـن يـقـولـون ربـنـا اخـرجـنا من هذه الـقـريـة الظالـم اهلها واجعل لـنـا من لـدنك وليـا واجعل لنا من لدنك نـصـيـرا ٠ (سورة النسـاء الايـة، ٧٥)

"কি কারণে তোমরা সেই সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করছো না যাদেরকে দুর্বল পেয়ে পদানত করে রাখা হয়েছে? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার করো, যার অধিবাসীরা জালেম। আর নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারীর উদ্ভব ঘটাও।" (আন নিসা ঃ ৭৫)

www.amarboi.org

হাবশায় হিজরত

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা হাবশায় ছবি সজ্জিত যে সব গীর্জা দেখেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে থেকে যখন কোন সৎলোক মারা যায় তখন তারা তার কবরের ওপর ইবাদতখানা তৈরী করে নেয় এবং তার মধ্যে ঐ সব ছবি অংকন করে। তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে।"(বুখারী)[২৭]

"আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... সেখানে আসমা বিনতে উমায়েস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবেশ করলেন। তিনি হিজরতকারীদের সাথে নাজ্জাশীর দেশে (হাবশায়) হিজরত করেছিলেন .....।"(বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

"উম্মে খালেদ (পিতা খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস ও মা হুমায়না বিনতে খালাফ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আমি হাবশা থেকে ফিরে এলাম (অর্থাৎ তার পিতা মাতার সাথে) তখন ছোট বালিকা ছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নকশাদার রেশমী পরিধেয় পরিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নকশাগুলো হাত দিয়ে স্প করে দেখছিলেন আর বলছিলেন, সানাহ! সানাহ! হুমায়দী বলেন, অর্থাৎ খুব সুন্দর! খুব সুন্দর!!" (বুখারী)[২৯]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, (.... হাবশায় প্রথমবার হিজরতের সময় যে সব মহিলা সেখানে হিজরত করেছিলেন তারা হচ্ছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়া, আবু হুযায়ফার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সাহ্‌ল, আবু সালামার স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবী উমাইয়া এবং আমের ইবনে রাবী'আর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবী হাসমা।[৩০] .....আর হাবশায় দ্বিতীয় দফা হিজরতের সময় যে সব মহিলা হিজরত করেছিলেন তাদের সংখ্যা আঠার ...তাদের মধ্যে ছিলেন ঃ আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা, আসমা বিনতে 'উমায়েস এবং হুমায়না বিনতে খালাফ আল খাযা'ইয়া।[৩১]

মদীনায় হিজরত

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يايها النبى انا احللنا لك ازواجك التى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التى هاجرن معك ٠ [سورة الا-حزاب ، الاية ٥٠)

"হে নবী, আমি তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার স্ত্রীদেরকে যাদের মোহর তুমি আদায় করে দিয়েছো এবং এমন নারীদেরকে যারা আল্লাহ প্রদত্ত বাঁদীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাধীন হয়েছে। আর তোমার চাচাত, ফুফাত, মামাত, খালাত বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।"(আহযাব ঃ ৫০)

www.amarboi.org

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে গর্ভে ধারণ করলেন। তিনি বলেন, আমার গর্ভকাল যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন আমি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলাম এবং কুবাতে অবস্থান করলাম। কুবাতেই আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে প্রসব করলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩২]

"মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সুহায়েল ইবনে 'আমর যে সন্ধিপত্র লেখেন তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এই শর্ত আরোপ করেন যে, আমাদের (মক্কাবাসী) মধ্য থেকে কেউ আপনার কাছে (মদীনায়) চলে গেলে সে আপনার দীনের অনুসারী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে এবং তার ও আমাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। .... ঐ সময়সীমার মধ্যে মক্কা থেকে কোন পুরুষ তাঁর কাছে আসলেই সে মুসলমান হলেও তিনি তাকে ফেরত দিয়েছেন। অতপর মুসলমান মেয়েরাও হিজরত করে আসতে থাকলো। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত ছিলেন হিজরত করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমনকারিণীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন যুবতী মহিলা। তার পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকে ফেরত চাইলে তিনি তাকে ফেরত দিলেন না।" (বুখারী)[৩৩]

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের খবর আমাদের কাছে পৌঁছলো। আমরাও হিজরত করে তাঁর কাছে যাবার জন্য রওয়ানা হলাম .... কিন্তু আমাদের জাহাজ আমাদের হাবশায় নাজ্জাশীর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। আমরা সেখানে জা'ফর ইবনে আবু তালেবের সাথে মিলিত হলাম এবং তার সাথেই সেখানে অবস্থান করলাম। অবশেষে সবাই মদীনায় আগমন করলাম .... আর আসমা বিনতে উমায়েস হাফসার কাছে গেলেন। তিনিও (আসমা) আমাদের সাথে হাবশা থেকে ফিরে এসেছিলেন .... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

"আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন একটি আরব গোত্রে একটি কৃষ্ণাংগ দাসী ছিল। তারা তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে তাদের সাথেই থেকে যায়। একদিন তাদের একটি শিশু কন্যা মুক্তাখচিত লাল চর্মের জড়োয়া হার পরিধান করে বাইরে আসে। সে বর্ণনা করেছে ঃ 'মেয়েটি হারটি খুলে রাখে কিংবা তার থেকে সেটি পড়ে যায়। ইতিমধ্যে সেখানে একটি চিল আসে এবং গোশত মনে করে ছোঁ মেরে সেটি নিয়ে যায়। অতপর তারা সেটি তালাশ করে আর পায় না এবং আমা— অভিযুক্ত করে।'

তারা সেটি খুঁজতে শুরু করে এবং এমনকি তার লজ্জাস্থানেও তালাশ করে। সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেই একটি চিল এসে সেটি ফেলে দেয় এবং সেটি তাদের সবার মাঝখানে পড়ে। তখন আমি বললাম, এটার জন্যেই তো তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করেছিলে অথচ আমি নির্দোষ। এটাই তো সেই

www.amarboi.org

বস্তু। সে বর্ণনা করেছে যে, অতপর সে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। আয়েশা বলেন, এই মহিলার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু অথবা পশমী নীচু কুঁড়েঘর ধরনের বানানো হয়েছিল। সে আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলতো। যখন সে আমার কাছে এসে বসতো তখনই নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করতো ঃ

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا : ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني

'জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি
আমার প্রভুর বিস্ময়কর কার্যাবলীর দিন,
জেনে রাখো, তিনিই উদ্ধার করেছেন
আমাকে কুফরীর রাজ্য থেকে।'

আয়েশা বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ কি ব্যাপার! তুমি যখনই আমার কাছে এসে বসো তখনই এই পংক্তিটি আবৃত্তি করো কেন? তখন সে আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো।" (বুখারী)[৩৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, (হাদীসটিতে ..... যে দেশে মানুষকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সে দেশ থেকে হিজরত করার বিষয় রয়েছে। তার জন্য অর্থাৎ যেখানে তার জন্য কল্যাণ এ যেন নিজেকে সেখানে স্থানান্তরিত করা। যেমন এই মেয়েটির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এ হাদীসে দারুল কুফর থেকে হিজরতের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।[৩৬]

সীরাত ও জীবনী গ্রন্থসমূহে[৩৭] বেশ কিছু সংখ্যক মহিলার মদীনায় হিজরত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতকারিণী ঐ সব মহিলার মধ্যে ছিলেন আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদাল, উম্মে সালামা বিনতে আবী উমামা, লায়লা বিনতে আবী হাস্‌মা, উমায়মা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, যয়নাব বিনতে জাহশ, হামনা বিনতে জাহশ, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ, জুদামা বিনতে জানদাল, উম্মে কায়েস বিনতে মিলহান, 'উম্মে হাবীবা বিনতে জানদাল, উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান, উম্মে হাবীবা বিনতে নাবাতা, 'উমামা বিনতে রুকাইশ, হাফসা বিনতে 'উমর ইবনুল খাত্তাব, ফাতেমা বিনতে কায়েস, সুবাই'য়া আল আসলামিয়া এবং উম্মে রুমান।

এ ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর উক্তি অতি সুন্দর ইংগিতসূচক। তিনি বলেছেন, ঈমান গ্রহণের পরে হিজরতকারিণী কোন নারী 'মুরতাদ' হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। (বুখারী)[৩৮]

সমগ্র গোত্রকে নতুন দীন গ্রহণের প্রতি আহ্বান

"ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক সফরে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন .... আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমরা পথ চলছিলাম এমন সময় দেখতে পেলাম এক মহিলা দুটি বড় (পানি ভর্তি) মশকের মাঝে পা লটকিয়ে সওয়ারীর পিঠে বসে চলে যাচ্ছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায়? সে বললো, আরে, পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার

www.amarboi.org

বাসস্থান ও পানির মধ্যে দূরত্ব কত? সে বললো ঃ একদিন ও এক রাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলো ..... তিনি তার মশক দুটি খুলতে বললেন .... আমরা আমাদের কাছে যত মশক ও ঘটি বাটি ছিল সব পানি দ্বারা পূর্ণ করলাম, শুধু উটগুলোকে পানি পান করালাম না। তখনো তার মশকে এত পানি ছিল যে, তা যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল। অতপর তিনি বললেন, তোমাদের কাছে যা কিছু খাবার আছে তা নিয়ে এসো। তার জন্য কিছু টুকরো রুটি ও খেজুর জমা করা হলো। ওইগুলো নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে বললো, আমি সবচেয়ে বড় জাদুকর অথবা নবীর যা লোকেরা মনে করে, কাছে গিয়েছিলাম। এভাবে সেই স্ত্রীলোকটির সাহায্যে আল্লাহ ঐ লোকগুলোকে হিদায়েত দান করলেন। সেই মহিলা নিজেও ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ঐ লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলো। অন্য একটি রেওয়ায়তে আছে ঃ[৩৯] এরপর মুসলমানগণ ঐ এলাকার যে সব জনপদ ছিল তার ওপর আক্রমণ চালাতে থাকলো কিন্তু ঐ মহিলার জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা থেকে বিরত রইলো। একদিন সে তার কওমকে বললো, আমার মনে হয় তারা ইচ্ছা করেই তোমাদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই তোমরা কি ইসলামগ্রহণ করবে না ? তারা সবাই তার কথা মেনে নিয়ে ইসলামগ্রহণ করলো।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪০]

এই মহিলার ইসলামগ্রহণ ও নিজ কওমকে নতুন দীনের প্রতি আহ্বান জানানোর দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে মক্কায় অন্য একজন মহিলা ইসলামগ্রহণ করেছিলেন, যাকে উম্মে শারীক আল কারশিয়া বলে ডাকা হতো। সেই সময় মুসলমানগণ ছিলেন অসহায় ও দুর্বল। কিন্তু তিনি কুরাইশ মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে ও ইসলামের ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের কাছে তার তৎপরতা প্রকাশ হয়ে পড়লো। তারা তাকে পাকড়াও করে বললো, তোমার শক্তিশালী কওম না থাকলে তোমার সাথে আমরা অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতাম।[৪১]

দ্বিতীয়ত ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে

মুসলমানদের নেতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মেয়েদের বাইয়াত গ্রহণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يايـها النبى اذا جاء ك المومنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم • (سورة الممتحنة ، الاية ١٢).

"হে নবী, যখন ঈমানদার নারীগণ তোমার কাছে বাইয়াত করার জন্য আসে এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা, চুরি করবে

www.amarboi.org

না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মাঝে কোন মিথ্যা বানিয়ে আনবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (মুমতাহানা ঃ ১২)

"ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ঈদুল ফিতরের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও 'উসমানের সাথে ঈদের নামাযে শরীক হয়েছি। তারা সবাই খুতবার পূর্বেই নামায পড়েছেন এবং পরে খুতবা দিয়েছেন। খুতবা শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে নামলেন। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে লোকজনকে বসাচ্ছিলেন। তা যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বেলালকে সাথে নিয়ে কাতার চিরে সামনে অগ্রসর হয়ে মেয়েদের কাছে আসলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

يـايـها النبى إذا جاءك المؤمنات يـبـايـعـنك على ان لايشـركن بالله شيـئـا ولا يـسـرقـن ولا يـزنيـن ولايقتلن اولادهـن ولا يـأتيـن ببـهـتـان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ·

"(হে নবী ! যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে বাইয়াত করার জন্য আসে এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে,তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে কোন মিথ্যা বানিয়ে আনবেনা।) তিনি আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং শেষে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি আয়াতে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে বাইয়াত করতে প্রস্তুত? তখন কেবল একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ এ কথা বলে সম্মতিসূচক জবাব দেয়নি যে, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! মহিলাটি কে বর্ণনাকারী হাসান তা জানতো না। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা দান করো। বেলাল তার কাপড় বিছিয়ে দিলেন। মেয়েরা ছোট বড় অঙ্গুরীয় খুলে বেলালের কাপড়ের ওপর ছুঁড়ে দিতে লাগলো।"(বুখারী ও মুসলিম)[৪২]

নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মেয়েদের বাইয়াত গ্রহণ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে। প্রথম ইংগিত, নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং সে নিছক পুরুষের অধীন নয়, বরং পুরুষের মত তাকেও বাইয়াত করতে হয়। দ্বিতীয় ইংগিত, মেয়েদের বাইয়াত ইসলামের বাইয়াত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য। এ বিষয়ে নারী ও পুরুষ সমান। পুরুষরাও অনেক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হুবহু মেয়েদের বাইয়াতের ভাষায় বাইয়াত করতো।

"উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে একদল সাহাবা বসেছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.amarboi.org

সাল্লাম বললেন ঃ এসো, এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে মিথ্যা বানিয়ে আনবে না এবং কোন ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। উবাদা ইবনে সামেত বলেন, আমরা এ মর্মে তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করলাম।"(বুখারী) [৪৩]

একটি বিশেষ বাইয়াত শুধুমাত্র পুরুষদের থেকেই গ্রহণ করা হতো। সেটি ছিল জিহাদ করা ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনের বাইয়াত। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে অনুষ্ঠিত "বাইয়াতুর রিদওয়ান" এর উদাহরণ।

তৃতীয় ইংগিত, দুটি ভিত্তির ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মেয়েরা বাইয়াত গ্রহণ করতো। এক, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গাম বাহক। দুই, তিনি মুসলমানদের নেতা। আল্লাহর বাণী ঃ ولايعصينك فى معروف "কোন ভাল কাজে, তোমার অবাধ্য হবে না" এবং আমরের আনুগত্য সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ انما الطاعة في المعروف "শুধুমাত্র ভাল কাজে আনুগত্য করতে হবে" দ্বিতীয় বিষয়টিকে দৃঢ়তর করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে পুরুষদের সাথে মেয়েদের বাইয়াতের ব্যাপারটি আমাদের আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে কোন কোন মেয়ের উপস্থিতির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে ইসহাক কর্তৃক পর্যালোচিত ও ইবনে হিব্বান কর্তৃক সহী বলে গৃহীত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ কা'ব ইবনে মালেক বলেন, আমরা আমাদের কওমের মুশরিকদের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের নেতা এবং বয়োবৃদ্ধ গোত্রপতি বারাআ ইবনে মা'রূফ। ইতিপূর্বে আমরা নামায পড়েছি এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করেছি ... তিনি বলেন ঃ আমরা তিহাত্তর জন মানুষ আকাবায় সমবেত হলাম। আমাদের সাথে দুজন স্ত্রীলোকও ছিল। তারা হচ্ছেঃ বনী মায়েন গোত্রের এক মহিলা উম্মে 'আমারা বিনতে কা'ব এবং বনী সালামা গোত্রের এক মহিলা আসমা বিনতে 'আমর ইবনে 'আদী।[৪৫]

হিজরতকারিণী মহিলাদের পরীক্ষা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يايها الذين امنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ط الله اعلم بايمانهن ج فان علمتوهن مؤمنات فلاترجعوهن الي الكفار ط لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ط (سورة الممتحنة ، الاية ١٠)

"হে ঈমানদারগণ! মুমিন নারীগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। তারা ঈমানদার বলে যদি

www.amarboi.org

তোমরা নিশ্চিত হও তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। কারণ তারা তাদের জন্য হালাল নয়। আর তারাও (কাফের পুরুষরা) এদের জন্য হালাল নয়।"(মুমতাহানা ঃ ১০)

"মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনার সমর্থক। তারা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন ঃ ..... অতপর সুহায়েল ইবনে আমর এসে বললো, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখক ডেকে বললেন, লেখ ...... সুহায়েল বললো, আমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যদি আপনার কাছে চলে আসে, সে আপনার ধর্মের লোক হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন .... অতপর ঈমানদার নারীগণ আসলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ يايها النبى اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. "হে নবী! মুমিন নারীগণ হিজরত করে তোমার কাছে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করো। [আয়াতের শেষ পর্যন্ত](বুখারী)[৪৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, উল্লেখিত ঈমানদার নারীদের নাম হচ্ছে ঃ হাস্সান ইবনে দাহ্দাহর স্ত্রী উমায়মা বিনতে বিশর ..... মুসাফির আল মাখযুমীর স্ত্রী সুবাইয়া' বিনতে হারেস ... শাম্মাস ইবনে উসমানের স্ত্রী বারুগ বিনতে 'উকবা ... এবং আমর ইবনে আবদে উদ্দের স্ত্রী আবাদা বিনতে আবদুল আযীয ইবনে নাদলা।[৪৭]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঈমানদার নারীরা হিজরত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن

(হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করো।) অনুসারে পরীক্ষা করতেন। আয়েশা বলেন, যে সব ঈমানদার নারী এই শর্ত মেনে নিয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে।" (বুখারী)[৪৮]

হাফেজ ইবেন হাজার বলেন, "যারা এ শর্ত মেনে নিয়েছে তাদেরকে পরীক্ষা করার পর আশ্রয় দান করা হয়েছে।" হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসের এ অংশ ঈমানকে শর্তযুক্ত করার ইংগিত প্রদান করে। তাবারী বর্ণিত হাদীসে এর চেয়েও সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে....... ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাদের পরীক্ষা ছিল এ মর্মে সাক্ষ্য দান করা যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসূল। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তাবারীর অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ (তারা বললো) আল্লাহর কসম ! আমি স্বামীর শত্রুতার কারণে চলে আসিনি। আল্লাহর কসম! আমি স্বামীর এক দেশকে অপছন্দ করে অন্য দেশে আসিনি। আল্লাহর কসম আমি দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য আসিনি। আল্লাহর কসম আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কারণে আসিনি।[৪৯]

www.amarboi.org

নারী কর্তৃক তার বিয়ের প্রস্তাবকারীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। আমি সেখানে আবু তালহার স্ত্রীকে দেখেছি ...।" (মুসলিম)[৫০]

উম্মে সুলাইম ছিলেন আবু তালহার স্ত্রী। আবু তালহার সাথে তার বিয়ের ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে, যার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব, ঈমানী শক্তি এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাবদাতা ব্যক্তিকে নতুন দীনের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানোর একান্ত আকাংখার প্রকাশ ঘটেছে।

ইবনে সা'দ তার তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাকে বললেন, হে আবু তালহা ! তুমি কি জানো না যে, তুমি যে উপাস্যের ইবাদত করো তা হচ্ছে মাটি থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ, যা অমুক হাবশী চিরে ফেলেছে? আবু তালহা, তুমি কি জানো না, তুমি যে সব উপাস্যের উপাসনা করো..... তাতে যদি তুমি আগুন জ্বালিয়ে দাও তবে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে? ..... তুমি কি বুঝ না, তুমি যে পাথরের পূজা করো তা তোমার কোন ক্ষতি বা কল্যাণ করতে পারে না?[৫১]

"সাবেত আল বানানী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু তালহা 'উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! হে আবু তালহা, তোমার মত একজন লোকের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু তুমি একজন কাফের পুরুষ আর আমি একজন মুসলিম নারী। তোমাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ নয়। তবে তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো সেটাই হবে আমার মোহরানা। আমি তোমার কাছে এ ছাড়া আর কিছুই চাইবো না। (যদিও মদীনার আনসারদের মধ্যে খেজুর বৃক্ষের দিক দিয়ে তিনি অধিক ধনী ছিলেন।)[৫২]

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এটাই উম্মে সুলাইমের মোহরানা হিসেবে গণ্য হলো। বর্ণনাকারী সাবেত আল বানানী বলেন, উম্মে সুলাইমের চেয়ে উত্তম ও সম্মানজনক মোহরানায় বিয়ে করেছে এমন কোন মহিলা সম্পর্কে আমি শুনিনি (অর্থাৎ ইসলামের বিনিময়ে।"(নাসায়ী)[৫৩]

উম্মে সুলাইম এমন সময় তাকে বধূ করতে প্রত্যাশী ব্যক্তিটিকে নতুন দীন (ধর্ম) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন যখন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরী হচ্ছিল। তখনও তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। মদীনা ছিল সে সময় মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীদের সংমিশ্রিত জনগোষ্ঠীর শহর।

ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য নারীর জিহাদে অংশগ্রহণ

"রুবাইয়ে' বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। আমরা সৈনিকদেরকে পানি পান করাতাম ও তাদের সেবা করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।" (বুখারী)[৫৪]

www.amarboi.org

"আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। যারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা-বাদশাহদের মত জাঁকজমকের সাথে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এই সাগরে জাহাজে আরোহণ করবে। একথা শুনে উম্মে হারাম (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন সেজন্য দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন ... ।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]

আমরা এখানে নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত এ দুটি হাদীস বর্ণনা করেই শেষ করছি। পঞ্চম অধ্যায়ে নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি।

নারী কর্তৃক মুসলমানদের ইমাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অভিভাবকত্ব ঘোষণা

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হিন্দ বিনতে উতবা এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! একটি সময় এমন ছিল যখন পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার কাছে আপনার পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা থেকে অধিক প্রিয় ছিল না। আর আজ আমার অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আপনার পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। সে আরো বললো, সেই মহান সত্তার শপথ ! যার হাতে আমার প্রাণ।"(বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

নারী কর্তৃক পুরুষকে নিরাপত্তা দান এবং ইমামের তা বহাল রাখা

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তিনি বললেন, উম্মে হানীকে সুস্বাগতম! গোসল শেষ করে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং একখানা মাত্র কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকায়াত নামায পড়লেন। অতপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক ইবনে হুবায়রাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। অথচ আমার ভাই আলী বলছে সে তাকে হত্যা করবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭]

নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি আগ্রহী হওয়া

মুসলমানদের ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালে উম্মে সালামা সে আহ্বানে সাড়া দেন

"আবদুল্লাহ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মে সালামা বর্ণনা করতেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বর থেকে বলতে শুনলেন,

www.amarboi.org

হে মানবমন্ডলী! তখন তিনি (উম্মে সালামা) চুল চিরুনি করছিলেন। তিনি তার চুল চিরুনিকারিণীকে বললেন, আমার চুলগুলো আটকিয়ে দাও। (অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৫৮] আমি আমার দাসীকে বললাম, চুলে চিরুনি বন্ধ করো। সে বললো, তিনি তো পুরুষদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। মেয়েদেরকে আহ্বান করেননি। আমি বললাম, আমিও মানবমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ...।"(মুসলিম)[৫৯]

বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযানের দিন উম্মে সালামা চুপচাপ মুসলমানদের ইমামের বক্তব্য শুনছিলেন

"উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তখন উম্মে সালামা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতপর জিবরীল আলাইহিস সালাম চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে জান? তিনি বললেন, এ তো দেহইয়া। উম্মে সালামা বলেন, আল্লাহর শপথ? আমি তাকে দেহইয়া ছাড়া অন্য কেউ বলে মনে করিনি। কিন্তু পরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা শুনতে পেলাম, যাতে তিনি তাকে জিবরীল বলে উল্লেখ করলেন।"(বুখারী ও মুসলিম)[৬০]

উম্মে সালামা বর্ণিত এ হাদীসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কি আলোচনা করেছিলেন হযরত আয়েশা (রা) তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, (ঘটনাটি ছিল আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তনের পরের) আপনি অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি এখনো অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিইনি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিকে? জিবরাঈল বললেন, এখানেই এবং বনী কুরাইযার প্রতি ইংগিত করলেন ...।" (বুখারী)[৬১]

ফাতেমা বিনতে কায়েস ইমামের পক্ষ থেকে সাধারণ সমাবেশের আহ্বানে সাড়া দেন

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমার ইদ্দত পূর্ণ হলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেলাম। সে ঘোষণা করছে ঃ আসসালাতু জামে'আহ।* তাই আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। আমি পুরুষদের কাতার সংলগ্ন মেয়েদের কাতারে ছিলাম।

(অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে ঃ[৬২] আমি মসজিদে গমনকারী লোকদের সাথে মসজিদে গেলাম। মেয়েদের যে কাতারটি পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের পেছনে ছিল আমি সেই কাতারে ছিলাম।) নামায শেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসিমুখে মিম্বরে উঠে বসলেন এবং বললেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ নামাযের স্থানে

** মুয়াযযিন আযানের সাথে আসসালাতু জামেয়া বললে তার অর্থ হতো নামাযের সাথে সাধারণ সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।*

www.amarboi.org

বসে থাকো। তারপর বললেন, আমি কেন তোমাদেরকে ডেকে জমা করেছি জানো? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কোন আকর্ষণীয় বা ভীতিকর কিছু শোনাবার জন্য সমবেত করিনি।"(মুসলিম)[৬৩]

যয়নাব বিনতে মুহাজির মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত

"কায়েস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর যয়নাব বিনতে মুহাজির নাম্নী আহমুস গোত্রের এক মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলছে না। তিনি বললেন, তার কি হয়েছে যে, সে কথা বলছে না? লোকেরা বললো, সে নির্বাক অবস্থায় হজ্জ করবে বলে মানত করেছে! তিনি তাকে বললেন, তুমি কথা বলো। কারণ এরূপ কাজ জায়েয নয়। এটা জাহেলী যুগের কাজ। তখন সে কথা বললো এবং জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? তিনি বললেন, একজন মুহাজির। সে বললো, কোন্ মুহাজির? তিনি বললেন, কুরাইশ গোত্রের। সে বললো, কুরাইশ গোত্রের কোন্ শাখার? তিনি বললেন, তুমি তো বড় বেশী প্রশ্ন করছো দেখছি। আমি আবু বকর। সে বললো, জাহেলী যুগের অবসানের পর আল্লাহ্ আমাদের যে চমৎকার দীন (জীবন ব্যবস্থা) দিয়েছেন তার ওপর আমরা কতদিন টিকে থাকতে পারবো? তিনি বললেন, তোমাদের নেতারা যতদিন পর্যন্ত তার ওপর অবিচল থাকবেন ততদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। সে বললো, নেতা আবার কি? তিনি বললেন, তোমার কওমে কি এমন সব প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নেই যারা আদেশ দিলে তারা মেনে নেয়। সে বললো, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, তারাই জনগণের নেতা।"(বুখারী)[৬৪]

আয়েশা একজন শাসকের অবস্থা অনুসন্ধান করেন

"আবদুর রহমান ইবনে শাম্মাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আয়েশার কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি মিসরের বাসিন্দা। তিনি বললেন, এই যুদ্ধে তোমাদের এই শাসক তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করেছে? তিনি বললেন, আমরা তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি। আমাদের কোন ব্যক্তির উট মারা গেলে তিনি তাকে উট দিতেন। কারো দাস না থাকলে তাকে দাস দিতেন এবং কেউ অর্থ-কড়ি ও খোরপোশের অভাব অনুভব করলে তাকে অর্থ-কড়ি ও খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতেন।" (মুসলিম)[৬৫]

রাজনৈতিক বিষয়ে নারী পুরুষকে দিক-নির্দেশনা দান করে

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন উম্মে সালামা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিক-নির্দেশনা দান করেছেন

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তাদের একজনের বর্ণনা অপরজনের বর্ণনাকে সমর্থন করে। তারা বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা করলেন। এরপর সুহায়েল ইবনে আমর এসে বললো, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখক ডাকলেন এবং বললেন, লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (এ কথা শুনে) সুহায়েল বললো, খোদার কসম। রাহমান কি, তা আমি জানি না। আপনি বরং 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে বলুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা হবে না যাতে আমরা তাওয়াফ করতে পারি। সুহায়েল বললো, আল্লাহর কসম, এরূপ হলে আরববাসী বলবে আমরা বাধ্য হয়ে এ শর্ত মেনে নিয়েছি। আমরা বরং আগামী বছরের জন্য এ শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই লিখালেন। সুহায়েল বললো, আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যদি আপনার কাছে (মদীনায়) চলে যায়, সে আপনার দীনের অনুসারী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। মুসলমানরা সবাই (এ প্রস্তাবে) বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ! যে মুসলমান হয়ে চলে আসবে তাকে কিভাবে প্রত্যর্পণ করা যাবে?... উমর ইবনুল খাত্তাব বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি সত্যিই আল্লাহর নবী? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সত্যিই আল্লাহর নবী। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে কেন আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এত হীন শর্ত মেনে নেব? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল, আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি বললাম, আপনি কি বলতেন না যে, আমরা অচিরেই বায়তুল্লাহয় যাব এবং তাওয়াফ করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ বলেছিলাম। তবে আমি কি বলেছিলাম যে, এ বছরই আমরা তা করবো। তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে... চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, এখন গিয়ে কুরবানী করো এবং মাথা মুন্ডন করে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম। কেউই উঠলো না। এমনকি তিনি তিনবার এ কথা বললেন। যখন তাদের কেউ-ই উঠলো না তখন তিনি উম্মে সালামার কাছে গেলেন এবং সাহাবাদের থেকে তিনি যে আচরণ পেলেন তা বর্ণনা করলেন। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি চান তাহলে কারো সাথে কোন কথা না বলে গিয়ে নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুন্ডন করে ফেলুন। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং কারো সাথে কোন কথা না বলে উম্মে সালামা যা বলেছিলেন তা করলেন। তিনি নিজের কুরবানীর পশু কুরবানী করলেন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুন্ডন করলেন। তা দেখে সবাই উঠে কুরবানী করলো এবং পরস্পরের মাথা মুন্ডন করতে শুরু করলো।" (বুখারী)[৬৬]

www.amarboi.org

হুনায়েন যুদ্ধের দিন উম্মে সুলায়েম রসূলুল্লাহকে দিক-নির্দেশনা দান করেন

"আনাস থেকে বর্ণিত। উম্মে শারীক হুনায়েন যুদ্ধের দিন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ছাড়া তোলাকাদেরকে (মক্কা বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন) কি হত্যা করা হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সুলায়েম! আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি ইহসান করেছেন।" (মুসলিম)[৬৭]

উমর ইবনুল খাত্তাব মসজিদে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর হাফসা তার ভাই আবদুল্লাহকে পরামর্শ দান করেন

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হাফসার কাছে গেলে তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অবহিত আছ যে, তোমার পিতা কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছেন না? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি বললাম, তিনি তা করতে পারেন না। হাফসা বললেন, তিনি তাই করতে যাচ্ছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি তখন এ ব্যাপারে তাঁর (উমর ইবনুল খাত্তাব) সাথে কথা বলবো বলে শপথ করলাম। এরপর আমি সকাল পর্যন্ত চুপচাপ থাকলাম। কিন্তু তার সাথে কথা বলতে পারলাম না। এ সময় আমি যেন আমার কাঁধের ওপর পাহাড় সমান ভার বহন করছিলাম। পরে আমি তার কাছে গেলে তিনি আমাকে জনগণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন এবং আমি তাঁকে অবহিত করতে থাকলাম। আবদুল্লাহ বলেন, এরপর আমি তাকে বললাম, আমি মানুষকে একটি কথা বলতে শুনেছি এবং তা আপনাকে বলবো বলে শপথ করেছি। তারা বলছে যে, আপনি কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছেন না। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই যে, আপনার যদি উট বা বকরীর রাখাল থাকে এবং সে যদি ঐগুলো ছেড়ে আপনার কাছে চলে আসে তাহলে আপনি বলবেন যে, সে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা করেছে। মানুষের তত্ত্বাবধানের বিষয়টি তো আরো কঠিন। আবদুল্লাহ বলেন, তিনি আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য মাথা নীচু করে থাকলেন। অতপর আমার দিকে মাথা তুলে বললেন, মহান আল্লাহই তার দীনকে রক্ষা করবেন। আমি যদি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে না যাই তাহলে তা হবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেননি। আর আমি যদি স্থলাভিষিক্ত করে যাই তাহলে তা হবে আবু বকরের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান কাউকে মনে করবেন না। তাই তিনি কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন না।" (মুসলিম)[৬৮]

www.amarboi.org

আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সালিশীর দিন হাফসার তার ভাই আবদুল্লাহকে পরামর্শ দান করেন

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন (উম্মুল মুমিনীন) হাফসার কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুল থেকে পানি ঝরছিলো। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো দেখছেন খিলাফতের বিষয়টি নিয়ে লোকজন কি কাণ্ড করছে। (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মুয়াবিয়ার বিবাদের প্রতি ইংগিত) শাসন-কর্তৃত্ব ও ইমারতের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা বললেন, তুমি গিয়ে তাদের সাথে শরীক হও। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি নিজেকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখায় তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তিনি বারবার বলায় তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) যেতে বাধ্য হলেন।" (বুখারী)[৬৯]

"আপনি তো দেখছেন, খিলাফতের বিষয়টি নিয়ে লোকজন কি কাণ্ড করছে"... হাদীসের এ অংশটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এর অর্থ হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফীনে সংঘটিত যুদ্ধ। শাসন-কর্তৃত্ব নিয়ে মতভেদ হওয়ার কারণে যেখানে উভয়পক্ষের সমর্থনে লোকজন সমাবিষ্ট হয়েছিল... এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য তারা সমবেত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়া অথবা না হওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার বোন হাফসার কাছে পরামর্শ চাইলে তার সেখানে অনুপস্থিতি স্থায়ী ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে এ আশংকায় তিনি তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) সেখানে যেতে পরামর্শ দিলেন।... আবদুর রাযযাক কর্তৃক 'হাসান' সনদে ইবনে উমর থেকে বর্ণিত অন্য একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইবনে উমর বলেন, যেদিন মুয়াবিয়া দাওমাতুল জানদালে লোকজন নিয়ে উপস্থিত হলেন, সেদিন হাফসা বললেন, যে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা হতে যাচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক ও উমর ইবনুল খাত্তাবের পুত্র হিসেবে সেখানে উপস্থিত না থাকা তোমার জন্য শোভনীয় নয়।"[৭০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াতের আলোকে নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে

"দাব্বা ইবনে মিহসান আল আনযী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ওপরে এমন সব শাসক নিয়োগ করা হবে যাদের কিছু কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কিছু কাজ খারাপ মনে করবে। যে ব্যক্তি অপছন্দ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে রক্ষা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকবে ও মেনে নেবে (তার অবস্থা হবে ভিন্ন)। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর

www.amarboi.org

রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না? তিনি বললেন, যতক্ষণ তারা নামায আদায় করবে ততক্ষণ (তাদের বিরুদ্ধে) লড়াই করা যাবে না।" (মুসলিম)[৭১]

"আবদুর রহমান ইবনে শাম্মাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি আয়েশার কাছে গেলে তিনি বললেন, ... আমি আমার এই ঘরে বসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছি তাই তোমাকে বলছি (তিনি বলেছেন) হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো, কিন্তু সে তাদের কষ্টের কারণ সৃষ্টি করলো, তুমিও তাকে কষ্ট দাও। আর যে ব্যক্তির ওপর আমার উম্মতের কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সে তাদের সাথে কোমল আচরণ করলো, তুমিও তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করো।" (মুসলিম)[৭২]

"ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন) বলেছেন, আমি তাকে (উম্মুল হুসাইন) বলতে শুনেছি, আমি বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করেছি। সেই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু কথা বলেছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কর্তিত নাসা কোন ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের আমীর বানানো হয়..... বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি (উম্মুল হুসাইন) এ কথাও বলেছিলেন যে, কৃষ্ণাংগ...... এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে পরিচালনা করে তাহলে তার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে।" (মুসলিম)[৭৩]

"উবায়দুল্লাহ ইবনুল কাবতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হারেস ইবনে আবু রাবী'আ ও আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার কাছে গেলেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তারা তাকে সেই সেনাদল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। ঘটনাটি ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রা) শাসন যুগের। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন আশ্রয় গ্রহণকারী বায়তুল্লাহয় আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠানো হবে। সেনাদলটি যখন অনুর্বর বিরানভূমিতে পৌছবে তখন তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সাথে থাকতে বাধ্য হবে? তিনি বললেন, তাদেরকে সহ ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।" (মুসলিম)[৭৪]

মুসলিম শাসকের বিরোধিতায় নারীর অংশগ্রহণ

চতুর্থ খলীফা রাশেদের আমলে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রা) ভূমিকা

"আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল আসাদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা (রা) বসরা অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হাসান ইবনে আলীকে প্রেরণ করলেন।

www.amarboi.org

তারা আমাদের কাছে কুফায় আগমন করলেন এবং উভয়ে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। হাসান ইবনে আলী (রা) মিম্বরের উপর দিকে এবং আম্মার ইবনে ইয়াসার হাসানের থেকে নীচে দাঁড়ালেন। আমরা তাদের কথা শোনার জন্য সমবেত হলাম। আমি শুনলাম আম্মার বলছেন, আয়েশা (রা) বসরায় আগমন করেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তোমাদের নবীর স্ত্রী। তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন। তিনি দেখতে চান, তোমরা তাঁকেই (আল্লাহ) মেনে চলো, না আয়েশার কথা মেনে চলো।" (বুখারী) [৭৫]

মুসলিম শাসকের বিরোধিতায় নারী অংশগ্রহণ করতে পারে –এ বিষয়টি প্রমাণের জন্যই আমরা এ ঘটনা পেশ করলাম। কিছু সংখ্যক সাহাবা কিরামের সাথে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিসাস দাবী করা এবং নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধমূলক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে অস্বীকার করেননি। তিনি যা অস্বীকার করেছেন তা হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক জনতার সাথে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা, যার ফলে মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে লড়াই বেধে যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান। এখানে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিদ্রোহ অস্বীকার করেছেন, অনুরূপ হযরত আবু মূসা এবং আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও এই বিপুল সংখ্যক লোকের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে আম্মার ইবনে ইয়াসারের (রা) অংশগ্রহণকে অস্বীকার করেছেন।

"আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত আম্মারকে (রা) সেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে কুফাবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন তখন আবু মূসা ও আবু মাসউদ (রা) তাঁর (আম্মার) কাছে এসে বললেন, বর্তমানে আপনি যে কাজের উদ্যোগ নিয়ে এসেছেন এবং তাড়াহুড়া করছেন আপনার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আপনার থেকে তার চেয়ে অপছন্দনীয় কাজ আর দেখিনি। আম্মার বললেন, আমিও তোমাদের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তোমাদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার চাইতে অপছন্দনীয় আর কোন কাজ দেখিনি।"(বুখারী) [৭৬] ... একইভাবে আবু বাকরা আবার এই ফিতনায় অংশগ্রহণের জন্য দুই গোষ্ঠীকেই (শাসন কর্তৃপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ) অস্বীকার করেছেন। হাসান আহনাফ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আহনাফ ইবনে কায়েস) বলেছেন, ফিতনার রাতে (সিফফীন যুদ্ধের সময়) আমি আমার অস্ত্র নিয়ে বের হলে আবু বাকরার সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই আলীকে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছি। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুইজন মুসলমান তরবারি নিয়ে পরস্পরের ওপর চড়াও হয়ে উভয়েই দোযখের বাসিন্দা হবে। বলা হলো, হত্যাকারীর ব্যাপারে তা হতে পারে। কিন্তু নিহতের ব্যাপারে তা হবে কেন? তিনি বললেন, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে উদ্যত ছিল, তাই।" (বুখারী) [৭৭]

www.amarboi.org

“.... আবু বাকরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জামাল যুদ্ধের সময় একটি কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করেছেন। কথাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যার ওপর তাদের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেছে, তখন তিনি বললেন, সেই জাতি সফলতা লাভ করতে পারে না যারা তাদের শাসন ক্ষমতা কোন নারীর ওপর অর্পণ করে।” (বুখারী) ৮

এ ঘটনার ফলে মুসলমানদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যে দুঃখজনক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য করে যদিও আমরা এ ঘটনা আলোচনা বা পেশ করার ক্ষতিকর দিকটি উপলব্ধি করি, তবুও আলোচ্য বিষয়ে নারীর সাথে সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের নস্‌সমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার জন্য এই ক্ষতিকে উপেক্ষণীয় মনে করেছি, সাথে সাথে উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে আমরা স্বীকৃতি দেই।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর সময়ে আসমা বিনতে আবু বকরের (রা) ভূমিকা

“আবু নাওফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনার প্রবেশপথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের লাশ শূলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলেন, কুরাইশ এবং অন্যান্য লোকজন তার লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার লাশের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানে থেমে বললেন, আসসালামু আলাইকা আবা খুবায়ের (হে খুবায়েরের পিতা, তোমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক)। আল্লাহর কসম! আমি কি তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম না? আল্লাহর কসম! আমি কি তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম না? আল্লাহর কসম! আমি কি তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম না? আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে যা মনে করতাম তুমি যদি শুধু সে রকমই অর্থাৎ রোযাদার, রাতের বেলা ইবাদতকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হতে, তাহলে সেটাই হতো ভাল। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর চলে গেলেন। হাজ্জাজ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ভূমিকা ও উক্তি জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের লাশ শূলি থেকে নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্তানে নিক্ষেপ করালো। অতপর তার মা আসমা বিনতে আবু বকরকে আনার জন্য লোক পাঠালো। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। হাজ্জাজ পুনরায় তার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, তোমাকে অবশ্যই আসতে হবে। অন্যথায় আমি এমন লোক পাঠাব, যে তোমাকে চুলের বেণী ধরে হিঁচড়ে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আসমা এবারও যেতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমার চুলের বেণী ধরে হিঁচড়ে নেয়ার মত লোক যতক্ষণ না পাঠাবে ততক্ষণ আমি তোমার কাছে যাবো না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হাজ্জাজ বললো, আমার জুতা নিয়ে এসো। অতপর সে জুতা পরে গর্বিত ভঙ্গিতে দ্রুত গিয়ে আসমার কাছে হাজির হলো এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমি আল্লাহর দুশমনের (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) সাথে যে আচরণ করেছি সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি? আসমা বললেন, আমার মতামত হলো, তুমি

www.amarboi.org

তার দুনিয়া বরবাদ করেছো কিন্তু সে তোমার আখেরাত বরবাদ করেছে। আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) দুই কোমরবন্দধারিণীর পুত্র (তুচ্ছার্থে) বলে আখ্যায়িত করে থাকো। আল্লাহর কসম! আমিই সেই দুই কোমরবন্দধারিণী। এর একটি দিয়ে আমি সওয়ারীর পিঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের খাবার বেঁধে দিয়েছিলাম এবং অপরটি কোমরবন্দ হিসেবে ব্যবহার করতাম, যা ছাড়া মেয়েদের চলে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন, সাকীফ গোত্রে এক মহামিথ্যাবাদী ও এক মহাধ্বংসকারীর আবির্ভাব হবে। মহামিথ্যাবাদীকে তো আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। আর আমি তোমাকেই সেই মহাধ্বংসকারী মনে করি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হাজ্জাজ উঠে চলে গেল। কোন প্রত্যুত্তর করলো না।" (মুসলিম)[৭৯]

এভাবে একজন মুসলিম মহিলা বিরোধীর ভূমিকা নিয়ে নির্ভীক চিত্তে এমন এক জালেম শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, যে তার জুলুমের তুঙ্গে অবস্থান করছিল। সে কথার দ্বারা সেই জালেমকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, যা ছিল চাবুকের আঘাতের চেয়েও কঠোর।

দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ, শাসন ব্যবস্থায় শূরা পদ্ধতি গ্রহণ এবং সুলায়মানের সাথে মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল কুরআন মজীদ থেকে এমন একজন সম্রাজ্ঞীর উদাহরণ পেশ করেই আমরা উদ্ধৃতি ও উদাহরণ পেশের এ পালার অবসান ঘটাতে চাই। এ উদাহরণ পেশের মাধ্যমে কুরআন আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে চায় যে, নারীও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দূরদৃষ্টি এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তের অধিকারিণী হতে পারে, যা বহু পুরুষকে অতিক্রম করতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وتفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين – لاعذبنه عذابًا شديدا او لاذبحنه اوليأ تيني بسلطان مبين – فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأيقين إنى وجدت امرأة تملكهم و أو تيت من كل شيئ ولها عرش عظيم – وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصد هم عن السبيل فهم لا يهتدون – الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبأ في السموات والأرض ويعلم ماتخفون وما تعلنون – الله لا اله الا هو رب العرش العظيم – قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين – اذهب بكتابى هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر

www.amarboi.org

ماذا يرجعون – قالت يايها الملؤا إنى القى الى كتاب كريم – انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم – الا تعلوا على وأتونى مسلمين – قالت يايها الملؤا افتونى فى امري ع ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون – قالوا نحن اولوا قوة و اولوا بأس شديد والامر اليك فانظرى ماذا تامرين– قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة ع و كذلك يفعلون– وانى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون – (ورة النمل، الايات٢٠– ٣٥)۔

"সুলায়মান পাখীদের খোঁজখবর নিল এবং বললো, কি ব্যাপার! হুদহুদকে দেখছি না যে, নাকি সে অনুপস্থিত? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেব অথবা যবেহ করবো। অল্পক্ষণের মধ্যে হুদহুদ এসে পড়লো এবং বললো, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে বিরাট এক সিংহাসন। আমি দেখলাম, সে এবং তার কওম আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করে। শয়তান তাদের কাজকর্মকে তাদের কাছে শোভনীয় করে তুলেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে তারা সৎ পথের সন্ধান পায় না। শয়তান তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর লুকানো বস্তুকে প্রকাশ করেন। আর তিনি তাও জানেন যা তোমরা গোপন করো ও ব্যক্ত করো। আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। সুলায়মান বললো, তুমি সত্য বলেছো না মিথ্যা বলেছো আমি অচিরেই তা দেখবো। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদেরকে তা অর্পণ করো। অতপর তাদের নিকট থেকে দূরে অবস্থান করে লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কি হয়। সেই নারী বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! আমাকে একখানা সম্মানযোগ্য পত্র দেয়া হয়েছে, তা দেয়া হয়েছে সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তাতে বলা হয়েছে, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমার সামনে বড়ত্ব জাহির করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। সেই নারী বললো, হে আমার পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত দাও। কারণ তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার। এবার ভেবে দেখুন কি নির্দেশ দান করবেন। সে বললো, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করে। এরাও তাই করবে। আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখতে চাই দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।" (আন-নামল ঃ ২০-৩৫)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فلما جاءت قيل اهكذا عرشك ، قالت كانه هو ، و اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين - وصدها ما كانت تعبد من دون الله ، انها كانت من قوم كافرين - قيل لها ادخلي الصرح ، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ، قال انه صرح ممرد من قوارير ، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين - (سورة النمل، الايات، ٤٢ -٤٤).

"যখন সেই নারী আসলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে বললো, এতো যেন সেটাই। আমাদের ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা করতো তাই তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। সে তা দেখে পানি মনে করলো এবং নিজের দুই পায়ের নলা অনাবৃত করে ফেললো। সুলায়মান বললো, এতো স্বচ্ছ স্ফটিকমন্ডিত প্রাসাদ। সে বললো, হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং সুলায়মানের সাথে বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি।" (আন নামল ঃ ৪২-৪৪)

নারীর রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় আধুনিক দিক

১. মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তার এবং তার সাথে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদী জবরদখল। এ বিষয়টি জিহাদে নারীর অংশগ্রহণকে ফরয করে দিয়েছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

২. সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমের বিস্তৃতির সাথে সাথে সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি এবং তার ফলে যেমন একের পর এক রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে ও তাতে সম্পৃক্ততা বাড়ছে, তেমনি তা নারী ও পুরুষের রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি করেছে।

৩. শিক্ষার অগ্রগতি এবং পেশাগত কাজ ও সামাজিক তৎপরতায় বহু সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের সাথে সাথে নারী ও পুরুষের জন্য সকল পর্যায়ে শিক্ষার বৈচিত্র ও ব্যাপকতা। এর ফলে ধর্মঘট ও মিছিলে অংশগ্রহণ অথবা লোকাল বডি, ট্রেড ইউনিয়ন, এবং আইনসভার নির্বাচনে ভোটদান অথবা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা রাজনৈতিক দল ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বহু সংখ্যক মেয়ের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

www.amarboi.org

৪. আধুনিক সমাজের জটিলতার কারণে মেয়েদের জীবনে জটিলতা এবং তার ফলে মেয়েদের সাথে সম্পর্কিত নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয়ায় লোকাল বডি ও আইনসভায় মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ঐসব সমস্যা ও তার প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কে তারা সচেতন হচ্ছে ও পরিপক্বতা লাভ করছে এবং ঐসব বডির পুরুষ সদস্যদের সাথে তাদের অংশগ্রহণ অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।

৫. বাস্তব প্রয়োগে তারতম্য সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শূরা ব্যবস্থার বিকাশ ও অগ্রগতির দিক। এর ফলে আরব এবং ইসলামী সরকারসমূহের পক্ষ থেকে শূরা ব্যবস্থার জন্য কখনো সুচিন্তিত এবং কখনো নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। একইভাবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে শূরা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বাস্তবে শূরা ব্যবস্থার প্রয়োগ ও কার্যকরীকরণের প্রতি বিভিন্ন দল ও জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষ থেকে দাবী উত্থিত হচ্ছে।

সমকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার সংগা

১. রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে বুঝায় সরকারের আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ গঠন সম্পর্কিত তৎপরতা এবং তার কর্মপদ্ধতি ও কাজ। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ব্যক্তির আগ্রহই তাকে এ ধরনের তৎপরতার জন্য প্রস্তুত করে। ফলে সে এ বিষয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলনে উৎসাহিত হয়। কি হতে যাচ্ছে এবং কি হওয়া দরকার, এ ধরনের ভূমিকা তার মধ্যে সে বিষয়ে উপযুক্ত সচেতনতা সৃষ্টি করে। এসব কর্মকাণ্ড ব্যক্তিকে তার রাজনৈতিক তৎপরতায় সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয় এবং সমাজও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

২. সামাজিক তৎপরতা রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য একটা প্রাথমিক বা স্বাভাবিক প্রস্তুতি স্বরূপ। কারণ সামাজিক তৎপরতা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করে। সুতরাং এসব সমস্যার ব্যাপারে সামাজিক তৎপরতা যেখানে একান্তভাবেই ব্যক্তির ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত, সেখানে রাজনৈতিক তৎপরতা একান্তভাবেই শাসন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। ফলে এ দুটি ভূমিকার মাঝে অব্যাহতভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে থাকে।

৩. নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে রাজনৈতিক তৎপরতার প্রকাশ ঘটে ঃ

ক. শাসক নির্বাচনে কার্যত অংশগ্রহণ।

খ. আইনসভায় জাতির প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

আইনসভা দ্বিবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেঃ আইন প্রণয়ন এবং শাসন বিভাগের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান।

গ. বক্তৃতা, লেখা, মিছিল, ধর্মঘট এবং দরখাস্তে স্বাক্ষর দান করে সরকারের নির্বাহী ও আইন বিভাগের কাজকর্মের প্রতি সমর্থন প্রকাশ অথবা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

ঘ. বিভিন্ন দল ও জাতীয়তাবাদী শক্তির তৎপরতায় অংশগ্রহণ।

www.amarboi.org

ঙ. লোকাল বডি বা আইনসভার সদস্যপদের জন্য মনোনয়নপত্র পেশ।

৪. রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে প্রয়োজন বিপুল সচেতনতা ও শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যাপক ও বিপুল আয়োজন। সূচনাপর্বে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সীমিত সংখ্যক নাগরিকের এসব যোগ্যতা সীমিত মাত্রায় থাকে। কিন্তু একদিকে ব্যাপক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্বাধীনতার কারণে এই সীমাবদ্ধতার বিস্তৃতি সম্ভব এবং অপরদিকে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুশীলন বৃদ্ধির সাথে সাথেও তার বিস্তৃতি ঘটে। দুটি বিষয়ই গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে কর্তৃপক্ষকে সঠিক পথে পরিচালনার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে ও আকৃষ্ট করতে সক্রিয় উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। শক্তি-সামর্থ ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের আগ্রহ যেমন কম বা বেশী হয়ে থাকে, একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। কারণ মেয়েদের মধ্যে আছে নিরক্ষর ও শিক্ষিতা, নিভৃতে অবস্থানকারিণী গৃহিণী ও গৃহে বা গৃহের বাইরে বিচিত্র তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট গৃহিণী, সীমিত দায়িত্বের কর্মজীবী মহিলা এবং ব্যাপক ও বিশাল দায়িত্বের অধিকারিণী কর্মজীবী মহিলা। তারা নিয়োজিত আছে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে। এসব মহিলার সবারই রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের সামর্থ রয়েছে।

www.amarboi.org

Contents

আমাদের যুগে নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় শরয়ী দিক-নির্দেশনা

প্রথম দিক-নির্দেশনা

পুরুষের মত মুসলিম নারীকেও তার সমাজ-পরিমন্ডলে রাজনৈতিক ব্যাপারে যত্নশীল ও আগ্রহী হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইভাবে তাকে তার পরিবেশের সীমার মধ্যে নিজের শক্তি অনুসারে তার সমাজকে জাগ্রত করতে এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান) ও সদুপদেশ দানের কাজে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ গঠনমূলক কাজে সহযোগিতা ও বিপথগামিতার কাজের মোকাবিলা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ক্ষমতাসীনদেরকে পথ প্রদর্শন ও ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটাও পুরস্কারযোগ্য এক প্রকার জিহাদ।

নারীর রাজনৈতিক বিষয়ে যত্নশীল ও আগ্রহী হওয়া প্রসংগে

এ প্রসংগে উম্মে সালামার এ উক্তিটি কত গুরুত্বপূর্ণ যে, "আমিও মানবমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত।" এক্ষেত্রে তিনি যা বিবেচনা করেছিলেন তা হচ্ছে, ইমাম মানব সমাজকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন তা কেবল পুরুষদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ফাতেমা বিনতে কায়েসের উক্তি কতই না সত্য। (তিনি বলেছেন,) আমি মসজিদে গমনকারী লোকজনের সাথে মসজিদে গেলাম, যেখানে ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরুষরা অংশগ্রহণ করেছিল। (ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ঘটনাবলী প্রসংগে উম্মে সালামা ও ফাতেমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীস দেখুন)

নারী কর্তৃক তার সমাজকে জাগ্রত করা এবং কর্তৃপক্ষকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দান ও ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ করার কাজে অংশগ্রহণ

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله ط
اولئك سيرحمهم الله ط ان الله عزيز حكيم (سورة التوبه ، الاية ٧١)

"মুমিন নারী ও পুরুষ একে অপরের সহযোগী। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ রহম করবেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আত তাওবাহ ঃ ৭১)

www.amarboi.org

"তামীমে দারী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দীন হচ্ছে উপদেশ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলমানদের নেতা ও তাদের জনসাধারণের জন্য।" (মুসলিম)[৮০]

"জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি ইসলামের জন্য আপনার কাছে বাইয়াত হতে চাই। তখন তিনি (ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) আমার বাইয়াতের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে উপদেশ দানের শর্ত আরোপ করলেন। আমি এ শর্ত মেনে নিয়ে তাঁর কাছে বাইয়াত হলাম...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮১]

আল্লাহর দীনের ব্যাপারে নসীহত বা উপদেশ দান যে কত বড় মহত ও প্রশংসিত কাজ সে বিষয়টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, দীন হচ্ছে উপদেশ দান বা মঙ্গল কামনা করা। অর্থাৎ সত্যিকার দীন নসীহত বা মঙ্গল কামনা ছাড়া হতেই পারে না। দীন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানের জন্য। সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি-সামর্থ অনুসারে আমরা এ দায়িত্ব পালন করেছি কিনা সে ব্যাপারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হবে। নসীহত ও মঙ্গল কামনার দুটি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক ও উপলব্ধিগত অর্থাৎ নির্বিশেষে সব মুসলমানের কল্যাণ চিন্তা করা। অপর দিকটি হচ্ছে কর্ম ও আচরণগত অর্থাৎ ঐ ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশ করা এবং ভীষণ কষ্ট বরদাশত করার বিনিময়ে হলেও সত্য কথা প্রকাশ করা।

সাইয়েদ রশীদ রেজা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض (ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহযোগী) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ... আয়াতটিতে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" (ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজে নিষেধ)-এর কাজ ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে। খলীফা, রাজা-বাদশাহ, আমীর ও অন্যান্য সব শ্রেণীর শাসকই এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্য পেশ করা এবং লেখা ও সমালোচনার মাধ্যমেও এ কাজ করা যেতে পারে। নারীরাও এ বিষয়ে শিক্ষাদান করবে এবং নিজেরাও তদনুযায়ী কাজ করবে।[৮২]

সাইয়েদ রশীদ রেজা সত্য কথাই বলেছেন। নারীরা সত্যিই এ শিক্ষা দিতো এবং সেই মতো কাজও করতো। সামাজিক তৎপরতা শীর্ষক বিষয়ে পূর্বেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সামুরা বিনতে নাহীক এ ফরযের ওপর আমল করেছেন এবং খলীফা ও আমীর ছাড়া অন্য সব মানুষকে ডেকে "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার"-এর কাজ করেছেন। মহান সাহাবা আবুদ দারদার স্ত্রী উম্মুদ দারদা খলীফার কাজের প্রতিবাদ এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করে এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

"যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজের পক্ষ থেকে উম্মুদ দারদার জন্য কিছু গৃহসজ্জার সামগ্রী (যেমন : ফরাশ, বালিশ ও পর্দা) পাঠালেন। একদিন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান রাতের

www.amarboi.org

বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে খাদেমকে ডাকলেন। কিন্তু সে আসতে দেরী করায় তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। সকালে উম্মুদ দারদা খালীফা (আবদুল মালেক)কে বললেন, আমি শুনেছি আজ রাতে তুমি তোমার খাদেমকে ডাকার সময় তাকে অভিশাপ দিয়েছো। তারপর তিনি (উম্মুদ দারদা) বললেন, আমি আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অভিশাপ দানকারীরা কিয়ামতের দিন শাফায়াতকারী কিংবা সাক্ষ্যদাতা হতে পারবে না।" (মুসলিম)[৮৩ ক]
আমরা দেখেছি আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা এক জালেম শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মোকাবিলা করছেন। সেই জালেমের জুলুম ও সীমা লংঘনকে রুখতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন ও মর্যাদার পরোয়া করেননি বরং নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। অথচ সেই জালেম মুসলমানদের মর্যাদার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করতো না।

দ্বিতীয় দিক-নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা কোন কোন সময় ফরযের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য যা ফরযে কিফায়ার পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য, তা পালন করা তাদের কর্তব্য।

এসব ফরযের মধ্যে পড়ে ঃ

ক. কর্তৃপক্ষকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং এ কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য যেসব কাজে পুরুষের সাথে মেয়েদের চেষ্টা-সাধনার একান্ত প্রয়োজন। যেমন, আইনসভা, লোকাল বডি ও ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে সৎ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য মেয়েদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। অনুরূপ যে সব বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য জনগণের সামনে পেশ করা হয় এবং ভাল বিষয় গ্রহণ ও মন্দ বিষয়কে বর্জন করার প্রশ্ন থাকে, সেসব বিষয়ে ভোটদানে অংশগ্রহণ করা।

খ. যেসব সৎ রাজনৈতিক দল ও শক্তি জাতির উন্নতি কামনা করে এবং একদিকে ইসলামের মূল ভিত্তি ও অন্যদিকে মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংস্কার-সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়, সেই সব দল ও শক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়া। বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন যেসব শক্তি ও সুবিধাবাদী দলসমূহকে সমর্থন দানের মাধ্যমে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছে, তাদের মোকাবিলার জন্য এসব দল ও শক্তির তৎপরতার প্রতি সমর্থন দান করা প্রয়োজন।

গ. নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, বিশেষ করে নির্বাচনের মওসুমে। এটা করতে হবে তখন যখন সচেতনতা সৃষ্টিকারীদের ঘরে ঘরে গিয়ে নিকট থেকে নারীদের সম্বোধন করা এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ঘ. নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য নির্বাচন পরিচালনাকারী সংগঠন ও তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। এটা বিশেষভাবে সেইসব স্থানে করতে হবে যেখানে মেয়েরা সংশ্লিষ্ট আছে, যাতে পুরুষের ভিড় এড়ানো যেতে পারে।

www.amarboi.org

আমরা ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি যে, পশ্চাৎপদ সমাজে যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়াসমূহ বিনষ্ট হচ্ছে, সেখানে অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসব ফরয আরো অধিক মাত্রায় বিনষ্ট হচ্ছে। তাছাড়াও বাইরের চাপের কারণে হোক, কিংবা শাসন কর্তৃপক্ষের জুলুমের কারণে কিংবা মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অমনোযোগিতার কারণে মুসলমানগণ কঠোর পরিস্থিতির যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। তাই নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করা দরকার, যাতে তারা এসব ফরয বিনষ্ট হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে, তা আদায়ের জন্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে পারে এবং একদিকে এর বিনষ্ট হওয়ার গোনাহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে এবং অপরদিকে নিজেদের সমাজকে জাগ্রত করার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর তা ছাড়াও আখেরাতে বিরাট পুরস্কার লাভ করে ধন্য হতে পারে। ইতিপূর্বে নারীর পেশাগত কাজ শীর্ষক আলোচনার অধীনে দশম দিক-নির্দেশনায় ফরযে কিফায়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন স্থিতিশীল হবে এবং তাদের কাছে সর্বাবস্থায় আল্লাহর শরীয়তের বিধান অনুসারে শাসন পরিচালনা গ্রহণযোগ্য হওয়া ছাড়াও শাসন কর্তৃপক্ষের ন্যায়বিচার ও সুপথপ্রাপ্তি যখন যুক্তিগ্রাহ্য মাত্রায় উপনীত হবে তখন আরো অগ্রগতি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা 'মানদূব' হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমরা মুসলিম নারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে চাই যে, তারা যদি রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পিছপা হয় এবং অনেক সময় যেসব নির্যাতন আসে তা বরদাশত করতে থাকে, তাহলে যে সব নারী স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কাছে পরাজিত কিংবা যেসব নারী ইসলাম থেকে গা বাঁচাতে সদা তৎপর, তারা কেবল পশ্চাৎপদ হবে না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন শক্তি ও সুবিধাবাদী দলসমূহের সমর্থনে অগ্রসর হবে এবং তাদের সাথে মিলে সৎ ও কল্যাণকামী শক্তির মোকাবিলা করবে এবং কৌশল ও চক্রান্তে লিপ্ত হবে। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف .... والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر – (سورة التوبة – الايات ٦٧ –٧١)

"মুনাফিক নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয় ও ভাল কাজে নিষেধ করে ... আর ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে। (আত তাওবা ঃ ৬৭-৭১)

www.amarboi.org

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের যুগে সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে বর্তমানকালের মুসলিম নারীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تبت يدا ابى لهب وتب – ما اغنى عنه ماله وماكسب – سيصلى نارا ذات لهب – وامرأته ـحمالة الحطب – فى جيدها حبل من مسد–(سورة لهب)

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসেনি। অতি সত্বর সে লেলিহান আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তার স্ত্রীও, যে জ্বালানি কাঠ বহন করে। তার গলদেশে খেজুর ছালের পাকানো রশি।" (সূরা লাহাব)

দ্বিতীয় আরেকজন মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করতো

"জুনদুব ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি দুই অথবা তিন রাত উঠতে পারলেন না। তখন এক মহিলা এসে বললো, মুহাম্মদ, আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তাই তাকে দুই বা তিন রাত তোমার কাছে আসতে দেখিনি। তাই মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

والضحى – والليل اذا سجى – ما ودعك ربك وما قلى –

"পূর্বাহ্নের শপথ! রাতের শপথ! যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে। তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি কিংবা তোমার প্রতি বিরূপও হননি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩খ]

তৃতীয় আরেকজন মহিলা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে সহযোগিতা করে

"আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবায়ের, মিকদাদ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা "রওযা খাখ" (মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি স্থান)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে পৌছে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পাবে। সে একখানা পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পত্রখানা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের সওয়ারী জন্তুগুলো দ্রুত ছুটে চললো। আমরা রওযায় পৌছলে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা বের করো। সে বললো, আমার কাছে কোন

www.amarboi.org

পত্র নেই। আমরা বললাম, পত্রখানা দাও, অন্যথায় আমরা কাপড় খুলে অনুসন্ধান করবো। তখন সে চুলের খোঁপার মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিলে আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম। দেখা গেল পত্রখানা হাতেব ইবনে আবী বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের কতিপয় লোকের নামে লেখা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু তৎপরতার খবর তাদেরকে জানানো হয়েছে। (সেই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম(হাতেবকে ডেকে) জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব, এ কাজ কে করেছে? হাতেব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, (কুরাইশ বলে আমার পরিচয় থাকলেও) বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। যারা আপনার সাথে হিজরত করেছেন মক্কায় তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। ঐসব আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমার যখন তাদের সাথে অনুরূপ বংশগত কোন আত্মীয়তা নেই তখন তাদের কিছু উপকার করে আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করতে মনস্থ করলাম। যা করেছি তা কুফরী, ইসলাম ত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। এসব শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাতেব সত্য কথাই বলেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জানো না, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। কারণ তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তা করতে থাকো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪]

পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের যুগে সংঘটিত ঘটনা থেকেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই যুগেও নূহ ও লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীরা কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে জালেমদের কাতারে শামিল হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين -(سورة التحريم - الاية ١٠)

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্য থেকে দুজন নেককার বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে কারণে তারা দুজন (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের বলা হলো, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।" (আত্ তাহরীম ঃ ১০)

www.amarboi.org

তৃতীয় দিক-নির্দেশনা

শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী করার সাথে সাথে মুসলিম মেয়েদেরকে সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত করা শিক্ষার মূল লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাদের যে স্বাভাবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তার সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এই সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে পড়ে ঃ

সাধারণ সমস্যাবলী সম্পর্কে লেখনির মাধ্যমে, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘট বা অন্য কোন উপায়ে নিজের মত প্রকাশ করা।

অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ দানের বা কোন বিষয়ে আপত্তি করার অধিকার (অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানের অধিকার)।

যেসব দল বা রাজনৈতিক ধারার মৌলিক নীতিমালা সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অধিক নিকটবর্তী সেসব দল ও রাজনৈতিক ধারাকে সমর্থন করা।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন যোগ্য ও সক্ষম প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য বেছে নিতে হবে যে, জাতির প্রতিনিধিত্বের আমানত বহন করতে পারে। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা যোগ্য প্রার্থীর সমর্থনে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

কোন অঞ্চল বা নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা ও সামর্থ থাকলে প্রতিনিধি সভার প্রার্থিতা গ্রহণ করতে হবে।

গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বাড়তি সময় থাকে তা কল্যাণকর কাজে লাগানোর জন্য মেয়েদেরকে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। ক্ষমতাসীনদের সৎপথপ্রাপ্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা কল্যাণকর কাজের অন্যতম ক্ষেত্র।

ইতিপূর্বে পেশাগত কাজের দিক-নির্দেশনাসমূহের দ্বিতীয় দিক-নির্দেশনা বর্ণনাকালে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত দলীলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

নির্বাচনে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা

এখানে আলোচনাটা দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে, নারীর নির্বাচনের অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নারী কর্তৃক এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তারোপ।

প্রথমত নির্বাচনে নারীর অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি

মূলনীতি বলে ঃ প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ই মূলত বৈধ। তাই নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়ায় আমরা তার এই অধিকারকে মূলগতভাবে শরীয়তসম্মত বলে বিবেচনা করবো। তবে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা আমাদের পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী সেটাকেই শরীয়ত অনুমোদিত বলে গ্রহণ করবো।

www.amarboi.org

এখানে আমরা ডঃ মুস্তাফা আস-সাব্বায়ী রহমতুল্লাহর একটি মত উদ্ধৃত করছি। তিনি ছিলেন দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া কলেজের প্রধান এবং শরীয়া বিষয়ের অধ্যাপক। তার যে মতটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি তা একদল শরীয়া বিশেষজ্ঞের সমষ্টিগত মত। নির্বাচনে নারীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দান ও নির্বাচনে তার অধিকার বিষয়ে শরীয়তের স্বীকৃতির পরিধি সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পর আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ইসলাম নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। নির্বাচন হচ্ছে, জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ বাছাই করার প্রক্রিয়া বিশেষ। এসব প্রতিনিধি আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং নির্বাচন প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের কার্যক্রম, যে ক্ষেত্রে একজন লোক ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি সভায় তার পক্ষ থেকে কথা বলা ও তার অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য প্রতিনিধি বাছাই করে। তাই নারীকে তার অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং তার পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশের জন্য একজন উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে ইসলাম বাধা দেয় না। কারণ সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মত সেও একজন নাগরিক...।[৮৫]

দ্বিতীয়ত নারীর নির্বাচন ও ভোটের অধিকার প্রয়োগের জন্য কি বিশেষ কোন শর্ত আছে?

রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে এর শর্তাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন বিলি করা হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল ঃ নারীর ভোটের অধিকারকে কি শিক্ষার একটা নিম্নতম সীমার সাথে শর্তযুক্ত করা যাবে, যাতে সে তার পিতা ও স্বামীর প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব একটা মতামত গঠনে সক্ষম হতে পারে?

আলোচনা ও পর্যালোচনার পর এ কথা স্থিরীকৃত হয় যে, নির্বাচন ও ভোটের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ধরনের ভেদরেখা টানার কোন প্রয়োজন নেই। তবে সেটা যদি এমন সমাজ হয়, যেখানে নারীকে অবরুদ্ধ রাখা হয়, সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রকারেই তাকে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া হয় এবং তাদেরকে পুরুষদের সংস্রব থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে রাখা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এই ধরনের সমাজে অনেক সময় ক্রম-অগ্রগতি জরুরী হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু উন্মুক্ত সমাজে যেখানে নারীর সমাজ জীবনে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে সেখানে এ ধরনের ক্রম-অগ্রগতির প্রয়োজন নেই। বাস্তবে অনুশীলনের ফলে অচিরেই সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তা থেকে প্রতিবছরই লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে। এই পরিবর্তন আসতে পারে পিতা বা স্বামীর অধীন নিরক্ষর নারীর মন-মানসিকতায়, কিংবা গোত্রীয় প্রভাবাধীন বা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তির অধীন সাধারণ মানুষের মন-মানসিকতায় অথবা জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য আকাংখিত চিরাচরিত প্রার্থীদের মন-মানসিকতায়। এর ফলে অচিরেই ময়দানে এমন সব ব্যক্তিত্ব ও দলের আবির্ভাব

www.amarboi.org

ঘটবে যারা হবে নতুন নীতি ও ধ্যান-ধারণার বাহক। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী-পুরুষের মধ্যে জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তারা অবশ্যই ভূমিকা পালন করবে। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলন তার নতুন নতুন উপাদানের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষের জন্য– তারা নিরক্ষর হলেও– এনে দেবে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। এভাবে তারা হয়ে উঠবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র মতামতের অধিকারী, যা উৎসারিত হবে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কল্যাণচিন্তা থেকে।

আইনসভায় নারীর মনোনয়নের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা

এখানেও আলোচনাটা দুটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে মনোনয়ন লাভে নারীর অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নারী কর্তৃক এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তারোপ।

প্রথমত নারীর মনোনয়ন লাভের অধিকার সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃতি

এখানেও আমরা পুনরায় উল্লেখ করছি যে, মূলনীতি অনুসারে "প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ই মূলত বৈধ।" তাই নারীর মনোনয়ন লাভের অধিকার সম্পর্কে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়ায় আমরা তার এই অধিকারকে মূলগতভাবে শরীয়ত অনুমোদিত বলে বিবেচনা করবো। তবে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা আমাদের পরিবেশের উপযোগী ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানকারী হবে সেটাকেই শরীয়ত অনুমোদিত বলে গ্রহণ করবো। এখানেও আমরা ডঃ মুস্তাফা আস সাব্বায়ীর একটা অভিমত উদ্ধৃত করছি। তিনি (আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন, ইসলামের মূলনীতি যখন নারীকে ভোটার হতে বাধা দেয় না তখন কি তা তাকে প্রতিনিধি হতে বাধা দেবে? এ প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে আমাদের জানা কর্তব্য জাতির প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতি। জাতির প্রতিনিধিত্ব দুটি প্রধান কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

১. আইন প্রণয়ন ঃ আইন রচনা ও সংগঠন তৈরী করা।

২. পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ ঃ সরকারী নির্বাহী বিভাগ ও তার কাজকর্ম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা।

আইন রচনার ক্ষেত্রে এমন কোন বিধান নেই, যা নারীকে আইন রচয়িতা হতে বাধা দেয়। কারণ আইন রচনার বিষয়টি সবকিছুর আগে সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে সমানভাবে জ্ঞান লাভের অধিকার দান করে। আমাদের ইতিহাসে হাদীস, ফিকহ, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের শাখায় বহু মহিলা মনীষার অবদান দেখা যায়।

সরকারের নির্বাহী বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ ছাড়া হতে পারে না। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

www.amarboi.org

"ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে।"

এরই ভিত্তিতে বলা হয়, ইসলামের সুস্পষ্ট নসে এমন কিছুই নেই, যা নারীর প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের যোগ্যতা কেড়ে নিতে পারে, (যেমন আইন প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষণ)।

ডঃ সাব্বায়ীর বক্তব্যের সারমর্ম আমরা এভাবে তুলে ধরতে পারি যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে নারী প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তা সত্ত্বেও সম্মানিত অধ্যাপক সাহেবের অভিমত এই যে, সামাজিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত কতিপয় কারণে নারী তার এই অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে না। আমরা বলবো, যে সময় তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেই সময়ের সিরীয় সমাজের অভ্যাস ও অনুকরণের গণ্ডি ও কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে তিনি যে বিষয়কে কল্যাণ বলে মনে করেছেন এটা তারই আলোকে তার নিজের ইজতিহাদ। সামাজিক কল্যাণ দেশ ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন পরিণাম ও বিচার বিবেচনার দিক দিয়ে ইজতিহাদও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

নির্বাচনে নারীর মনোনয়ন লাভের অধিকারের যারা বিরোধী ডঃ ইউসুফ আলকারদাভী তাদের যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করেছেন। তারা যেসব সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি তারও জবাব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার নিজের ইজতিহাদ রয়েছে যা ডঃ সাব্বায়ীর ইজতিহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করেন, প্রতিনিধি সভায় নারীর অংশগ্রহণ সামাজিক কল্যাণ ও স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং সামাজিক কল্যাণ ও স্বার্থ প্রতিনিধি সভায় নারীর অংশগ্রহণ দাবী করে।

ডঃ কারদাভী বলেন, অনেকে প্রতিনিধি সভায় নারীর মনোনয়নের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাদের মতে, এর ফলে বিলায়েত বা কর্তৃত্ব নারীদেরকে দেয়া হয় অথচ তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বরং মূলগতভাবে কুরআন যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছে তা হচ্ছে এই যে, পুরুষরা নারীদের ব্যবস্থাপক। এই বিধানকে উল্টে দিয়ে আমরা কি নারীদেরকে পুরুষদের ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব দিতে পারি? আমি এখানে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই ঃ

এক, যেসব মেয়ে প্রতিনিধি সভার মনোনয়ন লাভ করবে, তাদের সংখ্যা হবে সীমিত এবং সেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে পুরুষদের। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। তারাই হবে আইন প্রণয়নের চাবিকাঠি ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কাজেই আইনসভায় মেয়েদেরকে মনোনয়ন দিলে বা নির্বাচিত করলে তারা পুরুষদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারিণী হয়ে যাবে এ কথা বলার কোন সুযোগই নেই। দুই, যে আয়াতে নারীদের ওপর পুরুষদের ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়েছে তা কেবল দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ দাম্পত্য বা পারিবারিক জীবনে পুরুষ পরিবারের মালিক এবং পরিবারের ব্যাপারে সেই দায়িত্বশীল। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ـ (سورة النساء الاية ٣٤)

"পুরুষরা নারীদের জন্য ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষ তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। (আন নিসা ঃ ৩৪) মহান আল্লাহর বাণী "যেহেতু পুরুষ তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে" অংশটি এ ইংগিত প্রদান করে যে, পুরুষের এই ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব পারিবারিক পরিমন্ডল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এটি এমন একটি মর্যাদা যা আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে পুরুষকে দান করেছেন ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة . "নারীদেরও পুরুষদের ওপর ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের রয়েছে মর্যাদা।" (আল বাকারা ঃ ২২৮) পারিবারিক গণ্ডির বাইরে কতিপয় নারীর কতিপয় পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করে কুরআন মজীদে কিছুই বলা হয়নি। বরং যা নিষেধ করা হয়েছে তা হচ্ছে পুরুষের ওপর নারীর ব্যাপক কর্তৃত্ব।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে . لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة "সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না, যে তার সকল দায়িত্ব একজন নারীর ওপর অর্পণ করেছে।" এর অর্থ নির্বিশেষে জাতির সকল দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নারীর হাতে তুলে দেয়া। "আমরুহুম" শব্দটি এদিকেই ইংগিত করে। এর অর্থ তাদের সকল কাজ-কর্মের নেতৃত্ব। তবে কোন কোন ব্যাপারে নারীর কর্তৃত্বে কোন বাধা নেই, যেমন ফতোয়া দান, ইজতিহাদ, শিক্ষাদান, হাদীস বর্ণনা করা, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে নারীর কর্তৃত্ব ইজমা'র ভিত্তিতে স্বীকৃত। যুগের পর যুগ ধরে নারী এসব কর্তৃত্বের অনুশীলন করেছে। এমনকি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিসাস' ও 'হুদুদ' ছাড়া বিচারকার্যে নারীর সাক্ষ্য দান জায়েজ বলে রায় দিয়েছেন। প্রাচীন ফকীহদের মধ্যে অনেকেই এমনকি 'কিসাস' ও 'হুদুদের' ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য বৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর "আত তুরুকুল হুকমিয়া" গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম তাবারী ঢালাওভাবে অনুমতি দান করেছেন এবং ইবনে হাযমও এর অনুমতি দিয়েছেন। এসবই প্রমাণ করে যে, বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্বের পরিপন্থী কোন সুস্পষ্ট শরয়ী দলীল নেই। অন্যথায় ইবনে হাযম তা আঁকড়ে ধরতেন এবং তার ওপর অটল থাকতেন ও তার স্বভাব অনুযায়ী অন্যদের সাথে বুঝাপড়া করতেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে হাদীসটি বলেছিলেন, সেই কারণটিও হাদীসটিকে নারীর ঢালাও কর্তৃত্বের সাথে বিশেষভাবে (খাস) সম্পৃক্ত করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছে যে, পারস্যের লোকেরা

www.amarboi.org

তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পরে কিসরার কন্যা বুরানের ওপর তাদের সব রকম কর্তৃত্ব ও দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এরূপ এক পরিস্থিতিতে তিনি বলেন, সেই জাতি সফলকাম হতে পারে না... আল হাদীস।

প্রতিনিধি সভায় নারীর নির্বাচন ও মনোনয়ন লাভের বিরোধীদের কেউ কেউ যেসব সন্দেহ পোষণ করে তা তাদের ভাষায়, আইনসভার সদস্যপদ খোদ সরকারের চেয়ে অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদাপূর্ণ পদ। এমনকি তা রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়েও বড়। কারণ আইনসভার সদস্য হওয়ার অধিকার বলে সে রাষ্ট্র ও তার প্রধানের সমালোচনা করতে সক্ষম। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা একদিকে নারীর ব্যাপক ক্ষমতা লাভের বিরোধিতা করছি কিন্তু অন্যদিকে ভিন্নভাবে তাকে আবার অধিক ক্ষমতাশালী করছি। এ অভিযোগ আমাদের পক্ষ থেকে, প্রতিনিধি সভা বা মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার অর্থ কি– ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার ওপর আলোকপাত করার দাবী করে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি সভার কাজ দুটি অংশে বিভক্ত এবং তা হলো, সমালোচনা ও আইন প্রণয়ন। এ দুটি বিষয় পর্যালোচনার পর আমাদের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমালোচনার ইসলামী পরিভাষা হলো, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার (ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ) এবং দীনের ব্যাপারে নসীহত তথা মঙ্গল কামনা। দীনের ব্যাপারে মুসলমানদের নেতা ও জনসাধারণকে নসীহত করা বা মঙ্গল কামনা করা ওয়াজিব। ভাল কাজে আদেশ, মন্দ কাজে নিষেধ এবং নসীহত নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সবার নিকট থেকেই ইসলাম কামনা করে। এ সম্পর্কে কুরআন পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে ঃ

المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر –

'ঈমানদার নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা একে অপরকে ভাল কাজের আদেশ দান করে ও মন্দ কাজে নিষেধ করে।' নিজের বিবেক-বিবেচনা অনুসারে নারী যে বিষয়টিকে সঠিক মনে করবে সে বিষয়ে উপদেশ বা আদেশ দেয়া তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই ব্যক্তিগতভাবে নারী ভাল কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজে বাধা দেবে এবং বলবে যে, এটা ভুল এবং এটা ঠিক। আইনসভার সদস্য হয়ে নারী যদি এ দায়িত্ব পালন করে তবে তা থেকে তাকে বিরত রাখার সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। রাজনীতি, অভ্যাস ও লেনদেনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী সুস্পষ্ট কোন নস (কুরআন ও হাদীসের উক্তি) না থাকলে ঐসব রীতিনীতি, অভ্যাস ও লেনদেন বৈধ বলে গণ্য। এটা শরীয়তের মূলনীতি। ইসলামী যুগের ইতিহাসে নারীরা মজলিসে শূরার সদস্য হয়নি বলে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নারীকে আইনসভার সদস্য হওয়া থেকে বিরত রাখার সপক্ষে তা কোন শরয়ী দলীল নয়। এ বিষয়টি এমন যে, 'স্থান, কাল ও পরিবেশের পরিবর্তন হলে ফতোয়াও পরিবর্তিত হয়ে যায়' নীতির মধ্যে পড়ে। সেই

www.amarboi.org

যুগে নারী বা পুরুষ কারোর জন্য শূরা সূক্ষ্ম ও সুবিন্যস্ত রূপে গঠিত হয়নি। এটা এমন একটা বিষয় যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের 'নসে' সংক্ষিপ্তাকারে ও নিঃশর্তভাবে কথা বলা হয়েছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ, শর্তাদি ও বাধ্যবাধকতা স্থান, কাল ও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আইনসভার কাজের দ্বিতীয় অংশ আইন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কিছুসংখ্যক বিরুদ্ধবাদী এটাকে বেলায়েত (সর্বময় কর্তৃত্ব) ও ইমারত (নেতৃত্ব)-এর চেয়ে বিপজ্জনক মনে করে অতিরঞ্জিত করে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বর্ণনা করেন। কারণ তাদের মতে, নারীই তখন রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়ন করবে। এরূপ অতিরঞ্জন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যেন নারীর জন্য বৈধ না হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এর চেয়েও বিস্তৃত ও সহজতর। আইন রচনার প্রকৃত অধিকারী মূলত মহান আল্লাহ। আদেশ বা নিষেধসূচক আইন মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া। আমরা মানুষ। এ ব্যাপারে আমাদের কাজ শুধু যে ব্যাপারে 'নস' নেই বা নসে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া আছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা। অন্য কথায় আমাদের কাজ শুধু 'ইসতিমবাত' (অনুসন্ধান করে বের) করা। ব্যাখ্যা করা ও সমন্বয় সাধন করার জন্য ইজতিহাদ করা। আর ইসলামী শরীয়তে নারী ও পুরুষ সবার জন্য ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত। ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু ইজতিহাদের শর্তাবলীর মধ্যে পুরুষ হওয়ার কোন শর্ত আরোপ করেননি কিংবা মেয়েদের জন্য ইজতিহাদ নিষেধও করেননি।

এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় এমন বিষয় আছে যা সরাসরি নারী, পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের সাথে জড়িত, যে ক্ষেত্রে নারীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন এবং ঐসব ক্ষেত্রে নারীর অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। কোন কোন অবস্থায় নারীর দৃষ্টি পুরুষের দৃষ্টির চেয়ে অনেক গভীরে পৌঁছতে সক্ষম...।[৮৭]

আমরা যখন পার্লামেন্টে নারীর প্রবেশাধিকারের কথা বলি তখন তার অর্থ এ নয় যে, কোন বাধা-বন্ধন ছাড়াই সে অবাধে গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা করবে। কিংবা তা হবে স্বামী, গৃহ ও সন্তানদের অধিকার নস্যাতের বিনিময়ে। কিংবা সে শালীন পোশাক পরিধান, চলন-বলন ও গতিবিধির জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন লংঘন বা উপেক্ষা করে এসব করবে। বরং নিঃসন্দেহে তাকে এসব বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কারো সংগে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারবে না..।[৮৮]

ডঃ সাহেব তাঁর ফতোয়ায় এ কথাও বলেছেন যে, প্রয়োজন সৎ ও যোগ্য মুসলিম নারীদের কাছে দাবী করে, তারা যেন তথাকথিত স্বাধীন-বন্ধনহীন নারীদের মোকাবিলায় নির্বাচন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।...যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন নারীকে গৃহের বাইরের ব্যাপক সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুমতি দেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন অনেক সময় তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বড় হয়ে দেখা দেয়।

www.amarboi.org

নির্বাচনে নারীর মনোনয়ন ও প্রার্থিতার অধিকার প্রয়োগের জন্য কি বিশেষ শর্তাবলী রয়েছে?

এই শর্তাবলীর বিষয়বস্তুও প্রশ্ন আকারে রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। এতে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচনে নারীর মনোনয়ন ও প্রার্থিতার অধিকার কি নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার পাশাপাশি একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছেছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে? এক্ষেত্রে ঐসব প্রতিষ্ঠান বৃত্তিমূলক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ মেয়েদের বড় বড় সেক্টর ছাড়া আইনসভায় মেয়েরা প্রতিনিধত্ব করবেন।

পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্বের মতোই প্রতিভাত হয় যে, নারী ও পুরুষের মাঝে এ ধরনের পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে যেখানে নারীকে কোণঠাসা এবং পুরুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় এরূপ অবরুদ্ধ সমাজে ক্রমঅগ্রগতি কোন কোন সময় জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু উন্মুক্ত সমাজ, যেখানে নারী ব্যাপকভাবে সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করছে, সেখানে এরূপ ক্রমঅগ্রগতির প্রয়োজন নেই।

যাই হোক, বাস্তব অনুশীলনের সাথে সাথে যেসব ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব অধিক কল্যাণকর হতে পারে সেসব ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা দরকার।

পার্লামেন্টের নারী সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে মেলামেশা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গতিবিধি ও চলনে-বলনে শালীনতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা এবং স্বামী ও সন্তান-সন্ততির অধিকার সংরক্ষণ করা প্রভৃতি অবশ্যপালনীয় যে সব নিয়ম-কানুনের কথা ডঃ কারদাভী উল্লেখ করেছেন আমরা মনে করি তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পালনীয় সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধান। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা এসব নিয়ম-কানুন স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

চতুর্থ দিক-নির্দেশনা

ওয়াজিব ও মানদূব রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য নারীর নিজের ও পরিবারের অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করা 'মানদূব'। মানদূব পর্যায়ের রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অত্যধিক ব্যস্ততার ক্ষেত্রে গৃহকর্মে তাকে সাহায্য করা পুরুষের জন্য 'মানদূব' এবং তা ওয়াজিব পর্যায়ের তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে সাহায্য করাও ওয়াজিব।

এভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীকে সাহায্য করার ফলে পুরুষ তার সওয়াবে অংশীদার হয় এবং সাহায্য ও উৎসাহদানের মাত্রা অনুপাতে তার সওয়াবের অনুপাতও বৃদ্ধি পায়।

ইতিপূর্বে সামাজিক তৎপরতার অষ্টম দিক-নির্দেশনা বর্ণনার সময় নারী কর্তৃক পরিবারের অর্থ-সম্পদ ব্যয় এবং স্ত্রীকে স্বামীর সাহায্যের বিষয়টি 'মানদূব' হওয়া সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

পঞ্চম দিক-নির্দেশনা

নারী যাতে পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি তার রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করতে পারে সেজন্য তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনুকূল কার্যকারণ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের দায়িত্ব।

عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى -

"নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরস্পরের প্রতি দয়া, স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তোমরা মুমিনদেরকে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে, যার একটি অংগ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯]

মুসলিম সমাজের সকল সদস্য ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একে অপরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। তাই এ সমাজে যারা কল্যাণ চিন্তামুখী লোক আছে, তাদের কর্তব্য ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ করার জন্য পরস্পরকে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দেয়া, যার মধ্যে থাকবে ঃ

ক. রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীদেরকে উৎসাহিত করা। এটা করতে হবে সব রকম প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব তুলে ধরে এবং সে দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে উৎসাহিত করে। আর নারী যাতে তার সামর্থ অনুসারে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করে, সেজন্য তাকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য পুরুষের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।

খ. নারীর জন্য রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ সহজতর করার উদ্দেশ্যে দল গঠনের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে নারী সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। এসব বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে মিলে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবে।

ষষ্ঠ দিক-নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণে নারীকে উৎসাহিত করা এবং সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব মুসলিম সরকারের।

"আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের আমীর (শাসক) ও তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে..." (বুখারী ও মুসলিম)[৯০]

কয়েকটি উপায়ে এসব দায়িত্ব পালন সম্ভব। উপায়গুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সমাজ জাগরণে নারীর অংশগ্রহণের ব্যাপারে সরকারী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নারীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা।

খ. নারীকে ভোটের অধিকার প্রদান, নির্বাচনে মনোনয়ন ও প্রার্থিতার সাধারণ অধিকার প্রদান এবং নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা নারীর সংখ্যাধিক্য রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহে মনোনয়ন ও প্রার্থিতার অধিকার প্রদান করে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন সহজ করে দেয়া।

গ. নির্বাচনের মাধ্যমে হোক বা মনোনয়নের মাধ্যমে লোকাল বডি ও জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

সপ্তম দিক-নির্দেশনা

রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ যেক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তার দেখা-সাক্ষাত দাবী করে, সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, যা আমরা ইতিপূর্বে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ঐসব নিয়ম-কানুনের মধ্য থেকে কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন ঃ পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা, দৃষ্টি আনত রাখা, নির্জনতা ও ভিড় এড়িয়ে চলা এবং সন্দেহের ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করা।

যাই হোক, বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে যদি এসব নিয়ম-কানুনের কোন কোনটা বর্তমান না থাকে তাহলে ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যেসব কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করছি তা বাতিল করা কি ঠিক হবে এবং তার কর্মকাণ্ডে কি মুসলিম মেয়েরা অংশগ্রহণ করবে না? নাকি এসব কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে মুসলিম মেয়েরা তার কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে এবং সাথে সাথে বিজ্ঞোচিত পন্থায় শরীয়তের বিধি-বিধান পূর্ণাংগরূপে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে? ফাসাদ প্রতিরোধের জন্য শরীয়তের মূলনীতি পূর্বাহ্নেই তার প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণকারিতার পরিমাপ করে। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "হারামকে অনিবার্য করে তোলে এরূপ বিপর্যয়কর বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। কিন্তু অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাবে। এমনকি মুস্তাহাব বা ওয়াজিব প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তা করা যাবে।

বিপর্যয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়ে থাকলেও নিশ্চিত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনার বর্তমানে তা করা যায়...। যেমন, গায়ের মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে দেখা-সাক্ষাত ও তার সাথে সফর করা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে হেতু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং নারীকে স্বামী বা মাহরাম আত্মীয় ছাড়া সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।... এসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ কারণে যে, তা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে তা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে না।"[৯২]

"শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, একই সাথে কল্যাণ ও বিপর্যয়ের বিষয়ের সম্মুখীন হলে অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয়টিকে গ্রহণ করতে হবে।"[৯৩]

www.amarboi.org

পেশাগত কাজে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি মত

সমকালীন পাশ্চাত্য সমাজের অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ

সোভিয়েট নেতা মিখাইল গর্বাচভ তার পেরেস্ত্রয়কা গ্রন্থে বলেন, "কোন সমাজে নারী যতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে প্রধানত সেটাকেই তার সামাজিক ও রাজনৈতিক মান নির্ণয়ের মাপকাঠি বলে বিবেচনা করা হয়। জার শাসিত রাশিয়ায় নারীর সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণ চালু ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে এবং কোন প্রকার দরকষাকষি ছাড়া তার একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এখন নারী সেখানে পুরুষের সাথে সমান সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে এবং আইন তার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সোভিয়েট সরকার নারীকে দিয়েছে পুরুষের মত কর্মের অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লাভের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা। নারীকে শিক্ষা লাভের ও তার ভবিষ্যত নির্মাণের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে। নারীর অংশগ্রহণ এবং আন্তরিক প্রাণান্তকর কর্ম প্রচেষ্টা ছাড়া নতুন সমাজ বিনির্মাণ কিংবা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল।

"আমাদের ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ ও দুঃখ-দুর্দশাভরা বছরগুলিতে, নারীদের বিশেষ অধিকার এবং মা ও গৃহিণী হিসেবে ভূমিকা পালনে তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণে আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি। শিশুদের প্রতি তার শিক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত তার অনিবার্য প্রয়োজন পূরণেও আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি। নারী যখন জ্ঞান গবেষণায় রত থাকে, নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ করে, কিংবা উৎপাদন ও সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকে অথবা গঠনমূলক মৌলিক কাজে অংশগ্রহণ করে তখন গৃহে দৈনন্দিন দায়িত্ব (গৃহকর্ম, শিশুর প্রশিক্ষণ এবং মধুর ও পবিত্র পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি) পালনের জন্য তার সময় থাকে না। আমরা এ কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের শিশু ও যুবকদের আচরণে, আমাদের নৈতিকতায়, সংস্কৃতিতে ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যেসব সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন, তার বেশীর ভাগের জন্যই আংশিকভাবে দায়ী পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ঢিলেমি ও অলসতা। এটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে প্রতিটি ব্যাপারে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করার আমাদের সাধু সংকল্পের অনিবার্য উল্টাফল। বর্তমানে পেরেস্ত্রয়কা চালু হওয়ার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসছে। এ কারণে বর্তমানে আমরা সাংবাদিকতায়, সাধারণ সংগঠনসমূহে, কর্মক্ষেত্রে ও গৃহে বিশেষ করে নারীর নারীসুলভ নির্ভেজাল দায়িত্বসমূহ পালন সহজসাধ্য করার জন্য যে সব দায়িত্ব পালন অত্যাবশ্যকীয়, সেসব ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কঠোর করেছি।"[৯৪]

এখানে নারীর নির্ভেজাল নারীসুলভ কাজের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ নারীকে পেশাগত কাজ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে বঞ্চিত করা বলে আমি মনে করি না। বরং এর অর্থ পরিবারের মধ্যকার প্রথমোক্ত মৌলিক কাজ এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে ব্যাপক প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও ভারসাম্য আনয়ন করা।

www.amarboi.org

অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[উল্লেখ্য যে, সহী বুখারীর বরাতের ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পরে গ্রন্থের যে খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে তা কায়রোর মুস্তাফা আল হালাবী থেকে প্রকাশিত বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে গৃহীত এবং সহী মুসলিমের বরাতের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর গ্রন্থের যে খণ্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে তা ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত ইমাম মুসলিমের আল জামে আস সহীহ থেকে গৃহীত।]

১. সহী বুখারী, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী নাযিলের সূচনা অধ্যায়, ১ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অহীর সূচনা, ১ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা।

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর, ৩ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৪. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ৯৯ ও ১০০ পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৭. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৮. সহী বুখারী, জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশু ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার জানাযা পড়তে হবে কিনা? ৩ খণ্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

৯. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

১০. সহী বুখারী, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ম, লাঠি, তরবারি, পানপাত্র ও মোহর সম্পর্কিত বর্ণনা, ৭ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতেমার (রা) মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১১. দুই বন্ধনীর মধ্যবর্তী অংশ ইবনে সা'দের তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৮ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা।

১২. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১৩. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ৩২৩ ও ৩২৪ পৃষ্ঠা।

১৪. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

১৫. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে যে ধরনের শর্তারোপ বৈধ, ৬ খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

১৮. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা।

১৯. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

২০. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

২১. ফাতহুল বারী, ১৫ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

২২. ফাতহুল বারী, ১৫ খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

২২ক. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

২৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ, ৮ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

২৪. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

২৫. দেখুন, আদ দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার, ইবনে আবদুল বার, ১৯ পৃষ্ঠা। প্রথম সংস্করণ, ১৪০২ হিঃ, ১৯৮৪ইং, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত এবং আল ফুসুল ফী ইখতিসাবি সীরাতির রাসূল, ইবনে কাসীর, ৮৭ পৃষ্ঠা (প্রথম সংস্করণ, ১৪০০ হিঃ, মুয়াস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন, দামেশক, বৈরুত)।

২৬. ফাতহুল বারী, ৩ খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা।

২৭. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

২৮. সহী বুখারী, যুদ্ধ ও ভ্রমণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বার যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জাফর ইবনে আবু তালিব ও আসমা বিনতে উমায়েসের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

২৯. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হাবশায় হিজরত, ৮ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৩০. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

৩১. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ১৮৭, ১৮৯ পৃষ্ঠা। আরো দেখুন ইবনে আবদুল বারের গ্রন্থ কিতাবুদ দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার, ২১ থেকে ২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিছু ব্যাখ্যা, প্রথম সংস্করণ, ১৪০২ হিঃ, ১৯৮৪ ইং, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত।

৩২. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাদের মদীনায় হিজরত, ৮ খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবজাতকের মুখে খেজুর বা মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে দেয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৩৩. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে যেসব বিধি-বিধান ও শর্তাবলী.... আরোপ বৈধ, ৬ খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

৩৪. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের যুদ্ধ, ৯ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও আসমা বিনতে উমায়েসের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

৩৫. সহী বুখারী, নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে মেয়েদের ঘুমানো, ২ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৩৬. ফাতহুল বারী, ২ খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা।

৩৭. আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খন্ড, ২৭৬, ৩১৩ পৃষ্ঠা, গ্রন্থ আদ দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াসসিয়ার, ইবনে আবদুল বার, ৪৫, ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৩৮. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও সন্ধির ক্ষেত্রে শর্তাবলী, ৬ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৩৯. সহী বুখারী, তায়াম্মুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম মুসলমানের জন্য অযুর সমপর্যায়ভুক্ত, ১ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা।

৪০. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী, ৭ খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মসজিদ ও নামাযের স্থানসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামায আদায় ও অবিলম্বে আদায় করা উত্তম, ২ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৪১. আল ইসাবা লিতামিযিস সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানী, ৪ খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা।

৪২. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আল মুমতাহিনা, অনুচ্ছেদ ঃ اذاجاءك المؤمنات يبايعنك ১০ খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৪৩. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আনসার প্রতিনিধি দল ও আকাবার বাইয়াত, ৮ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

৪৪. সহী বুখারী, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গোনাহর কাজের আদেশ না হলে ইমামের কথা শুনতে ও মানতে হবে, ১৬ খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গোনাহর বিষয় না হলে আমীরের আনুগত্য ওয়াজিব, কিন্তু গোনাহর কাজে আনুগত্য হারাম, ৬ খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

৪৫. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা।

৪৬. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও সন্ধির ক্ষেত্রে শর্তাবলী, ৬ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৭. ফাতহুল বারী, ৬ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা।

৪৮. সহী বুখারী, তালাক অধ্যায়, যিম্মী বা দারুল হারবের অধিবাসী মুশরিক বা খৃষ্টানের স্ত্রী যদি ইসলামগ্রহণ করে, ১১ খন্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৯. ফাতহুল বারী, ১১ খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

৫০. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে সুলায়েম, উম্মে আনাস ইবনে মালেকের মা ও বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মর্যাদা, ৭ খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৫১. আত তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খন্ড, ৪২৬, ৪২৭ পৃষ্ঠা।

৫২. আত তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খন্ড, ৪২৬, ৪২৭ পৃষ্ঠা। বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ, বুখারী শরীফের পানীয় দ্রব্য অধ্যায়ের সুপেয় পানি অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃত ১২ খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, দান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয় ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য ব্যয় ও দান করার মর্যাদা, ৩ খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

৫৩. সহী সুনানে আন নাসায়ী, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামগ্রহণের শর্তে বিয়ে করা, ৩১৩৩ নং হাদীস ২ খন্ড, ৭০৩ পৃষ্ঠা।

৫৪. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করা, ৬ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

৫৫. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ এবং নারী ও পুরুষের জন্য শাহাদতের দোয়া, ৬ খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধের মর্যাদা, ৬ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৫৬. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে উতবার কথা, ৮ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, বিচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দের মামলার বিচার, ৫ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৫৭. সহী বুখারী, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান, ৭ খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাশতের নামায... , ২ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

৫৮, ৫৯. সহী মুসলিম, মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওযের সপক্ষে প্রমাণ ও তার পরিচয়, ৭ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৬০. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী, ৭ খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা, ৭ খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৬১. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন, ৮ খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা।

৬২. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে অবস্থানকাল, ৮ খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৬৩. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব ও পৃথিবীতে অবস্থানকাল, ৮ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৬৪. সহী বুখারী, গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহেলিয়াত, ৮ খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা।

৬৫. সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি, ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৬৬. সহী বুখারী, শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আহলে হারবদের সাথে যুদ্ধ ও সন্ধির শর্তাবলী ও শর্তাবলী লিপিবদ্ধকরণ, ৬ খন্ড, ২৫৭ ও ২৬৯ থেকে ২৭৬ পৃষ্ঠা।

৬৭. সহী মুসলিম, জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে (থেকে) মেয়েদের যুদ্ধ, ৫ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৬৮. সহী মুসলিম, কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা ও না করা অধ্যায়, ৬ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা।

৬৯. সহী বুখারী, মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আহযাব যুদ্ধ, ৮ খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

৭০. ফাতহুল বারী, ৮ খন্ড, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

৭১. সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নেতাদের শরীয়ত বিরোধী কাজের বিরোধিতা ওয়াজিব। তবে নামায পড়লে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না, ৬ খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

৭২. সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি, ৭ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৭৩. সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গোনাহর কাজের নির্দেশ না দিলে সে ক্ষেত্রে নেতাদের আনুগত্য ওয়াজিব, কিন্তু গোনাহর কাজের নির্দেশ পালন হারাম, ৬ খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

৭৪. সহী মুসলিম, ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযাত্রী সেনাদলসহ ভূমিধ্বস, ৮ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

৭৫. সহী বুখারী, ফিতনাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে হায়সাম বর্ণনা করেছেন, ১৬ খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

৭৬. সহী বুখারী, ফিতনাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু নুআইম বর্ণনা করেছেন, ১৬ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

৭৭. সহী বুখারী, ফিতনাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুইজন মুসলমান যখন তরবারি নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, ১৬ খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা।

৭৮. সহী বুখারী, ফিতনাসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনুল হায়সাম বর্ণনা করেছেন, ১৬ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সাকীফ গোত্রের মহামিথ্যাবাদী ও মহাঅত্যাচারীর বর্ণনা, ৭ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

৮০. সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না বিষয়ে বর্ণনা, ১ খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।

৮১. সহী বুখারী, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মুসলমানদের নেতাদের মঙ্গল কামনা, ১ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না, ১ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৮২. গ্রন্থ, নিদাউন ইলাল জিনসিল লাতীফ প্রকাশক আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত।

৮৩ ক. সহী মুসলিম, নেক কাজ অধ্যায়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু প্রভৃতিকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ, ৮ খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

৮৩খ. সহী বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আদ্ দুহা, অনুচ্ছেদ ঃ ما ودعك ربك وما قلى، ১০ খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

৮৪. সহী বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর, ৬ খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ও হাতেব (ইবনে আবী বালতাআ)-এর কাহিনী ৭ খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৮৫. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৮৬. আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৮৭. বিশেষভাবে পারিবারিক ব্যাপারে মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব বর্ণনার ব্যাপারে ডক্টর (ইউসুফ) আলকারদাবী উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগের তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন ঃ চূড়ান্তভাবে মোহরানা ধার্য করার ব্যাপারে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বামীর অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারে এবং দুধ বন্ধের পরে নয় বরং নবজাতকের জন্মের পরেই দেয়ার ব্যাপারে।

৮৮. দেখুন, সমসাময়িক ফতোয়া, দ্বিতীয় অধিবেশন।

৮৯. সহী বুখারী, শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, ১৩ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেক কাজ, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া ও স্নেহশীলতা, ৮ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৯০. সহী বুখারী, দাসমুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাসদের গায়ে হাত তোলা নিন্দনীয়, ৬ খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও জালেমের শাস্তি ৬ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৯১. মাজমু'আ ফাতওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ২৬ খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

৯২. মাজমু'আ ফাতওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ২৩ খন্ড, ১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৯৩. মাজমুআ ফাতওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ২০ খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

৯৪. গ্রন্থ, পেরেস্ত্রয়কা, মিখাইল গর্বাচভ, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

বি আই আই টি'র প্রকাশনাসমূহ

1. *A Young Muslim's Guide to Religions in the world (1992)*
   by Dr. Syed Sajjad Husain
2. *Islam in Bengali Verse (1992) by poet Farrukh Ahmad*
   Translated into English by Dr. Syed Sajjad Husain
3. *Directory of Specialists (1993) edited by M. Zohurul Islam FCA and*
   Dr. A.K. M. Ahsanullah
4. *Civilization and Society (1994) by Dr. Syed Sajjad Husain*
5. *Social Laws of Islam (1995) by Shah Abdul Hannan*
6. *ইসলামী উসূলে ফিকাহ্ (১৯৯৬) মূল ঃ ড. তাহা জাবির আল-আলওয়ানী*
   অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার
7. *Leadership Western and Islamic (1996)*
   by Dr. Mohammad Anisuzzaman and Prof Md. Zainul Abedin Majumder
8. *Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concepts and*
   Principles (1996) by Prof. M. Raihan Sharif.
9. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী (১৯৯৬-২০০০), মূল ঃ বি, আইশা লিমু এবং ফাতিমা হীরেন*
   অনুবাদ ঃ ড. মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান
10. *মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক (১৯৯৭-২০০২)*
    মূল ঃ ড. জামাল আল বাদাবী, অনুবাদ ঃ মোঃ শামীম আহসান
11. *Islamization of Academic Disciplines (Seminar proceedings) (1997)*
    Edited by M. Zohurul Islam FCA.
12. *কোরআন ও সুন্নাহ ঃ স্থান-কাল-প্রেক্ষিত (১৯৯৭), মূল ড. তাহা জাবির*
    আল আলওয়ানী এবং ড. ইমাদ আল দীন খলিল, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক
13. *Origin and Development of Experimental Science (1997)*
    by Dr. Muin-un-Din Ahmad Khan
14. *রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১৯৯৮)*
    মূল ঃ আকরাম জিয়া আল উমারী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম
15. *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ (১৯৯৮)*
    মূল ঃ মারওয়ান ইব্রাহীম আল-কাইজী, অনুবাদ ঃ শেখ এনামুল হক
16. *Man and Universe (1998)*
    by Maj. Md. Zakaria Kamal
17. *আত-তাওহীদ ঃ চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য (১৯৯৮),*
    মূল ঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, অনুবাদ ঃ অধ্যাপক শাহেদ আলী
18. *Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration (1990)*
    by M. Zohurul Isalam FCA

www.amarboi.org

19. *The Islamic Theory of Jihad and The International System (1999) by Md. Moniruzzaman*
20. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ (২০০০)*
মূল ঃ ড. এম, উমর চাপরা, অনুবাদ ঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
21. *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (২০০০)*
মূল ঃ ড. এম, উমর চাপরা, অনুবাদ ঃ ড. মাহমুদ আহমদ
22. *ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ*
মূল ঃ ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান , অনুবাদ ঃ মাওলানা আকরাম ফারুক
23. *Accounting : Philosophy, Ethics and Principles-An Islamic Perspective by M. Zohurul Islam FCA*
24. *আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ (প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন) ২০০২*
সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার
25. *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid (2002) by Prof. Md. Athar Ali*
26. *রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড), মূলঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ,*
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব

· প্রকাশের অপেক্ষায়

1. *ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মূল ঃ ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলাইমান*
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন মজুমদার
2. *রসূলের (স) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড), মূল ঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ,*
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী, সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান তালিব
3. *On Openness, Integraition and Economic Growth by Dr. M. Kabir Hassan*
4. *A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries : Selected Case Studies, by Dr. Masudul Alam Chowdhury*
5. *The Economy of the Muslim Countries in the New World Order, by Dr. M. Kabir Hassan*
6. *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ সংকলন)*
অনুবাদ ঃ এম, রুহুল আমিন

www.amarboi.org

Contents

- ইসলামী পুনর্গঠন মানেই হচ্ছে আল্লাহর দেয়া পথ-নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথ-নির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স) যথার্থই বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শত বর্ষের মাথায় দ্বীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহেলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে ঃ একদিকে পুর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স) হেদায়াত একই সাথে এসেছে।

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাধারণ মুসলিম মেয়েরা পর্দার বিধান অনুযায়ী কুরআনের নির্দেশ অনুসারে শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।